ইসলামিয়া

শরহে

মিয়াতে আমিল

شرح مائة عامل

আরবি-বাংলা

তারকীবসহ

- গ্রন্থকার পরিচিতি
- কিতাব সংক্রান্ত প্রাথমিক আলোচনা
- মূল ইবারত
- সাবলীল অনুবাদ
- প্রাসঙ্গিক আলোচনা
- ইবারতের তারকীব
- অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলনী
- কবিতা আকারে একশত আমিল সংযোজন
- বোর্ড অনুকরণে নমুনা প্রশ্ন সংযোজন

ইসলামিয়া কুতুবখানা | ঢাকা

https://t.me/islaMic_fdf

ইসলামিয়া

শরহে মিয়াতে আমিল

شرح مائة عامل

ইসলামিয়া

শরহে মিয়াতে আমিল

شرح مائة عامل

مائة عامل-এর গ্রন্থকার
শায়খ আব্দুল কাহের জুরজানী (র.)

شرح مائة عامل-এর গ্রন্থকার
শায়খ আব্দুর রহমান জামী (র.)

অনুবাদক
মুফতি মুহাম্মদ খালিদ সাইফুল্লাহ
উসতায, জামি'আ হাকীমুল উম্মত, দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ, ঢাকা

মাওলানা আবুল কালাম মাসূম
ফাযেলে দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত

সম্পাদনায়
মাওলানা মুহাম্মদ মোস্তফা

প্রকাশনায়
ইসলামিয়া কুতুবখানা
৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

شرح مأة عامل

মিয়াতে আমিল

মূল	:	শায়খ আব্দুল কাহের জুরজানী (র.)
অনুবাদ	:	মুফতি মুহাম্মদ খালিদ সাইফুল্লাহ মাওলানা আবুল কালাম মাসূম
সম্পাদনায়	:	মাওলানা মুহাম্মদ মোস্তফা
প্রকাশক	:	মাওলানা মুহাম্মদ মোস্তফা
স্বত্ব	:	প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
সৌন্দর্যবর্ধনে	:	মাওলানা এনামুল হাসান
শব্দবিন্যাস	:	ইসলামিয়া কম্পিউটার হোম ২৪/এফ, শিরিস দাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রকাশনায়	:	ইসলামিয়া কুতুবখানা ৩০/৩২, নর্থব্রুক হল রোড বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মুদ্রণ	:	ইসলামিয়া অফসেট প্রিন্টিং প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স কোং ২৪/এফ শিরিশ দাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০
ISBN	:	978-984-96985-2-4
অনলাইন	:	www.islamiakutubkhana.com.bd, info@islamiakutubkhana.com.bd

সূচি নির্দেশনা

ক্র.	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	প্রাথমিক আলোচনা	৭
২.	'মিআতে আমিল ও শরহে মিআতে আমিল' লেখক পরিচিতি	৯
৩.	مِائَةُ عَامِلِ : সংক্ষেপে একশত আমিল-এর বর্ণনা	১০
৪.	আমলসহ একশত আমিল	১১
	اَلْمَرْحَلَةُ الْأُوْلٰى فِىْ مُقَدِّمَةِ الْكِتَابِ وَتَفْسِيْرِ الْعَوَامِلِ	
	[প্রথম পর্ব : কিতাবের ভূমিকা ও আমিল প্রকরণ]	১৩
৫.	অনুশীলনী	২০
	اَلْمَرْحَلَةُ الثَّانِيَةُ فِى الْعَوَامِلِ السَّمَاعِيَّةِ	
	[দ্বিতীয় পর্ব, سماعى আমিলসমূহ সম্বন্ধে]	২১
	اَلنَّوْعُ الْاَوَّلُ : প্রথম প্রকার	২১
৬.	اَلْحُرُوْفُ الْجَارَّةُ : যের প্রদানকারী অব্যয়সমূহ	২১
৭.	অনুশীলনী	৭২
	اَلنَّوْعُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় প্রকার	
৮.	اَلْحُرُوْفُ الْمُشَبَّهَةُ بِالْفِعْلِ : ক্রিয়াসদৃশ অব্যয়সমূহ	৭৩
	اَلنَّوْعُ الثَّالِثُ : তৃতীয় প্রকার	৮৩
৯.	لَا ও مَا ক-বোধক না সদৃশ لَيْسَ : مَا وَلَا الْمُشَبَّهَتَانِ بِلَيْسَ	৮৩
১০.	অনুশীলনী	৮৫
	اَلنَّوْعُ الرَّابِعُ : চতুর্থ প্রকার	৮৬
১১.	حُرُوْفٌ تَنْصِبُ الْاِسْمَ : বিশেষ্যকে যবর প্রদানকারী অব্যয়সমূহ	৮৬
১২.	অনুশীলনী	৯২
	اَلنَّوْعُ الْخَامِسُ : পঞ্চম প্রকার	৯৩
১৩.	حُرُوْفٌ تَنْصِبُ الْفِعْلَ الْمُضَارِعَ : فِعل مُضَارِع -কে নসব প্রদানকারী অব্যয়সমূহ	৯৩
১৪.	অনুশীলনী	৯৮
	اَلنَّوْعُ السَّادِسُ : ষষ্ঠ প্রকার	৯৯
১৫.	حُرُوْفٌ تَجْزِمُ الْفِعْلَ الْمُضَارِعَ : فِعل مُضَارِع -কে জযম প্রদানকারী অব্যয়সমূহ	৯৯
১৬.	অনুশীলনী	১০৭
	اَلنَّوْعُ السَّابِعُ : সপ্তম প্রকার	১০৮
১৭.	أَسْمَاءٌ تَجْزِمُ الْفِعْلَ الْمُضَارِعَ : فِعل مُضَارِع -কে জযম প্রদানকারী বিশেষ্যসমূহ	১০৮
১৮.	অনুশীলনী	১১৫

ক্র.	বিষয়	পৃষ্ঠা
	اَلنَّوْعُ الثَّامِنُ : অষ্টম প্রকার	১১৬
১৯.	اِسْم نَكِرَة : أَسْمَاءُ تَنْصِبُ الْأَسْمَاءَ النَّكِرَاتِ -কে নসব প্রদানকারী বিশেষ্যসমূহ	১১৬
২০.	অনুশীলনী	১২৯
	اَلنَّوْعُ التَّاسِعُ : নবম প্রকার	১৩০
২১.	أَسْمَاءُ الْأَفْعَالِ : ক্রিয়াসূচক বিশেষ্য পদ	১৩০
২২.	অনুশীলনী	১৩৫
	اَلنَّوْعُ الْعَاشِرُ : দশম প্রকার	১৩৬
২৩.	اَلْأَفْعَالُ النَّاقِصَةُ : অসম্পূর্ণ ক্রিয়াসমূহ	১৩৬
২৪.	অনুশীলনী	১৪৯
	اَلنَّوْعُ الْحَادِيَ عَشَرَ : একাদশ প্রকার	১৫০
২৫.	أَفْعَالُ الْمُقَارَبَةِ : নৈকট্যজ্ঞাপক ক্রিয়াসমূহ	১৫০
২৬.	অনুশীলনী	১৫৯
	اَلنَّوْعُ الثَّانِيَ عَشَرَ : দ্বাদশ প্রকার	১৬০
২৭.	أَفْعَالُ الْمَدْحِ وَالذَّمِّ : প্রশংসা ও নিন্দাজ্ঞাপক ক্রিয়াসমূহ	১৬০
২৮.	অনুশীলনী	১৬৮
	اَلنَّوْعُ الثَّالِثَ عَشَرَ : ত্রয়োদশ প্রকার	১৬৯
২৯.	أَفْعَالُ الْقُلُوْبِ : মানসিক ক্রিয়াসমূহ	১৬৯
৩০.	অনুশীলনী	১৭৬
	المرحلة الثالثة فى العوامل القياسية আমেলসমূহের বর্ণনা قياسي তৃতীয় পর্ব,	১৭৭
৩১.	اَلْعَوَامِلُ الْقِيَاسِيَّةُ سَبْعَةُ عَوَامِلَ : কিয়াসী [নিয়মাধীন] আমিলসমূহ সাতটি	১৭৭
৩২.	অনুশীলনী	১৯৪
৩৩.	অনুশীলনী	১৯৭
	المرحلة الرابعة فى العوامل المعنوية চতুর্থ পর্ব, معنوي আমিলসমূহের বর্ণনা	১৯৮
৩৪.	اَلْعَوَامِلُ الْمَعْنَوِيَّةُ : আভ্যন্তরীণ আমিলসমূহ	১৯৮
	المرحلة الخامسة فى تعريف الجمل পঞ্চম পর্ব, বাক্যসমূহের পরিচিতির বর্ণনা	১৯৯
৩৫.	الْجُمَلُ : জুমাল অংশ	১৯৯
	المرحلة السادسة فى العوامل نظمًا ষষ্ঠ পর্ব, পদ্যে আমিলসমূহের বর্ণনা	২০৮
৩৬.	مِائَةُ عَامِلٍ نَظْمًا : পদ্যে একশত আমিল	২০৮
৩৭.	কওমী মাদরাসার শিক্ষাবোর্ডের আলোকে নমুনা প্রশ্নাবলি	২১৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রাথমিক আলোচনা

ইলমে নাহুর সংজ্ঞা :

শাব্দিক অর্থ : نَحْوٌ শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। নিম্নে তার কয়েকটি অর্থ বর্ণনা করা হলো।

نَحْو অর্থ- اَلْقَصْدُ তথা ইচ্ছা করা। যেমন- نَحَوْتُ هٰذَا نَحْوًا [আমি এর ইচ্ছা করেছি]।

نَحْو অর্থ- اَلْجِهَةُ তথা দিক। যেমন- هُنَّ نَحْوَ الْبَيْتِ عَائِدَاتٌ [তারা সকল মহিলা ঘরের দিকে প্রত্যাবর্তনকারিণী]।

نَحْو অর্থ- اَلْمِثْلُ তথা সাদৃশ্যপূর্ণ, ন্যায়। যেমন- هٰذَا نَحْوُهُ [এটি সেটির ন্যায়]।

نَحْو অর্থ- اَلنَّوْعُ তথা প্রকার। যেমন- هٰذَا عَلٰى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ [এটি চার প্রকারে বিভক্ত]।

نَحْو অর্থ- اَلطَّرِيْقُ তথা রাস্তা। যেমন- هٰذَا نَحْوٌ سَوِيٌّ [এটি সোজা রাস্তা]।

نَحْو অর্থ- اَلْمَيْلُ তথা আকৃষ্ট হওয়া। যেমন- نَحَا إِلَيْهِ [সে তার প্রতি আকৃষ্ট হলো]।

نَحْو অর্থ- اَلْمِقْدَارُ তথা পরিমাণ। যেমন- اِشْتَرَيْتُ الْعَسَلَ نَحْوَ قُلَّةٍ [আমি এক মটকা পরিমাণ মধু ক্রয় করলাম।]

نَحْو অর্থ- اَلرَّدُّ তথা ফিরানো। যেমন- نَحَوْتُ بَصَرِيْ إِلَيْهِ [আমি তার দিকে আমার দৃষ্টি ফিরালাম]।

পারিভাষিক অর্থ : পরিভাষায় نحو علم বলা হয়-

هُوَ عِلْمٌ بِأصول يُعْرَفُ بِهَا أَحْوَالُ أَوَاخِرِ الْكَلِمِ الثَّلَاثِ مِنْ حَيْثُ الْإِعْرَابِ وَالْبِنَاءِ.

অর্থাৎ, ইলমে নাহু এমন ইলমকে বলা হয়, যার দ্বারা مُعْرَب ও مَبْنِي হওয়া হিসেবে তিন প্রকার كَلِمَة -এর শেষের অবস্থা জানা যায়।

ইলমে নাহুর আলোচ্য বিষয় : ইলমে নাহুর আলোচ্য বিষয় হলো- كَلِمَة [শব্দ]-এবং كَلَام [বাক্য]। কেননা কোনো ইল্‌মের মধ্যে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়, সে বিষয়কেই ঐ ইলমের আলোচ্য বিষয় বলা হয়। যেহেতু ইলমে নাহুর মধ্যে কালিমা এবং কালাম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়, তাই কালিমা এবং কালামই ইলমে নাহুর আলোচ্য বিষয় হবে।

ইলমে নাহুর উদ্দেশ্য : ইলমে নাহুর উদ্দেশ্য হলো, صِيَانَةُ الذِّهْنِ عَنِ الْخَطَأِ اللَّفْظِيِّ فِيْ كَلَامِ الْعَرَبِ তথা আরবি লিখনী ও বক্তৃতার ক্ষেত্রে মস্তিষ্ককে শাব্দিক ভুল-ভ্রান্তি হতে রক্ষা করা।

ইলমে নাহুর প্রয়োজনীয়তা : ইসলামি শরিয়তে ইলমে নাহুর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। কেননা ইসলাম ধর্মের মূলভিত্তি হলো কুরআন মাজীদ ও হাদীসে রাসূল ﷺ। এ সম্পর্কে নবী করীম ﷺ বলেছেন-

تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ رَسُوْلِهِ.

অর্থাৎ, আমি তোমাদের নিকট দু'টি বস্তু রেখে গেলাম। যতদিন তোমরা এ দু'টিকে ভালোভাবে আঁকড়ে ধরবে, ততদিন পথভ্রষ্ট হবে না। তা হলো আল্লাহর কিতাব তথা কুরআন মাজীদ এবং রাসূলের সুন্নাত তথা হাদীসে রাসূল ﷺ। আর এ দু'টি বিষয় বুঝতে হলে সর্বপ্রথম আরবি ভাষা সম্পর্কে অবগত হতে হবে। কেননা এ দু'টি বিষয়ই আরবি ভাষায় লিখিত। আর আরবি ভাষা ইলমে নাহু ছাড়া আদৌ বুঝা সম্ভব নয়। এ জন্যই বলা হয়েছে– اَلنَّحْوُ فِي الْكَلَامِ كَالْمِلْحِ فِي الطَّعَامِ "অর্থাৎ, যেমনিভাবে লবণহীন খাবার সুস্বাদু নয়, তদ্রূপ নাহুবিহীন আরবি বাক্য স্বার্থক নয়।" তাই বলা যায় যে, ইলমে নাহুর গুরুত্ব অপরিসীম।

ইলমে নাহুর সংকলন, নামকরণ : নুযহাতুল আউলিয়া গ্রন্থে রয়েছে যে, তাবেয়ী হযরত আবুল আসওয়াদ আদ্-দুআলী (র.) একদা হযরত আলী (রা.)-এর দরবারে হাজির হয়ে তাঁর হাতে একটি কাগজের টুকরা দেখতে পেলেন। তাবেয়ী হযরত আবুল আসওয়াদ আদ্-দুআলী (র.) জিজ্ঞাসা করলেন, আমীরুল মু'মিনীনের হাতে এটা কী? উত্তরে তিনি বললেন, ইসলামের বিজয় নিশান অনারবে পৌঁছে গেছে। কুরআন ও হাদীসের আলোচনায় চতুর্দিক মুখরিত হয়ে উঠছে। কিন্তু অনারবিদের সংমিশ্রণের কারণে আরবি ভাষায় কিছুটা ত্রুটি-বিচ্যুতি হচ্ছে। তাই আমি কিছু নীতিমালা প্রণয়নের চেষ্টা করছি। যাতে করে অনারবি বা আজমিগণ বিশুদ্ধভাবে কুরআন ও হাদীসের চর্চায় নিমগ্ন হতে পারে এবং নবঘটিত এই ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো আরবি ভাষা হতে চিরতরে দূরীভূত হয়। এই বলে হযরত আলী (রা.) ঐ কাগজের টুকরাটি তাঁর হাতে দিয়ে বললেন, তুমি এই নীতিমালা অনুসরণে আরো নীতিমালা প্রণয়ন কর। হযরত আবুল আসওয়াদ আদ্-দুআলী (র.) বলেন, আমি টুকরাটিতে দেখতে পেলাম লিখা রয়েছে–

اَلْكَلَامُ كُلُّهُ اِسْمٌ وَفِعْلٌ وَحَرْفٌ فَالْاِسْمُ مَا أَنْبَأَ عَنِ الْمُسَمّٰى وَالْفِعْلُ مَا أَنْبَأَ عَنْ حَرَكَةِ الْمُسَمّٰى وَالْحُرُوْفُ مَا أَفَادَ مَعْنًى، لَيْسَ بِاسْمٍ وَلَا فِعْلٍ.

অর্থাৎ, সমস্ত কালামই হলো اِسْم ـ فِعْل ও حَرْف -এ পরিপূর্ণ। সুতরাং اِسْم ঐ শব্দকে বলা হয়, যা তার مُسَمّٰى কে পরিচয় করিয়ে দেয় এবং فِعْل ঐ শব্দকে বলা হয়, যার দ্বারা কাজ কর্ম সংবাদ প্রদান করা হয় আর حَرْف ঐ শব্দকে বলা হয়, যা এমন অর্থ দান করে, যা ইসম নয়, ফে'ল নয়।

এরপর হযরত আলী (রা.) বললেন– وَاعْلَمْ يَا اَبَا الْاَسْوَدِ أَنَّ الْاَسْمَاءَ ثَلَاثَةٌ : ظَاهِرٌ وَمُضْمَرٌ وَلَا ظَاهِرٌ وَلَا مُضْمَرٌ.

অর্থাৎ, হে আবুল আসওয়াদ! তুমি জেনে রাখ, اِسْم তিন প্রকার–

১. জাহির
২. মুযমার
৩. যা জাহিরও নয় এবং মুযমারও নয়।

তাবেয়ী হযরত আবুল আসওয়াদ আদ্-দুআলী (র.) বলেন– আমি হযরত আলী (রা.)-এর বর্ণিত পন্থায় নাহুর নীতিমালা প্রণয়ন করতে লাগলাম এবং নীতিমালার উপর একটি পাঠ তৈরি করে আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা.)-এর সম্মুখে উপস্থাপন করলে তিনি বললেন– مَا اَحْسَنَ هٰذَا النَّحْوَ الَّذِىْ قد نَحَوْتَ 'অর্থাৎ, কতইনা সুন্দর পদ্ধতি যা তুমি অবলম্বন করেছ'।

তাই হযরত আলী (রা.)-এর মুখ নিসৃত اَلنَّحْوُ থেকেই এ শাস্ত্রের নাম ইলমে নাহু বলে নামকরণ হয়েছে।

লেখক পরিচিতি

গ্রন্থের নাম প্রসঙ্গ : এ কিতাবটির মূল নাম হলো "মিআতে আমিল" অতঃপর কোনো একজন লেখক কর্তৃক এর ব্যাখ্যা করার কারণে এর নামকরণ করা হয়েছে "শরহে মিআতে আমিল" বলে। যার অর্থ হলো– একশত আমিলের ব্যাখ্যা।

"মিআতে আমিল" লেখক পরিচিতি

নাম ও জন্ম : নাম : আব্দুল কাহের। উপনাম : আবূ বকর, পিতার নাম : আব্দুর রহমান। তিনি জুরজান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। জুরজান হলো তাবারিস্তানের অন্তর্গত কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত পারস্যের একটি প্রদেশের নাম।

শিক্ষা জীবন : তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন এবং অতি অল্প বয়সেই ইলমে নাহু, ইলমে সরফ, ইলমে বালাগাত, ইলমে আকাইদ, ইলমে মানতিক, ইলমে হাদীস ও ইলমে তাফসীর ইত্যাদি শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। জন্মস্থান জুরজানেই তিনি আবূ আলী ফারেসী (র.)-এর ভাগনে মুহাম্মদ ইবনে হুসাইন আল ফারেসী আন নাহবী (র.)-এর নিকট বিদ্যার্জন করেন। তাঁর উস্তাদ ছিলেন এমন ব্যক্তিদ্বয়, যাদের কথা আরবি ভাষায় দলিল তথা প্রমাণরূপে গ্রহণ করা হতো, তাঁরা হলেন শায়খ সীরানী ও শায়খ ইমাম মারেফী (র.)।

মতাদর্শ : তিনি আকিদাগতভাবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আশয়ারী মতের ছিলেন। মাযহাবগতভাবে ছিলেন শাফেয়ী মতাবলম্বী।

রচনাবলি : শিক্ষা জীবন শেষে তিনি শিক্ষকতা পেশা গ্রহণ করেন এবং পরবর্তীদের জন্য মূল্যবান কিছু গ্রন্থ রচনা করেন। যার মধ্যে "মিআতে আমিল"ও একটি। যা তিনি ক্ষুদ্র একটি রিসালাহ আকারে লিপিবদ্ধ করেন।

তার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ হলো– ১. ই'জাযুল কুরআন, ২. তাফসিরুল জুরজানী, ৩. দালায়িলুল ই'জায, ৪. আল উমদাহ, ৫. মিআতু আমিল, ৬. আসরারুল বালাগা ইত্যাদি।

মৃত্যু : তিনি ৪৭১ মতান্তরে ৪৭৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

"শরহে মিআতে আমিল" লেখক পরিচিতি

নাম ও বংশ : নাম আব্দুর রহমান, উপাধি : ইমাদুদ্দীন, লকব : জামী। পিতার নাম : আহমদ, দাদার নাম : মুহাম্মদ। তবে কেউ কেউ বলেন, তিনি নুরুদ্দীন উপাধিতেও অধিক পরিচিত ছিলেন। তিনি ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর বংশধর ছিলেন।

জন্ম : তিনি ৮১৭ হিজরী ২৩ শে শা'বান খুরাসানের অর্ন্তগত জাম নামক এলাকায় জন্ম গ্রহণ করেন এবং সেই জাম নামক এলাকার দিকে সম্পর্ক করে তাঁকে জামী বলা হয়।

শিক্ষা জীবন : তিনি প্রথমে গ্রামের মকতবে কুরআনুল কারীমের অধ্যায়ন করেন এবং ইলমে নাহু স্বীয় পিতা হযরত শাইখুল ইসলাম আহমদ জামী (র.)-এর নিকট শিক্ষা লাভ করেন। এরপর হেরাত চলে গিয়ে আল্লামা জুনাইদ বাগদাদী (র.) হতে মুখতাসারুল মা'আনী, মুতাউওয়াল ইত্যাদি কিতাব অধ্যয়ন করেন। এরপর তিনি মীর সাইয়েদ শরীফ জুরজানীর প্রিয় শাগরেদ খাজা আলী সমরকন্দির দরসে উপস্থিত হন এবং তাঁর থেকে বিভিন্ন বিষয়ে ইলম অর্জন করেন।

বাহ্যিক ইলম অর্জনের পর তিনি মাখদূমুল আরেফীন মাওলানা সা'দুদ্দীন কাশগরী (র.)-এর নিকট বাইয়াত হন। তিনি একজন খাঁটি নবী প্রেমিক ছিলেন। নবী কারীম ﷺ -এর শানে লিখিত তাঁর কাব্যগুলো আজও চির ভাস্বর।

রচনাবলি : আরবি ও ফারসি ভাষায় তার বহু অমূল্য গ্রন্থ রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, ১. রিসালাহ ফী ওয়াহদাতিল উজূদ, ২. লাইলী মজনু, ৩. ইউসুফ জুলায়খা, ৪. শাওয়াহিদুন নবুওয়াত, ৫. আল ফাওয়ায়িদুয যিয়াইয়্যাহ, ৬. শরহে মিআতে আমিল।

মৃত্যু : তিনি ৮১ বছর বয়সে ৮৯৮ হিজরীর ১৮ই মুহাররম এই ধরা ত্যাগ করে পরপারে পাড়ি জমান।

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

مائة عامل

(সংক্ষেপে একশত আমিল-এর বর্ণনা)

- যা দ্বারা اِسْم বা فِعْل-এর শেষ অক্ষরের অবস্থার পরিবর্তন হয়, তাকে عَامِل বলে।
- যে শব্দের শেষে পরিবর্তন হয়, তাকে مَعْمُوْل বলে।
- শব্দের শেষ অবস্থা পরিবর্তনের চিহ্নস্বরূপ যে حَرْف বা حَرَكَت ব্যবহার হয়, তাকে اِعْرَاب বলে।

علم نحو-এর ইমাম শায়খ আব্দুল কাহের জুরজানী (র.)-এর মতে, ইলমে নাহুতে মোট একশ'টি আমিল রয়েছে। এর বিবরণ নিম্নরূপ :

এক নজরে একশত আমিল

১. হরফে জার–	১৭টি
২. হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল–	৬টি
৩. مَاوَلَا الْمُشَبَّهَتَانِ بِلَيْسَ –	২টি
৪. ইসমকে নসব দানকারী হরফ–	৭টি
৫. ফে'লে মুযারে'কে নসব দানকারী হরফ–	৪টি
৬. ফে'লে মুযারে'কে জযম দানকারী হরফ–	৫টি
৭. ফে'লে মুযারে'কে জযম দানকারী ইসম–	৯টি
৮. ইসমে নাকেরাকে তমীজ হিসেবে নসব দানকারী ইসম–	৪টি
৯. আসমায়ে আফআল–	৯টি
১০. আফআলে নাকেসা–	১৩টি
১১. আফআলে মুকারাবাহ্–	৪টি
১২. আফআলে কুলূব–	৭টি
১৩. আফআলে মাদহ ও যম–	৪টি
১৪. আওয়ামেলে কিয়াসী–	৭টি
১৫. আওয়ামেলে মা'নবী–	২টি
	মোট = ১০০টি

আমলসহ একশত আমিল

سماعی -এর ৯১টি আমিলকে ১৩ ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।

এক. حروف جار তা হলো সতেরোটি যথা–

১. بَاء ২. تَاء ৩. كَاف ৪. لَام ৫. وَاو ৬. مُنْذ ৭. مُذْ ৮. خَلا ৯. رُبَّ ১০. حَاشَا ১১. مِنْ ১২. عَدَا ১৩. فِي ১৪. عَنْ ১৫. عَلٰى ১৬. حَتّٰى ১৭. إِلٰى

এই আমিলগুলো اِسْم -এর শুরুতে এসে তার শেষে জর দেয়। যেমন– مَرَرْتُ بِزَيْد -এর মধ্যে زَيْدٌ শব্দের প্রারম্ভে باء এসে তার শেষে জর দিয়েছে।

দুই. حُروف مشبهة بالفِعْل তা ৬টি– ১. إِنَّ ২. أَنَّ ৩. كَأَنَّ ৪. لٰكِنَّ ৫. لَيْتَ ৬. لَعَلَّ

এগুলো দু'টি اِسْم তথা مبتدأ ও خبر এর উপর প্রবেশ করে এবং مبتدأ কে نَصْب দেয় ও খবরকে رَفْع দেয়। যেমন- إِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ এখানে إِنَّ টি হলো حَرْف مُشَبَّه بِالْفِعْل ; এটি زَيْدًا -কে মুবতাদা হওয়ার কারণে نَصْب দিয়েছে এবং قَائِمٌ -কে খবর হওয়ার কারণে رَفْع দিয়েছে।

তিন. مَا وَلَا الْمُشَبَّهَتَانِ بِلَيْسَ ; এগুলো হলো দুটি– ১. مَا ২. لَا ; এগুলোও দুটো اِسْم -এর উপর প্রবেশ করে প্রথমটিকে তার اِسْم হিসেবে رَفْع দেয় এবং পরেরটিকে خَبَر হিসেবে نَصْب দেয়। যেমন– مَا زَيْدٌ قَائِمًا ; এখানে مَا -এর اِسْم হওয়ার কারণে زَيْد শব্দটি مَرْفُوْع হয়েছে এবং قَائِمًا টি خَبَر হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে।

চার. اِسْم কে نَصْب প্রদানকারী حُرُوْف হলো ৭টি–

১. وَاو ২. يَا ৩. هَمزه ৪. أَيَا ৫. إِلَّا ৬. أَيْ ৭. هَيَا

এগুলোর মাঝে يا , أَيَا , هَيَا , أَيْ ও هَمْزَه কে حُرُوف نِدَاء বলা হয়। এর مُنَادٰى যদি مُفْرد مَعْرِفَة হয়, তবে مرفوع হবে। আর যদি مُضَاف বা مُضَاف مُشَابِه হয়, তবে نَصْب দিবে। যেমন–

১. يَا زَيْدُ ২. يَا عَبْدَ اللّٰه ৩. يَا طَالِعًا جَبَلًا

এখানে প্রথম উদাহরণের মধ্যে زَيْدُ শব্দটি مُفْرَد مَعْرِفة হওয়ার কারণে مَرْفُوْع হয়েছে। দ্বিতীয় উদাহরণে عَبْد শব্দটি مُضَاف হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে এবং তৃতীয় উদাহরণের মধ্যে طَالِعًا শব্দটিمُضَاف مُشَابِه হওয়ার কারণে مَنْصُوب হয়েছে।

পাঁচ. فِعْل مُضَارِع -কে نَصْب প্রদানকারী حُرُوف চারটি। যথা- ১. أَنْ ২. لَنْ ৩. كَيْ ৪. إِذَنْ এই হরফগুলো فعل مُضَارِع -এর শুরুতে এসে তার শেষে نَصْب দেয়। যেমন– أُرِيْدُ أَنْ تَقُوْمَ -এর মাঝে تَقُوم হলো فِعْل مُضَارِع ; তার শুরুতে أَنْ এসে তার শেষে نَصْب দিয়েছে।

ছয়. فِعْل مُضَارِع কে جَزْم প্রদানকারী হরফ ৫টি– ১. إِنْ ২. لَمْ ৩. لَمَّا ৪. لَامِ أَمْر ৫. لَاءِ نَهْي ,

এই হরফগুলো مُضَارِع -এর শুরুতে এসে তার শেষে جَزْم দেয়। যেমন– لَمْ يَضْرِبْ এখানে يَضْرِبُ হলো فِعْل مُضَارِع ; তার প্রারম্ভে لَمْ এসে তার শেষে جَزْم দিয়েছে।

সাত. فِعْل مُضَارِع কে জযম প্রদানকারী اِسْم সমূহ। তা হলো ৯টি–

১. مَنْ ২. مَا ৩. مَهْمَا ৪. أَيٌّ ৫. مَتٰى ৬. حَيْثُمَا ৭. إِذْما ৮. أَنّٰى ৯. أَيْنَمَا

এই اِسْم গুলো مُضَارِع -এর শুরুতে এসে তার শেষে جَزْم দেয়। যেমন– مَنْ يَنْصُرْ أَنْصُرْ এখানে يَنْصُر হলো فِعْل مُضَارِع ; তার শুরুতে مَنْ এসে তার শেষে جَزْم দিয়েছে।

আট. اِسْم نَكِرة কে نصب প্রদানকারী اِسْم -তা হলো ৪টি–

১. كَمْ ২. كَذَا ৩. كَأَيِّنْ ৪. اَحَدَ عَشَرَ হতে تِسْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ পর্যন্ত।

এগুলো اِسْم نَكِرَة কে نَصْب প্রদান করে। যেমন- كَمْ دِرْهَمًا عِنْدَكَ এখানে دِرْهَمًا হলো اِسْم نَكِرَة তাকে كَمْ এসে নসব দিয়েছে।

নয়. اَسْمَاء اَفْعَال -তা হলো ৯টি-

১. رُوَيْدَ ২. بَلْهَ ৩. دُوْنَكَ ৪. حَيَّهَل ৫. هَا ৬. عَلَيْكَ ৭. هَيْهَاتَ ৮. شَتَّانَ ৯. سَرْعَانَ

এই اِسْم গুলোর মধ্য হতে প্রথম ৬টি اِسْم কে نَصْب দেয় এবং শেষের ৩টি رَفْع দেয়। যেমন- رُوَيْدَ زَيْدًا ও شَتَّانَ زَيْدٌ এখানে প্রথম উদাহরণের মধ্যে زَيْدًا কে رُوَيْدَ এসে نَصْب দিয়েছে আর দ্বিতীয় উদাহরণের মাঝে شَتَّانَ কে قَوْمٌ এসে رَفْع দিয়েছে।

দশ. اَفْعَال نَاقِصَة -তা হলো ১৩টি-

১. كَانَ ২. صَارَ ৩. اَصْبَحَ ৪. اَمْسٰى ৫. اَضْحٰى ৬. ظَلَّ ৭. بَاتَ ৮. مَا فَتِئَ ৯. مَا دَامَ ১০. مَا انْفَكَّ ১১. مَا زَالَ ১২. لَيْسَ ১৩. مَا بَرِحَ

এই فِعْل গুলো তার اِسْم -কে رَفْع দেয় ও خَبَر -কে نَصْب দেয়। যেমন- كَانَ زَيْدٌ غَنِيًّا এখানে كَانَ তার ইসম زَيْدٌ -কে رَفْع দিয়েছে এবং غَنِيًّا হলো তার خَبَر , যাকে نَصْب দিয়েছে।

এগারো. اَفْعَال مُقَارَبَة -তা হলো ৪টি- ১. عَسٰى ২. كَادَ ৩. كَرَبَ ৪. أَوْشَكَ এগুলো তার اِسْم কে رَفْع এবং খবরকে نَصْب দেয়। যেমন- عَسٰى زَيْدٌ اَن يَخْرُجَ এখানে زَيْدٌ টা اِسْم হওয়ার কারণে مَرْفُوع হয়েছে এবং اَنْ يَخْرُجَ খবর হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে।

বারো. اَفْعَالِ مَدْح وَذم -তা ৪টি- ১. نِعْمَ ২. بِئْسَ ৩. سَاءَ ৪. حَبَّذَا

এগুলো اِسْم جِنْس কে رَفْع দেয়। যেমন- نِعْمَ الرَّجُلُ زَيْدٌ এখানে اَلرَّجُلُ টা اِسْم جِنْس হওয়ার কারণে نِعْمَ তাকে رَفْع দিয়েছে।

তেরো. اَفْعَال قُلُوْب -এগুলো ৭টি-

১. عَلِمْتُ ২. خِلْتُ ৩. زَعَمْتُ ৪. ظَنَنْتُ ৫. حَسِبْتُ ৬. وَجَدْتُ ৭. رَأَيْتُ

এগুলো مبتدا ও خَبَر এর উপর প্রবেশ করে উভয়কে نَصْب দেয়। যেমন- عَلِمْتُ بَكْرًا اَمِيْنًا ; এখানে ফে'লটি উভয় اسم কে نَصْب দিয়েছে।

عَوَامِل قِيَاسِى হলো ৭টি-

১. فِعْل তথা ক্রিয়াপদ। যেমন- ضَرَبَ زَيْدٌ; এখানে ضَرَبَ টা হলো فِعْل,

২. مَصْدَر তথা ক্রিয়ামূল। যেমন- اَعْجَبَنِيْ ضَرْبُ زَيْدٍ عمرا; এখানে ضَرْبُ টা হলো مَصْدَر,

৩. اِسْم فَاعِل তথা কর্তৃবাচক বিশেষ্যপদ। যেমন- زَيْدٌ قَائِمٌ اَبُوْه; এখানে قَائِمٌ টি হলো اِسْم فَاعِل,

৪. اِسْم مَفْعُول তথা কর্মবাচক বিশেষ্যপদ। যেমন- زَيْدٌ مَضْرُوْبٌ غُلَامُهُ; এখানে مَضْرُوْبٌ হলো اِسْم مَفْعُول,

৫. صِفَة مُشَبَّهَة তথা স্থায়ী গুণবাচক বিশেষণ। যেমন- زَيْدٌ حَسَنٌ غُلَامُهُ; এখানে حَسَنٌ টা হলো صِفَة مُشَبَّهَة,

৬. مُضَاف তথা সম্বন্ধপদ। যেমন- غُلَامُ زَيْدٍ; এখানে غُلَام শব্দটি হলো مُضَاف,

৭. اِسْم تَام তথা পূর্ণতাবাচক বিশেষ্যপদ। যেমন- عِنْدِيْ عِشْرُوْنَ دِرْهَمًا এখানে عِشْرُوْنَ হলো اسم تام।

عَوَامِل مَعْنَوِى হলো ২টি :

১. এমন عامل যা مبتدأ ও خَبَر -এর মধ্যে আমল করে। আর তা হচ্ছে- اِبْتِدَاء যেমন- زَيْدٌ قَائِمٌ [যায়েদ দাঁড়ানো]।

২. এমন আমিল যা فِعْل مُضَارِع কে رَفْع দেয়। আর তা হলো فِعْل مُضَارِع টা اِسْم -এর স্থানে ব্যবহার হওয়ার যোগ্য হওয়া। যেমন- زَيْدٌ يَعْلَمُ ; এগুলোর বিস্তারিত বিবরণ যথাস্থানে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হবে। ان شاء الله.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি

اَلْمَرْحَلَةُ الْأُوْلٰى فِىْ مُقَدِّمَةِ الْكِتَابِ وَتَقْسِيْمِ الْعَوَامِلِ

[প্রথম পর্ব : কিতাবের ভূমিকা ও আমিল প্রকরণ]

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى نَعْمَائِهِ الشَّامِلَةِ وَاٰلَائِهِ الْكَامِلَةِ، وَالصَّلٰوةُ عَلٰى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ مُحَمَّدِنِ الْمُصْطَفٰى وَعَلٰى اٰلِهِ الْمُجْتَبٰى . اِعْلَمْ أَنَّ الْعَوَامِلَ فِي النَّحْوِ عَلٰى مَا أَلَّفَهُ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَفْضَلُ عُلَمَاءِ الْأَنَامِ عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَلْجُرْجَانِيُّ - سَقَى اللّٰهُ ثَرَاهُ وَجَعَلَ الْجَنَّةَ مَثْوَاهُ - مِائَةُ عَامِلٍ : لَفْظِيَّةٌ وَمَعْنَوِيَّةٌ، فَاللَّفْظِيَّةُ مِنْهَا عَلٰى ضَرْبَيْنِ : سَمَاعِيَّةٌ وَقِيَاسِيَّةٌ، فَالسَّمَاعِيَّةُ مِنْهَا أَحَدٌ وَتِسْعُوْنَ عَامِلًا، وَالْقِيَاسِيَّةُ مِنْهَا سَبْعَةُ عَوَامِلَ. وَالْمَعْنَوِيَّةُ مِنْهَا عَدَدَانِ، وَتَتَنَوَّعُ السَّمَاعِيَّةُ مِنْهَا عَلٰى ثَلٰثَةَ عَشَرَ نَوْعًا .

অনুবাদ: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, তার পরিব্যপ্ত ও পরিপূর্ণ নেয়ামতরাজির প্রেক্ষিতে। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক নবীদের সরদার মুহাম্মদ মোস্তফা ﷺ -এর উপর এবং তার নির্বাচিত পরিবারবর্গের উপর। তুমি জেনে রাখ যে, عِلْم نَحْو তে عَامِل [আমিল] মোট একশতটি। যা সংকলন করেছেন যুগ শ্রেষ্ঠ উলামাগণের অন্যতম ইমাম আব্দুল কাহের ইবনে আব্দুর রহমান জুরজানী (র.) [আল্লাহ তা'আলা তাঁর কবরকে সিক্ত করে দিন এবং জান্নাতকে তাঁর চিরস্থায়ী ঠিকানা বানিয়ে দিন]। এই একশতটি عَامِل মূলত দুই ভাগে বিভক্ত। ১. عَوَامِل لَفْظِيَّة [শাব্দিক عَوَامِل]। ২. عَوَامِل مَعْنَوِيَّة [অভ্যন্তরীণ عَوَامِل]। অতঃপর শাব্দিক আমিল তথা عَوَامِل لَفْظِيَّة গুলো দু'ভাগে বিভক্ত। ১. عَوَامِل سَمَاعِيَّةٌ [শ্রবণভিত্তিক عَوَامِل] ২. عَوَامِل قِيَاسِيَّة [নিয়মসিদ্ধ عَوَامِل] অতঃপর سَمَاعِيَّة হচ্ছে [পূর্বে উল্লিখিত একশতটি আমিল হতে] ৯১টি আমিল এবং قِيَاسِيَّة হচ্ছে সাতটি আমিল। আর مَعْنَوِيَّة হচ্ছে দু'টি আমিল। [এ সবকটি মিলে হচ্ছে সর্বমোট অর্থাৎ, ৯১ + ৭ + ২ = ১০০টি আমিল]। তা থেকে عوامل سَمَاعِية আবার তেরো প্রকারে বিভক্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

بَسْمَلَة ও حَمْدَلَة -এর তাৎপর্য : মুসান্নিফ (র.) স্বীয় কিতাব بَسْمَلَة ও حَمْدَلَة দ্বারা শুরু করার কয়েকটি কারণ হতে পারে–

- মহান আল্লাহ পাকের নামের মাধ্যমে বরকত অর্জন করা।
- কুরআনে কারীমের অনুসরণ করা। কেননা মহাগ্রন্থ আল-কুরআনকে এভাবেই আরম্ভ করা হয়েছে।

- হাদীসে রাসূলের অনুসরণ করা। কেননা হাদীসে ইরশাদ হয়েছে– كُلُّ أَمْرٍ ذِيْ بَالٍ لَمْ يُبْدَأْ فيه بِبِسْمِ اللّٰهِ فَهُوَ أَبْتَرُ وَأَقْطَعُ وَأَجْذَمُ অর্থাৎ, প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ যদি আল্লাহর নাম দ্বারা শুরু করা না হয়, তবে তা লেজকাটা ও বরকতহীন হয়ে যায়।
- সালাফে সালেহীন তথা পূর্বসূরীদের অনুসরণ করা। কেননা, তাঁরা স্বীয় কিতাবকে এভাবে আরম্ভ করতেন।
- শয়তানের বিরোধিতা করা।
- মুশরিকদের বিরোধিতা করা। কেননা তারা দেবদেবীর নাম নিয়ে যে কোনো কাজ আরম্ভ করত।

بِسْمِ اللّٰه إلخ -এর আলোচনা :

بسم প্রসঙ্গ : بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -এর باء টি হলো حَرْف جَار, এটি দশটি অর্থের জন্য ব্যবহার হয়। যথা– ১. اِلْصَاق ২. اِسْتِعَانَة ৩. مُصَاحَبَة ৪. سَبَبِيَّة ৫. بَدَل ৬. مُقَابَلَة ৭. تَبْعِيْض ৮. قَسَم ৯. تَعْدِيَة ১০. زِيَادَة, তবে এখানে কিন্তু দশটি অর্থের জন্য ব্যবহার হবে না; বরং এখানে শুধুমাত্র দু'টি অর্থের জন্য ব্যবহার হতে পারে।

১. اِسْتِعَانَة -এর জন্য। ২. اِلْصَاق -এর জন্য।

اِسْتِعَانَة -এর জন্য ব্যবহার হলে, তখন অর্থ হবে– পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামের সাহায্য প্রার্থনা করে আরম্ভ করছি। আর যদি اِلْصَاق -এর জন্য নেওয়া হয়, তখন অর্থ হবে– পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামের সাথে আরম্ভ করছি। এখানে باء অক্ষরটিকে একটু দীর্ঘ করে লেখা হয়েছে। একথা বুঝানোর জন্য যে, এখানে باء -এর পরে একটি اَلِف ছিল; কিন্তু অধিক ব্যবহারের কারণে তাকে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

اِسْم শব্দটির মূল রূপ কী ছিল এ নিয়ে নাহ্বীদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। বসরী নাহ্বীদের নিকট এর মূল রূপ ছিল سُمُوٌّ; যার অর্থ– উচ্চতা। যেহেতু নাম প্রত্যেকটি বস্তুকে উঁচু করে দেয়, এজন্য এর নামকরণ করা হয়েছে اِسْم বলে এবং سُمُوٌّ -এর وَاو কে খেলাফে কেয়াস [নিয়ম বহির্ভূত] হযফ করে তার পরিবর্তে প্রথমে একটি হামযাহ্ নেওয়া হয়েছে এবং سين কে সাকিন করে দেওয়া হয়েছে।

আর কূফী নাহ্বীদের নিকট اِسْم মূলত وِسْمٌ ছিল। যার অর্থ হলো নিদর্শন। যেহেতু اِسْم টা তার مُسَمّٰى -এর জন্য নিদর্শন হয় বা اِسْم দ্বারা প্রত্যেকটি বস্তুকে চেনা যায়, তাই اِسْم কে ইস্ম বলে নামকরণ করা হয়েছে। এখানে وُجُوْهٌ ও اِشَاحٌ -এর কায়দা অনুপাতে وَاو কে هَمْزَه দ্বারা পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে; ফলে اِسْم হয়ে গেছে।

اَللّٰه -এর প্রসঙ্গ : আল্লাহর পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে–

هُوَ اِسْمٌ لِلذَّاتِ الْوَاجِبِ الْوُجُوْدِ الْمُسْتَجْمِعِ لِجَمِيْعِ الْمَحَامِدِ وَصِفَاتِ الْكَمَالِ الْمُنَزَّهِ عَنِ النُّقْصَانِ وَالزَّوَالِ.

অর্থাৎ, আল্লাহ এমন এক পবিত্র সত্তার নাম যাঁর অস্তিত্ব অবধারিত। যিনি সকল প্রশংসা ও পূর্ণাঙ্গ গুণাবলির কেন্দ্রস্থল। যিনি ত্রুটি ও ধ্বংস হওয়া থেকে মুক্ত ও পবিত্র।

আল্লাহ শব্দটি কি اِسْم مُشْتَق না اِسْم جامد, এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবূ যায়েদ বালখী (র.) বলেছেন, এটা اِسْم جَامِد-ও নয় اِسْم مُشْتَق-ও নয়। কেননা এটি আরবি শব্দ নয়; এটি হলো سُرْيَانِيْ শব্দ। কিন্তু জমহুর উলামায়ে কেরাম একথার বিরোধিতা করে বলেন যে, এটি আরবি শব্দ। এ বিষয়ে আবার তাদের মধ্যে মতপার্থক্য হয়েছে। তাঁদের কেউ কেউ বলেছেন, এটি اِسْم جَامِد এবং এর কোনো مُشْتَق নেই। তাদের মধ্যে রয়েছেন ইমাম আজম আবূ হানীফা, ইবনে কায়সান, খলীল, আল্লামা জমখ্শারী (র.) প্রমুখ। তাঁরা বলেন, আল্লাহ তা'আলার সত্তার মাঝে যেমন কোনো পরিবর্তন-পরিবর্ধন হয় না, অদ্রূপ তাঁর اِسْم -এর মধ্যেও কোনো পরিবর্তন হবে না।

কেউ কেউ বলেছেন, এটি اِسْم مُشْتَق এবং এটি মূলত اِلٰهٌ ছিল فِعَالٌ -এর ওজনে। যার অর্থ مَأْلُوْهٌ [পূজাকৃত বা যাকে পূজা করা হয়]। এখানে هَمْزه কে ফেলে দিয়ে তার শুরুতে اَلِف لَام সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে, ফলে اَللّٰهُ হয়ে গেছে। আবার কেউ কেউ বলেছেন اللّٰه শব্দটি মূলত اَلْاِلٰه ছিল। হামযাকে يَسَل -এর কায়দা অনুপাতে ফেলে দেওয়া হয়েছে; এরপর প্রথম لَامْ কে সাকিন করে দ্বিতীয় لَامْ -এর মধ্যে ইদ্‌গাম করে দেওয়া হয়েছে, ফলে اَللّٰهُ হয়ে গেছে।

اَللّٰه শব্দের مُشْتَق مِنْه কী, এ নিয়ে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন এটি اَلَهَ يَأْلَهُ اِلَاهَةً وَاُلُوْهَةً বাবে فَتَحَ [যার অর্থ উপাসনা করা] হতে مُشْتَق। কেউ কেউ বলেছেন, এটি اَلِهَ يَأْلَهُ اِلْهًا বাবে سَمِعَ [ভীত-সন্ত্রস্ত হওঁয়া] হতে নির্গত। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এটি اَلَهَ يُوْلِهُ اِيْلَاهًا বাবে اِفْعَال হতে নির্গত, যার অর্থ আশ্রয় দেওয়া। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে আশ্রয় দিয়ে থাকেন, এজন্য তাঁকে আল্লাহ বলা হয়।

الرَحْمٰن ও الرَحِيْم প্রসঙ্গ : এ দুটো শব্দ صيغة مبالغة -এর অন্তর্ভুক্ত এবং এটি رَحْمَةٌ হতে নির্গত। যেমন- نَدْمٌ হতে نَدْمَانٌ ও نَدِيْمٌ নির্গত। رحمة শব্দের অর্থ- হৃদয়ের সরলতা, অনুকম্পা। কায়দা হলো- যখন مُمْكِنَات -এর কোনো সিফাতকে আল্লাহর দিকে সম্পর্ক করা হয় তখন তা দ্বারা غَايَات তথা শেষ সীমা উদ্দেশ্য হয়। তাই এখানে রহমান ও রাহীম দ্বারা এর غَايَات উদ্দেশ্য, তা হলো অনুগ্রহ করা।

আর رَحْمٰن -এর মধ্যে رَحِيْم -এর তুলনায় অর্থ অনেক বেশি। কেননা নিয়ম হলো- زِيَادَةُ الْمَبَانِيْ تَدُلُّ عَلٰى كَثْرَةِ الْمَعَانِيْ অর্থাৎ, হরফের আধিক্যতা অর্থের আধিক্যতাকে বুঝায়। তাইতো বলা হয়েছে رَحْمٰن দ্বারা মহান প্রতিপালকের ঐ সকল অনুগ্রহ উদ্দেশ্য যেগুলো পৃথিবীর বুকে মুসলিম ও অমুসলিম সকলের জন্য প্রযোজ্য। আর رَحِيْم দ্বারা মুসলিমদের প্রতি আরোপিত দয়া-অনুগ্রহই উদ্দেশ্য।

الحمد প্রসঙ্গ : حَمْد অর্থ- প্রশংসা করা। এটি بَابِ سَمِعَ -এর মাসদার। পরিভাষায় حَمْد বলা হয়-

هُوَ الثَّنَاءُ بِاللِّسَانِ عَلَى الْجَمِيْلِ الْاِخْتِيَارِيِّ بِوَجْهِ التَّعْظِيْمِ نِعْمَةً كَانَ أَوْ غَيْرَهَا

অর্থাৎ, এমন প্রশংসা যা জবান দ্বারা সম্মানের মানসে কারো ইচ্ছাধীন সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে করা হয়। তা অনুদানের বিনিময়ে হোক বা বিনিময় ছাড়া হোক।

نَعْمَاءُ : শব্দটি اِسْم جَمْع ; এটি نِعْمَت তথা দানের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

الشاملة : شَمَلَ يَشْمُلُ شملا বাবে نصر থেকে واحد مؤنث এর صيغه এর اسم فاعل; অর্থ : ব্যপক।

آلاءٌ : إِلًى, أَلْوٌ এর বহুবচন। অর্থ : নেয়ামত।

اَلْكَامِلَةُ : كمال- থেকে نصر বাবে واحد مؤنث এর صيغه এর اسم فاعل; অর্থ : পূর্ণ হওয়া।

صَلٰوة প্রসঙ্গ : صَلٰوة শব্দের অর্থ- দু'আ করা, ক্ষমা চাওয়া, আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করা। যেহেতু নামাজের মধ্যে এ কাজগুলো সংঘটিত হয়ে থাকে, তাই صَلٰوة কে صَلٰوة বলা হয়। হ্যাঁ, صَلٰوة -এর সম্বোধন যদি প্রিয় নবী ﷺ-এর দিকে হয়, তবে তা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দরূদ পাঠ করা। যেমন- কালামে পাকে বলা হয়েছে- يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيْمًا অর্থ- হে মুমিনগণ! তোমরা তাঁর উপর দরূদ ও সালাম প্রেরণ কর।

سَيِّدُ الْأَنْبِيَاء প্রসঙ্গ : سَيِّدٌ শব্দটির অর্থ- নেতা এবং أَنْبِيَاء এটি نَبِي -এর বহুবচন। এর অর্থ- বার্তাবাহক, নবী। তবে سَيِّد الْأَنْبِيَاء অর্থ হলো- সকল নবী বা বার্তাবাহকদের সর্দার।

سَقَى اللّٰهُ ثَرَاهُ وَجَعَلَ الْجَنَّةَ مَثْوَاهُ প্রসঙ্গ : এটি جُمْلَة مُعْتَرِضَة; একে جُمْلَة دُعَائِيَّة-ও বলা হয়। এর সাথে পূর্বের ও পরের কোনো প্রকারের সম্পর্ক নেই; বরং শুধুমাত্র এ বাক্যটি দোয়ার জন্যই ব্যবহার করা হয়েছে।

عامل প্রসঙ্গ : এর অর্থ– কারক। পরিভাষায় আমিল বলা হয়– যে শব্দের কারণে বাক্যের অন্তর্গত শব্দসমূহের শেষ হরকত বা হরফের পরিবর্তন হয়। আমিল বাক্যের শুরুতে এসে তার শেষে পরিবর্তন করে দেয়। এর ফলে فَاعِل - جَاءَ زَيْدٌ - رَأَيْتُ زَيْدًا - مَرَرْتُ بِزَيْدٍ ও فِعْل مَفْعُوْل -এর মাঝে যে সম্পর্ক রয়েছে তা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠে। যেমন– مَرْفُوْع -এর মধ্যে প্রথমে زَيْدٌ শব্দটি فَاعِل হওয়ার কারণে তথা রফা'যুক্ত হয়েছে। দ্বিতীয় বাক্যে زَيْد শব্দটি مَفْعُوْل হওয়ার কারণে مَنْصُوْب তথা নসবযুক্ত হয়েছে এবং তৃতীয় বাক্যে زَيْد শব্দটি حَرْف جَار -এর কারণে مَجْرُوْر তথা যরযুক্ত হয়েছে। আমিল যে শব্দের মধ্যে আমল করে তাকে مَعْمُوْل বলা হয় এবং আমিল এর মাধ্যমে إِعْرَاب গ্রহণকারী বর্ণকে مَحَلّ إِعْرَاب বলা হয়।

মুসান্নিফ (র.) আমিলকে প্রথমে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন– ১. عَامِل لَفْظِي, ২. عَامِل مَعْنَوِي

عَامِل لَفْظِى প্রসঙ্গ :

১. عَامِل لَفْظِي তথা প্রকাশ্য আমিল; অর্থাৎ, যে আমেলগুলো শাব্দিকভাবে উচ্চারিত হয়। এটির সংখ্যা ৯৮টি।

২. عَامِل مَعْنَوِي তথা অপ্রকাশ্য আমিল; অর্থাৎ, যে আমেলগুলো শাব্দিকভাবে উচ্চারিত হয় না। এর সংখ্যা মাত্র ২টি।

এরপর তিনি عَامِل لَفْظِى -কে আবার দু'ভাগে ভাগ করেছেন।

ক. عَامِل سَمَاعِي তথা শ্রবণ ভিত্তিক আমিল। অর্থাৎ, যেগুলোর আমিল হওয়ার ক্ষেত্রে নীতিমালা থাকলেও নির্দিষ্ট সংখ্যায় সীমাবদ্ধ। সেগুলোর সংখ্যা হলো ৯১টি।

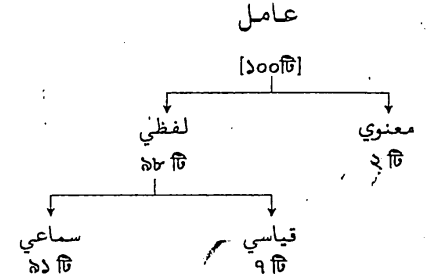
খ. عَامِل قِيَاسِي তথা নিয়মাধীন বিবেচ্য আমিল। অর্থাৎ, যে আমিলগুলোর নির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে। তবে নির্দিষ্ট সংখ্যায় সীমাবদ্ধ নয়। সেগুলোর সংখ্যা হলো মাত্র ৭টি।

عَامِل سَمَاعِى -এর উদাহরণ– فِعْل نَاقِص- حَرْف مُشَبَّهٌ بِالْفِعْل- حرف جر ইত্যাদি। এগুলো নির্দিষ্ট সংখ্যায় সীমাবদ্ধ।

عَامِل قِيَاسِى -এর উদাহরণ– مضاف ،فعل ইত্যাদি। এগুলো নির্দিষ্ট সংখ্যায় সীমাবদ্ধ নয়।

عَامِل مَعْنَوِى প্রসঙ্গ : مَعْنَوِى -এর অর্থ হলো গোপন বা অদৃশ্য। পরিভাষায় عَامِل مَعْنَوِى ঐ সকল عَامِل কে বলা হয়, যেগুলো মূল বাক্যের মধ্যে দৃশ্যমান নেই অথচ তা বাক্যের মধ্যে রীতিমতো আমল করছে। যেমন– زَيْدٌ مُنْطَلِقٌ ; এখানে زَيْدٌ শব্দটি মুবতাদা হয়েছে এবং مُنْطَلِقٌ টি খবর হয়েছে। আর উভয়টি اِبْتِدَاء এর কারণে مَرْفُوْع হয়েছে। অথচ এর মধ্যে اِبْتِدَاء -এর কোনো উল্লেখ নেই। অতএব বুঝা গেল যে, عَامِل مَعْنَوِى হলো اِبْتِدَاء।

চিত্রাকারে একশত আমিলের প্রকার :



৯১ + ৭ + ২ = ১০০ (মোট আমিল একশতটি)

ইবারতের তারকীবসমূহ

তারকীব : ১. قَوْلُهُ : بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

بسم الله -এর সাধারণত ৮টি তারকীব হতে পারে। আর এই ৮টি তারকীব হবে بِسْمِ اللّٰه -এর باء -এর مُتَعَلَّق -কে কেন্দ্র করে। কেননা باء -এর مُتَعَلَّق টা হয়তো فِعْل হবে অথবা شبه فِعْل হবে; فِعْل হলে হয়তো فِعْل عَام হবে বা فِعْل خَاص হবে; তদ্রূপ شبه فِعْل হলেও হয়তো شِبْه فِعْل عَام হবে বা شِبْه فِعْل خَاص হবে। এই চারটি অবস্থা আবার হয়তো مُقَدَّمْ হবে বা مُؤَخَّر হবে। এভাবে মোট ৮ অবস্থা হয়ে গেল।

আরো সহজ করে বুঝার জন্য নিম্নে বিশদভাবে বর্ণনা করা হলো–

১. بِسْمِ اللّٰه -এর باء -এর مُتَعَلَّق টা فِعْل عَام হবে এবং مُقَدَّمْ হবে।
২. بِسْمِ اللّٰه -এর باء -এর مُتَعَلَّق টা فِعْل خَاص হবে এবং مُقَدَّمْ হবে।
৩. بِسْمِ اللّٰه -এর باء -এর مُتَعَلَّق টা فِعْل عَام হবে এবং مُؤَخَّر হবে।
৪. بِسْمِ اللّٰه -এর باء -এর مُتَعَلَّق টা فِعْل خَاص হবে এবং مُؤَخَّر হবে।
৫. بِسْمِ اللّٰه -এর باء -এর مُتَعَلَّق টা شِبْه فِعْل عَام হবে এবং مُقَدَّمْ হবে।
৬. بِسْمِ اللّٰه -এর باء -এর مُتَعَلَّق টা شِبْه فِعْل خَاص হবে এবং مُقَدَّمْ হবে।
৭. بِسْمِ اللّٰه -এর باء -এর مُتَعَلَّق টা شِبْه فِعْل عَام হবে এবং مُؤَخَّر হবে।
৮. بِسْمِ اللّٰه -এর باء -এর مُتَعَلَّق টা شِبْه فِعْل خَاص হবে এবং مُؤَخَّر হবে।

بِسْمِ اللّٰه -এর মধ্যে بِسْمِ اللّٰه -এর পূর্বে একটি فِعْل উহ্য রয়েছে, তা হলো اَقْرَأُ [বা এ জাতীয় অন্য কোনো فِعْل বা شِبْه فِعْل পূর্বের বর্ণনা মতে] তার মধ্যে أنا ضَمير مستتر হলো فَاعِل এবং بِسْم -এর باء হলো حَرْف جَار, اِسْم শব্দটি হলো مُضَاف, اللّٰه শব্দটি হলো مَوْصُوْف এবং الرَّحْمٰن হলো প্রথম সিফাত এবং اَلرَّحِيْم হলো দ্বিতীয় সিফাত موصوف তার উভয় صفة মিলে مُضَاف إليه হলো اِسْم مُضَاف -এর, مُضَاف তার مُضَاف إليه কে নিয়ে مُرَكَّب إضَافِي হয়ে مَجْرُوْر হলো ب হরফে জার -এর, حَرف جَار তার مَجْرُوْر কে নিয়ে مُتَعَلَّق হলো أَقْرَأُ فِعْل -এর সাথে, فِعْل مَحْذُوف তার فَاعِل এবং مُتَعَلَّق কে নিয়ে جُمْلَة فِعْلِية خبريه হয়েছে।

তারকীব : ২. قَوْلُهُ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى نَعْمَائِهِ الشَّامِلَةِ وَاٰلَائِهِ الْكَامِلَةِ

اَلْحَمْد হলো মুবতাদা, لِلّٰه -এর لَام হলো حَرْف جَار, اللّٰه শব্দটি হলো مَجْرُوْر, জার মাজরূর মিলে مُتَعَلَّق হলো ثَابِت -এর সাথে, عَلٰى হলো حَرْف جَار, نَعْمَائِه -এর মধ্যে ضَمِيْر أنَا مستتر হলো তার فَاعِل, ثَابِت -এর مُتَعَلَّق - شِبْه فِعْل -এর মধ্যে نَعْمَاء হলো مُضَاف আর ه যমীর متصل مجرور হলো مُضَاف إليه সুতরাং مُضَاف ও مُضَاف إليه মিলে حَرْف وَاو হলো, مُرَكَّب إضَافِي হয়ে مَوْصُوْف ও صفة ; صفة اَلشَّامِلَة হলো مَوْصُوْف মিলে مَعْطُوف عليه হয়েছে, اٰلَائِه -এর মধ্যে اَلَاء হলো مُضَاف আর যমীরে ه হলো مُضَاف إليه সুতরাং مُضَاف ও مُضَاف إليه মিলে عَطْف, আর مَوْصوف; صفة اَلْكَامِلَة হলো صفة ও مَوْصوف মিলে مَعْطوف হয়েছে, مَعْطُوف مُرَكَّب إضَافِي হয়ে مَوْصوف হয়েছে, ثَابِت شِبْه فِعْل হলো مُتَعَلَّق ثَانِى মিলে مَجْرور ও جَارِ, عَلٰى حَرْف جَار হলো مَجْرور -এর, مَعْطُوْف ও عَلَيه -এর সাথে, اَلْحَمْدُ مُبْتَدَأ হলো خبر হলো شِبْه جُملة মিলে مُتَعَلَّق এবং উভয় شِبْه فِعْل তার فَاعِل, محذوف -এর, এখন مُبْتَدَأ ও خَبَر মিলে جملة إسْمية خبرية হয়েছে।

তারকীব : ৩. قَوْلُهُ : وَالصَّلٰوةُ عَلٰى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفٰى وَعَلٰى اٰلِهِ الْمُجْتَبٰى

مُبْتَدَأ হলো اَلصَّلٰوة; তারপর একটি شبه فِعْل উহ্য আছে তা হলো نَازِلَة, এর মধ্যে هِيْ ضمير مستتر তার مُضَاف إليه ও مُضَاف , مُضَاف إليه হলো اَلْأَنْبِيَاء আর مُضَاف হলো سَيِّد - حَرْف جَار হলো عَلٰى , فَاعِل মিলে صفة ও مَوْصوف , صفة হলো اَلْمُصْطفٰى , مَوْصوف হলো مُحَمَّد - مُبْدَل مِنْه হয়ে مركب إضَافي جَار ,এর- عَلٰى حَرف جَار হলো مَجرور মিলে مُبدل منه ও بَدل ,এর- سَيِّد الْأَنْبِيَاء مُبْدل منه হলো بَدَل مُضَاف اٰل হলো এর- اٰلِه , حَرْف جَار হলো عَلٰى ,حرف عطف হলো واو , معطوف عليه مَجْرور মিলে এবং مَوْصوف হলো এবং مُركب إضَافي হয়ে مُضَاف إليه ও مُضَاف , مُضَاف إليه মিলে এবং যমীরে ه হলো جَار ,এবং مَجرور মিলে صفة ও مَوصوف হলো اَلْمُجْتَبٰى

شِبه فِعْل مَحْذوف نَازِلَةٌ হলো مُتَعَلِّق কে নিয়ে عَلٰى حرف جار হলো مجرور মিলে متعلق حال أول হয়ে হলো, مُتَعَلَّق আর مَا হলো اِسْم مَوْصُول আর حَرف جَار হলো عَلٰى ,এর- اَلَّفَهُ হলো فِعْل এবং ه যমীরে مَوْصُوف এবং الإمَام হলো اَلشَّيْخ এবং مَفْعُول منصوب হলো তার مُضَاف إليه ও مُضَاف ; مُضَاف إليه হলো اَلْأَنام , مُضَاف হলো عَلَمَاء , مُضَاف হলো اَفْضَل ; صفة প্রথম مُركب مُضَاف إليه ও مُضَاف মিলে পুনরায় مُضَاف إليه হলো مُضَاف اَفْضَلُ এর, مُضَاف ও مُضَاف إليه মিলে مُبْدَل مِنْه হয়েছে, مُضَاف إليه হলো اَلْقَاهِر আর مُضَاف হলো عَبْد ,إضَافي ; مُضَاف إليه হলো اَلرَّحْمٰن ; مُضَاف হলো عَبْد আর مُضَاف হলো اِبْن,موصوف হয়েছে, مركب إضَافي ; مُضَاف إليه ও مُضَاف মিলে مُضَاف إليه হলো اِبْن এর, مُضَاف إليه ও مُضَاف মিলে مُرَكَّب إضَافي হয়ে পুনরায় صفة হলো مَوْصوف এর, عَبْد الْقَاهر- এবং الْجُرْجَانى হলো তার ২য় ; مُركب إضَافي হয়ে প্রথম بَدل ও مُبْدَل مِنه ,এর- مبدل منه أَفْضَلُ عُلَمَاءِ الْأَنَام হলো بَدل মিলে ২য় مَوصوف তার উভয় صفة কে নিয়ে فَاعِل হলো فِعْل এর, اَلَفَّ فِعْل ,এর- اَلشَّيْخ مَوصُوف হলো صفة তার উভয় صفة কে নিয়ে جُمْلَة فِعْلِية خبريه হয়ে صلة হলো اِسْم مَوْصول ,এর- مفعول ও فَاعِل কে নিয়ে صلة ও مَوْصول মিলে مَجْرور হলো عَلٰى হরফে জরের ও جار مجرور মিলে مُتَعَلِّق হলো شبه فعل ,এর-مُبَيِّنَة شِبه فِعْل তার সাথে, نায়েবে ফায়েল ও متعَلِّق মিলে شبه جمله হয়ে حال ثاني হয়েছে ذُو الحال এর । اَلْعَوَامِلَ ذُو الحال তার উভয় حال নিয়ে أَنَّ এর اسم , مَائة হলো عامل আর مُضَاف إليه , مُضَاف ও مُضَاف إليه মিলে مُركب فِعْل ; إعلم بتاويل مفرد جملة اِسْمية خبريه হয়ে خَبَر ও اِسْم তার أَنَّ , خَبَر أَنَّ হয়ে إضَافي ,এর- جُمْلَة فِعْلِية انشائية হয়েছে । مفعول به ও فَاعِل তার مفعول به কে নিয়ে

তারকীব : ৪. قَوْلُهُ : إعْلَمْ أَنَّ الْعَوَامِلَ فِي النَّحْوِ عَلٰى مَا أَلَّفَهُ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَفْضَلُ عُلَمَاءِ الْأَنَامِ عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْجُرْجَانِيُّ مِائَةُ عَامِلٍ.

حَرْف مُشَبَّه بِالْفِعل হলো أَنَّ । فَاعِل হলো তার ضَمِيْر مرفوع متصل أَنْت হলো তার মাঝে উহ্য إعْلم - مُعْتَبَرَةٌ مَجْرُور ও جَار মিলে اَلنَّحْو এবং حَرف جَار হলো فِي । ذو الحال হলো اَلْعَوَامِل এর সাথে اَلَّفَهُ- এর اِسْم مَوْصُول আর مَا হলো حَرف جَار আর عَلٰى ,حال أول হয়ে مُتَعَلِّق হলো فِعْل এবং ه যমীরে مَوْصُوف এবং الإمَام হলো اَلشَّيْخ এবং مَفْعُول منصوب হলো তার مُضَاف إليه ও مُضَاف ; مُضَاف إليه হলো اَلْأَنام , مُضَاف হলো عَلَمَاء , مُضَاف হলো اَفْضَل ; صفة প্রথম مُركب مُضَاف إليه ও مُضَاف মিলে পুনরায় مُضَاف إليه হলো مُضَاف اَفْضَلُ এর, مُضَاف ও مُضَاف إليه মিলে مُبْدَل مِنْه হয়েছে, مُضَاف إليه হলো اَلْقَاهِر আর مُضَاف হলো عَبْد ,إضَافي ; مُضَاف إليه হলো اَلرَّحْمٰن ; مُضَاف হলো عَبْد আর مُضَاف হলো اِبْن,موصوف হয়েছে, مركب إضَافي ; مُضَاف إليه ও مُضَاف মিলে مُضَاف إليه হলো اِبْن এর, مُضَاف إليه ও مُضَاف মিলে مُرَكَّب إضَافي হয়ে পুনরায় صفة হলো مَوْصوف এর, عَبْد الْقَاهر- এবং الْجُرْجَانى হলো তার ২য় ; مُركب إضَافي হয়ে প্রথম بَدل ও مُبْدَل مِنه ,এর- مبدل منه أَفْضَلُ عُلَمَاءِ الْأَنَام হলো بَدل মিলে ২য় مَوصوف তার উভয় صفة কে নিয়ে فَاعِل হলো فِعْل এর, اَلَفَّ فِعْل ,এর- اَلشَّيْخ مَوصُوف হলো صفة তার উভয় صفة কে নিয়ে جُمْلَة فِعْلِية خبريه হয়ে صلة হলো اِسْم مَوْصول ,এর- مفعول ও فَاعِل কে নিয়ে صلة ও مَوْصول মিলে مَجْرور হলো عَلٰى হরফে জরের ও جار مجرور মিলে مُتَعَلِّق হলো شبه فعل ,এর-مُبَيِّنَة شِبه فِعْل তার সাথে, نায়েবে ফায়েল ও متعَلِّق মিলে شبه جمله হয়ে حال ثاني হয়েছে ذُو الحال এর । اَلْعَوَامِلَ ذُو الحال তার উভয় حال নিয়ে أَنَّ এর اسم , مَائة হলো عامل আর مُضَاف إليه , مُضَاف ও مُضَاف إليه মিলে مُركب فِعْل ; إعلم بتاويل مفرد جملة اِسْمية خبريه হয়ে خَبَر ও اِسْم তার أَنَّ , خَبَر أَنَّ হয়ে إضَافي ,এর- جُمْلَة فِعْلِية انشائية হয়েছে । مفعول به ও فَاعِل তার مفعول به কে নিয়ে

তারকীব : ৫. قَوْلُهُ : سَقَى اللّٰهُ ثَرَاهُ وَجَعَلَ الْجَنَّةَ مَثْوَاهُ

سَقٰى হলো فِعْل আর اللّٰهُ হলো لفظ জালালা, ثَرَا হলো فَاعِل এবং ه হলো مُضَاف إليه , مُضَاف ও ثَرَا মিলে جُمْلَة فِعْلِيَّة انشائيه হয়ে سَقٰى এর مفعول به হয়েছে। وَجَعَلَ الْجَنَّةَ مَثْوَاهُ : جَعَل হলো فِعْل তার মাঝে উহ্য هُو ضَمِيْر তার فَاعِل এবং الجَنَّة হলো ১ম مَفعول এবং مَثْوا হলো مُضَاف ও ه হলো مُضَاف إليه , مُضَاف ও مُضَاف إليه মিলে جُمْلَة فِعْلِيَّة انشائيه হয়ে দ্বিতীয় مَفْعول হলো جَعَلَ ফেল এর, جعل তার فَاعِل ও উভয় مَفْعول কে নিয়ে مركب إضَافي হয়েছে। وَجَعَلَ الْجَنَّةَ مَثْوَاهُ : جَعَل ফেল তার فَاعِل ও উভয় مَفْعول কে নিয়ে مركب إضَافي হয়ে দ্বিতীয় مَفْعول হলো جَعَلَ এর, جعل তার فَاعِل ও مَفْعول কে নিয়ে جُمْلَة فِعْلِيَّة انشائيه হয়ে معطوف عليه ; مَعْطُوف ও مَعْطُوف মিলে جُملة مُعْترضة دُعائية انشائيه বা جُملة فِعْلِيَّة انشائيه হয়ে معطوف হলো।

তারকীব : ৬. قَوْلُهُ : لَفْظِيَّةٌ وَمَعْنَوِيَّةٌ

এর মূল ইবারত হবে بَعْضُهَا لَفْظِيَّةٌ وَبَعْضُهَا مَعْنَوِيَّةٌ এখানে بَعْضُهَا টা مُضَاف ও ه مُضَاف إليه মিলে مُرَكب إضَافي হয়ে مُبْتَدَأ এবং لَفْظِيَّة হলো خَبَر , مُبتدأ ও خَبَر মিলে جُملة اِسْمِية خبريه হয়ে مَعطوف عليه এবং وَاو, بَعْضُهَا টা مُضَاف ও ه مُضَاف إليه মিলে مُرَكب إضَافي হয়ে مُبْتَدَأ এবং مَعْنَوِيَّة হলো خَبَر , مُبْتَدَأ ও خَبَر মিলে جُمْلَة اِسْمِية خبريه হয়ে جُمْلَة مَعْطُوفة হয়েছে, কাজেই حَرْف عَطف এবং وَاو, بَعْضُهَا টা مُضَاف ও ه مُضَاف إليه মিলে مُرَكب إضَافي হয়ে مُبْتَدَأ এবং مَعْنَوِيَّة হলো خَبَر , مُبْتَدَأ ও خَبَر মিলে جُمْلَة اِسْمِية خبريه হয়ে جُمْلَة مَعْطُوفة হয়েছে।

তারকীব : ৭. قَوْلُهُ : فَاللَّفْظِيَّةُ مِنْهَا عَلٰى ضَرْبَيْنِ

এখানে ف হলো تَفْصِيْلِيَّة এবং اللَّفْظِيَّة হলো ذُو الْحال, এরপর كَائِنَةٌ شِبْه فِعْل উহ্য আছে, ضَمِير হলো তার فَاعِل, এবং مِن হলো حَرف جَار আর ها হলো مَجرور ও جَار ; مَجرور ও جَار মিলে مُتَعَلَّق হলো كَائِنةٌ উহ্য شِبه فِعْل, فَاعِل عَلٰى ; مُبْتَدَأ ذُو الْحال ও حَال ; حَال হয়ে شِبْه جُملة মিলে مُتَعَلَّق ও فَاعِل তার شِبه فِعْل -এর সাথে; مُبْتَدَأ ذُو الْحال মিলে جُمْلَة اِسْمِية خبريه হয়ে حَال ; حَال হলো ضَرْبَيْن এবং مَجْرور ; مَجْرور ও جَار মিলে مُتَعَلَّق হলো حرف جَار এবং شِبْه فِعْل مُنْقَسِمةٌ উহ্য -এর সাথে, তার মধ্যে هي ضَمِير হলো فَاعِل ; فَاعِل তার شِبْه فِعْل ; خَبَر হয়ে شِبْه جُملة মিলে مُتَعَلَّق ও فَاعِل কে নিয়ে مُبْتَدَأ ; خَبَر ও مُبْتَدَأ মিলে جُملة اِسْمِية خبريه হয়েছে।

তারকীব : ৮. قَوْلُهُ : سَمَاعِيَّةٌ وَقِيَاسِيَّةٌ

এখানে سَمَاعِية -এর পূর্বে اَحَدُهما শব্দটি গোপন রয়েছে, اَحَد হলো مُضَاف আর هُما যমীর হলো ه مُضَاف إليه ও مُضَاف ; مُضَاف إليه মিলে مُرَكب إضَافي হয়ে مُبْتَدَأ এবং سَمَاعِية হলো خَبَر ; مُبْتَدَأ ; خَبَر মিলে جُملة اِسْمِية خبريه হয়ে مَعطوف عَلَيه এবং وَاو, قِيَاسِية -এর পূর্বে ثَانِيهما শব্দটি গোপন রয়েছে ثَانِي হলো مُضَاف এবং هُما যমীর হলো مُضَاف إليه ও مُضَاف ; مُضَاف إليه মিলে مُرَكب إضَافي হয়ে مُبْتَدَأ এবং قِياسية হলো خَبَر ; خَبَر ও مُبْتَدَأ মিলে جُملة اِسْمِية خبريه হয়ে مَعطوفة جُملة হয়েছে।

তারকীব : ৯. قَوْلُهُ : فَالسَّمَاعِيَّةُ مِنْهَا اَحَدٌ وَتِسْعُوْنَ عَامِلًا وَالْقِيَاسِيَّةُ مِنْهَا سَبْعَةُ عَوَامِلَ وَالْمَعْنَوِيَّةُ مِنْهَا عَدَدَانِ.

ف -এর জন্য, السَّمَاعِية হলো مَوْصوف -এর ها। حَرف جَار হলো مِن। تفصيل -এর فَالسَّمَاعِيَّة , مجرور হলো ه مُضَاف إليه ও مُضَاف ; مُضَاف إليه মিলে مُرَكب إضَافي হয়ে مُبْتَدَأ এবং سَمَاعِية হলো خَبَر ; مُبْتَدَأ ; خَبَر মিলে جُملة اِسْمِية خبريه হয়ে مَعطوف عَلَيه এবং وَاو, قِيَاسِية -এর পূর্বে ثَانِيهما শব্দটি গোপন রয়েছে ثَانِي হলো مُضَاف এবং هُما যমীর হলো مُضَاف إليه ও مُضَاف ; مُضَاف إليه মিলে مُرَكب إضَافي হয়ে مُبْتَدَأ এবং قِياسية হলো خَبَر ; خَبَر ও مُبْتَدَأ মিলে جُملة اِسْمِية خبريه হয়ে مَعطوفة جُملة হয়েছে।

তারকীব : ৯. قَوْلُهُ : فَالسَّمَاعِيَّةُ مِنْهَا اَحَدٌ وَتِسْعُوْنَ عَامِلًا وَالْقِيَاسِيَّةُ مِنْهَا سَبْعَةُ عَوَامِلَ وَالْمَعْنَوِيَّةُ مِنْهَا عَدَدَانِ.

ف -এর جَار হলো حَرف مِن। مَوْصوف হলো السَّمَاعِية, -এর جَار হলো مِن। مَوْصوف হলো ها। حَرف جَار হলো

مَعْطوف মিলে হলো خَبَر ও مُبْتَدَأ মিলে হলো خَبَر সুতরাং تَمْيِيز ও مُمَيز , تَمْيِيز হলো عَامِلا আর مُمَيَّز মিলে হলো الثَّابِتة اَلقِيَاسِية ; حَرف عَطف হলো واو ; مَعْطوف عَليه হয়ে جُملة إِسْمية خَبَرِيَّة হলো مَوْصوف এরপর ঊহ্য جَار ; شِبْه فِعْل তার মাঝে هَا আর حَرْف جَار হলো مِن হলো فَاعِل , هِي ضَمِير-এর মধ্যে مِنْها- ; তার সাথে, الثابتة হলো مُتَعَلِّق ও فَاعِل তার شِبْه فِعْل মিলে مُتَعَلِّق হলো جُملة شِبْه হয়ে مَجْرور ও مَجْرور মিলে مضاف ; عَوامل আর مضاف হলো سبعة , مُبْتَدَأ মিলে صفة ও موصوف , مَوْصوف-এর, صفة হলো حَرف وَاو , جملة معطوفه হয়ে جُملة إِسْمية মিলে خَبَر ও مُبْتَدَأ ; خَبر মিলে مضاف اليه ও مضاف اليه تَمْيِيْز مِنْها এবং فَاعِل হলো هِي ضَمِير আর اَلثَّابتة হলো ঊহ্য فِعْل ;شبه তার মধ্যে مَوْصوف হলো اَلْمَعْنَوِيَّة এবং عطف شِبْه فِعْل-এর ; الثَّابِتة হলো مُتَعَلِّق মিলে مَجْرور ও جَار ; مَجْرور হলো هَا আর حَرْف جار হলো مِنْ- তার مُبْتَدَأ মিলে صفة ও مَوْصوف , مَوْصوف-এর, عَدَدَان আর شِبْه جُملة হয়ে صفة হলো مَوْصوف ও مُتَعَلِّق ও فَاعِل , خَبر হলো جُمْلة مَعْطُوفة হয়ে جُملة إِسْمية خبريه মিলে خَبر ও مُبْتَدَأ হয়েছে।

তারকীব : ১০. قَوْلُهُ : وَتَتَنَوَّعُ السَّمَاعِيَّةُ مِنْهَا عَلٰى ثَلٰثَةَ عَشَرَ نَوْعًا.

مِن-এর مِنْها এবং ذُو الْحَال হলো السَّمَاعية হলো فعل আর تَتَنوع হলো مُسْتَأنفة আর حَرْف عطف وَاو হলো حَرْف جَار এবং هَا হলো مَجْرور , جَار ও مَجْرور মিলে مُتَعَلِّق হলো فِعْل شِبْه ثَابِتة-এর সাথে, তার মাঝে ذُو الحال ও حَال , حَال হয়ে شِبْه جُملة মিলে مُتَعَلِّق ও فَاعِل তার شِبْه فِعْل ; فَاعِل তার هِي ضَمِير মিলে فَاعِل হলো فِعْل এর, عَلٰى হলো حَرف جَار এবং ثَلاثة عَشَر হলো مُمَيَّز এবং نَوْعًا হলো مُمَيز , تَمْيِيز হলো مَجْرور , جَار ও مَجْرور মিলে مُتَعَلِّق হলো فِعْل تَتَنوع-এর সাথে, তার فِعْل ও فَاعِل ও تَمْيِيز মিলে مَجْرور হলো, جَار ও مَجْرور মিলে مُتَعَلِّق হয়েছে।

جُمْلَة فِعْلِية خبريه

অনুশীলনী

১. 'ইলমে নাহু-এর সংজ্ঞা দাও এবং তার উদ্দেশ্য (غَرْض) ও আলোচ্য বিষয় (مَوْضُوع) সম্পর্কে যা জান নিজের ভাষায় সুন্দর করে লিখ।

২. ইলমে নাহু সংকলনের ইতিহাস আলোচনা কর।

৩. মিআতে আমিল এবং শরহে মিআতে আমেলের গ্রন্থকার সম্পর্কে যা জান সাজিয়ে লিখ।

৪. ইলমে নাহুর আমিল কতগুলো ও কী কী সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৫. তারকীব কর :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - اِعْلَمْ أَنَّ الْعَوَامِلَ فِي النَّحْوِ عَلٰى مَا أَلَّفَهُ الشَّيْخُ الإِمَامُ اَفْضَلُ عُلَمَاءِ الْاَنَامِ عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَلْجُرْجَانِيُّ سَقَى اللّٰهُ ثَرَاهُ وَجَعَلَ الْجَنَّةَ مَثْوَاهُ مِئَةُ عَامِلٍ-

৬. মুসান্নিফ ও শারিহ (র.) স্বীয় কিতাব بَسْمَلَة ও حَمْدَلَة দ্বারা কেন আরম্ভ করলেন সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৭. حمد কাকে বলে এবং سيد الأنبياء বলতে কাকে বুঝানো হয়েছে গভীরভাবে চিন্তা করে লিখ।

৮. بسم الله এর মধ্যে ب কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে চিন্তা করে লিখ।

اَلْمَرْحَلَةُ الثَّانِيَةُ فِى الْعَوَامِلِ السَّمَاعِيَّةِ
[দ্বিতীয় পর্ব, سماعى আমিলসমূহ সম্বন্ধে]

اَلنَّوْعُ الْاَوَّلُ : প্রথম প্রকার

اَلْحُرُوْفُ الْجَارَّةُ
[জর প্রদানকারী অব্যয়সমূহ]

اَلنَّوْعُ الْاَوَّلُ حُرُوْفٌ تَجُرُّ الْاِسْمَ فَقَطْ، وَ تُسَمّٰى حُرُوْفًا جَارَّةً، وَهِيَ سَبْعَةَ عَشَرَ حَرْفًا : اَلْبَاءُ لِلْاِلْصَاقِ، وَهُوَ اِتِّصَالُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ اِمَّا حَقِيْقَةً نَحْوُ بِهٖ دَاءٌ وَاِمَّا مَجَازًا نَحْوُ مَرَرْتُ بِزَيْدٍ، أَيِ الْتَصَقَ مُرُوْرِيْ بِمَكَانٍ يَقْرُبُ مِنْهُ زَيْدٌ - وَلِلْاِسْتِعَانَةِ نَحْوُ كَتَبْتُ بِالْقَلَمِ، وَقَدْ تَكُوْنُ لِلتَّعْلِيْلِ نَحْوُ قَوْلِهٖ تَعَالٰى : اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، وَلِلْمُصَاحَبَةِ نَحْوُ اشْتَرَيْتُ الْفَرَسَ بِسَرْجِهٖ، وَلِلتَّعْدِيَةِ نَحْوُ قَوْلِهٖ تَعَالٰى : ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ وَنَحْوُ ذَهَبْتُ بِزَيْدٍ أَيْ اَذْهَبْتُهُ،

অনুবাদ: প্রথম প্রকার : এমন কতিপয় হরফের বর্ণনা যা কেবলমাত্র اِسْم কে যের দেয় । এগুলোকে حُرُوْف جَارَّة বলে নামকরণ করা হয়েছে । এগুলো মোট সতেরোটি ।

১. [حُرُوْف جَارة -এর প্রথমটি হলো] اَلْبَاء এটা اِلْصَاق [মিলানো] -এর জন্য ব্যবহার হয় । তা হলো কোনো বস্তু অপর বস্তুর সাথে মিলিত হওয়া; হয়তো এই মিলন حَقِيْقِي [বাস্তবিকভাবে] হবে । যেমন- بِهٖ دَاءٌ [তার সাথে রোগ আছে] । অথবা مَجَازِى [রূপক] অর্থে হবে । যেমন- مَرَرْتُ بِزَيْدٍ [আমি যায়েদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছি] । অর্থাৎ, আমার অতিক্রম করাটা এমন স্থান দিয়ে হয়েছে যার নিকটেই ছিল যায়েদ ।

২. اِسْتِعَانَة অর্থাৎ, সাহায্য গ্রহণ করার অর্থে ব্যবহৃত হয় । যেমন- كَتَبْتُ بِالْقَلَمِ [আমি কলমের সাহায্যে লিখেছি] ।

৩. تَعْلِيْل অর্থাৎ, কখনও কারণ বর্ণনার্থে ব্যবহৃত হয় । যেমন, আল্লাহর বাণী- إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ [নিশ্চয়ই তোমরা তোমাদের [সত্তার] উপর জুলুম করেছ, গো-বৎসকে মা'বূদ বানানোর কারণে] ।

৪. مُصَاحَبَة অর্থাৎ, একত্রিকরণের অর্থ বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয় । যেমন- اِشْتَرَيْتُ الْفَرَسَ بِسَرْجِهٖ [আমি ঘোড়াটি ক্রয় করেছি তার জিন সহকারে] ।

৫. تَعْدِيَة অর্থাৎ, فِعْلِ لَازِم কে فِعْلِ مُتَعَدِّى -এর অর্থে রূপান্তর করার জন্য ব্যবহৃত হয় । যেমন- আল্লাহ তা'আলার বাণী ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ [আল্লাহ তাদের আলোকে উঠিয়ে নিয়েছেন] । অথবা [এটাও বলা যেতে পারে] ذَهَبْتُ بِزَيْدٍ [আমি যায়েদকে নিয়ে গেলাম] । অর্থাৎ, আমি তাকে নিয়ে গেলাম । [এখানে ذَهَبْتُ بِزَيْدٍ টি فِعْل لَازِم হওয়া সত্ত্বেও এটি فِعْل مُتَعَدِّى তথা اَذْهَبْتُ زَيْدًا -এর অর্থ প্রদান করছে] ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মুসান্নিফ (র.) স্বীয় একশত আমিল বর্ণনা করতে গিয়ে সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছেন- حُرُوْفِ جَارة-কে। কেননা حُرُوْفِ عَامِلَة -এর মধ্যে حُرُوْفِ جَارة -এর ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। আর এ দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখেই তিনি حُرُوْفِ جَارة -এর আলোচনাকে সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছেন।

جَار এটি اسم فاعل -এর সীগাহ। اَلْجَرُّ মাসদার হতে নির্গত। যার অর্থ হলো আকর্ষণ করা, টানা, হেঁচড়ানো। যেহেতু এই হরফগুলো দু'টি পদের মধ্যে ব্যবহৃত হয়ে একে অপরকে আকর্ষণ করে, তাই একে جَارَّ বলা হয়েছে। যার অর্থ হলো আকর্ষণকারী।

ইলমে নাহুর পরিভাষায় : যে সকল حَرْف [অব্যয়] فعل [ক্রিয়াপদ] বা مَعْنٰى فِعْل [ক্রিয়া সদৃশ্য পদ]-কে তার সংলগ্ন শব্দের দিকে আকর্ষণ করে বা উভয়ের মাঝে সম্পর্ক স্থাপন করে, তাকেই ইলমে নাহুর পরিভাষায় حُرُوْف جَارة বলা হয় এবং যে শব্দের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে তাকে مَجْرُور বলা হয়। مَجْرُوْر টা সাধারণত كَسْرَة বিশিষ্ট হয়ে থাকে। যেমন- كَتَبْتُ بِالْقَلَمِ [আমি কলম দ্বারা লিখলাম]। এখানে লেখা فِعْل -কে কলমের সাথে সংশ্লিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে এবং بِالْقَلَمِ -এর بَاء হলো حَرْف جَار আর الْقَلَمِ হলো مجرور যা যের যুক্ত হয়েছে।

حُرُوْف جَارة হলো ১৭টি। যাকে সহজভাবে মুখস্থ করার জন্য কবিতা আকারে এভাবে লেখা হয়েছে।

باو تاو كاف ولام و واو منذ ومذ خلا * رب حاشا من عدا في عن على حتى الى.

উপরিউক্ত حَرْف সমূহের প্রত্যেকটি اِسْم -এর শুরুতে এসে তার শেষে যের দেয়। যেমন- عَنْ إِلٰى زَيْدٍ, بِمُسْلِمَاتٍ, خَالِدٍ ইত্যাদি।

فَقَطْ প্রসঙ্গ : فَقَطْ শব্দটি اِسْم فِعْل ; এর অর্থ হলো اِنْتَهِ [বিরত থাক]। এটি একটি মাহযূফ শর্তের جَزَاء হয়েছে। এর মূল ইবারতটি এরূপ হবে- اِذَا جَرَرْتَ بِهَا الْاِسْمَ فَانْتَهِ عَنْ أَنْ تَجْعَلَهَا عَامِلَةً غَيْرَ عَمَلِ الْجَرِّ অর্থাৎ, যখন তুমি ঐ সকল হরফের সাহায্যে اِسْم কে جَرّ দিবে, তখন তুমি جَرّ -এর আমল ছাড়া অন্য কোনো আমল দেওয়া হতে বিরত থাক।

উল্লেখ্য যে, حُرُوف جَارة -এর ক্ষেত্রে যেগুলো একবর্ণ বিশিষ্ট তাকে ব্যক্ত করার ক্ষেত্রে উচ্চারণকৃত নাম উল্লেখ করা হয়ে থাকে। যেমন- ب কে اَلْبَاء বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। তদ্রূপ اَلْوَاو, اَلْتَّاء, اَلْكَاف, اَللَّام ইত্যাদি।

اَلْبَاء -এর আলোচনা :

حُرُوْف جَارة হলো মোট সতেরোটি। এর মধ্যে প্রথম হলো اَلْبَاء -এটি একাধিক অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকে।

১. اِلْصَاق -এর জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে। اِلْصَاق -এর শাব্দিক অর্থ হলো সংযুক্ত করা বা মিলানো। পরিভাষায় اِلْصَاق বলা হয়- اِتِّصَالُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ اِمَّا حَقِيْقَةً وَاِمَّا مَجَازًا অর্থাৎ, কোনো একটি বস্তুকে অপর বস্তুর সাথে সংযুক্ত করা। চাই এই সংযুক্ত করা প্রকৃত সংযুক্ত করা হোক বা রূপকভাবে হোক।

اِلْصَاقِ حَقِيْقِيْ তথা প্রকৃত সংযুক্ত করার উদাহরণ : যেমন- بِهٖ دَاء অর্থাৎ, তার সাথে রোগ আছে বা সে রোগাক্রান্ত। এখানে রোগটা মানুষের শরীরের সাথে সম্পৃক্ত, শরীর-হতে তাকে পৃথক করা সম্ভব নয়। তাই বুঝা গেল যে, এটা اِلْصَاق حَقِيْقِي হয়েছে।

اِلْصَاق مَجَازِيْ তথা রূপকভাবে সংযুক্ত করার উদাহরণ : যেমন- مَرَرْتُ بِزَيْدٍ অর্থাৎ, আমি যায়েদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করলাম। এখানে অতিক্রম করাটা যায়েদ হতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক। তবে এতটুকু বুঝায় যে, যায়েদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করা হয়েছে কিন্তু যায়েদের ভিতর দিয়ে নয়। তাই বুঝা গেল যে, এখানে اِلْصَاق مَجَازِي হয়েছে।

২. اِسْتِعَانَة এর জন্যও ব্যবহার হয়ে থাকে। اِسْتِعَانَة এটি بَاب اِسْتِفْعَال -এর মাসদার। এর মূলধাতু হলো عَوْنٌ এবং অর্থ হলো সাহায্য প্রার্থনা করা। পরিভাষায় اسم -এর পূর্বে حَرْف جَار بَاء কে ব্যবহার করে ক্রিয়া সম্পাদনের ক্ষেত্রে مَجْرُور -এর সাহায্য প্রার্থনা করাকে বুঝায়। যেমন- كَتَبْتُ بِالْقَلَمِ অর্থাৎ, আমি কলমের সাহায্যে লিখেছি। এখানে লেখা কর্মটি সম্পাদনের মাধ্যম হলো কলম যা مَجْرُور হয়েছে, তার সাহায্য নেওয়া হয়েছে بَاء -এর মাধ্যমে। সুতরাং এ উদাহরণে بَاء বর্ণটি اِسْتِعَانَة -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

৩. تَعْلِيْل -এর জন্যও ব্যবহার হয়ে থাকে। تَعْلِيْل এটি بَاب تَفْعِيْل -এর মাসদার। এর মূলধাতু হলো عِلل এবং এর অর্থ হলো কারণ বর্ণনা করা। পরিভাষায় بَاء حَرْف جَار -এর মাধ্যমে مَجْرُور দ্বারা ক্রিয়ার কারণ খুঁজে বের করাকেই تَعْلِيْل বলা হয়। যেমন আল্লাহর বাণী- إِنَّكُم ظَلَمْتُم أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ অর্থাৎ, নিশ্চয় তোমরা গো-বৎসের উপাসনা করার মাধ্যমে নিজেদের উপর অত্যাচার করেছ। এখানে অত্যাচার করা ক্রিয়ার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে গো-বৎসের উপাসনা করাকে। আর এটা باء -এর মাধ্যমে করা হয়েছে। তাই বুঝা গেল যে, এখানে بِاتِّخَاذ -এর পূর্বে যে باء অব্যয়টি ব্যবহার হয়েছে, তাকে تَعْلِيْل এর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।

৪. مُصَاحَبَة -এর জন্যও ব্যবহার হয়। مُصَاحَبَة হলো বাবে مُفَاعَلَة -এর মাসদার। এর মূলধাতু হলো صَحْبٌ, এর অর্থ হলো সাথি হওয়া। পরিভাষায় مَجْرُوْر টি فِعْل -এর সাথে সম্পর্ক রাখার ব্যাপারে مَفْعُوْل -এর সাথি হওয়ার জন্য যে باء -কে ব্যবহার করা হয় তাকেই باء مُصَاحَبَة বলা হয়। যেমন-

اِشْتَرَيْتُ الْفَرَسَ بِسَرْجِهٖ অর্থাৎ, আমি গদিসহ ঘোড়া ক্রয় করেছি। এখানে سَرْج -এর পূর্বে যে باء অব্যয়টি ব্যবহার হয়েছে তা سَرْج বা গদিকে ঘোড়ার সাথে মিলিয়ে দেওয়ার জন্য ব্যবহার হয়েছে। অতএব বুঝা গেল উক্ত উদাহরণে بِسَرْجِهٖ -এর باء অব্যয়টি مُصَاحَبَة -এর জন্য ব্যবহার হয়েছে।

৫. تَعْدِيَة -এর জন্যও ব্যবহার হয়। تَعْدِيَة এটি بَاب تَفْعِيْل -এর মাসদার। এর অর্থ হলো অতিক্রম করানো। যেহেতু এই بَاء অব্যয়টি فِعْل لَازِم -এর সাথে এসে তাকে فِعْل مُتَعَدِّى তে রূপান্তরিত করে দেয়। এ জন্যে এটাকে بَاء تَعْدِيَة বলা হয় এবং এখানে تَعْدِيَة -এর দ্বারা تَعْدِيَة مُطْلَق উদ্দেশ্য; আর مُطْلَق تَعْدِيَة কেবল باء -এর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়। কেননা, اَلْبَاء অব্যয়টি فِعْل -এর মধ্যে تَصْيِيْر বা রূপান্তরিত করার অর্থকে সৃষ্টি করে। যেমন- ذَهَبْتُ بِزَيْدٍ -এর অর্থ হলো اَذْهَبْتُ زَيْدًا বা صَيَّرْتُهُ ذَاهِبًا;

تَعْدِيَة -এর দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হচ্ছে, فِعْل -এর অর্থকে فَاعِل হতে টেনে নিয়ে مَفْعُوْل -এর প্রতি অগ্রগামী করে দেওয়া বা فِعْل لَازِم কে فِعْل مُتَعَدِّى তে রূপান্তরিত করে দেওয়া। যেমন- ذَهَبَ اللّٰه بِنُوْرِهِم অর্থ- আল্লাহ তা'আলা তাদের নূরকে উঠিয়ে নিয়েছেন।

ইবারতের তারকীবসমূহ

তারকীব : ১. قَوْلُهٗ : اَلنَّوْعُ الْاَوَّلُ حُرُوْفٌ تَجُرُّ الْاِسْمَ

تجر হলো موصوف এবং حروف , مُبْتَدَأ صفة ও موصوف মিলে صفة হলো الاول এবং النوع হলো فِعْل তার فَاعِل ও مفعول কে নিয়ে فِعْل ; مفعول হলো الاِسْم এবং فَاعِل হলো هي ضمير مستتر তার صفة ও موصوف মিলে خبر , এখন خبر ও مُبْتَدَأ মিলে جُمْلَة فِعْلِية خبريه হয়ে صفة হলো حروف موصوف এর; جُمْلة اِسْمية خبريه হয়েছে।

তারকীব : ২. قَوْلُهٗ : فَقَطْ

এর মূল ইবারাত এরূপ হবে- اِذَا جَرَرْتَ بِهَا الْاِسْمَ فَانْتَهِ عَنْ عَمَلِ غَيْرِ الْجَرِّ

এখানে اذا হলো اسم.شرط এবং جررت হলো فِعْل আর তার ضمير হলো فَاعِل এবং بها এর ب হলো حرف جار এবং ها হলো مفعول به الاِسْم; مجرور ও جار , مجرور মিলে مُتَعَلِّق হলো جررت فِعْل -এর সাথে;

এখন فاء جزائية এর ف হলো فانته, شرط হয়ে جُمْلَة فِعْلِية কে নিয়ে مفعول ও مُتَعَلِّق- فَاعِل তার فِعْل এবং غير হলো انته তার فِعْل এবং عمل হলো موصوف এবং عن হলো حرف جار এবং فَاعِل أنت ضمير مستتر হলো صفت হলো عمل আর مُضَاف إليه ও مُضَاف ; مُضَاف الجر হয়ে مركب إضافي মিলে مجرور ও جار ,এর- عن حرف جار হলো مجرور মিলে مُتَعَلِّق হলো انته ,এর- موصوف ও صفت মিলে موصوف ,এর- موصوف ও شرط ,جزاء হলো, جزاء ও شرط মিলে -এর সাথে, انته فِعْل তার فَاعِل ও مُتَعَلِّق- কে নিয়ে جُمْلَة فِعْلِية انشائية হয়ে جملة شرطية হয়েছে।

তারকীব : ৩. قَوْلُهُ : وَتُسَمَّى حُرُوْفًا جَارَّةً

এখানে واو হলো مُسْتَأنفة বা عَاطِفة এবং تسمى হলো فِعْل مجهول ; তার মাঝে هي ضمير مستتر হলো نائب فَاعِل আর حروفا হলো موصوف এবং جارة হলো صفة ও موصوف , صفة মিলে فِعْل مجهول , مفعول ثانى এর- فِعْل হলো جُمْلَة فِعْلِية خبرية কে নিয়ে مفعول ثاني ও نائب فَاعِل তার مجهول।

তারকীব : ৪. قَوْلُهُ : وَهِيَ سَبْعَةَ عَشَرَ حَرْفًا

এখানে واو হলো مُسْتَأنفة বা عَاطِفة এবং هِيَ হলো مُبْتَدَأ এবং سبعة عشر হলো ممیز আর حرفا হলো تمييز- ممیز ও خبر মিলে خبر এবং مُبْتَدَأ ও جملة اِسْمية خبريه।

তারকীব : ৫. قَوْلُهُ : اَلْبَاءُ لِلْإِلْصَاقِ

এখানে الباء হলো مُبْتَدَأ এবং لام হলো حرف جار এবং الإلصاق হলো مجرور , جار ও مجرور মিলে مُتَعَلِّق হলো مستعملة ঊহ্য فِعْل ; نائب فَاعِل তার مِي ضمير হলো তার نائب شبه فِعْل- এর সাথে, شِبْه جُملة হয়ে خبر হলো, مُبْتَدَأ ও خبر মিলে جُملة اِسْمية خبرية- কে নিয়ে متعلق ও فَاعِل।

তারকীব : ৬. قَوْلُهُ : وَهُوَ اتِّصَالُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ إِمَّا حَقِيْقَةً وَإِمَّا مَجَازًا

مُضَاف হলো اَلشَّيْءِ এবং مَصْدر مُضَاف হলো إِتِّصَالُ আর مُبْتَدَأ হলো هُوَ এবং عَاطِفة বা مُسْتَأنفة হলো وَاو -إِتِّصال হলো مُتَعَلِّق মিলে مَجْرور ও جَار , مَجْرور হলো اَلشَّيْء , حَرْف جار হলো ب এর- بِالشَّيء এবং إليه এর সাথে; حَرْف تَرْدِيْد হলো إِمَّا আর مُمَيَّز হয়ে شِبْه جُملة কে نيَتَعَلِّق ও مُضَاف إليه তার مَصْدر مُضَاف এবং مَجَازًا حَرْف تَرْدِيْد এবং حَقِيْقة হলো عَليه এবং مَعْطوف এবং وَاو হলো حَرْف عطف আর إِمَّا হলো مَعْطوف ও مَعْطوف মিলে تَمْيِيْز ও مُمَيَّز মিলে خبر হয়েছে; تَمْيِيْز হয়েছে; مَعْطوف عليه; مَعْطوف হলো هُوَ مُبْتَدَأ- এর, এখন مُبْتَدَأ ও خَبْر মিলে جُملة اِسْمية خَبَرِيَّة হয়েছে।

তারকীব : ৭. قَوْلُهُ : نَحْوُ بِهِ دَاءٌ

এর মূল ইবারাত হলো– نَظِيْرُهُ نَحْوُ بِهِ دَاءٌ

এখানে نَظِيْر হলো مُضَاف আর ضمير ه হলো مُضَاف إليه ও مُضَاف , مُضَاف إليه মিলে مُبْتَدَأ হয়ে مُرَكَّب إضافي হয়েছে, نَحْوُ হলো مُضَاف এরপর مُلْتَصِقٌ شِبْه فِعْل ঊহ্য রয়েছে, بِهِ- এর ب হলো حَرْف جَار এবং ضمير ه হলো شِبْه - فَاعِل ضَمِير হলো مُتَعَلِّق হয়েছে ঐ ঊহ্য شبه فِعْل- এর সাথে, তার মাঝে مَجْرور ও جَار ; مَجْرور مُبْتَدَأ مُؤَخَّر ;مُبْتَدَأ مُؤَخَّر হলো داء ;خَبْر مُقَدَّمْ হয়ে شِبْه جُملة কে নিয়ে- مُتَعَلِّق ও فَاعِل তার فِعْل এবং مُضَاف إليه ও مُضَاف ,এর- نَحْوُ مُضَاف হলো مُضَاف إليه হয়ে جُمْلة اِسْمِيَّة خبريه خَبَر مُقدَّم মিলে ,এর- نَظِيْره مُبْتَدَأ এবং خَبَر মিলে خبريه جُمْلة اِسْمِيَّة হয়েছে।

তারকীব : ৮. قَوْلُهُ : نَحْوُ مَرَرْتُ بِزَيْدٍ أَيْ اِلْتَصَقَ مُرُوْرِيْ بِمَكَانٍ يَقْرُبُ مِنْهُ زَيْدٌ

زَيْد হলো- حَرْف جَار এবং بِزَيْد হলো- ب এর مَرَرْتُ , مُضَاف হলো نَحْو হলো فِعْل তার মধ্যে ضَمِيْر হলো فَاعِل এবং مَرَرْتُ হলো فِعْل তার সাথে; مَجْرُور ও جَار ; مُتَعَلِّق কে নিয়ে جُمْلَة হলো فِعْل তার فَاعِل ও مُتَعَلِّق মিলে مَجْرُور হয়েছে فِعْل এর সাথে; مَجْرُور ও جَار ; مُتَعَلِّق কে নিয়ে جُمْلَة فِعْلِية خبريه হয়ে مُفَسَّر এবং أَيْ হলো حَرْفِ تَفْسِيْر এবং اِلْتَصَقَ হলো فِعْل এবং مُرُوْرِي- এর মধ্যে مُرُوْر হলো - اِلْتَصَق فِعْل হলো فَاعِل হয়ে مُرَكَّب إضَافي মিলে مُضَاف إليه ও مُضَاف ; مُضَاف إليه হলো ياء متكلم এবং مُضَاف এর; بِمَكَانٍ- এর ب হলো حَرف جَار এবং مكان হলো مَوْصوف এবং يَقْرُب হলো فِعْل এবং مِنْه- এর مِن হলো زَيْد আর যমীর ه হলো مَجْرور ; مَجْرور ও جار মিলে مُتَعَلِّق হলো يقرب فِعْل- এর সাথে এবং حَرف جَار مَوْصوف ,এর- مَكان ও ; فَاعِل তার فِعْل ; فَاعِل ও مُتَعَلِّق ,কে নিয়ে جُمْلة فِعيلة خبريه হয়ে صفة হলো جُملة مجرور ও جار মিলে مُتَعَلِّق ও فَاعِل তার فِعْل ,এর- اِلْتَصَق হলো مُتَعَلِّق মিলে , مَجْرور صفة مفسِّر , تَفْسير ও مفسَّر ,এর- نَحْو مُضَاف হলো مُضَاف إليه ও مُضَاف মিলে جُمْلَة إسْمِيَّة خبريه হয়ে خَبَر হলো مُبْتَدَأ ;এর- نَظِيره مُبْتَدَأ ও خَبَر মিলে خَبَر হয়ে مركب إضَافي হয়েছে ।

তারকীব : ৯. قَوْلُهُ : وَلِلْاِسْتِعَانَةِ

مَجرور ও جار , مجرور মিলে لِلْاِسْتِعَانة হলো اِسْتِعَانة এবং حَرْف جَار হলো لَام- এর وَاو হলো عَاطِفة ; ও نائِب فَاعِل তার فِعْل مجهول , نائِب فَاعِل হলো في ضَمِير ,তার মাঝে مُتَعَلِّق ,এর- فِعْل তার تُسْتَعْمَلُ হয়ে جُمْلَة فِعْلِية خبريه কে নিয়ে مُتَعَلِّق

তারকীব : ১০. قَوْلُهُ : نَحْوُ كَتَبْتُ بِالْقَلَمِ

এখানে نَحْو হলো حَرْف ب- এর بِالْقَلم হলো فَاعِل এবং كَتَبْت হলো فِعْل তার "تُ" ضمير হলো فَاعِل এবং مُضَاف হলো نَحْو ,এর- كَتَبْتُ হয়েছে مُتَعَلِّق হয়ে جَار এবং اَلْقَلم হলো مجرور ; مَجْرور ও جار মিলে مُتَعَلِّق ও فَاعِل তার فِعْل ,এর- এর সাথে مُضَاف إليه হয়েছে مُضَاف হয়ে جُمْلَة فِعْلِية خبريه কে নিয়ে مُتَعَلِّق ও مُضَاف إليه ও مُضَاف মিলে جُمْلَة إسْمِيَّة خبريه হয়েছে خَبَر ও مُبْتَدَأ ;এর- نَظِيره مُبْتَدَأ مَحْذُوف হয়েছে خَبَر হয়ে مركب إضَافي হয়েছে ।

তারকীব : ১১. قَوْلُهُ : وَقَدْ تَكُوْنُ لِلتَّعْلِيْلِ

اِسْم ناقص হলো ضمير এবং قَد হলো عَاطِفة এবং وَاو হলো فِعْل نَاقِص তার মধ্যে ضمير হলো تَكُوْن হলো । حرف تقليل এবং مُتَعَلِّق হলো لِلتَّعْلِيْل- এর لَام হলো حَرْف جَار এবং التَّعْلِيل হলো مَجْرور ও جار ; مَجْرور ও جَار মিলে مُتَعَلِّق ও نائب فَاعِل তার شبه فِعْل ; نائب فَاعِل তার ضمير হলো فَاعِل ,এর- شبه فِعْل তার مُسْتَعْمَلَةً হয়ে جُمْلَة فِعْلِية خبرية হয়েছে خَبَر ও مُبْتَدَأ ;এর- نَظِيره مُبْتَدَأ مَحْذُوف হয়েছে خَبَر হয়ে مركب إضَافي হয়েছে ।

তারকীব : ১২. قَوْلُهُ : نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالٰى إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ

ضَمِير হলো فِعْل তার تَعَالٰى হলো فَاعِل এবং قَوْل হলো مَصْدَر مُضَاف ,এর- ه যমীর হলো ذُوالْحَال এবং نَحْو হলো مُضَاف ,ذوالحال ه- এর حَال হয়েছে, حال ও ذُوْ الحال মিলে مُضَاف , فَاعِل ও فِعْل , فَاعِل হলো جُمْلَة فِعْلِية হয়ে حَال- এর كُم - حرف مشبَّه হলো إنَّ ,এর- قَوْل হয়েছে إليه مُضَاف ও مُضَاف إليه মিলে مُضَاف إليه ও مُضَاف ,এর- قَوْل হয়েছে مركَّب إضَافي হয়ে أَنْفُسَكُمْ- এর মধ্যে أَنْفُس হলো بالفعل إسْم إنَّ হলো এবং ظَلَمْتُم হলো فعل তার ضَمِير হলো تم فَاعِل এবং ظَلَمْتُم হলো مَفْعول به مركب إضَافي হয়ে مُضَاف إليه ও مُضَاف ; مُضَاف إليه হলো كُم এবং مُضَاف ,এর اَلْعِجْل হলো مُضَاف إليه আর كم হলো مصدر مُضَاف এবং إتِّخاذ হলো حَرْف جار ; بِاتِّخَاذِكم এর باء হলো مَجرور হয়েছে مركب اضافى হয়ে مَفْعول ও مُضَاف إليه তার مَصْدر مُضَاف , مَفْعُول به- এর مَصدر ও مَفعول به এবং فَاعِل তার فعل ,এর- ظلمتم হয়েছে متعلق مجرور ও جار মিলে باء حرف جار- এর;

مُتَعَلِّق-কে নিয়ে مضاف إليه মিলে مَقُوْلَهُ ও قول , قول ছিল قَوْلُهُ تَعَالٰى , مَقُوْلَه جملة فعلية خبريه হয়ে جُمْلَة فِعْلِيَّة خَبَرِيَّة হয়েছে। مُبْتَدَأ-এর, مُبْتَدَأ مَحْذوف نَظِيْره হলো خَبر مركب اضافي হয়ে مضاف إليه ও مضاف-এর نحو مضاف তার خَبَر কে নিয়ে جُمْلَة اِسْمِيَّة خَبَرِيَّة হয়েছে।

তারকীব : ১৩. قَوْلُهُ : وَلِلْمُصَاحَبَةِ

مَجْرور, اَلْمُصَاحَبة হলো عَاطِفة এবং وَاو হলো لَام-এর لِلْمُصَاحَبة হলো حَرْف جار এবং হলো شِبْه فِعْل ঊহ্য مُسْتَعْمَلة হলো مُتَعَلِّق ও جار মিলে مَجْرور ; نَائب فَاعِل ضمير হলো, তার মধ্যে -এর সাথে; اَلْبَاء مُبْتَدَأ مَحْذوف হলো خَبَر হয়ে شِبْه جُمْلَة-কে নিয়ে مُتَعَلِّق ও نَائب فَاعِل তার شبه فِعْل مُبْتَدَأ; -এর তার خَبَر কে নিয়ে جُمْلَة اِسْمِيَّة হয়েছে।

তারকীব : ১৪. قَوْلُهُ : نَحْوُ اِشْتَرَيْتُ الْفَرَسَ بِسَرْجِهِ

এখানে اَلْفَرَس হলো مَفْعول به এবং اِشْتَرَيْتُ হলো فِعْل এবং তার تُ ضَمير হলো فَاعِل এবং نَحْو হলো مُضَاف এবং بِسَرْجِهِ-এর ب হলো حَرْف جار এবং سَرْجُ হলো مُضَاف এবং যমীর ه হলো مُضَاف إليه ; مُضَاف ও مُضَاف, فِعْل-এর সাথে, اِشْتَرَيْتُ হলো مُتَعَلِّق مجرور ও جار মিলে مجرور হয়েছে, مركب إضافي হয়ে إليه মিলে مُضَاف, এর ও نَحْو مُضَاف হলো مُضَاف إليه হয়ে جُمْلَة فِعْلِية خبريه কে নিয়ে مُتَعَلِّق ও فَاعِل , مَفعول به তার جُمْلَة اِسْمِيَّة মিলে خَبَر ও مُبْتَدَأ, -এর مُبْتَدَأ مَحْذُوف نَظيرة হলো خَبَر হয়ে مُرَكَّب إضافي মিলে مُضَاف إليه خبريه হয়েছে।

তারকীব : ১৫. قَوْلُهُ : وَلِلتَّعْدِيَةِ

مُتَعَلِّق মিলে مَجْرور ও جَار; مَجرور হলো اَلتَّعْدِية এবং حرف جار এবং لام-এর لِلتَّعْدِية এবং عَاطفة হলো وَاو ও نَائب فَاعِل তার شِبه فِعْل ; نَائِب فَاعِل হলো هي ضَمير-এর সাথে এবং তার মাঝে شِبه فِعْل ঊহ্য مُسْتَعْمَلَةٌ হলো جُمْلَة اِسْمِيَّة خبريه হয়েছে مُبْتَدَأ مَحذوف, এর- مُبْتَدَأ ও خَبر মিলে خَبَر হয়ে شِبه جُملة-কে নিয়ে مُتَعَلِّق হয়েছে।

তারকীব : ১৬. قَوْلُهُ : نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالٰى ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ وَنَحْوُ ذَهَبْتُ بِزَيْدٍ أَيْ اَذْهَبْتُهُ

ضَمِير হলো فِعْل تَعالٰى হলো ذو الحال এবং حال হলো مصدر مُضَاف আর যমীর ه হলো مُضَاف إليه এবং তার نَحْو হলো قَوْل مُضَاف إليه হয়েছে قول এর। فَاعِل তার فِعْل ; فَاعِل-কে নিয়ে جُمْلَة فِعْلِية হয়ে حال হয়েছে, حال ذو الحال মিলে مُضَاف إليه অতপর مضاف اليه ও مضاف মিলে فَاعِل لفظ اللّٰه এবং فِعْل হলো ذَهَبَ। مركب اضافي হয়ে قول হয়েছে। بِنُوْرِهِم-এর ب হলো حَرْف جار এবং نُوْر হলো مُضَاف إليه হলো هِم আর مُضَاف, مُضَاف إليه ও مُضَاف মিলে مُرَكَّب إضافي হয়ে مَجْرور হয়েছে, جَار ও مَجْرور মিলে مُتَعَلِّق হয়েছে ذَهَبَ فعل-এর সাথে, فِعْل তার فَاعِل ও مُضَاف, এর نحْوُ مُضَاف হয়েছে مُضَاف إليه মিলে مَفْعُوْلَهُ ও قَول , مَقُوْلَهُ হয়ে جُملة فِعلية خبريه কে নিয়ে مُتَعَلِّق ও ذَهَبْتُ হলো مُضَاف এবং نَحْو হলো مُضَاف إليه মিলে مُرَكَّب إضافي হয়ে مَعْطُوف عليه হলো واو হলো عَطْف حَرف ; نَحْو হলো زَيد হলো مَجْرور ; جَار ও بِزَيْد-এর ب হলো حَرف جَار এবং زَيْد হলো فَاعِل تُ ضمير بارز এবং فِعْل তার ; مَجْرور মিলে مُتَعَلِّق হয়েছে ذَهَبْت-এর সাথে, فِعْل তার فَاعِل ও مُتَعَلِّق কে নিয়ে مَجْرور হয়ে جُملة فِعلية خبريه مُفسِّر এবং أَيْ হলো فَاعِل এবং যমীর تُ ضَمير بَارِز হলো فِعْل মধ্যে তার اَذْهَبْتُ-এর মধ্যে اَذْهَبْتُه এবং حَرْف تَفْسير হলো مُضَاف, مَفْعول , فِعْل তার فَاعِل ও مُفَسر ও تَفْسير মিলে تفسير এবং جُمْلَة فِعْلِية হয়ে مفعول به ও فَاعِل-কে নিয়ে ه হলো مَعْطُوف ও مَعْطُوف عليه ; مُرَكَّب إضافي হয়ে مُضَاف إليه ও مُضَاف, এর نَحْو مضاف إليه হয়েছে مَعْطُوف عليه মিলে خَبَر হয়েছে مُبْتَدَأ محذوف, এর- نظيره مُبْتَدَأ ও خَبَر মিলে جُمْلَة اِسْمِيَّة خبريه হয়েছে।

وَلِلْمُقَابَلَةِ نَحْوُ اِشْتَرَيْتُ الْعَبْدَ بِالْفَرَسِ، وَلِلْقَسَمِ نَحْوُ بِاللّٰهِ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا، وَلِلِاسْتِعْطَافِ نَحْوُ ارْحَمْ بِزَيْدٍ، وَلِلظَّرْفِيَّةِ نَحْوُ زَيْدٌ بِالْبَلَدِ، وَلِلزِّيَادَةِ نَحْوُ قَوْلِهٖ تَعَالٰى وَلَا تُلْقُوْا بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. وَاللَّامُ لِلِاخْتِصَاصِ، نَحْوُ الْجُلُّ لِلْفَرَسِ. وَلِلزِّيَادَةِ، نَحْوُ رَدِفَ لَكُمْ أَيْ رَدِفَكُمْ، وَلِلتَّعْلِيْلِ نَحْوُ جِئْتُكَ لِإِكْرَامِكَ، وَلِلْقَسَمِ نَحْوُ لِلّٰهِ لَا يُؤَخَّرُ الْأَجَلُ، وَلِلْمُعَاقَبَةِ نَحْوُ لَزِمَ الشَّرَّ لِلشَّقَاوَةِ،

অনুবাদ:

৬. مُقَابَلَة অর্থাৎ, কোনো বস্তু অন্য কোনো বস্তুর সাথে বদলানো কিংবা বিনিময় করার অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন- اِشْتَرَيْتُ الْعَبْدَ بِالْفَرَسِ [আমি গোলামটি ক্রয় করেছি ঘোড়ার বিনিময়ে]।

৭. قَسْم [শপথ] তথা কথার দৃঢ়তা বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন- بِاللّٰهِ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا [আল্লাহর কসম আমি এমনটি করব]।

৮. اِسْتِعْطَاف অর্থাৎ, স্নেহ-ভালোবাসা বা করুণার অর্থ প্রকাশার্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন- اِرْحَمْ بِزَيْدٍ [যায়েদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করুন]।

৯. ظَرْفِيَّة অর্থাৎ, فِعْل সংঘটিত হওয়ার স্থান বা কাল বুঝানোর জন্য। যেমন- زَيْدٌ بِالْبَلَدِ [যায়েদ শহরে অবস্থান করছে]।

১০. زِيَادَة অর্থাৎ, কোনো প্রকার অর্থ প্রদান ছাড়াই অতিরিক্ত হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন, আল্লাহর বাণী- وَلَا تُلْقُوْا بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [তোমরা তোমাদের হাত [জীবন] কে ধ্বংসের দিকে নিক্ষেপ করো না]।

আর [حروف جارة -এর দ্বিতীয়টি হলো] لام ; [এটি পাঁচটি অর্থের জন্য ব্যবহার হয়]।

১. اِخْتِصَاص অর্থাৎ, বিশেষত্ব বা নির্দিষ্টতা বুঝানোর জন্য। যেমন- اَلْجُلُّ لِلْفَرَسِ [জুল (ঘোড়ার জন্য নির্দিষ্ট এক প্রকার গদির নাম) ঘোড়ার জন্য নির্দিষ্ট]।

২. زِيَادَة অর্থাৎ, অতিরিক্ত বা অর্থহীনভাবে ব্যবহার হয়। যেমন- رَدِفَ لَكُمْ মূল ইবারত হলো رَدِفَكُمْ [সে তোমাদের পশ্চাৎ তথা পিছনে আরোহণ করেছে।

৩. تَعْلِيْل অর্থাৎ, কারণ বর্ণনার্থে। যেমন- جِئْتُكَ لِإِكْرَامِكَ [অর্থ- আমি তোমার সম্মানার্থে তোমার নিকট এসেছি]।

৪. قَسْم অর্থাৎ, শপথ তথা কথার দৃঢ়তা বুঝানোর জন্য। যেমন- لِلّٰهِ لَا يُؤَخَّرُ الْأَجَلُ [আল্লাহর শপথ! (কসম) মৃত্যুর নির্দিষ্ট সময় বিলম্বিত হবে না।]

৫. مُعَاقَبَة অর্থাৎ, পরিণাম বা পরিণতি বুঝানোর জন্য। যেমন- لَزِمَ الشَّرَّ لِلشَّقَاوَةِ [সে অকল্যাণকে অপরিহার্য করে নিয়েছে দুর্ভাগ্যের পরিণামে]।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

৬. مُقَابَلَة -এর অর্থ বুঝানোর জন্যও ব্যবহার হয়। مُقَابَلَة এটি بَاب مُفَاعَلَة -এর মাসদার। এর মূলধাতু হলো قَبْل , -এর অর্থ হলো বিনিময় করা। পরিভাষায় مَجْرُوْر -এর পরিবর্তে কোনো কিছুর জন্য যে بَاء ব্যবহার হয় তাকে بَاء مُقَابَلَة বলা হয়। যেমন- اِشْتَرَيْتُ الْعَبْدَ بِالْفَرَسِ অর্থ- আমি ঘোড়ার বিনিময়ে গোলাম ক্রয় করেছি। এখানে بالفرس -এর باء অব্যয়টি مقابلة তথা বিনিময় অর্থ বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

ইমাম মালেক (র.) বলেন- بَاء مُقَابَلَة কে بَاء بَدَل বা بَاء عَوض ও বলা হয়ে থাকে।

৭. قَسْم -এর জন্যও ব্যবহার হয়ে থাকে। قَسْم -এর অর্থ হলো শপথ করা। بَاء قَسْم -এর প্রকৃত অর্থ হলো مُقْسَمْ بِهٖ -এর সাথে মিলানো। যেমন- بِاللّٰه لَاَفْعَلَنَّ كَذَا অর্থ- আল্লাহর শপথ আমি এরূপ করবই। এখানে بَاء অব্যয়টি اللّٰه -এর শুরুতে এসে قَسْم -এর জন্য ব্যবহার হয়েছে। যাতে করে ب টি স্বীয় مُقْسَم بِه -এর সাথে মিলিত হয়ে অর্থের ক্ষেত্রে দৃঢ়তা বুঝাতে সক্ষম হয়।

৮. اِسْتِعْطَاف -এর জন্যও ব্যবহার হয়। اِسْتِعْطَاف এটি بَاب اِسْتِفْعَال -এর মাসদার। এর মূলধাতু হলো عطف, এর অর্থ হলো অনুগ্রহ প্রার্থনা করা। পরিভাষায় مَجْرُوْر -এর পূর্বে بَاء অব্যয়টিকে ব্যবহার করে অনুগ্রহ প্রার্থনা করার নামই হচ্ছে- اِسْتِعْطَاف, যেমন- اِرْحَمْ بِزَيْدٍ অর্থ- তুমি যায়েদের প্রতি দয়া কর। এখানে زَيْد -এর শুরুতে بَاء অব্যয়টি ব্যবহার হয়ে যায়েদের প্রতি করুণা করার আহ্বান জানানো হয়েছে। তাই এখানে بَاء টি اِسْتِعْطَاف -এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে।

৯. ظَرْفِيَّة -এর জন্যও ব্যবহার হয়। ظَرْفِيَّة অর্থ হলো স্থান বা কাল। যে بَاء দ্বারা স্থান বা কাল বুঝানো উদ্দেশ্য হয় তাকেই পরিভাষায় بَاء ظَرْفِيَّة বলা হয়। যেমন- زَيْدٌ بِالْبَلَدِ অর্থ- যায়েদ শহরে আছে। এখানে بِالْبَلَدِ -এর بَاء টি স্থান বুঝানোর জন্য এসেছে। কাজেই এটা بَاء ظَرْفِيَّة হয়েছে।

১০. زِيَادَة তথা অতিরিক্ত হিসেবে ব্যবহার হয়। যেমন- আল্লাহর বাণী- وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَة অর্থ- তোমরা তোমাদের হাতকে [জীবনকে] ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিওনা। এখানে بِأَيْدِيْكُم -এর بَاء টি হলো অতিরিক্ত। কেননা, এই بَاء কে এখানে উল্লেখ না করলেও বাক্যের অর্থে কোনো পরিবর্তন সাধিত হতো না। তাই বুঝা গেল যে بَاء টা বাক্যের শব্দগত অর্থের অতিরিক্ত হয় তাকেই بَاء زِيَادَة বলা হয়। যেমন- উক্ত উদাহরণের মাঝে باء টি হলো অতিরিক্ত।

لَام -এর আলোচনা :

لَام টি ৫টি অর্থের জন্য ব্যবহার হয়।

১. اِخْتِصَاص -এর জন্য ব্যবহার হয়। اِخْتِصَاص এটি بَاب اِفْتِعَال -এর মাসদার। এর মূলধাতু হলো خَصّ, এর অর্থ হলো বিশেষিত করা বা হওয়া। এটি مُتَعَدِّى ও فِعْل لَازِم উভয় ভাবেই ব্যবহার হয়। যে لَام -এর দ্বারা তার পরবর্তী শব্দের জন্য কোনো বস্তুকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া বুঝায় তাকেই لَام اِخْتِصَاص বলে। যেমন- اَلْجُلُّ لِلْفَرَسِ অর্থাৎ, গদি ঘোড়ার জন্য। এখানে اَلْفَرَسِ -এর শুরুতে لَام এসে لَام -এর পূর্ববর্তী ইসম اَلْجُلُّ কে তার পরবর্তী ইসম অর্থাৎ فَرَس -এর জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। কাজেই বুঝা গেল যে, এখানে لام টি اِخْتِصَاص -এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

২. زِيَادَة -এর জন্যও ব্যবহার হয়। زِيَادَة শব্দের অর্থ হলো, অতিরিক্ত হওয়া। পরিভাষায়- যেখানে لَام হরফে জারটি অতিরিক্ত হিসেবে ব্যবহার হয়। অর্থাৎ لَام -কে ফেলে দিলেও বাক্যের অর্থের মধ্যে কোনো পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় না সে لَام কে لَام زِيَادَة বলা হয়। যেমন- رَدِفَ لَكُمْ অর্থ হলো সে বাহনে তোমাদের পেছনে বসেছে। এখানে لَكُمْ -এর لَام কে বাদ দিলেও বাক্যের অর্থের মধ্যে কোনো পরিবর্তন হবে না। তাই এখানে এই لَام টি زِيَادَة -এর জন্য ব্যবহার হয়েছে।

৩. تَعْلِيْل -এর জন্যও ব্যবহার হয়। بَاب تَفْعِيْل এটি تَعْلِيْل -এর মাসদার। এর অর্থ হলো কারণ বর্ণনা করা। অর্থাৎ যেখানে এই لَام বর্ণটি কোনো কিছুর কারণ বর্ণনা করার জন্য ব্যবহার হবে সেখানে বুঝতে হবে যে, এই لَام টি হলো لَام تَعْلِيْلِيَّة যেমন– قُمْتُ لِإِكْرَامِكَ অর্থাৎ আমি তোমায় সম্মান করার জন্য দণ্ডায়মান হয়েছি। এখানে إِكْرَام -এর শুরুতে যে لَام রয়েছে তা لَام تَعْلِيْلِيَّة ; কেননা قُمْتُ فِعْل -এর কারণ বর্ণনা করার জন্য لَام টি ব্যবহার হয়েছে।

৪. قَسْم -এর জন্যও ব্যবহার হয়। আর قَسْم অর্থ– কোনো কিছু করা বা হওয়াকে দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করা। যেমন– لِلّٰهِ لَايُؤَخِّرُ الْأَجَلُ অর্থাৎ আল্লাহর শপথ! নির্দিষ্ট সময় হতে মৃত্যু বিলম্বিত হবে না। এখানে لِلّٰهِ -এর শুরুতে যে لَام টি এসেছে তা قَسْم -এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে।

৫. مُعَاقَبَة -এর অর্থে ব্যবহার হয়। بَاب مُفَاعَلَة এটি مُعَاقَبَة -এর মাসদার। এর অর্থ হলো পরিণতি বা পরিণাম। পরিভাষায় যে لَام দ্বারা কোনো কর্মের পরিণতির কথা বুঝানো হয় তাকে لَام مُعَاقَبَة বলা হয়। যেমন– لَزِمَ الشَّرَّ لِلشَّقَاوَة অর্থাৎ সে কুকর্মে লিপ্ত হয়েছে, খারাপ পরিনতির জন্য। এখানে لَام টি شَقَاوَة -এর পূর্বে পরিণাম বুঝানোর উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে এবং لَام مُعَاقَبَة কে لَام صَيْرُوْرَة ও لَام تَعْقِيْب -ও বলা হয়।

উল্লেখ্য যে, لام হরফে জারটি উল্লিখিত পাঁচটি অর্থ ছাড়াও অন্য অর্থে ব্যবহার হতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ– تَمْلِيْك -এর জন্য ব্যবহার হয়। যেমন– اَلْمَالُ لِزَيْدٍ অর্থ– সম্পদ যায়েদের জন্য। এখানে لَام টি تَمْلِيْك -এর অর্থ বুঝানোর জন্য ব্যবহার হয়েছে।

لَام -এর হরকতের বিধান : হরফে জার لَام যদি اِسْم ظَاهِر -এর শুরুতে ব্যবহার হয়, তবে তা সর্বদা যের বিশিষ্ট হবে। যেমন– يَالَزَيْدُ - لِعَمْرٍو - لِخَالِدٍ - لِزَيْدٍ ইত্যাদি এবং এই لَام টি مُنَادَى -এর পূর্বে প্রবিষ্ট হলে যবর বিশিষ্ট হবে। যেমন– يَالَزَيْدُ আর যদি اِسْم ضمير -এর সাথে ব্যবহার হয়, তবে যবর বিশিষ্ট হবে। যেমন– لَنَا - لَكَ - لَهُ ইত্যাদি। তবে যদি ضَمِيْر টি يَاء مُتَكَلِّم হয় তবে يَاء -এর কারণে যের বিশিষ্ট হবে। যেমন– لِيْ

ইবারতের তারকীবসমূহ

তারকীব : ১৭. قَوْلُهُ : وَلِلْمُقَابَلَةِ

وَاو হলো عَاطِفة এবং لِلْمقابلة -এর لام হলো حَرْف جَار এবং اَلْمُقَابَلَة হলো مَجْرور ও جَار, مَجْرور মিলে مُتَعَلِّق হয়েছে شِبه فِعْل উহ্য مُستَعْمَلة -এর সাথে, তার মাঝে هي ضَمير হলো اَلْباء مُبْتَدَأ مَحْذوف তার شِبه جُملة হয়ে خَبَر হলো متعلَّق ও نَائِب فَاعِل কে নিয়ে نَائِب فَاعِل; شِبْه فِعْل -এর, مُبْتَدَأ তার خَبَر কে নিয়ে جُمْلة اِسْمِيَّة خبريه হয়েছে।

তারকীব : ১৮. قَوْلُهُ : نَحْوِ اِشْتَرَيْتُ الْعَبْدَ بِالْفَرَسِ

نحو হলো مُضَاف -এর পূর্বে مُبْتَدَأ উহ্য আছে, اِشْتَرَيْتُ হলো فِعْل তার শেষের تُ হলো তার فَاعِل এবং اَلْعَبْد হলো مَفْعول به এবং بِالْفَرَس হলো اَلْفَرَس -এর ب হলো حَرف جَار এবং مجرور ও جَار। مَجْرُور মিলে مُتَعَلِّق হয়েছে اِشْتَرَيْتِ -এর সাথে, فِعْل তার فَاعِل ও مفعول به। مُتَعَلَّق কে নিয়ে جُمْلَة فِعْلِية خبريه হয়ে مُبْتَدَأ হয়েছে خَبَر হয়েছে مركب إضافي মিলে مُضَاف إليه ও مُضَاف, مُضَاف إليه হয়েছে مُضَاف এর, نحو -এর, مَحْذُوف -এর, مُبتدأ ও خبر মিলে جُمْلة اِسْمِيَّة خبريه হয়েছে।

তারকীব : ১৯. قَوْلُهُ : وَلِلْقَسَمِ

وَاو হলো حَرْف عطف এবং حَرْف جَار হলো لَام -এর لِلْقَسَم এবং اَلْقَسَم হলো ضمير مَحْذوف -এর شِبه فِعْل مُسْتَعْمَلَة উহ্য مَجْرور ও جَارْ ; مَجْرور মিলে مُتَعَلِّق হয়েছে اَلْبَاء مُبْتَدَأ হলো خَبَر হয়ে شِبْه جُملة ও نَائب فَاعِل তার شِبه فعل এখন نَائب فَاعِل কে নিয়ে مُتَعَلِّق হলো مَحْذُوف -এর, مُبْتَدَأ ও خَبَر মিলে جُمْلة اِسْمِيَّة خبريه হয়েছে।

তারকীব : ২০. قَوْلُهُ : نَحْوُ بِاللّٰهِ لَاَفْعَلَنَّ كَذَا

এখানে نَظِيْره হলো مُبْتَدَأ যা উহ্য আছে, এরপর نَحْو হলো مُضَاف এবং بِاللّٰه -এর ب হলো حَرف جَار এবং اللّٰه হলো مَجْرور ও جَار , مَجْرور মিলে مُتَعَلِّق হলো أُقْسِمُ فِعْل مَحْذوف -এর সাথে, তার মধ্যে أنا হলো فَاعِل ضَمِير সুতরাং قَسْم جُملة فِعلية إنشائية হয়ে হয়েছে, ও جار, مجرور যা اِسم إشارة হলো حرف جار এবং ذا হলো كاف এবং كَذا -এর لَاَفْعَلَنَّ হলো فِعل এবং তার فِعْل ـ فَاعِل হলো أنا ضمير মিলে مُتَعَلِّق হয়েছে لأفعلنّ فِعْل -এর সাথে এবং তার মধ্যে مجرور مُضَاف إليه মিলে جَواب قَسْم ও قسم সুতরাং جُمْلَة فِعْلِية হয়ে قَسْم جَواب হয়েছে مُتَعَلِّق ও فَاعِل ও مُبْتَدَأ, -এর, مُبتدأ مَحْذوف خَبَر হয়ে مُرَكَّب إضَافي হয়েছে مُضَاف إليه ও مُضَاف মিলে نَحْو এর, جُمْلة اِسْمِيَّة خبريه হয়েছে خَبَر মিলে

তারকীব : ২১. قَوْلُهُ : وَلِلْاِسْتِعْطَافِ

وَاو হলো حَرْف عَطْف এবং اِسْتِعْطَاف হলো لَام -এর لِلْاِسْتِعطَاف হলো حرف جَار আর جَار ; مَجرور ও شِبه فعل ; نَائب هي ضَمِير হলো شِبه فِعل مُسْتَعْمَلَة উহ্য -এর সাথে, তার মাঝে مَجرور মিলে مُتَعَلِّق হলো مُبْتَدَأ مَحذوف اَلْبَاءُ -এর সাথে, نَائِب فَاعِل তার شِبْه جُملة হয়ে خَبَر হয়েছে– مُتَعَلِّق ও فَاعِل কে নিয়ে جُمْلة اِسْمِيَّة হয়ে خَبَر ও مُبْتَدَأ মিলে

তারকীব : ২২. قَوْلُهُ : نَحْوُ اِرْحَمْ بِزَيْدٍ

এখানে نَظِيره টা مُبْتَدَأ যা উহ্য রয়েছে এবং نَحْو হলো مُضَاف এবং اِرْحم হলো فِعْل তার মাঝে উহ্য যমীরে أَنْت হলো فَاعِل এবং بزيد -এর ب হলো حَرف جار আর زَيد হলো مَجْرور ও جَار ; مَجْرور মিলে مُتَعَلِّق হয়েছে اِرْحم -এর সাথে, مُضَاف إليه جُمْلَة فِعْلِية إنشائية হয়ে فِعْل তার فَاعِل ও مُتَعَلِّق কে নিয়ে مُبْتَدَأ, -এর, مُبْتَدَأ ও خَبَر হয়ে خَبَر হয়েছে উহ্য مُرَكَّب إضَافي হয়েছে مُضَاف إليه ও مُضَاف মিলে نَحْو -এর, جُمْلة اِسْمِيَّة خبريه হয়েছে خَبر মিলে

তারকীব : ২৩. قَوْلُهُ : وَلِلظَّرْفِيَّةِ

وَاو হলো عَاطِفة এবং الظَّرفِية হলো لَام -এর لِلظَّرفِية এবং حَرف جَار হলো مَجْرور ও جَار ; مَجرور মিলে مُتَعَلِّق হয়েছে مُستعملة এবং مُسْتعملة -এর সাথে যা উহ্য রয়েছে; তার মধ্যে هي ضَمِير হলো نَائب فَاعِل এবং مُبْتَدَأ, -এর, اَلْبَاءُ مُبْتَدأ مَحْذُوف خَبَر হয়ে شِبه جُملة কে নিয়ে مُتعلق ও نَائِب فَاعل তার شِبْه فِعْل ও جُمْلة اِسْمِيَّة خبريه হয়েছে خَبَر মিলে

তারকীব : ٢٤. قَوْلُهٗ : نَحْوُ زَيْدٌ بِالْبَلَدِ

এখানে حَرْف হলো باء -এর بِالْبَلَد , مُبْتَدَأ হলো زَيْد হলো مُضَاف এবং نَحْو হলো نَظِيره যা উহ্য আছে, مَجْرُور ও جَار মিলে مُتَعَلِّق হয়েছে فِعْل -এর সাথে, তার মাঝে سَاكن شبْه ضَمِير -এর সাথে, তার মাঝে الْبَلَد হলো جار এবং مَجْرُور , فَاعِل ও مُبْتَدَأ, خَبَر মিলে جُمْلة হয়ে خَبر হয়েছে, مُتَعَلِّق ও فَاعِل কে নিয়ে شِبْه جُملة তার شِبْه فِعْل হয়ে خَبر হয়েছে, مُضَاف إليه ও مُضَاف মিলে مُضَاف إليه হয়ে إسْمِيَّة خبريه হয়েছে خَبَر -এর, مُرَكَّب إضَافي এর, مُبْتَدَأ مَحْذوف ও خَبَر মিলে مُبْتَدَأ হয়ে جُمْلة إسْمِيَّة خبريه হয়েছে।

তারকীব : ٢٥. قَوْلُهٗ : وَلِلزِّيَادَةِ

وَاو হলো عَاطِفة এবং الزِّيادة হলো حَرْف جَار এবং لَام হলো للزِّيادة -এর مَجْرُور ও جَار মিলে مُتَعَلِّق হলো شبه فِعْل ; نَائِب فَاعِل তার شِبْه فِعْل উহ্য রয়েছে, مُسْتَعْمَلَة হলো ضمير -এর সাথে যা مُبْتَدَأ ও خَبَر মিলে اَلْبَاء مُبْتَدَأ مُحْذُوف ছে خَبَر হয়ে شِبْه جُملة কে নিয়ে مُتَعَلِّق ও نَائِب فَاعِل -এর, جُمْلة إسْمِيَّة হয়েছে।

তারকীব : ٢٦. قَوْلُهٗ : نَحْوُ قَوْلِهٖ تَعَالٰى وَلَا تُلْقُوْا بِأَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ

এখানে مَصْدر مُضَاف এবং يمير ه টা نَظِيْره যা مُبْتَدَأ উহ্য আছে, قَوْلِهٖ -এর مُضَاف এবং نَحْو হলো قَوْل -এর ضَمِير তার فِعْل হলো تَعَالٰى এবং ذُو الْحال হলো فِعْل ; তার মাঝে উহ্য فَاعِل সুতরাং ذُو الْحال ও فِعْل মিলে جُمْلَة হয়ে حَال হয়েছে, مَصدر مُضَاف তার مُضَاف إليه হয়েছে حَال ও ذُو الحال, فِعْلِية ضَمِير واو এবং وَاو হলো عاطفة এবং لا হলো نهى -لائے আর تُلْقوا হলো فِعْل তার শেষে قَوْل হয়ে مُركب إضَافي مُضَاف হলো তার الجمع أَيْدِى হলো مُضَاف এবং كُم আর بِايْدِيْكُم -এর باء হলো حَرْف جَار এবং أَيْدِى -এর فَاعِل এবং مُضَاف إليه ও مُضَاف ;إلِيه হয়েছে مَجْرُور ও جَار মিলে مُتَعَلِّق اوّل হয়েছে باء -এর, مَجْرُور ও جَار মিলে مُرَكَّب إضَافي হয়ে مَجْرُور হয়েছে إلِى এর সাথে تُلْقُوْا হলো حرف جار আর التَّهْلُكَةِ হলো مَجْرُور ; جار ও مَجْرُور মিলে مُتَعَلِّق ثانى হয়েছে تُلْقُوْا -এর সাথে; فِعْل তার فَاعِل ও উভয় مُتَعَلِّق কে নিয়ে جُمْلَة فِعْلِية إنشائية হয়ে مَقُوْلَهٗ হয়েছে قَول -এর, مُضَاف إليه ও مُضَاف মিলে مُضَاف إليه হয়ে مَقُوْلَهٗ ও قَول خَبَر مركَّب إضَافي মিলে نَحو হয়েছে مُضَاف إليه ও مُضَاف -এর, مُبْتَدَأ مَحذوف হয়েছে خَبر ও مُبْتَدَأ মিলে جُمْلة إسْمِيَّة হয়েছে।

তারকীব : ١. قَوْلُهٗ : وَالَّلَامُ لِلْاِخْتِصَاصِ

এখানে الِاخْتصاص হলো حَرف جَار এবং لَام -এর لِلْاِخْتِصَاصِ , مُبْتَدَأ হলো اَللَّامُ نَائِب হলো هي ضَمِير -এর সাথে, তার মাঝে شِبه فِعْل مُسْتَعْمَلة হয়েছে مُتَعَلِّق মিলে مَجرور ও جار ; مَجرور ও مُبْتَدَأ, اَللَّام مُبْتَدَأ হলো خَبَر হয়ে شِبْه جُملة কে নিয়ে مُتَعَلِّق ও نَائب فَاعِل তার شِبه فِعْل ;فَاعِل -এর, جُمْلة إسْمِيَّة خَبَرية হয়েছে।

তারকীব : ٢. قَوْلُهٗ : نَحْوُ اَلْجُلُّ لِلْفَرَسِ

এখানে مُبْتَدَأ হলো اَلْجُلُّ; مُضَاف হলো نَحْو -এর পূর্বে نَظيره উহ্য আছে যা مُبْتَدَأ এবং لِلْفَرَسِ - এর لَام হলো حَرف جَار আর اَلْفَرَس হলো مَجرور ও جَار ; مَجرور ও مُتَعَلِّق হয়েছে مُخْتص উহ্য شِبه فِعْل -এর সাথে, তার মাঝে نَائب فَاعِل তার شِبه فِعْل ; نَائب فَاعِل হলো هو ضَمِير কে নিয়ে مُتَعَلِّق ও

نَحْو হয়ে شِبْه جُملة إليه مُضَاف হয়েছে إِسْمِيَّة جُمْلة হয়ে হলো خَبَر ও مُبْتَدَأ, خَبر মিলে اَلْجُلُ مُبْتَدَأ এর, خَبَر হয়েছে مُضَاف إليه ও مُضَاف, এর- مُبْتَدَأ مَحْذوف, نَظيره- এর, مُضَاف إليه ও مُضَاف মিলে مُركب إضَافي হয়ে خَبَر হয়েছে স্বীয় خَبَر কে নিয়ে جُمْلة إِسْمِيَّة হয়েছে।

তারকীব : ৩. قَوْلُهُ: وَلِلتَّمْلِيْكِ

وَاو হলো عطف حَرْف এবং اَلتَّمْلِيْك হলো لَام এর- لِلتَّمْلِيْكِ এবং حَرْف جار হলো جَار ; مَجرور ও شِبه فِعْل نَائب فَاعِل هو ضَمِير হলো مُخْتَص- এর সাথে, তার মাঝে مُتَعَلِّق হয়েছে مَجْرور মিলে مُبْتَدَأ مَحْذوف, এর, مُبْتَدَأ مَحْذوف তার نَائب فَاعِل ও مُتَعَلِّق কে নিয়ে شِبْه جُملة হয়ে خَبر হলো اللام তার جُمْلة إِسْمِيَّة হয়েছে।

তারকীব : ৪. قَوْلُهُ: نَحْوُ اَلْمَالُ لِزَيْدٍ

এখানে نَظِيره উহ্য আছে, যা مُبْتَدَأ এবং نَحْوُ হলো مُضَاف اَلْمَالُ; এবং مُبْتَدَأ হলো لِزَيْدٍ- এর لَام হলো حَرْف ; مَجْرور ও جَار مَجْرور মিলে مُتَعَلِّق হয়েছে فِعْل شِبه مملوك- এর সাথে যা উহ্য আছে, এবং زَيْد হলো جَار; خَبَر হয়ে شِبْه جُملة কে নিয়ে مُتَعَلِّق ও نَائب فَاعِل তার شِبه فِعْل ; نَائب فَاعِل হলো هو ضَمِير হয়েছে اَلْمَال-এর, مُضَاف ও مُضَاف إليه হয়ে جُمْلة إِسْمِيَّة خبريه হয়েছে نَحْو এর, خَبَر ও مُبْتَدَأ, মিলে خَبَر হয়েছে উহ্য مُبْتَدَأ- এর, مُبْتَدَأ এবং خَبَر মিলে جُمْلة إِسْمِيَّة خبريه হয়েছে।

তারকীব : ৫. قَوْلُهُ: وَلِلزِّيَادَةِ

وَاو হলো حَرف عَطف এবং لِلزِّيَادَةِ এর لَام হলো حَرْف جَار এবং اَلزِّيَادَة হলো مَجْرور ; مَجْرور ও جار মিলে مُتَعَلِّق হয়েছে فِعْل شِبه- এর সাথে যা উহ্য আছে, তার মাঝে مُسْتَعْمَلةٌ هي ضَمِير হলো তার نَائب فِعْل ; مُبْتَدَأ- اَللَّام এর যা উহ্য আছে مُتَعَلِّق ও نَائب فَاعِل তার فَاعِل কে নিয়ে خَبَر হয়ে شِبْه جُملة হয়েছে خَبَر ও مَحْذُوف মিলে جُمْلة إِسْمِيَّة خبريه হয়েছে।

তারকীব : ৬. قَوْلُهُ: نَحْوُ رَدِفَ لَكُمْ أَيْ رَدِفَكُمْ

এখানে نَظيره উহ্য আছে যা مُبْتَدَأ এবং نَحْو হলো مُضَاف , فِعل হলো رَدِفَ তার মাঝে উহ্য ضَمِير হলো فَاعِل এবং لَام হলো حَرْف جَار এবং كُمْ হলো مَجْرور ও جَار , مَجْرور মিলে مُتَعَلِّق হয়েছে رَدِفَ- এর সাথে, فَاعِل তার فِعْل কে নিয়ে مُتَعَلِّق ও فَاعِل তার جُمْلَة فِعْلِية خبريه হয়ে مُفسرً হয়েছে এবং أَيْ হলো حَرْف تَفْسِيْر এবং فَاعِل তার فِعْل আর তার মাঝে مَفْعول به এখন فِعْل হলো رَدِفَ এবং كُم হলো তার فَاعِل এবং هو ضَمِير হলো مَفْعول به কে নিয়ে مُضَاف إليه হয়েছে تَفْسِيْر ও مُفَسَّر, جُمْلَة فِعْلِية خبريه হয়ে تَفْسِير হয়েছে, خَبر ও مُبْتَدَأ, এর- مُبْتَدَأ مَحْذُوف, এর, مُضَاف إليه ও مُضَاف মিলে مُركب إضَافي হয়ে خَبَر হয়েছে خَبَر মিলে جُمْلة إِسْمِيَّة خبريه হয়েছে।

তারকীব : ৭. قَوْلُهُ: وَلِلتَّعْلِيْلِ

وَاو হলো عَاطِفة এবং اَلتَّعْلِيْل হলো لَام এর- لِلتَّعْلِيْلِ এবং حَرْف جَار হলো جَار ; مَجْرُور ও جَار মিলে مُتَعَلِّق হয়েছে فِعْل شِبْه- এর সাথে যা উহ্য আছে, তার মাঝে مُسْتَعْمَلة هي ضَمِير হলো তার نَائِب فَاعِل আর مُتَعَلِّق তার جُمْلة خَبَر ও مُبْتَدَأ, মিলে خَبَر হয়ে شِبْه جُملة কে নিয়ে مُتَعَلِّق ও نَائب فَاعِل হয়েছে اَللَّام উহ্য مُبْتَدأ- এর, مُبْتَدَأ এবং خَبَر মিলে جُمْلة إِسْمِيَّة خبريه হয়েছে।

তারকীব : ৮. قَوْلُهُ : نَحْوُ جِئْتُكَ لِإِكْرَامِكَ

এখানে نَظِيْرِه উহ্য আছে যা مُبْتَدَأ এবং نَحْوُ হলো مُضَاف আর جِئْتُكَ -এর মধ্যে جِئْتُ হলো فِعْل এবং তার শেষে ضَمِير "تُ" হলো فَاعِل এবং لَام হলো حَرْف جَار এবং لِإِكْرَامِكَ -এর مَفْعول এবং كَ হলো তার إِكْرام হলো مُضَاف আর ك হলো مُضَاف إليه ও مُضَاف , مُضَاف إليه মিলে مُرَكَّب إِضَافي হয়ে مَجْرور হয়েছে حرف جَار -এর, مَجْرور ও جَار মিলে مُتَعَلِّق ও مفعول ـ فَاعِل, فِعْل তার جِئْت -এর সাথে, مُضَاف إليه ও مُضَاف -এর, نحو مُضَاف إليه হয়েছে جُمْلَة فِعْلِية خبريه হয়ে مُركب إِضَافي মিলে مُضَاف إليه হয়েছে مُبْتَدَأ مَحْذوف -এর, مُبْتَدَأ ও خَبَر মিলে جُمْلة اِسْمِيَّة خبريه হয়েছে।

তারকীব : ৯. قَوْلُهُ: لِلْقَسْمِ

এখানে مُتَعَلِّق মَجْرور ও جَار , مَجْرور মিলে اَلْقَسْم হলো حَرْف جَار হলো لَام -এর لِلْقَسْمِ এবং شِبْه فِعْل; نَائب فَاعِل হলো هي ضَمِير , তার মাঝে شِبْه فِعْل তার نَائب فَاعِل ও مُسْتَعْمَلة -এর সাথে যা উহ্য خبر হয়েছে مُبْتَدَأ ও خَبَر মিলে جُمْلة اِسْمِيَّة خبريه হয়েছে, مُبْتَدَأ -এর, شِبْه جُملة হয়ে خبر হয়েছে مُتَعَلِّق কে নিয়ে।

তারকীব : ১০. قَوْلُهُ : نَحْوُ لِلّٰهِ لَا يُؤَخَّرُ الْاَجَلُ

এখানে نَظِيره উহ্য আছে যা مُبْتَدَأ এবং نَحْو হলো مُضَاف এবং لِلّٰه -এর لَام হলো حَرْف جار , أُقْسم -এর সাথে যা فِعْل مَحْذوف এবং তার মাঝে أنا مَجْرور ও جَار ; مَجْرور হলো اللّٰهِ , এবং لا হলো ضَمِير فَاعِل তার أُقْسِم فِعْل ـ فَاعِل এবং مُتَعَلِّق কে নিয়ে جُمْلَة فِعْلِية হয়ে قَسْم হয়েছে, نائب فَاعِل তার فِعْل مجهول , نائب فَاعِل তার فِعْل مجهول আর اَلْاَجَلُ হলো يُؤَخَّرُ , حرف نفى কে নিয়ে ও مُضَاف, এর نَحْو হয়েছে مُضَاف إليه মিলে جَواب قَسْم ও قَسْم হয়েছে جواب قَسْم হয়ে جُمْلَة فِعْلِية خبريه হয়েছে نَظِيره এর, مُبْتَدَأ ও خَبَر মিলে خبر হয়ে مُركب إِضَافي মিলে مُضَاف إليه হয়েছে جُمْلة اِسْمِيَّة خبريه হয়েছে।

তারকীব : ১১. قَوْلُهُ : وَلِلْمُعَاقَبَةِ

مجرور, اَلْمُعَاقَبَة হলো , حَرْف جَار হলো لَام -এর لِلْمُعَاقَبَةِ এবং عَاطِفة হলো وَاو , مَجْرُوْر ও جار مُتَعَلِّق মিলে مُسْتَعْمَلة شِبْه فِعْل مَحْذُوْف -এর সাথে, তার মাঝে هي ضَمِير উহ্য اَللَّام مُبْتَدَأ হলো جار خَبَر হয়ে شِبْه جُملة হয়েছে مُتَعَلِّق ও نَائب فَاعِل তার شِبه فِعْل; نَائب فَاعِل কে নিয়ে خَبَر হয়েছে مُبْتَدَأ ও خَبَر মিলে جُمْلة اِسْمِيَّة হয়েছে, مَحْذوف -এর।

তারকীব : ১২. قَوْلُهُ : نَحْوُ لَزِمَ الشَّرَّ لِلشَّقَاوَةِ

এখানে نَظِيْرِه উহ্য আছে যা হলো مُبْتَدَأ এবং نَحْو হলো مُضَاف আর لَزِمَ হলো فِعْل তার মাঝে الشَّقَاوَة এবং حَرْف جَار হলো لَام -এর لِلشَّقَاوَةِ আর مَفْعُول به হলো الشَّرَّ এবং فَاعِل হলো هُو ضَمِير ; مَجْرور ও جَار مَجْرور মিলে مُتَعَلِّق হয়েছে لَزِم এর সাথে, فَاعِل তার فِعْل, مُتَعَلِّق ও مَفعول به ـ কে নিয়ে خبر হয়ে مركب إِضَافي মিলে مُضَاف إليه হয়েছে نحو এর, مُضَاف إليه ও مُضَاف -এর, جُمْلَة فِعْلِية خبريه হয়েছে مُبْتَدَأ محذوف এর, مُبْتَدَأ ও خبر মিলে جُمْلة اِسْمِيَّة خبريه হয়েছে।

وَمِنْ وَهِيَ لِاِبْتِدَاءِ الْغَايَةِ نَحْوُ سِرْتُ مِنَ الْبَصْرَةِ اِلَى الْكُوْفَةِ، وَلِلتَّبْعِيْضِ نَحْوُ أَخَذْتُ مِنَ الدَّرَاهِمِ أَيْ بَعْضَ الدَّرَاهِمِ، وَلِلتَّبْيِيْنِ نَحْوُ قَوْلِهٖ تَعَالٰى فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ أَيِ الرِّجْسَ الَّذِيْ هُوَ الْأَوْثَانُ، وَلِلزِّيَادَةِ نَحْوُ قَوْلِهٖ تَعَالٰى يَغْفِرْلَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ.

অনুবাদ: আর [حروف جارة -এর তৃতীয়টি হলো] مِنْ [এটি চারটি অর্থ প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয়]।

১. اِبْتِدَاءُ الْغَايَةِ অর্থাৎ, দূরত্বের শুরুলগ্ন বুঝানোর জন্য। যেমন- سِرْتُ مِنَ الْبَصْرَةِ اِلَى الْكُوْفَةِ [আমি বসরা হতে শুরু করে কূফা নগরী পর্যন্ত ভ্রমণ করেছি]।

২. تَبْعِيْض অর্থাৎ, অল্প বা আংশিক বুঝানোর জন্য। যেমন- اَخَذْتُ مِنَ الدَّرَاهِمِ [আমি সামান্য কিছু দিরহাম গ্রহণ করেছি]। অর্থাৎ, অল্প পরিমাণ দিরহাম গ্রহণ করেছি।

৩. تَبْيِيْن অর্থাৎ, ব্যাখ্যা করণার্থে। যেমন- "فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ" [তোমরা অপবিত্রতা থেকে পরহেজ কর]। অর্থাৎ প্রতিমার অর্চনা ত্যাগ কর।

৪. زِيَادَة অর্থাৎ, অতিরিক্ত হিসেবে। যেমন- "يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ" [আল্লাহ তা'আলা তোমাদের গুনাহকে ক্ষমা করে দিবেন]।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

مِنْ -এর আলোচনা :

হরফে জার مِنْ চারটি অর্থের জন্য ব্যবহার হয়।

১. اِبْتِدَاء غَايَة -এর জন্য ব্যবহার হয়। اِبْتِدَاء শব্দের অর্থ হলো আরম্ভ। আর غَايَة -এর অর্থ হলো শেষ বা দূরত্ব। সুতরাং اِبْتِدَاء غَايَة -এর অর্থ হলো দূরত্বের প্রারম্ভ। পরিভাষায় যে مِنْ দ্বারা দূরত্বের প্রারম্ভ বা শুরুকে বুঝায় তাকে اِبْتِدَاء غَايَة বলা হয়। যেমন- سِرْتُ مِنَ الْبَصْرَةِ اِلَى الْكُوْفَةِ অর্থাৎ আমি বসরা হতে কূফা পর্যন্ত ভ্রমণ করেছি। এখানে مِنْ দ্বারা ভ্রমণের দূরত্বের প্রারম্ভকে বুঝানো হয়েছে। কাজেই এই مِنْ টি اِبْتِدَاء غَايَة -এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে।

২. تَبْعِيْض -এর জন্যও ব্যবহার হয়। تَبْعِيْض এটি بَاب تَفْعِيْل -এর মাসদার। এর অর্থ হলো কিছু বা সামান্য পরিমাণ বুঝানো। পরিভাষায় যে من দ্বারা কোনো বস্তুর অল্প বা সামান্য পরিমাণ বুঝানো উদ্দেশ্য হয় তাকে مِنْ تَبْعِيْضِيَّة বলা হয়। যেমন- اَخَذْتُ مِنَ الدَّرَاهِمِ অর্থাৎ আমি কিছু দিরহাম গ্রহণ করেছি। এই উদাহরণের মাঝে مِنْ দ্বারা সামান্য পরিমাণ বুঝানো হয়েছে। কাজেই বুঝা গেল যে, এই مِنْ টি হলো مِنْ تَبْعِيْضِيَّة।

৩. تَبْيِيْن -এর জন্যও ব্যবহার হয়। تَبْيِيْن এটি بَاب تَفْعِيْل -এর মাসদার। এর অর্থ হলো বর্ণনা করা বা ব্যাখ্যা প্রদান করা। পরিভাষায় যে مِنْ দ্বারা কোনো কিছুর বর্ণনা বা ব্যাখ্যা প্রদান করা হয় তাকে مِنْ تَبْيِيْنِيَّة বলা হয়। যেমন আল্লাহর বাণী- فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ অর্থ- তোমরা অপবিত্রতা তথা মূর্তি পূজা হতে বেঁচে থাক। এই উদাহরণের মাঝে مِنَ الْأَوْثَانِ এর مِنْ টিকে اَلرِّجْسَ -এর ব্যাখ্যা করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। তাই বুঝা গেল যে, এখানে مِنْ অব্যয়টি بَيَانِية -এর জন্য ব্যবহার হয়েছে।

৪. زِيَادَة -এর জন্যও ব্যবহার হয়। زِيَادَة -এর অর্থ হলো অতিরিক্ত হওয়া। পরিভাষায় যে مِنْ টি বাক্যের মাঝে অতিরিক্ত হিসেবে ব্যবহার হয় অর্থাৎ مِنْ কে যদি বাদ দেওয়া হয় তবে বাক্যের অর্থে কোনো পরিবর্তন হবে না; তাকে مِنْ زِيَادَة বলা হয়। যেমন- আল্লাহর বাণী- يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوْبِكُمْ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের পাপসমূহ মোচন করে দিবেন। এখানে مِنْ ذُنُوْبِكُمْ -এর مِنْ টি অতিরিক্ত হয়েছে। কেননা مِنْ কে যদি এখানে বাদ দেওয়া হয়, তবুও বাক্যের অর্থে কোনোরূপ পরিবর্তন হবে না।

বিঃ দ্র : কোনো কোনো নাহুবিদ مِنْ টি অতিরিক্ত হওয়ার জন্য দু'টি শর্ত আরোপ করেছেন।

১. مِنْ টি এমন বাক্যের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে যে বাক্যের মধ্যে نَهْي বা نفي বা اِسْتِفْهَام থাকে।

২. مِنْ -এর مَجْرُوْر টি نَكِرَة তথা অনির্দিষ্ট হতে হবে। যেমন– مَا رَأَيْتُ مِنْ اَحَدٍ অর্থাৎ, আমি কাউকে দেখিনি। এখানে اَحَدٍ হলো مَجْرُوْر যা نَكِرَة হয়েছে। نَهْي যুক্ত বাক্যের উদাহরণ لَا تَنْصُرْ مِنْ اَحَدٍ অর্থাৎ তুমি কাউকে সাহায্য কর না। এখানে বাক্যের মধ্যে نَهْي লাই আসার কারণে مِنْ টি অতিরিক্ত হয়েছে। اِسْتِفْهَام যুক্ত বাক্যের উদাহরণ– هَلْ اَعْطَيْتَ مِنْ اَحَدٍ অর্থাৎ, তুমি কি কাউকে দিয়েছ? এখানে বাক্যের মধ্যে هَلْ اِسْتِفْهَام আসার কারণে مِنْ টি অতিরিক্ত হয়েছে। نَفْي যুক্ত বাক্যের উদাহরণ– مَا نَصَرْتُ مِنْ اَحَدٍ অর্থাৎ, আমি কাউকে সাহায্য করিনি। এখানে বাক্যের মধ্যে مَا نَفْي আসার কারণে مِنْ টি অতিরিক্ত হয়েছে।

عُلَمَاء كُوْفِي এবং اَخْفَش নাহবী مِنْ অতিরিক্ত হওয়ার জন্য কোনো শর্তারোপ করেননি। কেননা আল্লাহর বাণী– يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ -এর মধ্যে ঐ তিনটি শর্তের কোনটিরই অস্তিত্ব নেই।

سِيْبَوَيْه নাহুবিদ এই আয়াতের উত্তরে বলেন যে, يغفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ -এর মধ্যে যে مِنْ ব্যবহার হয়েছে তা زِيَادَة -এর জন্য নয়; বরং তা হলো تَبْعِيْض -এর জন্য। কাজেই বুঝা যাচ্ছে যে, مِنْ টি زِيَادَة হওয়ার জন্য উপরিউক্ত শর্তগুলো আবশ্যক। অন্যথায় তা অতিরিক্ত হবে না। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

ইবারতের তারকীবসমূহ

তারকীব : ১৩. قَوْلُهٗ : وَمِنْ وَهِي لِابْتِدَاءِ الْغَايَةِ

مُضَاف হলো اِبْتِدَاء আর حَرْف جَار হলো لام -এর এবং لِاِبْتِدَاءِ الْغَايَةِ হলো مُبْتَدَأ এবং هِيَ হলো عاطفة আর وَاو হলো عَاطِفَة , ثالثها হলো جملة اسمية خبريه হয়েছে এবং مِنْ আর خبر ও مبتدا محذوف হলো خبر এখন مِنْ হলো مُضَاف إليه ও مُضَاف ; مُضَاف إليه হলো الغاية আর مَجْرور ও جَار ,مَجْرور হয়েছে, مُركب إضَافي হয়ে مُضَاف إليه ও مُضَاف মিলে مُتَعَلِّق হয়েছে مُسْتَعْمَلة উহ্য شِبه فِعْل ; نَائِب فَاعِل হলো هي ضمير -এর সাথে, তার মাঝে شِبه فِعْل তার نَائب فَاعِل ও هِيَ -এর, مُبْتَدَأ ও خَبَر মিলে خَبَر হয়েছে شِبْه جُملة কে নিয়ে مُتَعَلِّق হয়েছে جُمْلة اِسْمِيَّة خبريه হয়েছে।

তারকীব : ১৪. قَوْلُهٗ : نَحْوُ سِرْتُ مِنَ الْبَصْرَةِ اِلَى الْكُوْفَةِ

এখানে نَحْوُ -এর পূর্বে نَظِيره উহ্য আছে যা مُبْتَدَأ এবং نَحْوُ হলো مُضَاف আর سِرْتُ হলো فِعْل তার "ضَمير" ت হলো فَاعِل এবং مِنْ হলো مَجْرور ও جَار ; مَجْرور হলো اَلْبَصْرَةِ আর حَرْف جَار হলো مِنْ -এর সাথে سِرْتُ হয়েছে مُتَعَلِّق এবং فَاعِل হলো مجرور ও جَار ; مَجْرور হলো اَلْكُوْفَةِ আর حَرْف جَار হলো اِلَى -এর সাথে, سِرْتُ হয়েছে مُتَعَلِّق ثانى এবং مُضَاف ও مُضَاف إليه হয়েছে نَحْو এর, مُضَاف إليه হয়ে جُمْلَة فِعْلِية خبريه কে নিয়ে مُتَعَلِّق হয়েছে فِعْل তার فَاعِل এবং উভয় مُبْتَدَأ ও خَبْر মিলে خبر হয়েছে نَظيره-এর, مُبْتَدَأ ও خَبَر মিলে مُركَّب إضَافي হয়ে خبر হয়েছে جُمْلة اِسْمِيَّة خبرية হয়েছে।

তারকীব : ১৫. قَوْلُهٗ : وَلِلتَّبْعِيْضِ

مَجرور ও جَار ; مَجرور হলো اَلتَّبْعِيْض আর حَرف جَار হলো لَام -এর এবং لِلتَّبْعِيْضِ হলো عَاطِفَة এবং وَاو হলো مُتَعَلِّق মিলে نائب فَاعِل তার شبه فِعْل ; نَائب فَاعِل হলো هي ضَمِير ,তার মাঝে شِبه فِعْل مَحْذُوف -এর সাথে যা مُسْتَعْمَلة ও هِيَ -এর, مُبْتَدَأ ও خَبَر মিলে خَبَر হয়েছে شِبْه جُملة কে নিয়ে مُتَعَلِّق হয়েছে جُمْلة اِسْمِيَّة خبريه হয়েছে।

তারকীব : ১৬. قَوْلُهٗ : نَحْوُ اَخَذْتُ مِنَ الدَّرَاهِمِ أَيْ بَعْضَ الدَّرَاهِمِ

এখানে نَحْوُ -এর পূর্বে نظيره উহ্য আছে যা مُبْتَدَأ এবং نَحْوُ হলো مُضَاف আর اَخَذْتُ হলো فِعْل তার শেষে ت হলো فَاعِل এবং مِنْ হলো حَرْف جَار এবং اَلدَّرَاهِمِ হলো مَجْرور ; مَجْرور ও جَار মিলে مُتَعَلِّق হলো ضَمِير

حَرْف اَلَّا হলো أَيْ এবং مفسّر হয়ে جُمْلَة فِعْلِية خبرية কে নিয়ে مُتَعَلِّق ও فاعِل তার فِعْل -এর সাথে, اَخَذْتُ تَفْسِير এবং بَعْضَ হলো مُضَاف আর اَلدَّرَاهِمِ হলো مُضَاف إليه ও مُضَاف ;مُضَاف إليه মিলে إضَافي مُرَكَّب হয়ে تَفْسِيْر ও مُفَسَّر , تفسير হয়ে جمله فعليه خبريه মিলে مفعول به ও فاعل তার فعل اخذت এর مفعول به মিলে مُضَاف إليه হয়েছে نَحْو -এর, مُضَاف ও مُضَاف إليه মিলে إضَافي مُرَكَّب হয়ে خَبَر হলো مُبْتَدَأ -এর যা উহ্য আছে, مُبْتَدَأ ও خبر মিলে جُمْلة اِسْمِيَّة خبرية হয়েছে।

তারকীব : ١٧. وَلِلتَّبْيِيْنِ

مُتَعَلِّق মিলে مَجْرور ও جَار ; مجرور হলো التَّبْيِيْن আর حَرف جَار হলো لَام -এর لِلتَّبْيِيْنِ এবং عَاطِفة হলো وَاو ও نَائب فَاعِل তার شِبه فِعْل; نَائب فَاعِل তার মাঝে هي ضَمِير হলো তার شِبه فعل -এর সাথে, مُسْتَعملة উহ্য হলো جُمْلة اِسْمِيَّة خبرية মিলে خَبَر ও مُبْتَدَأ এর, مُبْتَدَأ مَحْذوف ছে خَبَر হয়ে شِبْه جُملة হয়েছে।

তারকীব : ١٨. قَوْلُهُ : نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالٰى فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ أَيْ اَلرِّجْسَ الَّذِيْ هُوَ الْأَوْثَانُ

এখানে مَصدر مُضَاف হলো قَول -এর পূর্বে نَظيره উহ্য আছে যা مُبْتَدَأ এবং نَحْوُ হলো مُضَاف ; قَوْلِهِ -এর, نَحْوُ مُضَاف إليه ও فِعْل ; فَاعِل মিলে جُمْلَة فِعْلِية إنشائية হয়ে مُفَسِّر হয়ে جُمْلَة فِعْلِية কে নিয়ে مُتَعَلِّق ও مَفْعول به , فَاعِل তার فِعْل, এবং حَرْف تَفْسِيْر হলো أَيْ এবং مُبْتَدَأ ; خَبَر হলো الْأَوْثَانُ আর هُوَ এবং اِسْم مَوْصُوْل হলো الَّذِيْ এবং مَوْصوف হলো اَلرِّجْسَ মিলে خَبَر ও مُبْتَدأ مفعول به মিলে صفة ও مَوْصُوف, -এর اَلرِّجْس ছে صفة হয়েছে, مَوْصول ও صلة মিলে صلة হয়েছে, جُمْلة اِسْمِيَّة হয়ে صلة হয়েছে, اجتنبوا এর -فعل তার فاعل ও به مفعول মিলে تفسير হয়েছে تفسير হয়ে جملة فعليه إنشائية এর, مفسر ও مركب মিলে مُضَاف إليه ও مُضَاف, -এর- نحو হলো مُضَاف إليه মিলে مقول ও قول, -এর- قول হয়েছে مقُوْلَهُ মিলে تفسير হয়েছে جُمْلة اِسْمِيَّة خبرية মিলে خبر ও مُبْتَدَأ, -এর- مُبْتَدَأ محذوف হলো خبر إضَافي হয়ে

তারকীব : ١٩. قَوْلُهُ : وَلِلزِّيَادَةِ

مُتَعَلِّق মিলে مجرور ও جار ; مجرور হলো الزيادة এবং حرف جار হলো لام -এর لِلزِّيَادَةِ ; عَاطِفة হলো واو مُتَعَلِّق ও نائب فَاعِل তার شبه فِعْل ; نائب فَاعِل তার মাঝে هي ضمير হলো شبه فعل -এর সাথে, فِعْل مستعملة উহ্য হলো جُمْلة اِسْمِيَّة خبريه মিলে خبر ও مُبْتَدَأ, -এর- مُبْتَدَأ محذوف من হলো خبر شِبْه হয়ে جُملة হয়েছে।

তারকীব : ٢٠. قَوْلُهُ : نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالٰى يَغْفِرْ لَكُمْ مِّن ذُنُوْبِكُمْ.

এখানে مصدر مُضَاف হলো قول -এর পূর্বে نظيره উহ্য আছে যা ,مُبْتَدَأ আর نحو হলো مُضَاف এবং قول হলো جُمْلَة فِعْلِية মিলে فَاعِل ও فِعْل ;فَاعِل হলো هو ضمير তার মাঝে فِعْل হলো تَعَالٰى এবং ذو الحال এবং مركب إضَافي মিলে مُضَاف إليه ও مُضَاف, -এর- قول হয়েছে مُضَاف إليه মিলে ذوالحال ও حال হয়ে حال হয়েছে, يَغْفِرْ হলো فِعْل তার মাঝে هو ضمير যা আল্লাহর দিকে ফিরেছে তা হলো فَاعِل এবং لام হলো مِنْ, -এর সাথে يغفر فِعْل হয়েছে مُتَعَلِّق اول مجرور ও جار , مجرور হলো كم এবং حرف جار مركب مُضَاف إليه ও مُضَاف , مُضَاف إليه হলো كم আর مُضَاف হলো ذنوب -এর ذُنُوْبِكُمْ ; حرف جار مُتَعَلِّق ও فَاعِل তার فِعْل, يغفر এর সাথে, مُتَعَلِّق ثانى হয়েছে مجرور ও جار ; مجرور হয়ে إضَافي কে নিয়ে مُضَاف ও مُضَاف, -এর- نحو হলো مُضَاف إليه মিলে مقُوْلَه ও قول, مقُوْلَه হয়ে جُمْلَة فِعْلِية خبريه হয়েছে, مُبْتَدَأ ও خبر মিলে جُمْلة اِسْمِيَّة হয়েছে, مُبْتَدَأ, -এর- مُبْتَدَأ محذوف হলো خبر مركب إضَافي মিলে إليه

وَاِلٰى لِاِنْتِهَاءِ الْغَايَةِ فِي الْمَكَانِ، نَحْوُ سِرْتُ مِنَ الْبَصْرَةِ اِلَى الْكُوْفَةِ. وَلِلْمُصَاحَبَةِ نَحْوُ قَوْلِهٖ تَعَالٰى وَلَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَهُمْ اِلٰى اَمْوَالِكُمْ أَيْ مَعَ أَمْوَالِكُمْ، وَقَدْ يَكُوْنُ مَا بَعْدَهَا دَاخِلاً فِيْ مَا قَبْلَهَا اِنْ كَانَ مَابَعْدَهَا مِنْ جِنْسِ مَا قَبْلَهَا، نَحْوُ قَوْلِهٖ تَعَالٰى فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ، وَقَدْ لَايَكُوْنُ مَابَعْدَهَا دَاخِلاً فِيْ مَاقَبْلَهَا اِنْ لَمْ يَكُنْ مَا بَعْدَهَا مِنْ جِنْسِ مَا قَبْلَهَا، نَحْوُ قَوْلِهٖ تَعَالٰى ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ.

অনুবাদ: আর [حروف جارة -এর চতুর্থটি হচ্ছে] اِلٰى ; এটি তিনটি অর্থের জন্য ব্যবহার হয়।

১. اِنْتِهَاءُ الْغَايَةِ অর্থাৎ দূরত্বের শেষ সীমানা বুঝানোর জন্য। যেমন– سِرْتُ مِنَ الْبَصْرَةِ اِلَى الْكُوْفَةِ অর্থাৎ, আমি বসরা হতে কূফা পর্যন্ত ভ্রমণ করেছি।

২. مُصَاحَبَة অর্থাৎ সাথে বা একত্রিকরণের অর্থ প্রদানের জন্য। যেমন– وَلَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَهُمْ اِلٰى اَمْوَالِكُمْ অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদের সাথে মিলিয়ে তাদের মাল ভক্ষণ কর না। তথা তোমাদের মালের সাথে মিলিয়ে।

৩. কখনো কখনো اِلٰى -এর مَابَعْد অর্থাৎ, তার পরবর্তীতে যে বিষয়বস্তু উল্লিখিত হয় তাকে তার [اِلٰى -এর] مَاقَبْل অর্থাৎ, পূর্ববর্তী বিষয়বস্তুর সাথে একই হুকুমে আনার জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন– فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় ধৌত কর কনুই সহকারে।

কিন্তু اِلٰى -এর مَا بَعْد এবং مَاقَبْل যদি একই جِنْس অর্থাৎ স্বজাতীয় না হয়, তাহলে কখনই مَابَعْد টা اِلٰى -এর مَاقَبْل -এর হুকুমে আসে না। যেমন– ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ অর্থাৎ তোমরা রাত পর্যন্ত রোজা পরিপূর্ণ কর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اِلٰى -এর আলোচনা :

হরফে জার اِلٰى তিনটি অর্থের জন্য ব্যবহার হয়।

১. اِنْتِهَاء غَايَة -এর জন্য ব্যবহার হয়। اِنْتِهَاء এটি بَاب اِفْتِعَال -এর মাসদার। এর অর্থ হলো পরিসমাপ্তি। আর পরিভাষায় যে الى টি দূরত্বের শেষ সীমাকে বুঝায় তাকে اِلٰى اِنْتِهَاء غَايَة বলা হয়। যেমন– سِرْتُ مِنَ الْبَصْرَةِ اِلَى الْكُوْفَةِ অর্থ আমি বসরা হতে কূফা পর্যন্ত ভ্রমণ করেছি। এখানে কূফা হলো সফরের শেষ প্রান্ত। আর اِلٰى এসে এই শেষ প্রান্তকে নির্ধারণ করেছে। তাই বুঝা গেল যে, এই اِلٰى টি اِنْتِهَاء غَايَة -এর জন্য ব্যবহার হয়েছে।

২. مُصَاحَبَة -এর জন্য ব্যবহার হয়। بَاب مُفَاعَلَة হলো مُصَاحَبَة -এর মাসদার। তার অর্থ হলো সাথি হওয়া, একত্রিত হওয়া, তাই اِلٰى টি কখনো একত্রিত হওয়া অর্থকে বুঝায়। যেমন– আল্লাহর বাণী– وَلَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَهُمْ اِلٰى اَمْوَالِكُمْ অর্থ– তোমরা তাদের সম্পদ তোমাদের সম্পদের সাথে মিলিয়ে গ্রাস কর না। এখানে اَمْوَالِكُمْ -এর পূর্বে যে اِلٰى এসেছে তা مُصَاحَبَة -এর জন্য ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ اِلٰى مَعَ اَمْوَالِكُمْ অর্থ হলো ;

৩. প্রকাশ থাকে যে, اِلٰى -এর দু'টি দিক রয়েছে। একটি হলো اِلٰى -এর مَا قَبْل বা পূর্ববর্তী অংশ। অপরটি হলো اِلٰى -এর مَا بَعْد বা পরবর্তী অংশ। এখন اِلٰى -এর مَا بَعْد টি কখন اِلٰى -এর مَا قَبْل -এর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে? বলা হয়েছে যে, اِلٰى -এর مَا بَعْد টি যদি اِلٰى -এর مَا قَبْل -এর جِنْس তথা সত্তা হতে হয়, তবে اِلٰى -এর مَا بَعْد টি তার مَا قَبْل -এর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে। যেমন, আল্লাহর বাণী– فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ অর্থ– তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাতকে কনুই পর্যন্ত ধৌত কর। এখানে اِلٰى -এর مَاقَبْل এ رَيْهِ أَيْدِيَكُمْ এবং তার مَا بَعْد এ رَيْهِ الْمَرَافِق আর উভয়টিই একই جِنْس -এর অন্তর্ভুক্ত অতএব হাত যেমনিভাবে ধৌত করার হুকুমের মধ্যে শামিল, তদ্রূপ الْمَرَافِق [কনুই] ও ধৌত করার মধ্যে শামিল হবে। কেননা উভয়টি একই جِنْس হতে হয়েছে।

আর যদি اِلٰى -এর পরবর্তী অংশটি اِلٰى -এর পূর্ববর্তী جِنْس থেকে না হয়, তবে তার مَا بَعْد টি مَا قَبْل -এর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে না। যেমন আল্লাহর বাণী– ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ অর্থাৎ তোমরা রাত পর্যন্ত রোজাকে পূর্ণ কর। এখানে اَللَّيْلِ ও اَلصِّيَامَ টি একই جِنْس থেকে না হওয়ার কারণে তার مَا بَعْد টি مَا قَبْل এর অন্তর্ভুক্ত হবে না। অর্থাৎ রাতে রোজা রাখা সাব্যস্ত হবে না।

اِلٰى শব্দটি আরো কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয় :

১. لام-এর অর্থে। যেমন : الأَمْر إليك অর্থাৎ, الأَمْرُ لك : বিষয়টি তোমার ইচ্ছাধীন।

২. عند এর অর্থে। যেমন : رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ হে আল্লাহ! আমার নিকট বন্দিদশা অধিক পছন্দের।

৩. فِي এর অর্থে। যেমন : لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ অর্থ : অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন একত্রিত করবেন।

ইবারতের তারকীবসমূহ

তারকীব : ১. قَوْلُهُ : وَاِلٰى لِانْتِهَاءِ الْغَايَةِ فِي الْمَكَانِ

مصدر হলো انتهاء এবং حرف عطف হলো واو এবং اِلٰى হলো مبتدأ আর لِانْتِهَاءِ -এর لام হলো حرف جار এবং الْغَايَةِ আর مُضَاف হলো الْمَكَانِ আর حرف جار হলো فِي এবং مُضَاف إليه হলো مجرور ; مجرور ও جار মিলে مُتَعَلَّق হয়েছে انتهاء -এর সাথে, مصدر مُضَاف তার مُضَاف إليه ও مُتَعَلَّق কে নিয়ে مركب اضافى হয়ে مجرور হয়েছে لام -এর, جار ও مجرور মিলে مُتَعَلَّق হয়েছে مستعملة -এর সাথে যা উহ্য আছে, তার মাঝে هي ضمير হলো نائب فَاعِل , نائب فَاعِل তার شبه فِعْل ও مُتَعَلَّق কে নিয়ে شِبْه جُمْلة হয়ে خبر হয়েছে مبتدأ -এর, مبتدأ ও خبر মিলে جُمْلة اِسْمِيَّة خبريه হয়েছে।

তারকীব : ২. قَوْلُهُ : نَحْوُ سِرْتُ مِنَ الْبَصْرَةِ اِلَى الْكُوْفَةِ

এখানে نظيره হলো ذلك ও مُضَاف হলো نَحْوُ এবং مبتدأ محذوف হলো سِرْتُ ও فِعْل হলো এবং তার "ت" ضمير হলো سرت مُتَعَلِّق اول মিলে مجرور ও جار ; مجرور হলো اَلْبَصْرَةِ আর حرف جار হলো مِنْ فَاعِل এবং مُتَعَلِّق ثانى মিলে مجرور ও جار ; مجرور হলো اَلْكُوْفَةِ এবং حرف جار হলো اِلَى, এবং -এর সাথে مُتَعَلِّق হয়েছে - نحو -এর সাথে, سرت হয়েছে مُضَاف إليه جُمْلَة فِعْلِية তার فِعْل ও فَاعِل ও উভয় متعلق কে নিয়ে হয়ে এর, مبتدأ ,مبتدأ ও خبر মিলে مبتدأ محذوف হলো خبر হয়ে مركب إضَافي মিলে مُضَاف إليه ও مُضَاف এর, جُمْلة اِسْمِيَّة خبريه হয়েছে।

তারকীব : ৩. قَوْلُهُ : وَلِلْمُصَاحَبَةِ

مجرور ও جار , مجرور হলো المصاحبة আর حرف جار হলো لام -এর لِلْمُصَاحَبَةِ এবং حرف عطف হলো واو মিলে مُتَعَلِّق হয়েছে نائب فَاعِل তার هي ضمير হলো তার মাঝে যা উহ্য আছে, شبه فِعْل -এর সাথে مستعملة -এর, خبر ও مبتدأ -مبتدأ আর شِبْه جُملة কে নিয়ে خبر হয়ে হলো উহ্য ও نائب فَاعِل ও مُتَعَلِّق তার شبه فِعْل মিলে جُمْلة اِسْمِيَّة خبريه হয়েছে।

তারকীব : ৪. قَوْلُهُ : نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالٰى وَلَا تَاْكُلُوْ اَمْوَالَهُمْ اِلٰى اَمْوَالِكُمْ أَيْ مَعَ اَمْوَالِكُمْ

এখানে نظيره উহ্য আছে যা مبتدأ এবং نَحْوُ হলো مُضَاف এবং قول হলো مُضَاف আর يمين ، হলো فِعْل তার ضمير হলো فَاعِل ও فِعْل , فَاعِل মিলে جُمْلَة فِعْلِية হয়ে حال হয়েছে, تَعَالٰى এবং ذوالحال হলো ضمير واو الجمع তার শেষে فِعْل হলো لَاتَاْكُلُوْا এবং مُسْتَأنفة হলো واو, ذوالحال ও حال মিলে قول হয়েছে, فَاعِل এবং اَمْوَال হলো مُضَاف আর هم হলো مُضَاف إليه ও مُضَاف ; مُضَاف إليه মিলে مركب إضَافي হয়ে كم হলো مُضَاف এবং اموال হলো اَمْوَالِكُمْ -এর এবং حرف جار হলো اِلٰى, لا تاكلوا হয়েছে مفعول به مُفَسِّر মিলে مجرور ও جار, হয়েছে مجرور হয়ে مركب إضَافي মিলে مُضَاف إليه ও مُضَاف ;مُضَاف إليه এবং كم হলো مُضَاف এবং اموال হলো اَمْوَالِكُمْ -এর এবং حرف تفسير হলো مَعَ আর مُضَاف হলো أَيْ এবং مُضَاف إليه ও مُضَاف ;مُضَاف إليه -এর, مع হয়েছে مُضَاف إليه পুনরায় হয়ে مركب إضَافي মিলে مُضَاف إليه ও مُضَاف لا تأكلوا হয়েছে متعلِّق মিলে تفسير ও مفسر, -এর مفسر হয়েছে تفسير হয়ে مركب إضَافي মিলে مُضَاف إليه এর সাথে। لا تأكلوا নিজের فاعل, به ও مفعول নিয়ে متعلِّق হয়ে جملة فعلية انشائيه হয়েছে مقُوْلَة -এর, قول مبتدأ হয়েছে خبر হয়ে مركب إضَافي মিলে مُضَاف إليه ও مُضَاف, এর نحو হয়েছে مُضَاف إليه ও مُضَاف মিলে مقُوْلَة ও جُمْلة اِسْمِيَّة خبريه হয়েছে خبر ও مبتدأ মিলে -এর, محذوف হয়েছে।

তারকীব : ৫. قَوْلُهُ : وَقَدْ يَكُوْنُ مَا بَعْدَهَا دَاخِلاً فِيْ مَا قَبْلَهَا إِنْ كَانَ مَا بَعْدَهَا مِنْ جِنْسِ مَا قَبْلَهَا

এখানে মূল ইবারত এমন হবে : وَقَدْ يَكُوْنُ ما وَقَعَ بَعْدَهَا ;واو হলো قد حرف تقليل হলো এবং مُضَاف إليه হলো ضمير "ها" আর بَعْدَ হলো مضاف এবং اسم موصول হলো مَا এবং فعل ناقص হলো يَكُوْنُ , ظرف হলো وقع فِعْل -এর, তার মাঝে উহ্য مُضَاف إليه ও مُضَاف মিলে مركب إضَافي হয়ে مُتَعَلِّق ظرف হলো فِعْل তার فَاعِل ও مُتَعَلِّق ظرف মিলে جُمْلَة فِعْلِية خبريه হয়ে صلة হলো إسْم ما ;فاعل হলো هو ضمير

-এর, صلة ও موصول মিলে فِعْل ناقص-এর اِسْم হয়েছে, এবং دَاخِلًا হলো তার মাঝে উহ্য شبه فِعْل موصول ও مَا হলো اسم موصول আর نائب فَاعِل হলো ضمير এবং مضاف হলো حُكْمِ আর حرف جار হলো فِيْ এবং مضاف إليه ও مُضَاف ; مُضَاف إليه হলো ضمير "ها" আর مُضَاف হলো قبل-এর قَبْلَهَا মিলে مركب إضَافي হয়ে فِعْل তার فَاعِل ও ; فَاعِل হলো ضمير -এর সাথে, তার মাঝে উহ্য وقع ظرف مُتَعَلِّق হয়েছে فِعْل ; فَاعِل হলো ضمير -এর সাথে, তার মাঝে উহ্য وقع ظرف مُتَعَلِّق হয়েছে صلة ও موصول মিলে ما اِسْم موصول -এর, صلة হয়ে جُمْلَة فِعْلِية خبريه ظرف مُتَعَلِّق কে নিয়ে فَاعِل তার شبه فِعْل, دَاخِلًا -এর সাথে, مُتَعَلِّق হয়েছে مجرور ও جار এর, فِيْ হয়েছে مجرور মিলে جملة خبر ও اِسْم তার فِعْل ناقص, -এর خبر হয়েছে, فِعْل ناقص -এর شِبْه جُملة হয়ে ظرف مُتَعَلِّق কে নিয়ে ও اِسْم হয়ে فِعْل ناقص এবং ما হলো اسميه خبريه ظرف مُتَعَلِّق মিলে مُضَاف إليه ও مُضَاف ; مُضَاف إليه হলো ضمير ها আর مُضَاف হলো بعد এবং موصول হলো ظرف مُتَعَلِّق কে নিয়ে ও, فَاعِل তার فِعْل ; فَاعِل হলো هو ضمير -এর সাথে, তার মাঝে উহ্য وقع فِعْل এর সাথে, তার মাঝে উহ্য وقع ظرف مُتَعَلِّق হয়েছে اِسْم ما হলো مضاف আর ما হলো اسم -এর كان হয়ে جُمْلَة فِعْلِية خبريه এবং جنس হলো حرف جار এবং من হলো مضاف إليه ও مضاف ; مُضَاف إليه হলো ضمير ها আর مضاف হলো قبل এবং موصول হয়ে مركب إضَافي মিলে مُضَاف إليه ও مضاف ; مُضَاف إليه হলো ضمير ها আর مضاف হলো قبل এবং موصول হয়েছে وقع উহ্য فعل এর সাথে, তার মাঝে هو ضمير হলো فاعل ; فاعل তার فعل ; فاعل ظرف متعلق ও فاعل তার فعل ; فاعل ظرف متعلق কে নিয়ে مركب إضافي হয়ে مُضَاف إليه ও مضاف, -এর جنس হয়েছে مُضَاف إليه মিলে جُملة فِعلية خبريه হয়ে مركب إضَافي হয়েছে, مجرور ও جار মিলে متعلق হয়েছে ثابتًا محذوف فعل এর شبه এর সাথে। তার فايل ও جُمْلَة فِعْلِية ناقصة মিলে شبه جمله হয়ে متعلق -এর خبر হয়েছে, كان তার اِسْم ও خبر কে নিয়ে فِعْل ناقص -এর خبر হয়েছে, كان তার اِسْم ও خبر কে নিয়ে شبه جمله হয়ে متعلق মিলে شرط مؤخر , شرط তার جزاء مُقَدَّمْ -এর সাথে মিলে جملة شرطية হয়েছে।

তারকীব : ৬. قَوْلُهُ : نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالٰى فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

এখানে نَحْوُ-এর পূর্বে مثاله উহ্য আছে যা مبتدأ এবং نحو হলো مُضَاف আর قول হলো مُضَاف إليه ও مضاف, -এর وجوهكم এবং ضمير হলো فاعل ; فعل ও فَاعِل হলো ضمير -এর সাথে, তার মাঝে উহ্য وقع হলো فعل এবং تَعَالٰى হলো ذوالحال এবং إِلَى হলো حرف جار এর উপর, وجوهكم এবং معطوف ও معطوف عليه মিলে معطوف হয়েছে مضاف إليه হলো كم আর مُضَاف إليه ও مضاف , مُضَاف إليه হলো كم আর مُضَاف হলো وجوه -এর أَيْدِيَكُمْ আর حرف عطف হলো واو এবং معطوف عليه হয়ে مركب إضَافي إليه মিলে أيدي হলো -এর مرافق এবং مجرور ও جار মিলে متعلق হয়েছে اِغْسِلُوْا -এর সাথে, فعل তার فاعل এবং مُضَاف مقولة ও قول, -এর جُملة فِعلية إنشائيه হয়ে مقولة হয়েছে قول -এর, متعلق ও مفعول به خبر ও مبتدأ, -এর مبتدأ خبر مركب إضَافي হয়ে خبر হয়েছে مُضَاف إليه ও مضاف, -এর نحو হয়েছে إليه মিলে جُمْلة اِسْمِيَّة خبريه হয়েছে।

তারকীব : ٩. وَقَدْ لَا يَكُوْنُ مَا بعدَهَا دَاخِلاً فِيْ مَا قَبْلَهَا إِنْ لَّمْ يَكُنْ مَا بَعْدَهَا مِنْ جِنْسِ مَا قَبْلَهَا قَوْلُهٗ :

اِسْم موصول হলো فِعْل ناقص আর ما হলো قَدْ এর জন্য, تقليل হলো لَايَكُوْنُ -এর সাথে, এবং واو عَاطِفة আর হলো وقع ظرف مُتَعَلِّق হয়েছে بعد আর ها যমীর হলো مُضَاف إليه ও مُضَاف ; مُضَاف إليه মিলে مُضَاف হয়ে جُمْلَة -এর সাথে, তার মাঝে উহ্য هو ضمير হলো فَاعِل তার فِعْل ; فَاعِل তার فِعْل ও فَاعِل কে নিয়ে ظرف مُتَعَلِّق হয়ে صلة হয়েছে موصول মিলে اِسْم موصول -এর, صلة ও موصول মিলে فِعْل ناقص -এর اِسْم হয়েছে, فِعْلِية خبريه হয়ে جُمْلَة হয়েছে دَاخِلًا, فِعْل ناقص -এর সাথে যা উহ্য আছে, তার মাঝে فَاعِل হলো ضمير আর فِيْ হলো حرف جار আর ما হলো اِسْم موصول এবং شبه فِعْل তার ظرف হয়ে مركب إضَافي হলো مُضَاف إليه ও مضاف ; مُضَاف إليه মিলে مُضَاف হয়ে قبل এর قَبْلَهَا এর সাথে যা محذوف আছে, তার মাঝে فَاعِل হলো ضمير هو ; فَاعِل তার فِعْل ظرف ও فَاعِل কে নিয়ে متعلق হয়েছে وقع -এর, صلة ও موصول মিলে اِسْم موصول হলো مُتَعَلِّق হয়ে مجرور হয়েছে, فِعْلِية خبريه হয়ে جُمْلَة হয়েছে صلة -এর, صلة ও موصول মিলে فِعْل ناقص -এর خبر হয়েছে, داخلا এর সাথে, داخلا নিজের فاعل ও متعلق মিলে متعلق হয়েছে مجرور ও جار মিলে حرف إنْ হলো, جزاء হয়েছে। مُقَدَّمْ হয়ে جُمْلَة فِعْلِية خبريه হয়ে خبر ও اِسْم তার فِعْل ناقص, لَمْ يَكُنْ হলো شرط এবং مُضَاف আর بعد হলো ها যমীর হলো مُضَاف إليه এবং ما হলো اسم موصول। فِعْل ناقص এবং وقع ظرف مُتَعَلِّق হয়ে مركب إضَافي হয়েছে مُضَاف إليه ও مُضَاف ; مُضَاف إليه মিলে مُضَاف হয়ে جُمْلَة فِعلية -এর সাথে যা উহ্য আছে এবং তার মাঝে فَاعِل হলো ضمير هو ; فَاعِل তার فِعْل ظرف ও فَاعِل কে নিয়ে مُتَعَلِّق হয়ে صلة হয়েছে موصول ও صلة মিলে اسم كان হয়েছে, من হলো حرف جار এবং خبريه হয়ে صلة হয়েছে موصول ও صلة মিলে ما اسم موصول -এর, مضاف আর ما হলো اسم موصول এবং قبل হলো مضاف إليه ও ها যমীর হলো مضاف ; مُضَاف إليه মিলে مُضَاف হয়ে جنس হলো ظرف متعلق হয়েছে وقع উহ্য فعل এর সাথে, তার মাঝে مركب إضَافي হয়ে مُضَاف إليه হলো صلة موصول ও صلة মিলে جُمْلَة فِعلية خبريه হয়ে صلة হয়েছে, فاعل তার متعلق ও فاعل কে নিয়ে فعل ; فاعل হলো ضمير هو ; فَاعِل তার فِعْل ظرف ও فَاعِل কে নিয়ে مُتَعَلِّق হয়ে مجرور হয়েছে, جار ও مجرور মিলে مُضَاف إليه হয়েছে جنس এর, مضاف ও مُضَاف إليه মিলে مركب إضَافي হয়ে مجرور হয়েছে, مُضَاف إليه ও مُضَاف ; مُضَاف إليه মিলে مُضَاف হয়ে جُمْلَة فِعْلِية خبريه হয়ে خبر হয়েছে, كان তার اسم ও خبر কে নিয়ে خبر كان হয়েছে, شِبْه جُمْلة হয়ে شرط مؤخر হলো ثابتًا -এর সাথে যা উহ্য আছে, তার মাঝে فَاعِل হলো ضمير هو ; فَاعِل তার فِعْل ; فَاعِل তার فِعْل ও فَاعِل কে নিয়ে ظرف مُتَعَلِّق হয়ে متعلق হয়েছে شبه فِعْل -এর, شرط তার جزاء مُقَدَّمْ কে নিয়ে جملة شرطية হয়েছে। ان হলো

তারকীব : ٨. نَحْوُ قَوْلِهٖ تَعَالٰى ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ. قَوْلُهٗ :

এখানে قول হলো مصدر -এর পূর্বে উহ্য আছে যা مبتدأ এবং نحو হলো مُضَاف এবং قَوْلِهٖ -এর نَحْوُ -এর نظيره ; فَاعِل হলো هو ضمير ; তার মাঝে فِعْل হলো تعالى এবং ذو الحال হলো ٥ আর যমীর مُضَاف তার فَاعِل কে নিয়ে جُمْلَة فِعْلِية হয়ে حال হয়েছে ذوالحال ও حال -এর, ذوالحال মিলে مُضَاف إليه হয়েছে قول -এর, قول ও مُضَاف إليه মিলে مركب إضَافي হয়ে قول হয়েছে, ثُمَّ হলো عطف এবং اَتِمُّوْا হলো فِعْل, তার শেষে اَلصِّيَامَ হলো فَاعِل এবং واو الجمع হলো ضمير আর اِلٰى হলো حرف جار এবং اَللَّيْلِ হলো مفعول به এবং فَاعِل তার فِعْل ; مجرور ও جار মিলে مُتَعَلِّق হয়েছে أتموا -এর সাথে, مفعول به ও قول মিলে مقوله হয়ে مَقُوْلَه হয়েছে قول -এর, جُمْلَة فِعْلِية إنشائية হয়ে مُتَعَلِّق ও مُضَاف إليه মিলে مضاف ও مبتدأ -এর, مبتدأ محذوف হয়ে خبر হয়েছে مركب إضَافي হয়ে خبر ও مبتدأ মিলে نحو এর, مضاف ও مُضَاف إليه মিলে جُمْلة اِسْمِيَّة হয়েছে।

وَحَتّٰى لِانْتِهَاءِ الْغَايَةِ فِي الزَّمَانِ، نَحْوُ نِمْتُ الْبَارِحَةَ حَتَّى الصَّبَاحِ، وَفِي الْمَكَانِ نَحْوُ سِرْتُ الْبَلَدَ حَتَّى السُّوْقِ، وَلِلْمُصَاحَبَةِ نَحْوُ قَرَأْتُ وِرْدِيْ حَتَّى الدُّعَاءِ أَيْ مَعَ الدُّعَاءِ، وَمَا بَعْدَهَا قَدْ يَكُوْنُ دَاخِلًا فِيْ حُكْمِ مَا قَبْلَهَا، نَحْوُ أَكَلْتُ السَّمَكَةَ حَتّٰى رَأْسِهَا، وَقَدْ لَا يَكُوْنُ دَاخِلًا فِيْهِ، نَحْوُ اَلْمِثَالِ الْمَذْكُوْرِ وَهِيَ مُخْتَصَّةٌ بِالْاِسْمِ الظَّاهِرِ بِخِلَافِ اِلٰى فَلَا يُقَالُ حَتَّاهُ وَيُقَالُ إِلَيْهِ.

অনুবাদ: আর [حروف جارة -এর পঞ্চমটি হলো] حَتّٰى ; এটি তিনটি অর্থের জন্য ব্যবহৃত হয়।

১. اِنْتِهَاءُ الْغَايَةِ অর্থাৎ, সময়ের শেষ সীমা বুঝানোর জন্য। যেমন- نِمْتُ الْبَارِحَةَ حَتَّى الصَّبَاحِ [আমি গত রাতে ভোর পর্যন্ত ঘুমিয়েছি]। অথবা স্থানের শেষ সীমা বুঝানোর জন্য। যেমন- سِرْتُ الْبَلَدَ حَتَّى السُّوْقِ [আমি (ঐ) শহরটিতে বাজার পর্যন্ত ভ্রমণ করেছি]।

২. مُصَاحَبَة অর্থাৎ, সাথে বা একত্রিকরণের অর্থ বুঝানোর জন্য। যেমন- قَرَأْتُ وِرْدِيْ حَتَّى الدُّعَاءِ [আমি অজীফা পড়েছি দোয়া সহকারে]।

৩. কখনো কখনো حَتّٰى-এর مَابَعْد -টিকে তার مَاقَبْل -এর حُكْم -এ আনার জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন- اَكَلْتُ السَّمَكَةَ حَتّٰى رَأْسِهَا অর্থাৎ, আমি মাছ খেয়েছি তার মাথাসহ।

আর কখনো কখনো حَتّٰى এর مَابَعْد টি তার مَاقَبْل -এর হুকুমে আসবে না। যেমন- উল্লিখিত উদাহরণ [অর্থাৎ, এর উদাহরণ نِمْتُ الْبَارِحَةَ حَتَّى الصَّبَاحِ যা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে]। এটি [حَتّٰى ظاهر اسم বা প্রকাশ্য اِسْم -এর সাথে খাস। তবে اِلٰى -এর বিপরীত। সুতরাং حَتَّاهُ বলা যাবে না কিন্তু اِلَيْهِ বলা বৈধ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

حتى -এর আলোচনা :

হরফে জার حَتّٰى টি তিনটি অর্থে ব্যবহার হয়।

১. اِنْتِهَاءُ الْغَايَةِ فِي الزَّمَانِ -এর জন্য। অর্থাৎ, সময়ের শেষ সীমা বুঝানোর জন্য حَتّٰى হরফে জারটি ব্যবহার হয়। যেমন- نِمْتُ الْبَارِحَةَ حَتَّى الصَّبَاحِ অর্থাৎ, আমি গত রাতে সকাল পর্যন্ত ঘুমিয়েছি। এখানে ঘুমানোর শেষ সীমা হলো সকাল পর্যন্ত حَتّٰى হরফে জারটি এসে বুঝিয়েছে। তাই বুঝা গেল যে, এখানে حَتّٰى টি اِنْتِهَاءُ الْغَايَةِ فِي الزَّمَانِ -এর জন্য ব্যবহার হয়েছে।

অথবা হরফে জার حَتّٰى টি اِنْتِهَاءُ الْغَايَةِ فِي الْمَكَانِ বুঝানোর উদ্দেশ্যেও ব্যবহার হয়। অর্থাৎ, স্থানের শেষ সীমা বা প্রান্ত বুঝানোর উদ্দেশ্যে حَتّٰى টি ব্যবহার হয়। যেমন- سِرْتُ الْبَلَدَ حَتَّى السُّوْقِ অর্থাৎ, আমি শহরে বাজার পর্যন্ত ভ্রমণ করেছি। এখানে ভ্রমণের শেষ স্থান ছিল বাজার, حَتّٰى এসে এই শেষ স্থানকে বুঝিয়েছে। অতএব বুঝা গেল যে, এখানে حَتّٰى টি اِنْتِهَاءُ الْغَايَةِ فِي الْمَكَانِ -এর জন্য ব্যবহার হয়েছে।

২. مُصَاحَبَة -এর অর্থেও ব্যবহার হয়ে থাকে। অর্থাৎ, বাক্যের মধ্যে ব্যবহার হবে حَتّٰى কিন্তু অর্থ হবে مَعَ তথা সাথে। যেমন- قَرَأْتُ وِرْدِىْ حَتّٰى الدُّعَاءِ অর্থাৎ, আমি দোয়া সহ অজীফা পাঠ করেছি। এখানে حَتّٰى টি مَعَ -এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে। কাজেই বুঝা গেল যে, حَتّٰى টি উক্ত স্থানে مُصَاحَبَة -এর জন্য ব্যবহার হয়েছে।

৩. وَمَا بَعْدَهَا قَدْ يَكُوْنُ دَاخِلًا الخ এই ইবারত দ্বারা মুসান্নিফ (র.)-এর উদ্দেশ্য غَايَة -টি কখন مُغَيًّا -এর অন্তর্ভুক্ত হবে আর কখন হবে না, সেদিকে ইঙ্গিত করা।

উল্লেখ্য যে, حَتّٰى-এর পরে উল্লিখিত বিষয়কে غَايَة এবং حَتّٰى-এর পূর্বে উল্লিখিত বিষয়কে مُغَيًّا বলা হয়।

যদি غَايَة ও مُغَيًّا উভয়টি একই جِنْس থেকে হয়, তবে غَايَة টি مُغَيًّا-এর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে। যেমন- اَكَلْتُ السَّمَكَةَ حَتّٰى رَأْسِهَا অর্থাৎ, আমি মাথাসহ মাছ খেয়েছি। এখানে رَأْس শব্দটি হলো غَايَة আর سَمَك হলো مُغَيًّا এবং উভয়টি একই جِنْس -এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তাই مُغَيًّا-এর হুকুমের মধ্যে غَايَة টিও শামিল হয়েছে। হুকুম হলো খাওয়া, এই খাওয়ার মধ্যে যেমনিভাবে سَمَك শামিল হয়েছে, তেমনি رَأْس -ও শামিল হবে।

আর যদি غَايَة ও مُغَيًّا একই جنس থেকে না হয়, তবে غَايَة টি مُغَيًّا -এর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে না। যেমন- نِمْتُ الْبَارِحَةَ حَتّٰى الصَّبَاح অর্থাৎ, আমি গত রাতে প্রভাত পর্যন্ত নিদ্রাগমন করেছি। এখানে اَلصَّبَاح হলো غَايَة , এটা اَلْبَارِحَة তথা مُغَيًّا -এর একই جِنْس -এর না হওয়ার কারণে ঘুমানোর হুকুমে صَبَاح -টি অন্তর্ভুক্ত হয়নি; যে হুকুমটি مُغَيًّا তথা اَلْبَارِحَة -এর সাথে সম্পৃক্ত হয়েছিল। সুতরাং এখানে বুঝতে হবে যে, প্রাতঃকালের পূর্বেই তার নিদ্রা ভঙ্গ হয়েছে।

حَتّٰى ও اِلٰى -এর মাঝে পার্থক্য :

قوله : وَهِيَ مُخْتَصَّةٌ الخ -এর দ্বারা حَتّٰى ও اِلٰى -এর মাঝে একটি পার্থক্য বর্ণনা করা হয়েছে। তা হলো- اِلٰى টি اِسْم ظَاهِر ও اِسْم ضَمِيْر উভয়ের জন্যই ব্যবহার হয়। যেমন- اِلٰى زَيْدٍ (এটা اِسْم ظَاهِر -এর উপমা) আর اِلَيْهِ (এটা اِسْم ضَمِيْر -এর উপমা)। কিন্তু حَتّٰى টি শুধু মাত্র اِسْم ظَاهِر -এর ক্ষেত্রেই ব্যবহার হবে, اِسْم ضَمِيْر -এর ক্ষেত্রে ব্যবহার হবে না। যেমন- حَتَّى السَّمَكَةِ বলা যাবে। কিন্তু حَتَّاهُ বলা যাবে না। কেননা এটি ضَمِيْر -এর সাথে ব্যবহার হয় না। তবে কূফার নাহুবিদগণ حَتّٰى কে اِسْم ضَمِيْر -এর সাথে ব্যবহার করাকে বৈধ মনে করেন। কেননা কবিগণ তাদের কবিতার মাঝে حَتَّاكَ শব্দ প্রয়োগ করেছেন। যেখানে حَتّٰى হলো হরফে জার আর كَ হলো اِسْم ضَمِيْر , কবিতার পংক্তিটি হলো- فَيَا حَتَّاكَ يَا ابْنَ اَبِىْ زِيَادٍ , তবে জমহুরের মতানুযায়ী حَتّٰى টি اِسْم ضَمِيْر -এর সাথে ব্যবহার হবে না।

বিঃ দ্রঃ لَدٰى ـ عَلٰى ـ اِلٰى তথা যে সকল শব্দের শেষে اَلِف مَقْصُوْرَة যুক্ত হয় তার সাথে ضَمِيْر কে সংযোজন করা হলে ঐ اَلِف مَقْصُوْرَة -টি ي দ্বারা পরিবর্তন হয়ে যায়। যেমন- لَدَيْهِ ـ عَلَيْهِ ـ اِلَيْهِ ইত্যাদি।

حَتّٰى -এর প্রকারভেদ :

حَتّٰى টি মূলত চার ধরনের হতে পারে। যেমন-

১. حَتَّى جَارَّة অর্থাৎ, যে حَتّٰى টি اِسْم -এর শুরুতে এসে তার শেষে جَرّ দেয়। যার বর্ণনা সবেমাত্র দেওয়া হলো।

২. حَتّٰى اِبْتِدَائِيَّة যাকে اِسْتِيْنَافِيَة -ও বলা হয়। এ حَتّٰى -কে এমন حَرْف اِبْتِدَاء বলা হয় যার পরে كَلَام টি مُسْتَانِف হবে। অর্থাৎ, اِعْرَاب হিসেবে পূর্বের সাথে কোনো সম্পর্ক থাকবে না। তবে অর্থের ক্ষেত্রে সম্পর্ক থাকবে।

৩. حَتّٰى عَاطِفة অর্থাৎ, যে حَتّٰى টি عَطْف -এর জন্য ব্যবহার হয়। যেমন– مَاتَ الْاِنْسَانُ حَتَّى الْأَنْبِيَاءُ অর্থ– মানুষ মারা গেছে এমনকি নবীগণও।

৪. এমন حَتّٰى যার পরে أَنْ উহ্য থেকে فعل مضارع -কে যবর বা نَصْب দিবে। যেমন– لَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّةَ حَتّٰى تُسْلِمَ অর্থ– তুমি ইসলাম গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিছুতেই বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না।

ইবারতের তারকীবসমূহ

তারকীব : ১. قَوْلُهُ : وَحَتّٰى لِاِنْتِهَاءِ الْغَايَةِ فِي الزَّمَانِ

لِاِنْتِهَاءِ হলো انتهاء মাসদার مضاف এবং حَتّٰى হলো مبتدأ এবং لام হলো حرف جار -এর। عَاطِفة আর واو হলো مجرور ও جار ; مجرور হলো اَلزَّمَانِ ; حَرْف جَار হলো فِيْ এবং مُضَاف إليه হলো اَلْغَايَةِ -এর সাথে, جار ও مجرور মিলে متعلق হয়েছে انتهاء -এর সাথে, তার مضاف إليه ও متعلق কে নিয়ে مجرور হয়েছে لام -এর, مصدر مضاف তার نائب فاعل شبه فعل , نائب فاعل হলো هي ضمير এবং তার মাঝে উহ্য فعل شبه -এর সাথে, তার مستعملة হয়েছে متعلق ও متعلق কে নিয়ে شِبه جُملة হয়ে خبر হয়েছে, مبتدأ ও خبر মিলে جُمْلة اِسْمِيَّة خبريه হয়েছে।

তারকীব : ২. قَوْلُهُ : نَحْوُ نِمْتُ الْبَارِحَةَ حَتَّى الصَّبَاحِ

এখানে نَحْوُ -এর পূর্বে উহ্য আছে যা مركب إضَافي হয়ে مبتدأ হয়েছে এবং نَحْوُ হলো مضاف আর نِمْتُ হলো فعل তার শেষে ضمير بارز ت হলো فاعل এবং اَلْبَارِحَةَ হলো مفعول فيه এবং حَتّٰى হলো حرف جار আর اَلصَّبَاحِ হলো مجرور , جار ও مجرور মিলে متعلق হয়েছে نمت -এর সাথে, فعل তার فاعل এবং ও مفعول فيه مركب إضَافي مُضَاف إليه ও مضاف , نحو -এর, مُضَاف إليه হয়েছে جُملة فِعلية خبريه متعلق কে নিয়ে হয়ে خبر হয়েছে مبتدأ এর, مبتدأ ও خبر মিলে جُمْلة اِسْمِيَّة خبريه হয়েছে।

তারকীব : ৩. قَوْلُهُ : أَوْ فِي الْمَكَانِ

أَوْ হলো عَاطِفة যার عطف হয়েছে পূর্বে উল্লেখিত فِي الزَّمَانِ এর উপর। এবং فِيْ হলো حرف جار আর اَلْمَكَانِ হলো مجرور ও جار ; مجرور মিলে متعلق হয়েছে উহ্য فعل شبه -এর সাথে; তার মাঝে উহ্য ضمير هي হলো شِبه جُملة হয়ে خبر হয়েছে مبتدأ محذوف -এর, حتى তার نائب فاعل ও متعلق কে নিয়ে شبه فعل ; نائب فاعل হলো خبر ও مبتدأ মিলে جُمْلة اِسْمِيَّة خبريه হয়েছে।

তারকীব : ৪. قَوْلُهُ : نَحْوُ سِرْتُ الْبَلَدَ حَتَّى السُّوْقِ

এখানে نَحْوُ -এর পূর্বে উহ্য আছে যা مبتدأ এবং نَحْوُ হলো مضاف আর سِرْتُ হলো فعل তার ضمير হলো فاعل এবং اَلْبَلَدَ হলো مفعول ; مجرور হলো اَلسُّوْقِ আর حرف جار হলো حَتّٰى ; مجرور ও جار মিলে مُتَعَلِّق হয়েছে سرت -এর সাথে, فعل তার فاعل এবং مفعول ও متعلق কে নিয়ে جُملة فعليه خبريه হয়ে مبتدأ محذوف হয়ে خبر হয়েছে مركب إضَافي এর, مضاف ও مُضَاف إليه -এর, نحو مُضَاف إليه হয়েছে جُمْلة اِسْمِيَّة خبريه হয়েছে, خبر ও مبتدأ মিলে

তারকীব : ৫. قَوْلُهُ : وَلِلْمُصَاحَبَةِ

وَاو হলো عَاطِفة এবং لِلْمُصَاحَبَةِ -এর لام হলো حرف جار এবং المصاحبة হলো مجرور ; جار ও مجرور মিলে مُتَعَلِّق হয়েছে مستعملة شبه فِعْل -এর সাথে, তার মাঝে ضمير هي হলো نائب فَاعِل , نائب فَاعِل তার شِبْه جُملة হয়ে خبر হয়েছে متعلق ও نائب فَاعِل شبه فِعْل -এর, حتى مبتدأ محذوف جُمْلة اِسْمِيَّة خبريه হয়েছে, خبر ও مبتدأ মিলে

قَوْلُهُ : نَحْوُ قَرَأْتُ وِرْدِيْ حَتَّى الدُّعَاءِ أَيْ مَعَ الدُّعَاءِ .৬ তারকীব :

এখানে نَحْوُ -এর পূর্বে مثاله উহ্য আছে যা مبتدأ হয়েছে এবং نحو হলো مضاف আর قَرَأْتُ হলো فعل তার ضمير হলো فاعل এবং مُضَاف إليه ও مضاف ; مُضَاف إليه হলো ياء متكلم আর مضاف হলো ورد -এর وِرْدِيْ, مفسَّر مجرور ও جار ; مجرور হলো اَلدُّعَاءِ আর حرف جار হলো حتّى, مفعول به হয়ে إضَافي হয়েছে। مُضَاف إليه ও مضاف। مُضَاف إليه হলো الدُّعاء, আর مضاف। حرف تفسير أي হলো مع, مُفَسِّر ও مفسَّر, কে متعلق ও مفعول به فاعل তার فعل, -এর সাথে قرأت হয়েছে متعلق مفسِّر মিলে مُفَسِّر হয়েছে, خبر مركب إضَافي মিলে مُضَاف إليه ও مضاف, -এর, نحو হয়েছে مُضَاف إليه হয়ে جُملة فِعلية خبريه -এর, مبتدأ محذوف হয়েছে جُمْلة اِسْمِيَّة خبريه ও مبتدأ, -এর, مبتدأ خبر মিলে جُمْلة اِسْمِيَّة خبريه হয়েছে।

قَوْلُهُ : وَمَا بَعْدَهَا قَدْ يَكُوْنُ دَاخِلًا فِيْ حُكْمِ مَا قَبْلَهَا وَقَدْ لَا يَكُوْنُ دَاخِلًا فِيْهِ .৭ তারকীব :

و مضاف , مُضَاف إليه এবং هَا যমীর হলো مضاف এবং بَعْدَ হলো موصولة আর مَا হলো عَاطِفة এবং واو হলো وَقَعَ -এর সাথে, তার মাঝে هو ضمير হলো ظرف متعلق হয়ে ظرف হয়েছে উহ্য مركب إضَافي মিলে مُضَاف إليه صلة ও موصول। ما হয়ে جُملة فعليه خبريه কে নিয়ে ظرف متعلق ও فاعل فعل, -এর صلة হয়েছে। فاعل, তার فعل شبه فعل এবং دَاخِلًا হলো اسم ناقص হলো هو ضمير, তার মাঝে فعل ناقص, قَدْ يَكُوْنُ হলো مبتدأ এবং তার মাঝে اسم موصول হলো مَا এবং مضاف হলো حُكْمِ আর حرف جار হলো فِيْ, فاعل হলো هو ضمير ظرف হলো قَبْلَ এবং هَا যমীর হলো مُضَاف إليه ও مضاف ; مُضَاف إليه মিলে مركب إضَافي হয়ে ظرف এবং فاعل তার فعل محذوف ; فاعل হলো هو ضمير, তার মাঝে وقع -এর সাথে, متعلق হয়েছে উহ্য جُملة فِعلية خبريه হয়ে صلة ও موصول, ما -এর, صلة হয়েছে مُضَاف إليه মিলে متعلق কে নিয়ে جار ও جار, -এর, جار مجرور হলো مركب إضَافي মিলে مُضَاف إليه ও مضاف, -এর, حكم فعل ناقص , خبر ناقص হয়ে شِبه جُملة কে নিয়ে متعلق ও فاعل তার شبه فعل, -এর সাথে دَاخِلًا হলো متعلق তার اسم ও خبر কে নিয়ে جُملة فِعلية خبرية হয়ে معطوف عليه ;এবং قَدْ لَايَكُوْنُ হলো حرف عطف এবং واو হলো اسم ناقص তার ضمير এবং شبه فعل তার دَاخِلًا হলো فعل ناقص তার هي ضمير হলো فاعل এবং شِبه متعلق ও فاعل তার شبه فعل, -এর সাথে دَاخِلًا হয়েছে متعلق مجرور ও جار টা فِيْه, معطوف عليه , معطوف হয়ে جُملة فِعلية خبرية হয়ে خبر ও اسم তার فعل ناقص , خبر ناقص হয়ে جُملة তার معطوف কে নিয়ে خبر হয়েছে مبتدأ, -এর, مبتدأ خبر মিলে جُمْلة اِسْمِيَّة হয়েছে।

قَوْلُهُ : نَحْوُ أَكَلْتُ السَّمَكَةَ حَتَّى رَأْسِهَا .৮ তারকীব :

ضمير তার فِعْل হলো اَكَلْتُ আছে এবং نَحْوُ হলো مضاف আর مثاله مبتدأ محذوف -এর পূর্বে نَحْوُ। -এর رأس হলো رَأْسِهَا ; حرف جار হলো حَتّى এবং مفعول به হলো السَّمَكَةَ এবং فاعل হলো مُضَاف আর متعلق মিলে مجرور ও جار ; مجرور হয়ে مركب إضَافي মিলে مُضَاف إليه ও مُضَاف ; مُضَاف إليه হলো ها হয়েছে جُملة فِعلية خبريه হয়ে متعلق ও مفعول به কে নিয়ে فاعل তার فعل, -এর সাথে أكلت, -এর, مضاف ও مُضَاف إليه মিলে مركب إضَافي হয়ে خبر হয়েছে مُضَاف إليه হয়েছে, نحو -এর, مضاف, مبتدأ محذوف হয়েছে جُمْلة اِسْمِيَّة خبريه ও مبتدأ, -এর, مبتدأ خبر মিলে جُمْلة اِسْمِيَّة হয়েছে।

তারকীব : ৯. قَوْلُهُ : نَحْوُ الْمِثَالِ الْمَذْكُوْرِ

এখানে نظيره হলো خبر আর اَلْمِثَال হলো مُضَاف আর نَحْوُ হলো مبتدأ محذوف এবং اَلْمَذْكُوْر হলো صفة ; مركب إضافي হয়ে خبر হয়েছে مُضَاف إليه ও مضاف, نحو হলো এর, مُضَاف إليه মিলে صفة ও موصوف مبتدأ محذوف -এর, جُمْلة اِسْمِيَّة خبريه হয়েছে।

তারকীব : ১০. قَوْلُهُ : وَهِيَ مُخْتَصَّةٌ بِالْاِسْمِ الظَّاهِرِ بِخِلَافِ اِلٰى

حرف جار হলো ب এর, بِالْاِسْمِ এবং هِيَ হলো مبتدأ আর مُخْتَصَّةٌ হলো شبه فِعْل এবং عَاطِفة হলো واو ; صفة ও موصوف মিলে مجرور হয়েছে, جار ও مجرور মিলে موصوف হলো الاسم এবং الظَّاهِرِ হলো صفة ও موصوف -এর সাথে, بِخِلَافِ -এর حرف جار হলো باء এবং خلاف হলো مُضَاف আর اِلٰى হলো مُتَعَلِّق اول ; مُضَاف إليه ও مُضَاف إليه মিলে مركب إضافي হয়ে مجرور হয়েছে باء এর, جار ও مجرور মিলে شبه فِعْل; نائب فَاعِل তার هي ضمير এর, তার মাঝে نائب فَاعِل হলো مختصة -এর, مُتَعَلِّق ثانى হয়েছে ও উভয় مُتَعَلِّق কে নিয়ে جُمْلة اِسْمِيَّة خبريه হয়ে خبر হলো, مبتدأ ও خبر মিলে شِبْه جُمْلة হয়েছে।

তারকীব : ১১. قَوْلُهُ : فَلَا يُقَالُ حَتَّاهُ وَيُقَالُ اِلَيْهِ

এ বাক্যটির তারকীব দু'ভাবে হতে পারে–

১. فَلَا يُقَالُ -এর ف হলো تفريعيه এবং لا হলো نَافِيَه আর حَتَّاهُ -এর حتا হলো حرف جار এবং ه হলো ضمير ; مجرور ও جار মিলে يقال -এর نائب فَاعِل তার فِعْل مجهول ; نائب فَاعِل কে نائب فَاعِل ও مجرور ; مجرور নিয়ে فِعْل مجهول হলো يُقَالُ আর حرف عطف হলো واو এবং معطوف عليه হয়ে جُمْلَة فِعْلِية خبريه এবং اِلَيْهِ -এর حرف جار হলো الى আর ضمير ه হলো مجرور ; مجرور ও جار মিলে لفظ بتاويل হয়ে نائب فَاعِل তার فِعْل مجهول ; نائب فَاعِل কে نائب فَاعِل ও معطوف হয়েছে يقال -এর, جملة فعلية خبريه হয়ে معطوف عليه ও معطوف মিলে جُمْلة نتيجيه হয়েছে।

২. অথবা ইবারাতটি এরূপ ছিল– اِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَا فَلَا يُقَالُ حَتَّاهُ وَيُقَالُ اِلَيْهِ

اِذَا হলো شرط এবং كَانَ হলো فِعْل ناقص আর اَلْأَمْرُ হলো اِسْم كان এবং كَذَا -এর كاف হলো ذَا এবং حرف جار হলো ف এর, فَلَا يُقَالُ -এর ف হলো جزائية আর لا يقال হলো جُمْلة فِعلية خبريه হয়ে شرط এবং جُمْلة فِعلية خبريه হয়ে خبر কে নিয়ে فِعْل لا يقال হলো مجهول , نائب فَاعِل হয়ে بتاويل لفظ جار - مجرور টা حَتَّاهُ এবং فِعْل مجهول তার نائب فَاعِل কে نائب فَاعِل ও معطوف عليه হয়ে جُمْلَة فِعْلِية خبريه এবং واو হলো حرف عطف আর يُقَالُ فِعْل হলো مجهول , نائب فَاعِل হয়ে بتاويل لفظ مجرور ও جار টি اِلَيْهِ এবং فِعْل مجهول তার نائب فَاعِل কে نائب فَاعِل ও معطوف عليه হয়ে جُمْلَة فِعْلِية خبريه এবং معطوف عليه , معطوف ও مجرور মিলে جزاء হয়েছে شرط এর, شرط ও جزاء মিলে جملة شرطية হয়েছে।

وَعَلٰى لِلْاِسْتِعْلَاءِ، إِمَّا حَقِيْقَةً نَحْوُ زَيْدٌ عَلَى السَّطْحِ، وَإِمَّا مَجَازًا نَحْوُ عَلَيْهِ دَيْنٌ، وَقَدْ تَكُوْنُ بِمَعْنَى الْبَاءِ، نَحْوُ مَرَرْتُ عَلَيْهِ بِمَعْنٰى مَرَرْتُ بِهٖ، وَقَدْ تَكُوْنُ بِمَعْنٰى فِيْ، نَحْوُ قَوْلِهٖ تَعَالٰى: إِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ أَيْ فِيْ سَفَرٍ.

অনুবাদ: আর [حروف جارة -এর ষষ্ঠটি হলো] عَلٰى ; এটি তিনটি অর্থে ব্যবহার হয়।

১. اِسْتِعْلَاء অর্থাৎ, উপরে বুঝানোর জন্য ব্যবহার হয়। আর এই استعلاء - টি حقيقة (বাস্তবিক) অর্থে হতে পারে। যেমন- زَيْدٌ عَلَى السَّطْحِ [যায়েদ ছাদের উপর আছে]। আবার এই اِسْتِعْلَاء [উচ্চতা] مَجَازًا (রূপক অর্থেও) হতে পারে। যেমন- عَلَيْهِ دَيْنٌ [তার উপর ঋণ আছে]।

২. بِمَعْنَى الْبَاءِ অর্থাৎ, باء -এর অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন- مَرَرْتُ عَلَيْهِ [আমি তার পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করেছি]। এখানে مَرَرْتُ عَلَيْهِ টি مَرَرْتُ بِهٖ -এর অর্থ প্রদান করেছে।

৩. بِمَعْنٰى فِيْ অর্থাৎ, ظَرْفِيَّة তথা স্থান বা কালের অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন- আল্লাহ তা'আলার বাণী- إِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ [যদি তোমরা ভ্রমণে থাক]। অর্থাৎ فِيْ سَفَرٍ-এর অর্থ প্রদান করেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

عَلٰى -এর আলোচনা :

হরফে জার عَلٰى -টি মুসান্নিফ (র.)-এর বর্ণনানুযায়ী তিনটি অর্থে ব্যবহার হয়।

১. اِسْتِعْلَاء -এর জন্য। এটি بَاب اِسْتِفْعَال -এর মাসদার, যা عُلُوّ মাদ্দা হতে নির্গত। এর অর্থ হলো উঁচু হওয়া। পরিভাষায় যে عَلٰى টি বাক্যে উচ্চতা প্রকাশ করার জন্য ব্যবহার হয় তাকেই اِسْتِعْلَاء বলা হয়। আর اِسْتِعْلَاء দু'ধরনের হতে পারে। ১. اِسْتِعْلَاء حَقِيْقِيْ ২. اِسْتِعْلَاء مَجَازِيْ

اِسْتِعْلَاء حَقِيْقِيْ -এর উদাহরণ : যেমন- زَيْدٌ عَلَى السَّطْحِ অর্থাৎ, যায়েদ ছাদের উপর। এখানে ছাদের কথা বলা হয়েছে যা কোনো বিল্ডিংয়ের উচ্চ স্থানকে বুঝায়। যায়েদের অবস্থান ছাদে হওয়ায় এখানে عَلٰى-اِسْتِعْلَاء حَقِيْقِيْ -এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে।

اِسْتِعْلَاء مَجَازِيْ -এর উদাহরণ : যেমন- عَلَيْهِ دَيْنٌ অর্থ- তার উপর ঋণ রয়েছে। এখানে عَلٰى -টি প্রকৃত উচ্চতার অর্থে ব্যবহার হয়নি; বরং مَجَازِيْ তথা রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

২. কখনো عَلٰى টি باء -এর অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন- مَرَرْتُ عَلَيْهِ অর্থাৎ, আমি তার পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছি। এখানে عَلٰى টি باء -এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে।

৩. কখনো عَلٰى টি فِيْ -এর অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন- إِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ অর্থাৎ, যদি তুমি সফরে থাকো। এখানে عَلٰى টি فِيْ -এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, এ তিনটি অর্থ ছাড়াও عَلٰى আরো কতগুলো অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকে।

নিম্নে তা তুলে ধরা হলো–

- عَلٰى টি কখনো عِنْدَ -এর অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন– دَخَلْتُ عَلَى الْمَلِكِ -এর অর্থ– دَخَلْتُ عِنْدَ الْمَلِكِ অর্থাৎ, আমি বাদশাহের দরবারে গিয়েছি।
- عَلٰى কখনো حَسْبَ বা মতো বা অনুসারে অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন– قَعَدَ عَلٰى عَادَتِهٖ অর্থাৎ, সে তার অভ্যাস মত বা অভ্যাস অনুসারে বসল।
- عَلٰى টি কখনো ضَرُوْرِيْ বা কর্তব্য অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন– عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ অর্থাৎ, তোমাদের কর্তব্য হলো সত্যকে গ্রহণ করা।
- عَلٰى টি কখনো مُخَالِف বা প্রতিকূল অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন– لَهَا مَاكَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ অর্থাৎ, সে যা উপার্জন করেছে তা তার অনুকূলে হবে এবং সে যা বাড়াবাড়ি করেছে তা তার প্রতিকূলে হবে। এখানে عَلٰى টি প্রতিকূলের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

ইবারতের তারকীবসমূহ

তারকীব : ১. قَوْلُهٗ : وَعَلٰى لِلْاِسْتِعْلَاءِ اِمَّا حَقِيْقَةً وَاِمَّا مَجَازًا

وَاو হলো مُسْتَأْنِفَة এবং عَلٰى হলো مبتدأ এবং لِلْاِسْتِعْلَاءِ এর لام হলো حرف جار আর الاستعلاء হলো ممیز এবং اِمَّا হলো حرف عطف আর اِمَّا হলো حرف تردید আর حَقِيْقَةً হলো معطوف عليه এবং واو হলো معطوف আর مَجَازًا হলো معطوف عليه ; معطوف معطوف স্বীয় ممیز , تمییز কে নিয়ে تمییز ও ممیز মিলে مجرور হয়েছে, مجرور ও جار মিলে متعلق হয়েছে مستعملة উহ্য شبه فعل-এর সাথে, তার মাঝে ضمیر هي হলো , شبه فعل ও متعلق কে নিয়ে جُمْلة فعلية نائب فاعل তার نائب فاعل ও مبتدأ, خبر ও مبتدأ-এর, جُمْلة اِسْمِيَّة خبريه হয়েছে।

তারকীব : ২. قَوْلُهٗ : نَحْوُ زَيْدٌ عَلَى السَّطْحِ

এখানে نظيره হলো مبتدأ যা উহ্য আছে نَحْوُ -এর পূর্বে এবং نَحْوُ হলো مضاف আর زَيْدٌ হলো مبتدأ এবং عَلٰى হলো حرف جار এবং اَلسَّطْح হলো مجرور ; مجرور ও جار মিলে مُتَعَلِّق হয়েছে مستقر-এর সাথে যা উহ্য আছে, তার মাঝে ضمیر هو হলো فَاعِل , فَاعِل তার شبه فِعْل ও مُتَعَلِّق কে নিয়ে شِبْه جُملة হয়ে خبر হলো جُمْلة اِسْمِيَّة خبريه হয়ে مُضَاف إليه হলো نحو এর, مُضَاف ও مبتدأ, خبر ও مبتدأ-এর, زيد مُضَاف إليه ও مُضَاف মিলে مبتدأ محذوف হলো خبر হয়েছে এর, مبتدأ ও خبر মিলে جُمْلة اِسْمِيَّة خبريه হয়ে مركب إضافي হয়েছে।

তারকীব : ৩. قَوْلُهٗ : نَحْوُ عَلَيْهِ دَيْنٌ

এখানে مثاله হলো উহ্য مبتدأ এবং نَحْوُ হলো مُضَاف আর عَلَيْهِ -এর على হলো حرف جار আর ضمیر ه হলো شبه فعل , فاعل ضمیر হলো مبتدأ محذوف হলো خبر হয়েছে ثابت-এর সাথে যা উহ্য فِعْل তার مجرور ও جار ; مجرور তার خبر ও مبتدأ مُؤَخَّر ; مبتدأ مُؤَخَّر হলো دَيْنٌ خبر مُقَدَّمْ আর شِبْه جُملة হয়ে مُتَعَلِّق ও فَاعِل কে নিয়ে مُتَعَلِّق ও مُضَاف إليه ও مُضَاف মিলে مُضَاف إليه হলো نحو এর, مُضَاف ও مُضَاف মিলে مركب إضافي হয়ে مُقَدَّمْ মিলে جُمْلة اِسْمِيَّة خبرية হয়ে جُمْلة اِسْمِيَّة خبرية হয়েছে।

قَوْلُهٗ : وَقَدْ تَكُوْنُ بِمَعْنَى الْبَاءِ .৪ তারকীব :

بِمَعْنٰى আর اِسْم ناقص আর قَدْ হলো تقليلية এবং تَكُوْنُ হলো فِعْل ناقص তার ضمير হলো هو এবং عاطفة হলো واو -এর مركب إضافي মিলে مُضَاف إليه ও مُضَاف ; مُضَاف إليه হলো اَلْبَاءِ আর معنى হলো حرف جار এবং باء হয়ে مجرور হয়েছে; جار ও مجرور মিলে مُتَعَلِّق হলো উহ্য مستعملة شبه فعل -এর সাথে فاعل তার ও شبه فعل হয়ে جُملة فِعلية خبرية হয়েছে ; আর ناقص فعل তার اِسْم ও خبر কে নিয়ে خبر ناقص হয়েছে ; متعلق মিলে جُملة فِعلية خبرية হয়েছে ।

قَوْلُهٗ : نَحْوُ مَرَرْتُ عَلَيْهِ بِمَعْنٰى مَرَرْتُ بِهٖ .৫ তারকীব :

এখানে نَحْوُ হলো مُضَاف আর مَرَرْتُ হলো فِعْل তার শেষে تُ -এর পূর্বে نظيره হলো محذوف এবং مبتدأ হলো حرف جار আর على -এর عَلَيْهِ এবং فَاعِل হলো ضمير هو , جار ও مجرور মিলে مجرور হলো حرف جار আর باء -এর بِهٖ এবং فاعل তার ضمير হলো هو فعل হলো مَرَرْتُ , مُضَاف এবং معنى হলো حرف جار আর بِمَعْنٰى -এর সাথে, مَرَرْتُ হলো فعل তার متعلق ও فاعل شبه فعل তার ও متعلق কে নিয়ে جُملة فِعلية خبرية হয়ে ذو الحال হয়েছে, مَرَرْتُ এর সাথে, অতঃপর فِعْل তার حرف جار আর ضمير هو হলো مجرور ও جار , مجرور মিলে مُتَعَلِّق হয়েছে -এর সাথে, مُضَاف إليه ও مُضَاف -এর, معنى হয়েছে جُمْلَة فِعْلِية خبرية হয়ে مُضَاف إليه ও مُتَعَلِّق ও فَاعِل কে নিয়ে مُتَعَلِّق হয়েছে كائنة উহ্য شبه فِعْل এর সাথে; مركب إضافي হয়ে خبر হয়েছে, باء এর, جار ও مجرور মিলে مُتَعَلِّق হয়েছে ذو ও حال তার شِبْه جُملة হয়ে حال হয়েছে, مُتَعَلِّق ও فَاعِل কে নিয়ে شبه فِعْل তার فَاعِل ضمير هو হলো , فَاعِل -এর, مُضَاف إليه ও مُضَاف মিলে مُضَاف إليه হয়েছে نحو -এর, خبر হয়ে مركب إضافي হয়েছে مبتدأ الحال মিলে جُمْلة اِسْمِيَّة خبرية হয়েছে ।

قَوْلُهٗ : وَقَدْ تَكُوْنُ بِمَعْنٰى فِيْ .৬ তারকীব :

بِمَعْنٰى -এর باء হলো عاطفة এবং واو হলো اِسْم ناقص এবং فِعْل ناقص হলো قَدْ تَكُوْنُ আর তার ضمير হলো هو এবং مُضَاف إليه ও مُضَاف মিলে مركب إضافي হয়ে مُضَاف إليه হলো فِيْ এবং مُضَاف , حرف جار আর معنى হলো حرف جار এর, باء হলো مجرور ও جار , مجرور মিলে مُتَعَلِّق হয়েছে -এর সাথে, তার ضمير هو হলো فعل ناقص হলো فِعْل তার شبه مستعملة -এর সাথে فاعل তার ও شبه فعل হয়ে خبر হয়েছে; এখন نائب فَاعِل ও نائب فَاعِل কে নিয়ে مُتَعَلِّق হয়ে شِبْه جُملة হয়ে خبر হয়েছে; فعل ناقص তার ও اسم ও خبر কে নিয়ে جُملة فِعلية خبرية হয়েছে ।

قَوْلُهٗ : نَحْوُ قَوْلِهٖ تَعَالٰى إِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ أَيْ فِيْ سَفَرٍ . .৭ তারকীব :

এখানে مثاله হলো مصدر مُضَاف এবং نَحْوُ হলো مُضَاف আর قول হলো هو ضمير এবং فِعْل হলো تعالى আর ذو الحال হলো فَاعِل ও فِعْل ; فَاعِل হলো جُمْلَة فِعْلِية হয়ে قول হয়েছে, حال ও ذو الحال হলো مُضَاف إليه ও مضاف মিলে مُضَاف إليه হয়েছে, مركب إضافي হয়ে حال হয়েছে এবং إن হলো حرف شرط আর, كُنْتُمْ হলো فعل ناقص তার شبه فعل -এর সাথে بارز ضمير تم হলো اِسْم ناقص এবং عَلٰى হলো حرف جار আর سَفَرٍ হলো مجرور ও جار ; مجرور মিলে مفسر হলো أَيْ আর حرف تفسير এবং فِيْ হলো مجرور ও جار ; مجرور মিলে تفسير হয়েছে, مفسر ও تفسير মিলে مُتَعَلِّق হয়েছে আর سَفَرٍ হলো حرف جار -এর সাথে যা شبه فِعْل তার فَاعِل ও مُتَعَلِّق -এর كائِنِيْنَ কে নিয়ে جُمْلَة فِعْلِية হয়ে مقولة হয়েছে, قول ও مقولة মিলে مُضَاف إليه হয়েছে, مركب إضافي হয়ে خبر হয়েছে مبتدأ -এর, خبر ও مبتدأ মিলে جُمْلة اِسْمِيَّة خبرية হয়েছে ।

وَعَنْ لِلْبُعْدِ وَالْمُجَاوَزَةِ، نَحْوُ رَمَيْتُ السَّهْمَ عَنِ الْقَوْسِ، وَفِيْ لِلظَّرْفِيَّةِ نَحْوُ اَلْمَالُ فِي الْكِيْسِ وَنَظَرْتُ فِيْ الْكِتَابِ، وَلِلِاسْتِعْلَاءِ نَحْوُ قَوْلِهٖ تَعَالٰى: وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِيْ جُذُوْعِ النَّخْلِ.

অনুবাদ: আর [حروف جارة -এর সপ্তমটি হলো] عَنْ ; এটি ব্যবহার হয় দূরত্ব এবং অতিক্রম করার অর্থ বুঝানোর জন্য। যেমন- رَمَيْتُ السَّهْمَ عَنِ الْقَوْسِ [আমি ধনুক হতে তীর নিক্ষেপ করেছি]।

আর [حروف جارة -এর অষ্টমটি হলো] فِيْ ; এটি ব্যবহার হয় দু'টি অর্থ প্রদানের জন্য।

১. ظَرْفِيَّة অর্থাৎ, স্থান বা কাল বুঝানোর জন্য। যেমন- اَلْمَالُ فِي الْكِيْسِ [থলের ভিতরে সম্পদ আছে]। نَظَرْتُ فِي الْكِتَابِ [আমি কিতাবে দৃষ্টিপাত করলাম]।

২. اِسْتِعْلَاء অর্থাৎ, উচ্চতা বুঝানোর জন্য। যেমন- আল্লাহ তা'আলার বাণী وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِيْ جُذُوْعِ النَّخْلِ [আমি অবশ্যই তোমাদেরকে খেজুর বৃক্ষের কাণ্ডের উপর শূলে চড়াব]।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

عَنْ -এর আলোচনা :

হরফে জার عَنْ টি দূরত্ব অতিক্রম করার অর্থকে বুঝায়। যেমন- رَمَيْتُ السَّهْمَ عَنِ الْقَوْسِ অর্থাৎ, আমি ধনুক হতে তীর ছুড়েছি। এই উদাহরণে তীর নিক্ষেপের কারণে তীরটি ধনুক হতে দূরে যায় বিধায় এখানে عن অক্ষরটি দূরত্ব ও অতিক্রম করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

فِيْ -এর আলোচনা :

হরফে জার فِيْ টি দু'টি অর্থে ব্যবহার হয়।

১. ظَرْفِيَّت -স্থান বা কাল বুঝানোর জন্য। অর্থাৎ, فِيْ হরফে জারটি তার পরবর্তী অংশকে তার পূর্ববর্তী অংশের স্থান বা কাল বা পাত্রে রূপান্তরিত করে।

এই ظَرْفِيَّت টা আবার দু'প্রকার ১. ظَرْفِيَّت حَقِيْقِيْ ২. ظَرْفِيَّت مَجَازِيْ

ظَرْفِيَّت حَقِيْقِيْ -এর উদাহরণ : اَلْمَالُ فِي الْكِيْسِ অর্থ- সম্পদ থলের মধ্যে। এখানে ظَرْفِيَّت টা حَقِيْقِيْ হয়েছে। কেননা كِيْس অর্থাৎ, থলে প্রকৃতপক্ষে মাল রাখার পাত্র।

ظَرْفِيَّت مَجَازِيْ -এর উদাহরণ : نَظَرْتُ فِي الْكِتَابِ অর্থাৎ, আমি কিতাবের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছি। এখানে ظَرْفِيَّت টা مَجَازِيْ ভাবে হয়েছে। কেননা كِتَاب টা কোনো পাত্র না।

২. হরফে জার فِيْ টি কখনো اِسْتِعْلَاء -এর অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন আল্লাহর বাণী- وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِيْ جُذُوْعِ النَّخْلِ অর্থাৎ, অবশ্যই আমি তোমাদেরকে খেজুর বৃক্ষের উপর শূলে চড়াব। এখানে فِيْ টা اِسْتِعْلَاء -এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ, فِيْ جُذُوْعِ النَّخْلِ -এর অর্থ হলো عَلٰى جُذُوْعِ النَّخْلِ তথা খেজুর বৃক্ষের উপর।

এই দু'টি অর্থ ছাড়াও فِيْ হরফে জারটি ضَرْب তথা গুণন এর অর্থেও ব্যবহার হয়। যেমন- اَرْبَعَةٌ فِيْ خَمْسَةٍ অর্থাৎ, চারকে পাঁচ দ্বারা গুণন করা।

ইবারতের তারকীবসমূহ

তারকীব : ১. قَوْلُهُ : وَعَنْ لِلْبُعْدِ وَالْمُجَاوَزَةِ

واو হলো عَاطِفة এবং عَنْ হলো مبتدأ আর لِلْبُعْدِ -এর لام হলো حرف جار আর البعد হলো معطوف عليه এবং واو হলো حرف عطف আর اَلْمُجَاوَزَةِ হলো معطوف এখন معطوف عليه ও معطوف মিলে مجرور হয়েছে جار ও مجرور মিলে متعلق হয়েছে شبه فعل, نائب فاعل, এখন فعل তার نائب -এর সাথে তার মাঝে উহ্য هي ضمير হলো مستعملة উহ্য شبه فعل -এর সাথে, এর, مبتدأ ও خبر মিলে خبر হয়েছে مبتدأ -এর, شِبْه جُملة হয়ে خبر হয়েছে جُملة اِسْمِيَّة خبرية হয়েছে। متعلق ও فاعل কে নিয়ে

তারকীব : ২. قَوْلُهُ : نَحْوُ رَمَيْتُ السَّهْمَ عَنِ الْقَوْسِ

اَلسَّهْمَ হলো فاعل এবং رَمَيْتُ হলো فعل তার মাঝে উহ্য ضمير হলো مبتدأ محذوف এবং نَحْوُ হলো مضاف আর مبتدأ محذوف নযীর হলো اَلْقَوْسِ এবং عَنْ হলো حرف جار আর مجرور ও جار , مجرور মিলে متعلق হয়েছে رميت -এর সাথে, فعل তার فاعل এবং مُضَاف إليه হয়ে جُملة فِعلية خبريه হয়েছে مفعول به ও متعلق কে নিয়ে نحو এর, مضاف ও مبتدأ, خبر ও مبتدأ মিলে خبر হয়েছে مبتدأ محذوف এর, مركب إضافي مُضَاف إليه মিলে جُمْلة اِسْمِيَّة خبريه হয়েছে।

তারকীব : ৩. قَوْلُهُ : وَفِيْ لِلظَّرْفِيَّةِ

وَ হলো حرف جار আর الظرفية হলো مجرور , جار ও فِيْ হলো مبتدأ এবং لِلظَّرْفِيَّةِ -এর لام হলো حرف جار আর الظرفية হলো مُسْتَأْنِفَة এবং واو হলো مبتدأ এবং فِيْ হলো نائب فَاعِل এবং فعل হলো شبه فعل -এর সাথে যা উহ্য আছে, তার মাঝে هي ضمير হলো مستعملة -এর সাথে, তার مجرور মিলে متعلق হয়েছে, এর, مبتدأ ও خبر মিলে خبر হয়েছে مبتدأ -এর, شِبه جُملة হয়ে خبر হয়েছে جُملة اِسْمِيَّة خبريه হয়েছে। متعلق ও نائب فاعل কে নিয়ে

তারকীব : ৪. قَوْلُهُ : نَحْوُ اَلْمَالُ فِي الْكِيْسِ وَنَظَرْتُ فِي الْكِتَابِ

এখানে نَحْوُ হলো مبتدأ এবং اَلْمَالُ হলো مضاف এবং مُبْتَدَأ এবং فِيْ হলো حرف جار আর الكيس হলো مجرور ও جار, مجرور নযীর হলো نائب فاعل, তার মাঝে উহ্য فِعْل -এর সাথে, موجود شبه فعل -এর সাথে, তার مجرور ও جار, مجرور মিলে متعلق হয়েছে, مستعملة -এর সাথে, তার مجرور মিলে مستعملة হয়েছে, مبتدأ ও خبر মিলে خبر হয়েছে مبتدأ -এর, شِبْه جُملة হয়ে خبر হয়েছে جُمْلة اِسْمِيَّة خبريه হয়েছে। متعلق ও نائب فاعل কে নিয়ে

তারকীব : ৫. قَوْلُهُ : وَلِلْاِسْتِعْلَاءِ

এখানে প্রথমে فِيْ উহ্য আছে যা مبتدأ , আর لِلْاِسْتِعْلَاءِ -এর لام হলো حرف جار আর الاستعلاء হলো مجرور , جار ও شبه , نائب فاعل হলো هي ضمير হলো مستعملة شبه فعل -এর সাথে, তার مجرور মিলে متعلق হয়েছে, مستعملة -এর সাথে, তার مجرور মিলে متعلق হয়েছে, مبتدأ ও خبر মিলে خبر হয়েছে مبتدأ -এর, شِبه جُملة হয়ে خبر হয়েছে جُمْلة اِسْمِيَّة خبريه হয়েছে। متعلق ও نائب فاعل কে নিয়ে

তারকীব : ৬. قَوْلُهُ : نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالٰى وَلَاُصَلِّبَنَّكُمْ فِيْ جُذُوْعِ النَّخْلِ

এখানে نَحْوُ হলো مبتدأ , আর قَوْلِهِ -এর قول হলো مضاف এবং مصدر مُضَاف আর ضمير হলো فَاعِل ও فِعْل ; فَاعِل হলো هو ضمير হলো فِعْلِية এবং فِعْل হলো فَاعِل মিলে جُمْلَة فِعْلِية হয়ে تَعَالٰى হলো ذو الحال এবং فعل হলো مركب إضافي مُضَاف إليه ও مُضَاف, قول -এর, مُضَاف إليه মিলে مُضَاف إليه হয়ে ذو الحال ও حال হয়েছে, حال আর لَاُصَلِّبَنَّكُمْ -এর فِعْل হলো فَاعِل এবং أنا ضمير হলো مفعول به এবং كُمْ হলো فِيْ আর قول, مركب إضافي مُضَاف إليه ও مُضَاف, مُضَاف إليه হলো النَّخْلِ আর جُذُوْع হলো حرف جار এবং مُضَاف إليه মিলে مُضَاف إليه হয়ে مجرور ও جار ; فِعْل তার فَاعِل এবং مفعول به ও مُتَعَلِّق কে নিয়ে مُتَعَلِّق হয়েছে فِعْل এর সাথে, مُضَاف إليه হয়েছে قول ও مقُوْلَة মিলে مقُوْلَة হয়ে جُمْلَة فِعْلِية خبريه হয়েছে, نحو -এর, مُضَاف ও مُضَاف إليه মিলে خبر হয়েছে مبتدأ محذوف -এর, مبتدأ ও خبر মিলে خبر হয়ে مركب إضافي جُمْلة اِسْمِيَّة خبرية হয়েছে।

وَالْكَافُ لِلتَّشْبِيْهِ نَحْوُ زَيْدٌ كَالْأَسَدِ، وَقَدْ تَكُوْنُ زَائِدَةً نَحْوُ قَوْلِهٖ تَعَالٰى لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ، وَمُذْ وَمُنْذُ لِابْتِدَاءِ الْغَايَةِ فِي الزَّمَانِ الْمَاضِيْ، نَحْوُ مَا رَأَيْتُهٗ مُذْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَمُنْذُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، أَيِ ابْتِدَاءُ عَدَمِ رُؤْيَتِيْ إِيَّاهُ كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْآنِ، وَقَدْ تَكُوْنَانِ بِمَعْنٰى جَمِيْعِ الْمُدَّةِ، نَحْوُ مَارَأَيْتُهٗ مُذْ يَوْمَيْنِ أَوْمُنْذُ يَوْمَيْنِ، أَيْ جَمِيْعُ مُدَّةِ انْقِطَاعِ رُؤْيَتِيْ إِيَّاهُ يَوْمَانِ.

অনুবাদ: আর [حروف جارة -এর নবমটি হলো] كاف , এটি تَشْبِيْه বা সাদৃশ্য বুঝানোর জন্য ব্যবহার হয়। যেমন- زَيْدٌ كَالْأَسَدِ [যায়েদ সিংহের ন্যায়] কখনো كاف টি অতিরিক্ত হয়। যেমন, আল্লাহর বাণী- لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ [তাঁর মত কোনো বস্তু নেই]

আর [حروف جارة -এর ১০ তম ও ১১ তম টি হলো] مُنْذُ ও مُذْ ; এটি অতীত কালের কোনো কাজের শুরু বুঝানোর জন্য ব্যবহার হয়। যেমন- مَا رَأَيْتُهٗ مُذْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ বা مُنْذُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ [আমি তাকে জুমু'আর দিন হতে দেখছি না]। অর্থাৎ, তাকে আমার না দেখার প্রারম্ভ জুমুআর দিন হতে শুরু করে এখন পর্যন্ত আছে এবং কখনো مُذْ ও مُنْذ উভয়টি পূর্ণ সময়ের সমষ্টি বুঝানোর জন্য ব্যবহার হয়। যেমন- مَارَأَيْتُهٗ مُذْ يَوْمَيْنِ বা مُنْذُ يَوْمَيْنِ [আমি তাকে দু'দিন যাবত দেখছি না]। অর্থাৎ, তাকে আমার না দেখার পূর্ণ সময় হলো দু'দিন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

كَافْ -এর বর্ণনা :

হরফে জার كَافْ টি দু'টি অর্থের জন্য ব্যবহার হয়।

১. تَشْبِيْه -এর জন্য। بَاب تَفْعِيْل হলো تَشْبِيْه -এর মাসদার। এটার অর্থ হলো তুলনা করা বা উপমা পেশ করা। পরিভাষায় যে كَافْ টি বাক্যের মধ্যে এক বস্তুকে অপর বস্তুর সাথে তুলনা করার জন্য ব্যবহার হয় তাকে كَافْ تَشْبِيْه বলা হয়। যেমন- زَيْدٌ كَالْأَسَدِ অর্থাৎ, যায়েদ সিংহের মতো। এখানে زَيْد শব্দকে أَسَد -এর সাথে كَافْ দ্বারা তুলনা করা হয়েছে। কাজেই বুঝা গেল যে, এখানে كَافْ টি تَشْبِيْه -এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে।

২. কখনো زِيَادَة -এর জন্য ব্যবহার হয়। زِيَادَة অর্থ হলো অতিরিক্ত হওয়া। পরিভাষায় যে كَافْ টি বাক্যের মাঝে অতিরিক্ত হিসেবে আসে, তাকে ফেলে দিলে অর্থের মাঝে কোনো পরিবর্তন হয় না। শুধুমাত্র বাক্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে তাকেই كَافْ زِيَادَة বলা হয়। যেমন- لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ অর্থাৎ, তার ন্যায় কেউ নেই। এখানে كَافْ টি অতিরিক্ত হিসেবে এসেছে।

উল্লেখ্য যে كَافْ টি কখনো اِسْم এর অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন- يَضْحَكُ عَنْ كَالْبَرَدِ অর্থাৎ, সে শিলার ন্যায় সাদা দন্ত দিয়ে হাসছে। এখানে كَافْ টি ইসমের অর্থে ব্যবহার হয়েছে।

مُذْ ও مُنْذ -এর আলোচনা :

প্রকাশ থাকে যে, مُذْ ও مُنْذ উভয়টির ব্যবহার বিধি একই রকম। مُذْ ও مُنْذ দু'টি অর্থে ব্যবহার হয়।

১. لِابْتِدَاءِ الْغَايَةِ فِي الزَّمَانِ الْمَاضِيْ অর্থাৎ, অতীত কালের কোনো সময় সীমার প্রারম্ভকে বুঝানোর জন্য ব্যবহার হয়। যেমন- مَا رَأَيْتُهٗ مُنْذُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ বা مَا رَأَيْتُهٗ مُذْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ অর্থাৎ, আমি তাকে শুক্রবার হতে দেখিনি। এখানে مُذْ ও مُنْذُ উভয়টি অতীতকালের কোনো সময় সীমার শুরু বা প্রারম্ভকে বুঝানোর জন্য ব্যবহার হয়েছে।

২. جَمِيْعِ الْمُدَّةِ বা অতীতকালের পূর্ণ সময়কে বুঝানোর জন্য ব্যবহার হয়। যেমন- مَا رَأَيْتُهُ مُذْ يَوْمَيْنِ বা مَا رَأَيْتُهُ مُنْذُ يَوْمَيْنِ অর্থাৎ আমি তাকে দু'দিন যাবত দেখছি না। এখানে مُذْ ও مُنْذُ টি না দেখার পূর্ণ সময়টাকে বুঝানোর জন্য ব্যবহার হয়েছে।

ইবারতের তারকীবসমূহ

তারকীব : ১. قَوْلُهُ : والْكَافُ لِلتَّشْبِيْهِ

وَ হলো عَاطِفة এবং اَلْكَافُ হলো مبتدأ আর للتشبيه-এর لام হলো حرف جار আর اَلتَّشْبِيْهِ হলো مجرور ও جار ; مجرور মিলে متعلق হয়েছে উহ্য شبه فعل ; نائب فاعل ضمير হলো مستعملة شبه فعل-এর সাথে, তার মাঝে উহ্য ضمير হলো مستعملة شبه فعل-এর সাথে, তার মাঝে উহ্য ضمير হলো متعلق ও نائب فاعل কে নিয়ে جُمْلة اِسْمِيَّة خبرية হয়ে خبر হয়েছে, مبتدأ ও خبر মিলে جُمْلة اِسْمِيَّة خبرية হয়েছে।

তারকীব : ২. قَوْلُهُ : نَحْوُ زَيْدٌ كَالْاَسَدِ

এখানে نَحْوُ-এর পূর্বে مثاله উহ্য আছে যা হলো مبتدأ এবং نَحْوُ হলো مُضَاف আর زَيْدٌ হলো مبتدأ আর كَالْاَسَدِ আর الاسد হলো مجرور ও جار ; مجرور মিলে متعلق হয়েছে كائن-এর সাথে, যা উহ্য كاف হলো حرف جار আর الاسد হলো مجرور ও جار ; مجرور মিলে متعلق হয়েছে كائن-এর সাথে, যা উহ্য مبتدأ, شبه فعل তার মাঝে هو ضمير হলো فاعل , شبه فعل কে নিয়ে متعلق ও فاعل তার شبه فعل হয়ে خبر হয়েছে, جُمْلة اِسْمِيَّة خبرية হয়ে خبر ও مركب إضَافي মিলে خبر হয়েছে, مضاف إليه হয়েছে, مُضَاف ও مضاف إليه মিলে جُمْلة اِسْمِيَّة خبرية হয়েছে, مبتدأ-এর, مبتدأ ও خبر মিলে جُمْلة اِسْمِيَّة خبرية হয়েছে।

তারকীব : ৩. قَوْلُهُ : وَقَدْ تَكُوْنُ زَائِدَةً

وَ হলো عاطفة এবং قَدْ হলো تقليلية এবং تَكُوْنُ হলো فِعْل ناقص তার মাঝে هي ضمير হলো اِسْم ناقص এবং وَ হলো عاطفة এবং قَدْ হলো تقليلية এবং تَكُوْنُ হলো فِعْل ناقص তার اِسْم ও خبر কে নিয়ে جُمْلَة فِعْلِية خبرية হয়ে خبر ; خبر ناقص হলো زَائِدَةً।

তারকীব : ৪. قَوْلُهُ : نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالٰى لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ أَيْ لَيْسَ مِثْلَهُ شَيْءٌ

এখানে ذو হলো مضاف আর مصدر مُضَاف এবং نَحْوُ হলো مبتدأ محذوف নظيره-এর قَوْلِهِ হলো مضاف এবং ذو الحال ; حال হয়ে جُمْلَة فِعْلِية মিলে فَاعِل ও فِعْل ; فَاعِل হলো هو ضمير তার মাঝে উহ্য تَعَالٰى হলো فِعْل الحال এবং فِعْل ناقص হলো لَيْسَ, قول হয়ে خبر হয়েছে, مركب إضَافي মিলে مُضَاف إليه ও مُضَاف, -এর, قول হয়েছে مُضَاف إليه হয়ে حال মিলে كَمِثْلِهِ এবং مُضَاف إليه ও مُضَاف , مُضَاف إليه হলো ذو আর مضاف إليه হলো مثل এবং حرف جار হলো كاف-এর সাথে যা كائنا-এর সাথে مجرور হয়েছে, جار ও مجرور মিলে مُتَعَلِّق হয়ে خبر হয়েছে, مركب إضَافي এবং তার شبه فعل محذوف হলো ليس خبر ناقص مُقَدَّمْ হয়ে شِبْه جُملة কে نِيয়ে مُتَعَلِّق ও فَاعِل তার فَاعِل , شبه فعل হলো هو ضمير شَيْءٌ, এর, ليس হলো خبر ناقص مُقَدَّمْ হয়ে شِبْه جُملة কে নি

তারকীব : ৬.

قَوْلُهُ : نَحْوُ مَا رَأَيْتُهُ مُذْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَوْ مُنْذُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَيْ اِبْتِدَاءُ عَدَمِ رُؤْيَتِيْ اِيَّاهُ كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اِلَى الْاٰنِ.

এখানে نَحْوُ -এর পূর্বে مثاله উহ্য আছে যা مبتدأ এবং نحو হলো مُضَاف আর مَا رَأَيْتُهُ এর হলো فِعْل এবং ما رأيت হলো فَاعِل এবং ت ضمير হলো مضاف আর يَوْم হলো مفعول به এবং مُذْ হলো حرف جار আর الجمعة হলো مُضَاف إليه ও مضاف , مُضَاف إليه মিলে مُضَاف إليه ও مضاف মিলে مجرور ও جار মিলে مجرور হয়েছে, معطوف عليه এবং أَوْ হলো حرف عطف আর منذ হলো حرف جار এবং يَوْم হলো مُضَاف আর الجمعة হলো مُضَاف إليه ও مضاف , مُضَاف إليه মিলে مُضَاف إليه ও مضاف মিলে مجرور ও جار মিলে مجرور হয়েছে, معطوف عليه; معطوف ও معطوف মিলে مُتَعَلِّق হলো ما رأيت -এর সাথে, فِعْل তার ابتداء হলো حرف تفسير এবং أَيْ হলো مفسر হয়ে جملة فعلية خبرية কে নিয়ে متعلق ও مفعول به ـ فاعل হলো مُضَاف إليه এবং ياء متكلم আর مصدر مُضَاف হলো عَدَم এবং مُضَاف إليه হলো رُؤْيَتِيْ -এর رؤيت مضاف إليه ও مُضَاف إليه মিলে مُضَاف হয়েছে এবং مصدر مضاف , مفعول به এর হলো مصدر مضاف তার اياه -এর সাথে, فعل ناقص হলো كَانَ এবং তার مضاف إليه কে নিয়ে مبتدأ হয়েছে, اسم হলো يَوْمَ আর كان হলো هو ضمير ; مُضَاف إليه ও مضاف মিলে مُضَاف إليه হলো الجمعة এবং مضاف إليه হলো إِلَى এবং خبر كان হলো الْاٰن আর حرف جار , مجرور ও جار মিলে متعلق হয়েছে كان مركب إضافي হয়ে خبر হয়েছে, مبتدأ এর, فعلية خبرية جملة কে নিয়ে متعلق ও خبر এবং اسم তার كان -এর সাথে, فعل ناقص ও مضاف ও مُضَاف মিলে مُضَاف إليه হয়েছে نحو এর, تفسير ও مفسر মিলে تفسير হয়েছে, اسمية خبرية جملة হয়ে خبر মিলে مُضَاف إليه মিলে مركب إضافي হয়ে خبر হয়েছে مبتدأ এর, مبتدأ ও خبر মিলে اسمية خبرية جملة হয়েছে।

তারকীব : ৭. قَوْلُهُ : وَقَدْ تَكُوْنَانِ بِمَعْنٰى جَمِيْعِ الْمُدَّةِ

اِسْم ناقص হলো الف تثنية ضمير হলো فِعْل ناقص তার শেষে تَكُوْنَانِ এবং تقليلية হলো قَدْ এবং عَاطِفة হলো واو এবং بِمَعْنٰى -এর باء হলো حرف جار এবং مُضَاف হলো جَمِيْع ও مُضَاف এবং الْمُدَّةِ হলো مُضَاف إليه, -এর, مُضَاف إليه ও مُضَاف মিলে مُضَاف إليه হলো معنى এবং حرف جار হলো معنى -এর, مُضَاف إليه ও مُضَاف মিলে مُضَاف إليه হয়ে مركب إضافي হয়ে পুনরায় مُضَاف إليه ও مُضَاف মিলে مجرور ও جار মিলে مجرور হয়েছে, متعلق হয়েছে فِعْل উহ্য এর সাথে অর্থাৎ, مستعملتان - এর সাথে, تامة কে নিয়ে مُتَعَلِّق ও نائب فَاعِل তার شبه فِعْل: نائب فَاعِل হলো هما ضمير ; مُتَعَلِّق হয়ে شِبْه جُملة হয়ে خبر হয়েছে, ناقص فِعْل তার اِسْم ও خبر কে নিয়ে جُمْلَة فِعْلِية خبرية হয়েছে।

তারকীব : ৮. قَوْلُهُ : نَحْوُ مَارَأَيْتُهُ مُذْ يَوْمَيْنِ أَوْمُنْذُ يَوْمَيْنِ أَيْ جَمِيْعُ مُدَّةِ اِنْقِطَاعِ رُؤْيَتِيْ اِيَّاهُ يَوْمَانِ ـ

এখানে نَحْوُ -এর পূর্বে نظيره উহ্য আছে যা مبتدأ এবং نَحْوُ হলো مُضَاف আর مَا رَأَيْتُهُ -এর ما رأيت হলো فِعْل তার শেষে ت ضمير হলো فَاعِل এবং ه যমীর হলো مفعول به এবং مُذْ হলো حرف جار আর يَوْمَيْنِ হলো مجرور অতঃপর مجرور ও جار মিলে مجرور হয়েছে, معطوف عليه এবং أَوْ হলো حرف عطف এবং مُنْذُ হলো حرف جار আর يَوْمَيْنِ হলো مجرور ; مجرور ও جار মিলে مجرور হয়েছে, متعلق হয়েছে مُتَعَلِّق হলো رأيته -এর সাথে, فِعْل তার مفعول به ـ معطوف ও معطوف মিলে معطوف عليه এখন مُتَعَلِّق ও فَاعِل কে নিয়ে جُمْلَة فِعْلِية خبرية হয়ে مفسر হয়েছে, أَيْ হলো حرف تفسير এবং جَمِيْعُ হলো مُضَاف আর مُدَّةِ হলো প্রথম مُضَاف إليه এবং انقطاع হলো দ্বিতীয় مُضَاف إليه আর رؤيتي এর হলো তৃতীয় مُضَاف إليه এবং ياء হলো مُضَاف إليه আর اِيَّاهُ হলো رؤية -এর مفعول به এখন مُضَاف إليه ও مضاف مصدر مُضَاف স্বীয় مُضَاف إليه কে নিয়ে مُضَاف إليه হয়ে انقطاع হয়েছে এর। অতঃপর এগুলো মিলে مُضَاف إليه হবে مدة এর, তারপর مُضَاف إليه ও مُضَاف মিলে مُضَاف إليه হয়ে مركب إضافي হয়ে আবার مُضَاف إليه ও مُضَاف মিলে مُضَاف إليه হয়েছে جميع -এর, অতঃপর مُضَاف إليه ও مُضَاف মিলে مُضَاف إليه হয়ে مركب إضافي হয়ে مبتدأ হয়েছে, এবং يَوْمَانِ হলো خبر ও مبتدأ , خبر মিলে مبتدأ হয়ে مركب إضافي হয়ে جُمْلة اِسْمِيَّة خبرية হয়েছে, এরপর مُضَاف إليه ও مُضَاف মিলে مُضَاف إليه হয়েছে نحو এর, مُضَاف إليه ও مفسر মিলে تفسير হয়েছে, এরপর تفسير ও مفسر মিলে مُضَاف إليه ও مُضَاف মিলে مُضَاف إليه হয়ে مركب إضافي হয়ে خبر হয়েছে, অতঃপর مبتدأ محذوف -এর, مبتدأ ও خبر মিলে إسْمية خبرية جُملة হয়েছে।

وَرُبَّ لِلتَّقْلِيْلِ، وَلَهَا صَدْرُ الْكَلَامِ، وَلَا يَكُوْنُ مَجْرُوْرُهَا إِلَّا نَكِرَةً مَوْصُوْفَةً، وَلَا يَكُوْنُ مُتَعَلِّقُهُ إِلَّا فِعْلًا مَاضِيًا، نَحْوُ رُبَّ رَجُلٍ كَرِيْمٍ لَقِيْتُهُ، وَقَدْ تَدْخُلُ عَلَى الضَّمِيْرِ الْمُبْهَمِ وَلَايَكُوْنُ تَمْيِيْزُهُ إِلَّا نَكِرَةً مَوْصُوْفَةً، نَحْوُ رُبَّهُ رَجُلًا جَوَّادًا وَقَدْ يَكُوْنُ لِلتَّكْثِيْرِ نَحْوُرُبَّ مَالٍ صَرَفْتُهُ، وَالْوَاوُ لِلْقَسَمِ، وَهِيَ لَا تَدْخُلُ إِلَّا عَلَى الْاِسْمِ الظَّاهِرِ لَا عَلَى الْمُضْمَرِ، نَحْوُ وَاللّٰهِ لَأَشْرَبَنَّ اللَّبَنَ، وَقَدْ تَكُوْنُ بِمَعْنٰى رُبَّ، نَحْوُ وَعَالِمٍ يَعْمَلُ بِعِلْمِهٖ أَيْ رُبَّ عَالِمٍ يَعْمَلُ بِعِلْمِهٖ، وَالتَّاءُ لِلْقَسَمِ، وَهِيَ لَا تَدْخُلُ إِلَّا عَلَى اسْمِ اللّٰهِ تَعَالٰى، نَحْوُ تَاللّٰهِ لَأَضْرِبَنَّ زَيْدًا.

অনুবাদ: আর [حروف جارة -এর ১২ তমটি হলো] رُبَّ ; এটি تَقْلِيْل তথা স্বল্পতা বুঝানোর জন্য ব্যবহার হয় এবং رُبَّ -এর জন্য বাক্যের প্রারম্ভে হওয়া জরুরি এবং এর مَجْرُوْر টি শুধুমাত্র نَكِرَة مَوْصُوْفَة বা গুণ সম্পন্ন অনির্দিষ্ট বিশেষ্য পদই হয়ে থাকে এবং তার مُتَعَلَّق ও কেবলমাত্র فِعْل مَاضِي -ই হতে পারে। যেমন- رُبَّ رَجُلٍ كَرِيْمٍ لَقِيْتُهُ [আমি স্বল্প সংখ্যক ভদ্রলোকের সাক্ষাত পেয়েছি] কখনো তা ضَمِيْر مُبْهَمْ বা অস্পষ্ট সর্বনামের উপর প্রবেশ হয়, তখন এর تَمْيِيْز [সন্দেহ দূরকারী পদ] কেবলমাত্র نَكِرَة مَوْصُوْفَة তথা গুণবিশিষ্ট অনির্দিষ্ট পদই হবে। যেমন- رُبَّهُ رَجُلًا جَوَّادًا [দানশীল ভদ্রলোক খুব কমই রয়েছে]। কখনো কখনো رُبَّ টি تَكْثِيْر বা অধিক্য বুঝানোর জন্য ব্যবহার হয়। যেমন- رُبَّ مَالٍ صَرَفْتُهُ [আমি অনেক সম্পদ খরচ করেছি] আর [حروف جارة -এর ১৩ তমটি হলো] واو ; এটি কসমের জন্য ব্যবহার হয় এবং তা اِسْم ظَاهِر [প্রকাশ্য বিশেষ্য পদ] -এর পূর্বে আসে। اِسْم ضَمِيْر [অপ্রকাশ্য সর্বনামের] সাথে ব্যবহার হয় না। যেমন وَاللّٰهِ لَأَشْرَبَنَّ اللَّبَنَ [আল্লাহর শপথ আমি অবশ্যই দুধ পান করব]। কখনো তা رُبَّ -এর অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন- وَعَالِمٍ يَعْمَلُ بِعِلْمِهٖ এর অর্থ হলো رُبَّ عَالِمٍ يَعْمَلُ بِعِلْمِهٖ [খুব কম আলেমই তার ইলম অনুযায়ী আমল করে]

আর [حروف جارة -এর ১৪ তমটি হলো] التاء ; এটিও শপথের জন্য ব্যবহার হয়। আর তা কেবল আল্লাহর নামের শুরুতেই ব্যবহার হয়। যেমন- تَاللّٰهِ لَأَضْرِبَنَّ زَيْدًا [আল্লাহর শপথ অবশ্যই আমি যায়েদকে প্রহার করব]।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

رُبَّ -এর আলোচনা :

رُبَّ হরফে জার টি তিনটি অর্থের জন্য ব্যবহার হয়-

১. تَقْلِيْل -এর জন্য ব্যবহার হয়। تَقْلِيْل হলো بَاب تَفْعِيْل -এর মাসদার। এর অর্থ হলো স্বল্পতা। পরিভাষায় যে رُبَّ টি বাক্যে স্বল্পতা অর্থ প্রদানের জন্য ব্যবহার হয় তাকে رُبَّ تَقْلِيْلِيَّة বলা হয়। উল্লেখ্য যে, رُبَّ টি যখন تَقْلِيْل -এর অর্থ দিবে তখন তার জন্য শর্ত হলো তার মাজরূরটা نَكِرَة مَوْصُوْفَة হতে হবে এবং এর مُتَعَلَّق বা সম্পর্কযুক্ত ক্রিয়া পদটি فِعْل مَاضِي হতে হবে। যেমন رُبَّ رَجُلٍ كَرِيْمٍ لَقِيْتُهُ অর্থাৎ, আমি স্বল্প সংখ্যক

ভদ্রলোকের সাক্ষাত পেয়েছি। এখানে رُبَّ -এর مجرور হলো رَجُلٍ আর তা نَكِرَة مَوْصُوْفَة হয়েছে। কেননা كَرِيْم তার صفة হয়েছে এবং এর সম্পর্কযুক্ত পদটিও فِعْل مَاضِي হয়েছে। কাজেই বুঝা গেল যে, এখানে رُبَّ টি تَقْلِيْل -এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে।

২. কখনো رُبَّ পদটি ضَمِيْر مُبْهَمْ -এর পূর্বে আসে, তখন ضَمِيْر مُبْهَمْ -এর تَمْيِيْز টি نَكِرَة مَوْصُوْفَة হবে। যেমন– رُبَّهُ رَجُلًا جَوَّادًا অর্থাৎ, দানশীল লোক খুবই অল্প। এখানে رُبَّ টি ضَمِيْر مُبْهَمْ -এর পূর্বে এসেছে এবং এর تَمْيِيْز টিও نَكِرَة مَوْصُوْفَة হয়েছে।

৩. কখনো رُبَّ টি كَثُرَتْ -এর জন্যও ব্যবহার হয়। যেমন رُبَّ رَجُلٍ عَالِمٍ لَقِيْتُهُ অর্থাৎ, আমি অনেক বিদ্বান লোকের সাথে সাক্ষাত করেছি। এখানে رُبَّ টি كَثُرَتْ -এর জন্য ব্যবহার হয়েছে।

বিঃ দ্রঃ ضمير مبهم সেই ضمير কে বলে যার مرجع নির্দিষ্ট নয়। বা যার مرجع বাক্যে উল্লেখ থাকে না।

واو -এর আলোচনা :

হরফে জার وَاو টি দু'টি অর্থে ব্যবহার হয়।

১. এটি قَسَم [শপথ]-এর জন্য ব্যবহার হয়। যেমন وَاللّٰهِ لَاَشْرَبَنَّ لَبَنًا অর্থাৎ, আল্লাহর শপথ অবশ্যই আমি দুধ পান করব। এখানে واو টি কসমের জন্য ব্যবহার হয়েছে।

২. কখনো وَاو টি رُبَّ تَقْلِيْلِيَّة -এর অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন وَعَالِمٍ يَعْمَلُ بِعِلْمِهِ অর্থাৎ, খুব কম আলেমই স্বীয় ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করে। এখানে وَاو টি رُبَّ -এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে।

প্রকাশ থাকে যে, وَاو টি قَسَم -এর ক্ষেত্রে ব্যবহার হওয়ার জন্য ৩টি শর্ত রয়েছে। এই শর্তগুলো না পাওয়া গেলে তা কসমের জন্য ব্যবহার হবে না।

১. وَاو টি শুধু মাত্র اِسْم ظَاهِر -এর সাথেই ব্যবহার হবে। যেমন– وَاللّٰهِ لَاَشْرَبَنَّ لَبَنًا এবং اِسْم ضَمِيْر -এর সাথে ব্যবহার হবে না।

২. وَاو -এর পূর্বের فِعْل কে অবশ্যই উহ্য রাখতে হবে। যেমন وَاللّٰهِ অর্থাৎ, اُقْسِمُ وَاللّٰهِ বলা বৈধ হবে না। কেননা তার শুরুতে فِعْل টা উল্লেখ আছে।

৩. وَاو দ্বারা কসমের ক্ষেত্রে কোনো প্রশ্ন বা প্রার্থনা জ্ঞাপক কোনো শব্দ যোগ করা যাবে না। তাইতো وَاللّٰهِ اَخْبِرْنِيْ বলা শুদ্ধ হবে না।

تَاء -এর আলোচনা :

হরফে জার تاء টি শুধুমাত্র একটি অর্থের জন্য ব্যবহার হয়। তা হলো– تَاء টি শুধুমাত্র قَسَم -এর জন্য ব্যবহার হয়। তাও আবার لَفْظ اَللّٰه ব্যতীত অন্য কোনো শব্দের সাথে ব্যবহার হয় না। যেমন– تَاللّٰهِ لَاَضْرِبَنَّ زَيْدًا [আল্লাহর কসম! অবশ্যই আমি যায়েদকে মারব] تَا للّٰهِ لَاَذْهَبَنَّ الْيَوْمَ [আল্লাহর শপথ! অবশ্যই আমি আজকে যাব]।

এ উপমাগুলোর মাঝে تَاء টি শপথের জন্য ব্যবহার হয়েছে এবং اللّٰه শব্দের সাথে ব্যবহার হয়েছে।

ইবারতের তারকীবসমূহ

তারকীব : ১. قَوْلُهُ : وَرُبَّ لِلتَّقْلِيْلِ

لِلتَّقْلِيْل -এর لَام হলো حَرْف جَار আর اَلتَّقْلِيْل হলো مَجْرُور অতঃপর وَاو হলো عَاطِفَة এবং رُبَّ হলো مُبْتَدَأ আর مَجْرُور ও جَار مُتَعَلَّق হয়েছে উহ্য فِعْل شِبْه مُسْتَعْمَلَة -এর সাথে, তার মাঝে ضَمِيْر هِي হলো نَائِب فَاعِل ; مَجْرُوْر ও جَار তার مُتَعَلَّق ও نَائِب فَاعِل কে নিয়ে جُمْلَة شِبْه হয়ে خَبَر হয়েছে, مُبْتَدَأ ও خَبَر মিলে جُمْلَة اسْمِيَّة خبرية হয়েছে।

তারকীব : ২. قَوْلُهُ : وَلَهَا صَدْرُ الْكَلَامِ

مُتعلَّق مِلে مَجْرور ও جَارْ مِلে গেলো عَاطِفة এবং وَاو হলো ঊহ্য شِبْه فِعل -এর সাথে; তার মাঝে هو ضَمِيْر হলো فَاعِل ; فَاعِل তার شِبْه فِعل -এর সাথে; ثَابِت شِبْه فِعْل কে নিয়ে مُتعلَّق ও فَاعِل তার مضاف , مضاف إليه হলো صَدْرُ الْكَلَام এবং مُضَاف হলো صَدْرُ الْكَلَام আর خَبَر مُقَدَّم হয়ে جُمْلة مضاف ও مُضاف إليه মিলে خَبَر ও مُبْتَدَأ ; مُبْتَدَأ হয়ে مُركب إضافِيْ হয়েছে।

তারকীব : ৩. قَوْلُهُ : وَلَا يَكُوْنُ مَجْرُوْرُهَا إِلَّا نَكِرَةً مَوْصُوْفَةً وَلَا يَكُوْنُ مُتَعَلَّقُهُ إِلَّافِعْلًا مَاضِيًا

مضاف إليه হলো مُضاف আর هَا যমীর হলো عَاطِفة বা مُسْتَأنِفَة হলো وَاو আর يكون لَا হলো فِعْل نَاقص এবং مَجْرور হলো مُضاف আর هَا যমীর হলো إِسْتِثْناء হলো حَرْف এবং نَكِرَة হলো إِسْم তার فِعل نَاقِص خَبَر ناقص অতঃপর مُسْتَثْنٰى مُفَرَّغ মিলে صفة ও مُوْصوف ; صفة হলো مَوْصُوفة আর مَوْصوف فِعل نَاقص হলো لَا يَكُون আর حَرْف عَطف এবং وَاو হলো مَعطوف عَليه হয়ে جُمْلة فِعْلية خبرية ও خَبَر কে নিয়ে مُتَعَلَّقُهُ -এর আর مُضَاف হলো مُتَعَلَّقْ আর مضاف إليه ও مُضَاف , مضاف إليه মিলে مُرَكب إضافِيْ হয়ে صفة ও مَوْصُوف , صفة হলো مَاضِيًا আর مَوْصوف হলো فِعْلًا আর حَرْف إِسْتِثناء হলো إِلَّا এবং إِسْم نَاقِص মিলে صفة ও مَوْصُوف হয়ে جُمْلة مَعْطوفة হয়ে جُمْلة فِعْلية خبرية হয়েছে ; خَبَر نَاقِص হয়ে مُسْتثنٰى مفرغ হয়েছে।

তারকীব : ৪. قَوْلُهُ : نَحْوُ رُبَّ رَجُلٍ كَرِيْمٍ لَقِيْتُه

এখানে نحو -এর পূর্বে نَظِيْرُهُ ঊহ্য আছে যা مُبْتَدَأ এবং نَحْو হলো مُضَاف আর رُبَّ হলো حَرْف جَار এবং رَجُلٍ হলো مُتَعلَّق আর كَرِيْمٍ হলো صفة অতঃপর مَوْصُوف ও صفة মিলে مَوْصُوْف হয়েছে; আর جار ও مَجْرُور মিলে مَجْرُوْر হয়েছে, لَقِيْتُ -এর সাথে, فِعْل তার শেষে تُ ضَمِير হলো فَاعِل এবং যমীর ه হলো مفعول به - فعل مِلে مُقَدَّمْ তার فَاعِل ও مُضَاف إليه ও مُضَاف, مضاف إليه হলো جُمْلة فِعْلية انشائية হয়েছে এর, نَحْو مضاف إليه ও مفعول به - فَاعِل মিলে مُركب إضافِيْ হয়ে جُمْلة اسْمِيّة خبرية হয়েছে এর, مُبْتَدَأ مَحْذوف ও مُبْتَدَأ মিলে خَبَر হয়েছে।

তারকীব : ৫. قَوْلُهُ : وَقَدْ تَدْخُلُ عَلَى الضَّمِيْرِ الْمُبْهَمِ وَلَايَكُوْنُ تَمْيِيْزُهُ إِلَّا نَكِرَةً مَوْصُوْفَةً

عَلٰى হলো فَاعِل এবং هي হলো ضَمِير এবং قَدْ হলো تَدْخل তার মাঝে فِعْل হলো تَقْلِيْلية এবং وَاو হলো عَاطِفة এবং مَجْرور হলো صفة ও مَوْصُوْف হয়েছে; مَوْصوف হলো الْمُبْهَم এবং صفة অতঃপর مَوْصُوف হলো الضَّمِيْر এবং حَرْف جَار جُمْلة فِعْلية خبرية হয়েছে مُتَعَلِّق ও فَاعِل তার فِعْل, تَدْخل فعل -এর সাথে, مُتَعَلِّق ও جَار ও مَجْرور মিলে تَمْيِيْز -এর تَمْيِيْزُه আর فِعْل ناقص হলো لَايَكُوْنُ আর حَرْف عَطف হলো وَاو এবং معطوف عَليه হয়ে إِسْم ناقص হয়েছে, مُضَاف আর যমীর ه হলো مضاف إليه অতঃপর مُضَاف إليه ও مضاف মিলে مُركب اضافى হয়ে مَوْصوف ;صفة হলো مَوْصوفة আর مَوْصوف হলো نَكِرَة এবং حَرْف إِسْتِثناء হলো إِلَّا আর مُسْتَثْنٰى صفة ও مَوْصوف মিলে خَبَر ও إِسْم তার فِعْل نَاقِص কে নিয়ে خَبَر نَاقِص হয়ে مُفَرَّغ হয়ে جُمْلة مَعْطوفة হয়ে جُمْلة اسْمِيّة خبرية হয়েছে।

তারকীব : ৬. قَوْلُهُ : نَحْوُ رُبَّهُ رَجُلًا جَوَادًا لَقِيْتُهُ

এখানে نَظِيْره হলো مُبْتَدَأ مَحْذوف এবং نَحْو হলো مُضَاف এবং رُبَّهُ -এর رُبَّ হলো حَرْف جَار এবং যমীর ه হলো تمييز হয়েছে। مُمَيَّز এবং رَجُلا হলো مَوْصوف এবং جَوادًا হলো صفة অতঃপর مَوْصُوف ও صفة মিলে مَوْصُوْف হয়েছে, مَجْرور ও جار মিলে مَجْرُور হয়েছে, لَقِيْتُهُ -এর সাথে, فِعْل হলো لَقِيْتُهُ ও تمييز মিলে مَجْرور তার فَاعِل হলো ضَمِير এবং যমীর ه হলো مَفْعُول به অতঃপর فِعْل তার فَاعِل এবং مُتَعَلِّق مُقَدَّمْ এবং مَفْعُول به ও مُتَعَلِّق কে নিয়ে مُركَّب إضَافِيْ হয়ে مضاف إليه ও مُضَاف, مضاف إليه হলো جُمْلة فِعْلية انشائية হয়েছে এর, نَحْو مضاف إليه ও مُضَاف মিলে مُبْتَدَأ مَحْذُوْف ও مُبْتَدَأ মিলে خَبَر হয়েছে এর, جُمْلة اسْمِيّة خبرية হয়েছে।

قَوْلُهٗ : وَقَدْ يَكُوْنُ لِلتَّكْثِيْرِ .٧

তারকীব : ইসম نَاقِص হলো هو ضَمِير হলো فِعْل نَاقص তার মাঝে يَكُون হলো تَقْلِيْلِية এবং قَدْ হলো عَاطِفة এবং واو আর لِلتَّكْثِيْر -এর لَام হলো حَرْف جَار এবং اَلتَّكْثِيْر হলো مَجْرُور অতঃপর جَار ও مَجْرُور মিলে مُتَعَلِّق হয়েছে ঊহ্য نَابِبًا شِبْه فِعْل -এর সাথে, তার মাঝে هو ضَمِير হলো فَاعِل ; فَاعِل তার شِبْه فِعْل কে নিয়ে مُتَعَلِّق ও فَاعِل কে নিয়ে جُمْلة فِعْلية خبرية হয়ে خَبَر হয়েছে, فِعْل نَاقص তার إِسْم ও خَبَر কে নিয়ে جُمْلة فِعْلية خبرية হয়েছে।

قَوْلُهٗ : نَحْوُ رُبَّ مَالٍ صَرَفْتُهٗ .٨

তারকীব : এখানে نَظِيْرُهٗ ঊহ্য আছে যা مُبْتَدَأ হয়েছে, نَحْوُ হলো مُضَاف এবং رُبَّ হলো حَرْف جَار এবং مَالٍ হলো مَجْرور অতঃপর جَار ও مَجْرور মিলে مُتَعَلِّق হয়েছে صَرَفْتُه -এর সাথে, صَرَفْتُه হলো فِعل এবং তার শেষে تُ ضَمِير হলো فَاعِل এবং ياء হলো مَفْعول به ; فِعْل তার فَاعِل এবং مَفْعُول به কে নিয়ে مُتَعَلِّق ও فَاعِل কে নিয়ে جُمْلة فِعْلية انشائية হয়ে جُمْلة مضاف إليه হয়েছে এর, نَحْو হলো مُبْتَدَأ, مُبْتَدَأ এর, خَبَر হয়েছে خَبَر ও مُبْتَدَأ মিলে مُرَكب إِضَافِيْ হয়ে مضاف إليه ও مُضَاف جُمْلة إِسْمِيَّة خبرية হয়েছে।

قَوْلُهٗ : وَالْوَاوُ لِلْقَسَمِ .٩

তারকীব : واو হলো عَاطِفة এবং وَاوُ হলো اَلْوَاوُ এবং لِلْقَسَمِ -এর لام হলো حرف جار আর القسم হলো مجرور অতঃপর جار ও مجرور মিলে مُتَعَلِّق হয়েছে مستعملة -এর সাথে যা ঊহ্য আছে, তার মাঝে هي ضمير হলো فَاعِل, نائب فَاعِل তার شِبْه فِعْل কে নিয়ে جُمْلة اسْمِيّة خبرية হয়ে خَبَر হয়েছে مُبْتَدَأ -এর, مُبْتَدَأ ও خَبَر মিলে مُتَعَلِّق ও نَائِب فَاعِل جُمْلة اسْمِيّة خبرية হয়েছে।

قَوْلُهٗ : وَهِيَ لَا تَدْخُلُ إِلَّا عَلَى الْإِسْمِ الظَّاهِرِ لَا عَلَى الْمُضْمَرِ .١٠

তারকীব : واو হলো عَاطِفة এবং هِيَ হলো هي ضَمِير হলো مُبْتَدَأ আর لَا تَدْخُل হলো فِعْل তার মাঝে إِلَّا হলো فَاعِل ; إِسْتِثْنَاء আর عَلَى হলো حَرْف جَار এবং اَلْإِسْم হলো مَوْصُوْف এবং اَلظَّاهِر হলো صفة অতঃপর مَوْصُوف ও صفة মিলে مَجْرُور এবং جَار ও مَجْرُور মিলে مَعْطُوف عَلَيه হয়েছে لَا হলো حَرْف عَطْف এবং عَلَى হলো مَعْطُوف عَلَيه আর اَلْمُضْمَر হলো حَرْف جَار ও مَجْرُور মিলে হলো مَعْطُوف সুতরাং مجرور ও جار; مَعْطُوف ও مَعْطُوف عَلَيه মিলে جُمْلة مُسْتَثْنى مفرغ হয়ে مُتَعَلِّق হয়েছে لا تدخل এর সাথে, এখন فِعْل তার فَاعِل ও مُتَعَلِّق কে নিয়ে جُمْلة فِعْلية خبرية হয়ে خَبَر হয়েছে, مُبْتَدَأ ও خَبَر মিলে جُمْلة اسْمِيّة خبرية হয়েছে।

قَوْلُهٗ : نَحْوُ وَاللّٰهِ لَاَشْرَبَنَّ اللَّبَنَ .١١

তারকীব : এখানে نَظِيره হলো لفظ اللّٰه এবং حَرْف جَار হলো وَاو যা ঊহ্য আছে, আর نَحْوُ হলো مُضَاف এবং مُبْتَدَأ হলো أُقْسِم فِعْل مَحْذُوف -এর সাথে, তার মাঝে انا ضَمِير হলো فِعْل ; مَجْرور ও جَار ; مَجْرور ও مُتَعَلِّق মিলে مُتَعَلِّق হয়েছে, لَاَشْرَبَنَّ তার মাঝে فِعْل হলো فَاعِل তার فَاعِل ও مُتَعَلِّق কে নিয়ে جُمْلة فِعْلية انشائية হয়ে قَسَم হয়েছে, فَاعِل তার فِعْل , مَفْعول به হলো اللَّبَن এবং فَاعِل হলো ضَمِير কে নিয়ে مَفْعول به এবং فَاعِل ও فِعْل তার جُمْلة فِعْلية خبرية হয়ে جَوَاب قَسَم হয়েছে, এবং قَسَم ও جَوَاب قَسَم মিলে مضاف إليه ও مُضَاف, -এর نحو مضاف إليه হয়েছে مُبْتَدَأ ও خَبَر মিলে جُمْلة اسْمِيّة خبرية হয়ে خَبَر হয়েছে, مُبْتَدَأ -এর, مُرَكب إِضَافِيْ হয়েছে।

قَوْلُهٗ : وَقَدْ تَكُوْنُ بِمَعْنٰى رُبَّ .١٢

তারকীব : إِسْم হলো هي ضَمِير হলো فِعْل نَاقِص এবং তার মাঝে تَكُون হলো تَقْلِيْلِية এবং قَدْ হলো عَاطِفة এবং وَاو ও مُضَاف ; مضاف إليه হলো رُبَّ এবং مُضَاف হলো مَعْنٰى আর حَرْف جَار হলো باء -এর بِمَعْنٰى এবং نَاقِص مُسْتَعْمَلَة شبه فِعل হয়েছে مُتَعَلِّق মিলে مجْرور ও جَار, হয়েছে مَجْرور হয়ে مركَّب إِضَافِيْ মিলে مضاف إليه شِبه جُمْلة -এর সাথে, তার মাঝে هي ضَمِير হলো فَاعِل তার شِبْه فِعل ; نَائِب فاعل ও نَائِب فاعل কে নিয়ে مُتعلِّق ও مُتَعَلِّق কে নিয়ে محذُوْف হয়ে خَبَر হয়েছে, مُبْتَدَأ ও خَبَر মিলে جُمْلة اسْمِيّة خبرية হয়েছে, إِسْم তার فِعْل نَاقِص ও خَبَر কে নিয়ে جُمْلة فِعْلية خبرية হয়েছে।

قَوْلُهٗ : نَحْوُ وَعَالِمٍ يَعْمَلُ بِعِلْمِهٖ أَيْ رُبَّ عَالِمٍ يَعْمَلُ بِعِلْمِهٖ .১৩ তারকীব :

এখানে عَالِمٍ হলো حَرْف جَار এবং وَاو হলো مُضَاف এবং نَحْوُ হলো مُبْتَدَأ যা উহ্য আছে এবং نَظِيْرُه হলো مَوْصوف এবং يَعْمَلُ হলো فِعْل আর তার মাঝে هو ضَمِير হলো فَاعِل এবং بعلمه -এর باء হলো حَرْف جار এবং ه আর مُضَاف হলো علم অতঃপর مُضَاف إليه ও مُضَاف ، مضاف إليه মিলে مُرَكَّب اِضافِيْ হয়ে مَجرور হয়েছে, جُمْلة مُتَعَلِّق কে নিয়ে فِعْل তার فَاعِل এবং يَعْمَلُ فعل হলো -এর সাথে, مَجرور ও جَار মিলে مُجْرور ও جار এর, وَاو হলো صفة ও مَوْصوف মিলে صفة হলো مَوْصوف এর, مَجرُوْر হয়েছে فِعْلية خبرية হয়ে فِعْل يَعمل হলো مَوصوف আর عَالِمٍ হলো حَرف جَار এবং رُبَّ হলো حَرْف تَفْسير এবং أَيْ হলো مُفسِّر, ب হলো حَرف جَار আর علم হলো مُضَاف এবং يَمير ه ضَمِير হলো فَاعِل এবং بِعِلْمه -এর مُضَاف إليه ও مُضَاف অতঃপর مَجرور ও جَار ؛ مَجْرور হয়ে مُركبِ اضافِيْ মিলে مُتَعَلِّق مَجرور হলো -এর, مَوصُوف হয়েছে صفة হয়ে جُمْلة فِعْلية خبرية কে নিয়ে مُتَعَلِّق ও فَاعِل তার فِعْل হলো -এর সাথে, يعمل -এর, مُتَعَلِّق মিলে تفسير ও مُفسِّر ، تَفْسير মিলে مَجْرور ও جَارَ, -এর, رُبَّ হয়েছে مَجْرور মিলে صفة ও مَوصوف হয়েছে مُتَعَلِّق ও فَاعِل তার فِعْل অতঃপর فَاعِل কে নিয়ে مُتَعَلِّق হলো تُ ضمير -এর সাথে, তার শেষে لقيت فعل محذوف -এর, خبر হয়ে جُمْلة فِعْلية انشائية হয়েছে مركَّبِ اضَافِيْ মিলে مضاف إليه ও مُضَاف, مضاف إليه হয়েছে, خبر হয়ে جُمْلة اسْمِيّة خبرية হয়েছে مُبْتَدَأ ও خَبَر মিলে مُبْتَدَأ -এর,

قَوْلُهٗ : وَالتَّاءُ لِلْقَسَمِ .১৪ তারকীব :

مَجرور হলো اَلْقَسْم حَرْف جار হলো لَام -এর لِلْقَسَم এবং مُبْتَدَأ হলো اَلتَّاءُ عَاطِفة এবং وَاو হলো نائب هِي ضَمِير হলো مُسْتَعْمَلَةٌ উহ্য -এর সাথে, তার মাঝে مجرور ও جار অতঃপর مُتَعَلِّق হয়েছে مُبْتَدَأ, -এর, خبر ও مُبْتَدَأ মিলে شِبه جُمْلة হয়ে خبر হয়েছে مُتَعَلِّق ও نائب فَاعِل তার شبه فِعْل;فَاعِل جُمْلة اسْمِيّة خبرية হয়েছে।

قَوْلُهٗ : وَهِيَ لَا تَدْخُلُ إِلَّا عَلَى اسْمِ اللّٰهِ تَعَالٰى .১৫ তারকীব :

هِيَ হলো مبتدأ আর هي ضمير হলো فاعل তার মাঝে لا تدخل فعل হলো عاطفة আর واو হলো إِلَّا এবং فاعل হলো تعَالٰى আর ذو الحال হলো لفظ اَللّٰه এবং مُضَاف إِسْم হলো حرف جار এবং عَلٰى আর حرف استثناء হলো فِعْل তার মাঝে هو ضمير হলো فَاعِل অতঃপর فِعْل ও فاعل মিলে جُمْلة فِعْلية হয়ে حال হয়েছে, حال ও ذوالحال মিলে مجرور হয়েছে مركب اضافِيْ হয়ে مجرور হয়েছে عَلٰى এর, مُضَاف, مضاف إليه ও مضاف إليه মিলে إِسْم হয়েছে مستثنى مفرغ হয়ে مُتَعَلِّق হয়েছে لاتدخل -এর সাথে, فِعْل তার فَاعِل ও مُتَعَلِّق কে নিয়ে جُمْلة فِعْلية خبرية হয়ে خبر হয়েছে مُبْتَدَأ, -এর, خبر ও مُبْتَدَأ মিলে جُمْلة اسْمِيّة خبرية হয়েছে।

قَوْلُهٗ : نَحْوُ تَاللّٰهِ لَاَضْرِبَنَّ زَيْدًا .১৬ তারকীব :

এখানে لفظ اللّٰهِ আর حَرف جَار হলো تاء আর نَحْوُ হলো مُضَاف এবং مُبْتَدَأ مَحذوف নظيره হলো مَجرور অতঃপর مُتَعَلِّق مَجرور ও جَار হলো ضَمِير مستتر হলো انا -এর সাথে, এর মধ্যে فِعْل مَحْذُوْف أُقْسِمُ হয়েছে, فِعْل তার فَاعِل ও مُتَعَلِّق কে নিয়ে جُمْلة فِعْلية انشائية হয়ে قسم এবং لَاَضْرِبَنَّ হলো أنا তার মাঝে فِعْل, فَاعِل جُمْلة فِعْلية خبرية হলো فَاعِل এবং زَيْدًا হলো مَفعول به ও فَاعِل তার فِعْل অতঃপর مَفعول به কে নিয়ে فَاعِل হলো ضمير مضاف ও مُضَاف, -এর, نَحْو হয়েছে مضاف إليه হয়ে جُمْلة قَسْمِيَّة মিলে جَوَاب قَسْم ও قَسْم ، جَوَاب قَسْم হয়ে جُمْلة اسْمِيّة خبرية হলো مُبْتَدَأ مَحذوف -এর, خبر ও مُبْتَدَأ মিলে خَبَر হয়ে مُركب اضافِيْ إليه মিলে جُمْلة হয়েছে।

اِعْلَمْ أَنَّهُ لَابُدَّ لِلْقَسَمِ مِنَ الْجَوَابِ، فَإِنْ كَانَ جَوَابُهُ جُمْلَةً اِسْمِيَّةً فَإِنْ كَانَتْ مُثْبَتَةً وَجَبَ أَنْ تَكُوْنَ مُصَدَّرَةً بِإِنَّ أَوْلَامِ الْاِبْتِدَاءِ، نَحْوُ وَاللّٰهِ إِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ وَوَاللّٰهِ لَزَيْدٌ قَائِمٌ، وَإِنْ كَانَتْ مَنْفِيَّةً كَانَتْ مُصَدَّرَةً بِمَا وَلَا وَإِنْ، مِثْلُ وَاللّٰهِ مَازَيْدٌ قَائِمًا وَوَاللّٰهِ لَا زَيْدٌ فِي الدَّارِ وَلَا عَمْرٌو وَوَاللّٰهِ إِنْ زَيْدٌ قَائِمٌ. وَإِنْ كَانَ جَوَابُهُ جُمْلَةً فِعْلِيَّةً فَإِنْ كَانَتْ مُثْبَتَةً كَانَتْ مُصَدَّرَةً بِاللَّامِ وَقَدْ أَوْ بِاللَّامِ وَحْدَهُ، مِثْلُ وَاللّٰهِ لَقَدْ قَامَ زَيْدٌ وَوَاللّٰهِ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا، وَإِنْ كَانَتْ مَنْفِيَّةً فَإِنْ كَانَتْ فِعْلًا مَاضِيًا كَانَتْ مُصَدَّرَةً بِمَا، مِثْلُ وَاللّٰهِ مَا قَامَ زَيْدٌ، وَإِنْ كَانَتْ فِعْلًا مُضَارِعًا كَانَتْ مُصَدَّرَةً بِمَا أَوْ لَا أَوْ لَنْ، مِثْلُ وَاللّٰهِ مَا أَفْعَلَنَّ كَذَا وَوَاللّٰهِ لَا أَفْعَلَنَّ كَذَا وَوَاللّٰهِ لَنْ أَفْعَلَ كَذَا، وَقَدْ يَكُوْنُ جَوَابُ الْقَسَمِ مَحْذُوْفًا إِنْ كَانَ قَبْلَ الْقَسَمِ جُمْلَةٌ كَالْجُمْلَةِ الَّتِي وَقَعَتْ جَوَابَهُ، مِثْلُ زَيْدٌ عَالِمٌ وَاللّٰهِ، أَيْ وَاللّٰهِ إِنَّ زَيْدًا عَالِمٌ، أَوْ كَانَ الْقَسَمُ وَاقِعًا بَيْنَ أَجْزَاءِ الْجُمْلَةِ الْمَذْكُوْرَةِ، مِثْلُ زَيْدٌ وَاللّٰهِ عَالِمٌ، أَيْ وَاللّٰهِ إِنَّ زَيْدًا عَالِمٌ.

অনুবাদ: তুমি জেনে রাখ যে, নিশ্চয় قَسَم -এর জন্য جَوَاب قَسَم জরুরি। অতঃপর جُمْلَة جَوَاب قَسَم যদি اسْمِيَّة হয়ে হ্যাঁ বাচক হয়, তবে جَوَاب قَسَم-কে إِنَّ বা لَام اِبْتِدَاء দ্বারা আরম্ভ করতে হবে। যেমন- وَاللّٰهِ إِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ [আল্লাহর শপথ! অবশ্যই যায়েদ দাঁড়ানো]। وَاللّٰهِ لَزَيْدٌ قَائِمٌ [আল্লাহর শপথ! অবশ্যই যায়েদ দাঁড়ানো]। আর যদি مَنْفِيَّة [না বাচক] হয়, তবে তা مَا বা لَا বা إِنْ দ্বারা আরম্ভ করতে হবে। যেমন- وَاللّٰهِ مَا زَيْدٌ قَائِمًا [আল্লাহর কসম! যায়েদ দণ্ডায়মান নেই]। وَاللّٰهِ لَا زَيْدٌ فِي الدَّارِ وَلَا عَمْرٌو [আল্লাহর শপথ! ঘরে যায়েদও নেই এবং আমরও নেই]। وَاللّٰهِ إِنْ زَيْدٌ قَائِمٌ [আল্লাহর কসম! যায়েদ দাঁড়ানো নেই]।

আর যদি جَوَاب قَسَم -টি جُمْلَة فِعْلِيَّة হয়ে হ্যাঁ বাচক হয়, তবে لَام اِبْتِدَاء ও قَدْ অথবা শুধু لَام اِبْتِدَاء দ্বারা তা আরম্ভ করতে হবে। যেমন- وَاللّٰهِ لَقَدْ قَامَ زَيْدٌ [আল্লাহর শপথ! নিশ্চয় যায়েদ দাঁড়িয়েছে]। বা وَاللّٰهِ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا [আল্লাহর শপথ! নিশ্চয় আমি এরূপ করব]। যদি جَوَاب قَسَم টি না বাচক হয়, তবে فِعْل টি مَاضِي হলে তা مَا দ্বারা আরম্ভ করতে হবে। যেমন- وَاللّٰهِ مَا قَامَ زَيْدٌ [আল্লাহর কসম! যায়েদ দাঁড়ায়নি]। আর যদি فِعْل টি مُضَارِع হয়, তবে مَا বা لَا বা لَنْ দ্বারা বাক্য আরম্ভ করতে হবে। যেমন- وَاللّٰهِ مَا اَفْعَلَنَّ كَذَا [আল্লাহর কসম! অবশ্যই আমি এরূপ করব না]। বা وَاللّٰهِ لَا اَفْعَلَنَّ كَذَا [আল্লাহর কসম! অবশ্যই আমি এরূপ করব না]। وَاللّٰهِ لَنْ اَفْعَلَ كَذَا [আল্লাহর শপথ! অবশ্যই আমি এরূপ কখনোই করব না] কখনো جَوَاب قَسَم টা উহ্য থাকে যদি কসমের পূর্বে এমন বাক্য থাকে যা جَوَاب قَسَم -এর মতোই। যেমন- زَيْدٌ عَالِمٌ وَاللّٰهِ ["যায়েদ জ্ঞানী আল্লাহর শপথ!"] অথবা قَسَم যদি جَوَاب قَسَم -এর জুমলার ন্যায় কোনো জুমলার দু'পংক্তির মাঝে পতিত হয়। [তবুও جَوَاب قَسَم উহ্য থাকবে] যেমন- زَيْدٌ وَاللّٰهِ عَالِمٌ অর্থাৎ, আল্লাহর শপথ! নিশ্চয় যায়েদ জ্ঞানী। এ বাক্যের পূর্ণরূপ হলো- وَاللّٰهِ إِنَّ زيدًا عَالِمٌ [আল্লাহর শপথ! নিশ্চয় যায়েদ জ্ঞানী]।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

প্রকাশ থাকে যে, قَسَم -এর জন্য একটি جَوَاب قَسَم আবশ্যক এবং এই جَوَاب قَسَم টি হ্যাঁ বাচকও হতে পারে এবং না বাচকও হতে পারে এবং جُمْلَة فِعْلِيَة -ও হতে পারে আবার جُمْلَة اسْمِيَّة -ও হতে পারে। গ্রন্থকার বলেন, যদি جَوَاب قَسَم টি جُمْلَة اسْمِيَّة হয়ে হ্যাঁ বাচক হয়, তবে তাকে إِنَّ বা لَام اِبْتِدَاء দ্বারা আরম্ভ করতে হবে। যেমন– وَاللّٰهِ إِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ অর্থাৎ, আল্লাহর শপথ! নিশ্চয় যায়েদ দণ্ডায়মান। বা وَاللّٰهِ لَزَيْدٌ قَائِمٌ অর্থাৎ, আল্লাহর কসম! যায়েদ দাঁড়ানো। এখানে جُمْلَة اسْمِيَّة হ্যাঁ বাচক হওয়ার কারণে لَام ও إِنَّ দ্বারা جَوَاب قَسَم -কে আরম্ভ করা হয়েছে।

আর যদি جَوَاب قَسَم টি جُمْلَة اسْمِيَّة হয়ে না বাচক হয়, তখন তাকে مَا বা لَا বা إِنْ দ্বারা শুরু করতে হবে। যেমন– وَاللّٰهِ مَا زَيْدٌ قَائِمٌ [আল্লাহর শপথ! যায়েদ দাঁড়ানো নেই]। বা وَاللّٰهِ لَا زَيْدٌ فِي الدَّارِ وَلَا عَمْرٌو [আল্লাহর কসম! ঘরে যায়েদও নেই এবং আমরও নেই]। বা وَاللّٰهِ إِنْ زَيْدٌ قَائِمٌ [আল্লাহর কসম! যায়েদ দাঁড়ানো নেই]।

এ সকল উপমাগুলোর মধ্যে جَوَاب قَسَم টা جُمْلَة اسْمِيَّة হয়ে না বাচক হওয়ার কারণে ১ম উদাহরণে جَوَاب قَسَم কে مَا দ্বারা এবং ২য় উদাহরণে لَا দ্বারা ও ৩য় উদাহরণে جَوَاب قَسَم -কে إِنْ দ্বারা আরম্ভ করা হয়েছে। এ সকল উপমার মধ্যে وَاللّٰهِ হলো قَسَم এবং এর পরবর্তী جُمْلَة টা হলো جَوَاب قَسَم।

পক্ষান্তরে যদি جَوَاب قَسْم টা جُمْلَة فِعْلِيَة হয়ে হ্যাঁ বাচক হয়, তবে لام ও قد উভয়ই এক সাথে অর্থাৎ, لقد ব্যবহার করা উত্তম। যেমন وَاللّٰه لَقَد قَامَ زَيْد [আল্লাহর কসম! যায়েদ দাঁড়িয়েছে]। তবে যদি جواب قسم -এর মধ্যে نعم ও بئس আসে তবে শুধু لام ব্যবহার করলেই চলবে। কেননা, এদের রূপান্তর হয় না।

আর যদি جواب قسم টা فعل مضارع হয়ে হ্যাঁ বাচক হয়, তবে তার প্রথমে لام ও শেষে نون تَأْكِيْد নেওয়া উত্তম। যেমন– والله لأضربن زيدا [আল্লাহর শপথ! আমি অবশ্যই যায়েদকে প্রহার করব]। কিন্তু যদি فِعْل مضارع مثبت -এর উপর متعلق -এর উপর لام প্রবেশ করে এবং متعلق টা এর পূর্বে আসে, তবে جواب قسم -এর মধ্যে শুধু لام নেওয়াই যথেষ্ট হবে। যেমন আল্লাহর বাণী– لَئِن مُّتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللّٰه تُحْشَرُوْنَ অর্থাৎ, যদি তোমরা স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ কর বা নিহত হও, তবে অবশ্যই আল্লাহর সমীপে পুনরায় তোমাদের উপস্থিত হতে হবে।

আর যদি جواب قسم -টা فعل مَاضِي হয়ে না বাচক হয়, তবে তাকে ما দ্বারা শুরু করতে হবে। যেমন– وَاللّٰهِ مَا قَامَ زَيْدٌ [আল্লাহর শপথ! যায়েদ দাঁড়ায়নি]। এখানে فِعْل مَاضِي না সূচক হওয়ায় তাকে مَا দ্বারা শুরু করা হয়েছে।

আর যদি جَوَاب قَسْم টা فِعْل مُضَارِع হয়ে না বাচক হয়, তবে তাকে مَا বা لَا এবং لَنْ দ্বারা আরম্ভ করা হবে। যেমন– وَاللّٰه مَا أَفْعَلَنَّ كَذَا [আল্লাহর কসম! আমি এরূপ করব না]। বা واللهِ لَا أَفْعَلَنَّ كَذَا [আল্লাহর শপথ! আমি কিছুতেই এরূপ করব না]। বা وَاللّٰه لَنْ أَفْعَلَ كَذَا [আল্লাহর শপথ! আমি কখনোই এরূপ করব না]।

এ উপমাগুলোর মধ্যে جَوَاب قَسْم টা فِعْل مُضَارِع مَنْفِيْ হওয়ার কারণে ১ম উপমাতে مَا দ্বারা এবং ২য় উপমাতে لَا দ্বারা ও ৩য় উপমাতে لَنْ দ্বারা তাকে আরম্ভ করা হয়েছে।

جَوَاب قَسَم উহ্য থাকার বিধান :

প্রকাশ থাকে যে, কখনো কখনো جَوَاب قَسَم -টা উহ্যও থাকতে পারে। অর্থাৎ, যদি قَسَم এর পূর্বে এমন কোনো جُمْلَة উল্লেখ থাকে যা جَوَاب قَسَم -এর ন্যায়, তবে সেখানে جَوَاب قَسَم টা উহ্য থাকতে পারবে। যেমন– زَيْدٌ عَالِمٌ وَاللّٰهِ [আল্লাহর কসম! যায়েদ জ্ঞানী]। এখানে وَاللّٰهِ হলো قَسَم তার পূর্বের বাক্যটি جَوَاب قَسَم -এর মতো হওয়ার কারণে এখানে جَوَاب قَسَم কে উল্লেখ করা হয়নি।

অথবা قَسَم টি যদি এমন জুমলার মাঝে পতিত হয় যা جَوَاب قَسَم -এর মতো, তখনও جَوَاب টা উহ্য থাকতে পারে। যেমন- زَيْدٌ وَاللّٰه عَالِمٌ [আল্লাহর কসম! যায়েদ জ্ঞানী]।

এখানে وَاللّٰه হলো قَسَم এটি زَيْد ও عَالِم -এর মাঝে পতিত হয়েছে, আর زَيْدٌ عَالِمٌ বাক্যটি جَوَاب قَسَم -এর সাদৃশ্য বিধায় এখানে جَوَاب قَسَم কে উল্লেখ না করে উহ্য রাখা হয়েছে।

ইবারতের তারকীবসমূহ

قَوْلُهُ: اِعْلَمْ أَنَّهُ لَابُدَّ لِلْقَسَمِ مِنَ الْجَوَابِ .১ : তারকীব

اِعْلَمْ হলো فِعْل এবং তার মাঝে حَرْف مُشَبَّهَة بِالْفِعل হলো أَنَّ এবং فَاعِل হলো أَنْت ضَمِير আর যমীর ه হলো اِسْم এবং أَنَّ হলো حَرْف جَار হলো لَام এর- لِلْقَسَم আর اِسْم لَا হলো بُدَّ এবং لاے نَفْي جِنْس হলো لَا এবং أَنَّ হলো اَلْقَسَم আর مَجْرور অতঃপর جَار ও مَجْرور মিলে مُتَعَلِّق اول হলো صَادِر উহ্য فِعْل -এর সাথে, তার মাঝে هو ضمير হলো صَادر এবং مُتَعَلِّق ثانى মিলে مَجرور ও جَار অতঃপর اَلْجَوَابِ আর حَرف جَار হলো مِنْ এবং فَاعِل -এর সাথে, তার مُتَعَلِّق কে নিয়ে جُمْلة হয়ে خَبَر হয়েছে لاے نَفْي جِنْس এবং উভয় شِبه فِعْل مَحذوف, তার فَاعِل ও خَبَر কে নিয়ে جُمْلة اسْمِيّة এর, أَنَّ তার اِسْم ও خَبَر কে নিয়ে أَنَّ -এর خَبَر হয়েছে, اِعْلم فِعْل তার فَاعِل ও مَفْعول কে নিয়ে جُمْلة فِعْلية إِنْشائية হয়েছে, -এর مَفْعول به হয়ে خبرية হয়েছে।

قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ جَوَابُهُ جُمْلَةً اسْمِيَّةً فَإِنْ كَانَتْ مُثْبَتَةً وَجَبَ أَنْ تَكُوْنَ مُصَدَّرَةً بِإِنَّ أَوْلَامِ الْاِبْتِدَاءِ .২ : তারকীব

فَاء হলো تفصيلية এবং إِنْ হলো حرف شرط এবং كَانَ হলো فِعْل ناقص এবং جَوَابُهُ -এর جواب হলো مُضَاف আর যমীর ه হলো مضاف إليه অতঃপর مضاف ও مضاف إليه মিলে مركب اضافِيْ এবং جُمْلَةً হলো اِسْم كان এবং كان তার اِسْم ও خبر কে নিয়ে جملة فِعْلية خبرية হয়েছে, خبر كان হলো صفة ও موصوف ؛ صفة হলো اِسْمِيَّةً আর موصوف হলো فِعْل ناقص এবং كانت হলো حرف شرط এবং إن হলো جزائية এবং فاء হলো شرط হয়ে جملة فِعْلية خبرية হয়েছে, إن হলো حرف شرط এবং كان হলো فِعْل ناقص ؛ خبر كان হলো مثبتة এবং اِسْم كان হলো هي ضمير আর তার خبر ও اِسْم কে নিয়ে فِعْل ناقص হলো تَكُوْنُ এবং أَنْ হলো مَصْدَرِيَّة এবং وَجَبَ হলো فِعْل আর أَنْ হলো حرف شرط হয়ে جُمْلة فِعْلية خبرية হয়েছে। جُمْلة فِعْلية خبرية তার মাঝে نائب فَاعِل হলো هي ضمير এবং نائب فَاعِل ও مُضَاف হলো لَامْ এবং مُصَدَّرَةً হলো فِعْل আর তার মাঝে شبه হলো هي ضمير এবং اِسْم ناقص হলো هي ضمير এবং مُضَاف হলো لَامْ এবং حرف عطف হলো أَوْ এবং معطوف عليه হলো انَّ এবং حرف جار হলো باء -এর بِانَّ আর معطوف, معطوف হয়ে مركب اضافِيْ মিলে مضاف إليه ও مُضَاف অতঃপর مضاف إليه হলো اَلْاِبْتِدَاءِ -এর সাথে, شبه مصدرة شِبه فِعْل হয়েছে مُتَعَلِّق মিলে مجرور ও جار হয়েছে, مجرور ও معطوف عليه মিলে معطوف হয়েছে, فِعْل ناقص তার اِسْم ও خبر কে নিয়ে شِبه جُمْلة হয়ে خبر ناقص হয়েছে, مُتَعَلِّق ও نائب فَاعِل তার فِعْل -এর, شرط ও جزاء মিলে جملة شرطية হয়ে পুনরায় جزاء হয়েছে شرط হয়েছে جزاء -এর, جُمْلة فِعْلية خبرية হয়ে جزاء হয়েছে। فإن كان الخ -এর, অতঃপর شرط ও جزاء মিলে جملة شرطية হয়েছে।

قَوْلُهُ: نَحْوُ وَاللّٰهِ إِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ وَوَاللّٰهِ لَزَيْدٌ قَائِمٌ .৩ : তারকীব

এখানে لفظ اللّٰهِ হলো حرف جار এবং واو হলো مُضَاف আর نَحْوُ হলো مُبْتَدَأ محذوف এবং نظيره হলো أقسم فعل উহ্য مُتَعَلِّق হলো أنا ضمير অতঃপর جار ও مجرور মিলে مجرور হয়ে قسم এর সাথে, তার মাঝে حرف مشبهة بالفعل হলো إِنَّ এবং جُمْلة فِعْلية إنشائية হয়ে فَاعِل ও مُتَعَلِّق কে নিয়ে فِعْل, فَاعِل তার

আর ابدا হলো زيدا এবং قائم হলো اسم إن অতঃপর خبر إن তার اسم ও خبر কে নিয়ে جُمْلة اسْمِيّة خبرية হয়ে حرف جار হলো وا হলো حرف عطف হলো واو , معطوف عليه হলো جواب قسم ও قسم মিলে جواب قسم হয়েছে, حرف جار হলো واو পরবর্তী واو হলো حرف عطف হলো واو , معطوف عليه হলো جواب قسم ও قسم মিলে جواب قسم হয়েছে, এবং اَللّٰهِ হলো مجرور ও جار , مجرور মিলে متعلق হলো محذوف أقسم فعل- এর সাথে, তার মাঝে ضمير হলো أنا জুমলা ইসমিয়া খবরিয়া হয়েছে। لَزَيْدٌ- এর لام হলো ابتدائية যা قسم হয়ে جُمْلة فِعْلية انشائية কে নিয়ে এবং فاعل তার ও متعلق কে فعل ; فاعل جُمْلة اسْمِيّة خبر ও مُبْتَدَأ মিলে خبر হলো قَائِمٌ আর مُبْتَدَأ হলো زيد অতঃপর تَاْكِيْد- এর জন্য এসেছে এবং مضاف معطوف ও معطوف عليه, جواب قسم ও قسم মিলে جواب قسم হয়েছে, جواب قسم হয়ে انشائية مُبْتَدَأ, এর- مضاف ও مضاف إليه মিলে مركب اضافِيْ হয়ে خبر হলো مُبْتَدَأ خبر ও مُبْتَدَأ মিলে خبر হয়ে جُمْلة اسْمِيّة خبرية হয়েছে।

قَوْلُهُ : وَإِنْ كَانَتْ مَنْفِيَّةً كَانَتْ مُصَدَّرَةً بِمَا وَلَا وَإِنْ .৪ : তারকীব

اسم هي ضمير হলো فعل ناقص হলো كَانَتْ আর حرف شرط হলো إِنْ এবং حرف عطف হলো واو, شرط হয়ে جُمْلة فِعْلية خبرية হয়েছে, خبر ناقص ও اسم তার فعل ناقص ; خبر ناقص منفية হলো ناقص এবং مصدرة হলো شبه فعل তার মাঝে هي ضمير হলো اسم ناقص এবং فعل ناقص হলো كَانَتْ তার মাঝে هي ضمير হলো حرف عطف হলো واو এবং معطوف عليه হলো مَا আর حرف جار হলো باء এর- بما নায়েব فاعل এবং لَا হলো حرف عطف হলো واو এবং معطوف عليه হলো إِنْ আর حرف شرط হলো إِنْ অতঃপর معطوف عليه তার উভয় معطوف اول এবং واو হলো معطوف ثانى কে নিয়ে مجرور হয়েছে; مصدرة- এর সাথে, فعل شبه তার فاعل নায়েব ও متعلق কে নিয়ে جُمْلة فِعْلية خبرية হয়ে شِبه جُمْلة হয়েছে, فعل ناقص তার اسم ও خبر কে নিয়ে خبر ناقص হয়েছে, جزاء হয়ে جزاء হয়েছে, شرط ও جزاء মিলে جملة شرطية হয়েছে।

قَوْلُهُ : مِثْلُ وَاللّٰهِ مَازَيْدٌ قَائِمًا وَوَاللّٰهِ لَا زَيْدٌ فِي الدَّارِ وَلَا عَمْرٌو وَوَاللّٰهِ إِنْ زَيْدٌ قَائِمٌ .৫ : তারকীব

এখানে مِثْلُ- এর পূর্বে نظيره উহ্য আছে, তা হলো مُبْتَدَأ এবং مثل হলো مضاف আর واو হলো حرف جار এবং أنا ضمير হলো اَللّٰهِ অতঃপর مجرور ও جار মিলে متعلق হয়েছে محذوف اقسم فعل- এর সাথে, তার মাঝে المشبهة بليس হলো مَا। جُمْلة فِعْلية انشائية হয়ে قسم হয়েছে। فعل তার فاعل ও متعلق কে নিয়ে جواب قسم হয়ে جُمْلة اسْمِيّة خبرية হয়েছে এবং زَيْدٌ হলো اِسْم ما আর قَائِمًا হলো خبر ما, ما তার اسم ও خبر কে নিয়ে حرف جار হলো واو এবং ثانى حرف عطف হলো واو اول, معطوف عليه হয়েছে, جواب قسم ও قسم মিলে جواب قسم হয়েছে। আর اللّٰهِ হলো مجرور অতঃপর جار ও مجرور মিলে متعلق হয়েছে محذوف اقسم فعل- এর সাথে, তার মাঝে أنا ضمير হলো لائے نَفْي جنس আর زيد হলো معطوف عليه, واو হলো عاطفة لا হলো زائده তাকীদের জন্য। معطوف হলো عمرو। لا এর اسم, مجرور ও جار , مجرور মিলে لا এর معطوف ও معطوف عليه হলো فِيْ আর الدار হলো حرف جار আর فِيْ হলো خبر لا এবং لَا হলো لائے نَفْي جنس আর زيد হলো اسم لا এর معطوف ও معطوف عليه হলো واو এবং ثانى حرف عطف হলো واو, حرف جار হলো وَ আর اللّٰهِ হলো مجرور ও جار মিলে قسم হয়ে جواب قسم হয়েছে, قسم ও جواب قسم মিলে معطوف اول হয়েছে, إِنْ زَيْدٌ- এর জন্য এসেছে এবং مضاف إليه ও مضاف মিলে مركب اضافِيْ হয়ে خبر হলো مُبْتَدَأ خبر ও مُبْتَدَأ মিলে خبر হয়ে جُمْلة اسْمِيّة خبرية হয়েছে।

قَوْلُهُ : وَإِنْ كَانَتْ مَنْفِيَّةً كَانَتْ مُصَدَّرَةً بِمَا وَلَا وَإِنْ .৪ : তারকীব

اسم هي ضمير হলো فعل ناقص হলো كَانَتْ আর حرف شرط হলো إِنْ এবং حرف عطف হলো واو, شرط হয়ে جُمْلة فِعْلية خبرية হয়েছে, خبر ناقص ও اسم তার فعل ناقص ; خبر ناقص منفية হলো ناقص এবং مصدرة হলো شبه فعل তার মাঝে هي ضمير হলো اسم ناقص এবং فعل ناقص হলো كَانَتْ তার মাঝে هي ضمير হলো حرف عطف হলো واو এবং معطوف عليه হলো مَا আর حرف جار হলো باء এর- بما নায়েব فاعل এবং لَا হলো حرف عطف হলো واو এবং معطوف عليه হলো إِنْ আর حرف شرط হলো إِنْ অতঃপর معطوف عليه তার উভয় معطوف اول এবং واو হলো معطوف ثانى কে নিয়ে مجرور হয়েছে; مصدرة- এর সাথে, فعل شبه তার فاعل নায়েব ও متعلق কে নিয়ে جُمْلة فِعْلية خبرية হয়ে شِبه جُمْلة হয়েছে, فعل ناقص তার اسم ও خبر কে নিয়ে خبر ناقص হয়েছে, جزاء হয়ে جزاء হয়েছে, شرط ও جزاء মিলে جملة شرطية হয়েছে।

قَوْلُهُ : مِثْلُ وَاللّٰهِ مَازَيْدٌ قَائِمًا وَوَاللّٰهِ لَا زَيْدٌ فِي الدَّارِ وَلَا عَمْرٌو وَوَاللّٰهِ إِنْ زَيْدٌ قَائِمٌ .৫ : তারকীব

এখানে مِثْلُ- এর পূর্বে نظيره উহ্য আছে, তা হলো مُبْتَدَأ এবং مثل হলো مضاف আর واو হলো حرف جار এবং أنا ضمير হলো اَللّٰهِ অতঃপর مجرور ও جار মিলে متعلق হয়েছে محذوف اقسم فعل- এর সাথে, তার মাঝে المشبهة بليس হলো مَا। جُمْلة فِعْلية انشائية হয়ে قسم হয়েছে। فعل তার فاعل ও متعلق কে নিয়ে جواب قسم হয়ে جُمْلة اسْمِيّة خبرية হয়েছে এবং زَيْدٌ হলো اِسْم ما আর قَائِمًا হলো خبر ما, ما তার اسم ও خبر কে নিয়ে حرف جار হলো واو এবং ثانى حرف عطف হলো واو اول, معطوف عليه হয়েছে, جواب قسم ও قسم মিলে جواب قسم হয়েছে। আর اللّٰهِ হলো مجرور অতঃপর جار ও مجرور মিলে متعلق হয়েছে محذوف اقسم فعل- এর সাথে, তার মাঝে أنا ضمير হলো لائے نَفْي جنس আর زيد হলো معطوف عليه, واو হলো عاطفة لا হলো زائده তাকীদের জন্য। معطوف হলো عمرو। لا এর اسم, مجرور ও جار , مجرور মিলে لا এর معطوف ও معطوف عليه হলো فِيْ আর الدار হলো حرف جار আর فِيْ হলো خبر لا এবং لَا হলো لائے نَفْي جنس আর زيد হলো اسم لا এর معطوف ও معطوف عليه হলো واو এবং ثانى حرف عطف হলো واو, حرف جار হলো وَ আর اللّٰهِ হলো مجرور ও جار মিলে قسم হয়ে جواب قسم হয়েছে, قسم ও جواب قسم মিলে معطوف اول হয়েছে, إِنْ زَيْدٌ- এর জন্য এসেছে এবং مضاف إليه ও مضاف মিলে مركب اضافِيْ হয়ে خبر হলো مُبْتَدَأ خبر ও مُبْتَدَأ মিলে خبر হয়ে جُمْلة اسْمِيّة خبرية হয়েছে।

মিলে متعلق হয়েছে أسم-এর সাথে যা উহ্য আছে, তার মাঝে أنا ضمير হলো ; فاعل তার فعل ও فاعل কে নিয়ে مُبْتَدَأ , خبر হলো قَائِمٌ আর مُبْتَدَأ হলো زَيْدٌ এবং نافية হলো إنْ হয়েছে قسم হয়ে جُمْلة فِعْلية انشائية মিলে معطوف عليه, হয়েছে معطوف ثانى জواب قسم ও قسم । হয়েছে جواب قسم মিলে خبر اسْمِيّة خبرية হয়ে جُمْلة মিলে خبر তার উভয় معطوف কে নিয়ে مضاف إليه হয়েছে مثل এর, مضاف ও مضاف إليه মিলে مركب اضافِيْ হয়ে خبر হয়েছে مُبْتَدَأ এর; محذوف হয়েছে مُبْتَدَأ ও خبر মিলে جُمْلة اسْمِيّة خبرية হলো ।

তারকীব : ৬. قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ جَوَابُهُ جُمْلَةً فِعْلِيَّةً فَإِنْ كَانَتْ مُثْبَتَةً كَانَتْ مُصَدَّرَةً بِاللَّامِ وَقَدْ أَوْ بِاللَّامِ وَحْدَهُ؛ مضاف হলো جواب-এর جَوَابُهُ এবং فعل ناقص হলো كَانَ এবং حرف شرط হলো إنْ এবং حرف عطف হলো وَاو আর موصوف হলো جملة আর اسم كان হয়ে مركب اضافِيْ মিলে مضاف إليه ও مضاف ; مضاف إليه হলো ه যমীর আর جُمْلة اسْمِيّة خبرية হলো صفة فعلية আর صفة ও موصوف; হয়ে كان তার اسم ও خبر কে নিয়ে خبر كان মিলে صفة ও موصوف; হয়ে هي ضمير এবং فعل ناقص হলো كَانَتْ আর شرط হয়ে جُمْلة اسْمِيّة خبرية হলো ان এবং حرف شرط হলো إنْ এবং فعل ناقص হলো كَانَ-এর ف جزائية হলো فَإِنْ; তার مُثْبَتَةً হলো خبر ناقص; তার فِعْل ناقص ও خبر কে নিয়ে اسم ناقص হলো هي ضمير এবং مُصَدَّرَةً হলো اسم ناقص আর هي ضمير এবং كَانَتْ হলো فعل ناقص তার মাঝে شبه فعل হলো قَدْ এবং حرف عطف হলো أَوْ এবং معطوف عليه হলো اَللَّامِ এবং حرف جار হলো بِ এবং نائب فاعل হলো هُ এবং مضاف إليه হলো وَحْدَهُ-এর وحد এবং ظرف হলো الحال ذو এবং الحال হলো اللامِ এবং حرف جار হলো بِاء এবং عطف আর ه যমীর হলো مضاف إليه ও مضاف ، مركب اضافِيْ হয়ে حال হয়েছে ذو الحال মিলে مجرور হয়েছে, ও جار مجرور মিলে معطوف হয়েছে, معطوف عليه ও معطوف মিলে متعلق হয়েছে مصدرة-এর সাথে, তার نائب شبه فعل جُمْلة فِعْلية خبرية হয়ে شِبه جُمْلة خبر ناقص হয়েছে, তার اسم ও خبر কে নিয়ে فعل ناقص হয়েছে, متعلق ও فاعل হলো شرط এর, অবশেষে شرط ও جزاء মিলে جملة شرطية হয়ে معطوف عليه হয়েছে ।

তারকীব ৭. قَوْلُهُ : مِثْلُ وَاللّٰهِ لَقَدْ قَامَ زَيْدٌ وَوَاللّٰهِ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا

এখানে نظير উহ্য আছে তা হলো مجرور হলো اللّٰهِ আর حرف جار হলো وَاو এবং مُبْتَدَأ অতঃপর محذوف হলো أقسم فعل এর সাথে, তার মাঝে أنا ضمير হলো ; فاعل তার فعل ও فاعل কে নিয়ে جُمْلة فِعْلية انشائية হয়ে قسم হয়েছে এবং لَقَدْ-এর لام হলো ابتدائية এবং قد হলো تحقيق এবং حرف ও قسم, جواب قسم হয়ে جملة فِعْلية خبرية মিলে فَاعِل ও فِعْل ; فَاعِل হলো زَيْدٌ এবং فِعْل হলো قَامَ এবং وَاللّٰهِ শব্দটি حرف جار হলো وَاو এবং পরবর্তী وَاو হলো حرف عطف এবং وَاو হলো معطوف عليه এবং جواب قسم হলো مجرور অতঃপর جار ও مجرور মিলে متعلق হয়েছে أقسم-এর সাথে যা উহ্য আছে এবং তার মাঝে أنا ضمير হলো ; فاعل তার فعل ও فاعل কে নিয়ে جُمْلة فِعْلية انشائية হয়ে قسم হয়েছে, لَأَفْعَلَنَّ এবং তার فِعْل হলো متعلق মিলে مجرور ও جار ; مجرور হলো ذا আর حرف جار হলো كاف এবং كَذَا-এর فاعل হয়েছে, ও قسم جواب হয়েছে, لأفعلن-এর সাথে, جُمْلة فِعْلية خبرية হয়ে فعل তার فاعل ও متعلق কে নিয়ে مضاف ও مضاف إليه, مثل-এর, معطوف ও معطوف عليه মিলে معطوف হয়েছে, جواب قسم মিলে خبر হয়েছে مُبْتَدَأ-এর, خبر ও مُبْتَدَأ মিলে جُمْلة اسْمِيّة خبرية হয়েছে । مركب اضافِيْ হয়ে إليه

তারকীব : ٨. قَوْلُهُ : وإن كانت مَنْفِيَّة فَإِنْ كَانَتْ فِعْلًا مَاضِيًا كَانَتْ مُصَدَّرَةً بِمَا

منفية ,اسم ناقص هي হলো فعل ناقص ,كانت হলো حرف شرط ,إن হলো حرف عطف واو হলো جزائية ,فَإِنْ-এর فاء হলো خبر ও اسم তার মিলে جملة اسمية خبرية হয়ে شرط হয়েছে। كانت ا خبر ناقص এবং إن হলো حرف شرط এবং كَانَتْ হলো فعل ناقص এবং তার মাঝে هي ضمير হলো اِسْم ناقص এবং فِعْلًا হলো مَاضِيًا এবং موصوف হলো صفة صفة ও موصوف অতঃপর صفة خبر ناقص , فعل ناقص তার اسم ও خبر কে নিয়ে جُمْلة اسْمِيّة خبرية হয়ে شرط হয়েছে এবং كَانَتْ হলো فِعْل ناقص তার মাঝে هي ضمير হলো اسم ناقص এবং ,مجرور হলো حرف جار আর ما হলো باء এর এবং بِمَا-এর সাথে, مصدرة متعلق হয়েছে ও مجرور ও جار মিলে شِبه جُمْلة হয়ে متعلق ও نائب فاعل তার شبه فعل, مصدرة-এর সাথে, جملة جزاء ও شرط মিলে جزاء হয়েছে, جُمْلة اسْمِيّة خبرية হয়ে جزاء হয়েছে, خبر ও اسم তার فعل ناقص কে নিয়ে خبر ناقص ؛ معطوف عليه হয়ে شرطية হয়েছে।

তারকীব : ٩. قَوْلُهُ : مِثْلُ وَاللّٰهِ مَا قَامَ زَيْدٌ

এখানে উহ্য আছে যা مُبْتَدَأ এবং مِثْلُ হলো مضاف আর وَاللّٰهِ-এর واو হলো حرف جار এবং اَللّٰهِ হলো أنا ضمير অতঃপর مجرور ও جار মিলে متعلق হয়েছে, أقسم فعل محذوف-এর সাথে, তার মাঝে فعل তার فاعل ও متعلق কে নিয়ে جُمْلة فِعْلية انشائية হয়ে قسم হয়েছে এবং مَا হলো نافية এবং قَامَ ;فاعل হলো فعل আর زَيْدٌ হলো فاعل ؛ فعل ও فاعل মিলে جُمْلة فِعْلية خبرية হয়ে قسم হয়েছে, جواب ও قسم, جواب হলো مضاف إليه ও مضاف, مثل-এর, مركب اضافِيْ মিলে خبر হলো مُبْتَدَأ محذوف এর, مُبْتَدَأ ও خبر মিলে جُمْلة اسْمِيّة خبرية হয়েছে।

তারকীব : ١٠. قَوْلُهُ : وَإِنْ كَانَتْ فِعْلًا مُضَارِعًا كَانَتْ مُصَدَّرَةً بِمَا أَوْ لَا أَوْ لَنْ

اسم هي ضمير হলো فعل ناقص এবং তার মাঝে كَانَتْ হলো حرف شرط إنْ হলো عَاطِفة এবং واو فعل আর خبر ناقص صفة ও موصوف মিলে صفة হলো مُضَارِعًا আর موصوف হলো فِعْلًا ناقص এবং باء-এর- بِمَا নায়েব ফায়েল فاعل তার মাঝে هي ضمير হলো اسم ناقص এবং مُصَدَّرَةً হলো فعل ناقص তার كَانَتْ হলো شرط হয়ে جُمْلة اسْمِيّة خبرية হলো, আর اسم ও خبر কে নিয়ে هي তার ناقص فعل ناقص এবং أو হলো حرف عطف আর لَا হলো معطوف اول এবং أو হলো معطوف عليه আর ما হলো حرف جار মিলে مجرور হয়েছে, جار ও معطوف عليه হলো لَنْ আর حرف عطف ثانى হলো معطوف এখন معطوف তার উভয় معطوف কে নিয়ে شِبه جُمْلة হয়ে متعلق ও نائب فاعل তার شبه فعل, مصدرة-এর সাথে, متعلق মিলে مجرور হলো, خبر ناقص فعل ناقص তার اسم ও خبر কে নিয়ে جُمْلة اسْمِيّة خبرية হয়ে جزاء হয়েছে, جزاء ও شرط মিলে فَإِنْ كَانَتْ فِعْلًا مَاضِيًا এর উপর। তারপর معطوف ও معطوف عليه মিলে جملة شرطية হয়ে معطوف হয়েছে এর উপর। وإن كانت منفية এর। شَرط ও جزاء মিলে جملة شرطية হয়ে معطوف হয়েছে فإن كانت مثبتة এর উপর। وإن كان جوابه جملة فعلية : شرط প্রথম جزاء হয়েছে পুনরায় معطوف ও معطوف عليه এর। অতঃপর شرط ও جزاء মিলে جملة شرطية হয়েছে।

قَوْلُهُ : مِثْلُ وَاللّٰهِ مَا اَفْعَلَنَّ كَذَا وَوَاللّٰهِ لَا اَفْعَلَنَّ كَذَا وَوَاللّٰهِ لَنْ اَفْعَلَ كَذَا .১১ তারকীব :

এখানে مِثْلُ -এর পূর্বে নযীর হলো مُبْتَدَأ যা উহ্য আছে এবং مثل হলো مضاف আর واو হলো حرف جار এবং لِلّٰهِ হলো مجرور অতঃপর مجرور ও جار মিলে متعلق হয়েছে أقسم فعل محذوف -এর সাথে, তার মাঝে مجرور ضمير হলো أنا হলো نافية আর أفعلن হলো ما এবং قسم হয়ে جُمْلة فِعْلية انشائية হয়েছে এবং متعلق ও فاعل কে নিয়ে فِعْل, فاعل তার মাঝে مجرور ও جار ; مجرور মিলে فعل তার মাঝে فاعل এবং أنا হলো ضمير আর ذَا হলো حرف جار এবং كاف এর كَذَا হলো قسم, جواب হয়েছে, فعل তার মাঝে فاعل ও متعلق কে নিয়ে جُمْلة فِعْلية خبرية হয়ে قسم -এর সাথে, اَفْعَلَنَّ হলো متعلق لفظ الله আর واو হলো حرف جار এবং দ্বিতীয় واو টি হলো حرف عطف আর প্রথম واو হলো معطوف عليه এবং جواب قسم ও فعل ، فاعل أنا হলো ضمير মিলে متعلق হয়েছে أقسم -এর সাথে যা উহ্য আছে, তার মাঝে مجرور ও جار ; مجرور তার فِعْل হলো اَفْعَلَنَّ এবং لَا হলো نافية আর قسم হয়ে جُمْلة فِعْلية انشائية হয়েছে এবং متعلق ও فاعل কে নিয়ে فِعْل, فاعل তার মাঝে مجرور ও جار মিলে مجرور অতঃপর ذَا হলো حرف جار আর كاف -এর كَذَا হলো فاعل أنا হলো ضمير মিলে فعل তার মাঝে فاعل ও متعلق কে নিয়ে جُمْلة فِعْلية خبرية হয়ে قسم, جواب হয়েছে, فعل তার মাঝে فاعل ও متعلق কে নিয়ে فِعْل, فاعل اَفْعَلَنَّ -এর সাথে, متعلق হলো لفظ اللّٰهِ আর واو হলো حرف جار এবং واو হলো حرف عطف এবং পরবর্তী واو হলো معطوف اول হয়েছে, جواب قسم ও فعل ؛ فاعل أنا হলো ضمير মিলে متعلق হলো أقسم فعل محذوف -এর সাথে, তার মাঝে مجرور ও جار ; مجرور তার فِعْل হলো لَنْ اَفْعَلَ, قسم হয়ে جُمْلة فِعْلية انشائية হয়েছে, متعلق ও فاعل কে নিয়ে فعل তার মাঝে فاعل এবং أنا হলো ضمير মিলে متعلق হয়েছে أفعل -এর সাথে, তার মাঝে مجرور ও جار ; مجرور মিলে ذا হলো حرف جار আর كاف -এর كَذَا হলো فاعل معطوف ثانى জওয়াব قسم ও قسم মিলে جواب قسم হয়ে جُمْلة فِعْلية خبرية হয়েছে, متعلق ও فاعل কে নিয়ে فعل তার مضاف إليه ও مضاف মিলে مركب اضافِيْ হলো مثل এর, مضاف إليه ও مضاف মিলে معطوف عليه , معطوف তার উভয় كে নিয়ে خبر হয়েছে جُمْلة اسْمِيّة خبرية হয়েছে, مُبْتَدَأ -এর, مُبْتَدَأ ও خبر মিলে محذوف مُبْتَدَأ -এর,

قَوْلُهُ : وَقَدْ يَكُوْنُ جَوَابُ الْقَسَمِ مَحْذُوْفًا إِنْ كَانَ قَبْلَ الْقَسَمِ جُمْلَةٌ كَالْجُمْلَةِ الَّتِيْ وَقَعَتْ جَوَابَهُ .১২ তারকীব :

مضاف হলো جَوَابُ এবং فعل ناقص হলো يَكُوْنُ এবং حرف تقليل হলো قَدْ এবং مُسْتَأنِفَة বা عَاطِفة হলো واو আর اَلْقَسَمِ হলো مضاف إليه এবং مَحْذُوْفًا হলো اسم ناقص مركب اضافِيْ হয়ে مضاف إليه ও مضاف মিলে مضاف إليه অতঃপর حرف হলো إنْ, جزاء হয়েছে, مقدم হয়ে جُمْلة فِعْلية خبرية হয়ে خبر ও اسم তার فعل ناقص , خبر ناقص হলো كَانَ আর شرط مضاف إليه ও مضاف ؛ مضاف إليه হলো اَلْقَسَمِ আর مضاف হলো قَبْلَ এবং فعل ناقص হলো كَانَ আর شرط মিলে الجملة , حرف جار হলো كاف এর كَالْجُمْلَةِ আর موصوف হলো جُمْلَةٌ, خبر مقدم হয়েছে, مركب اضافي হলো موصوف এবং اَلَّتِيْ হলো اسم موصول এবং وَقَعَتْ হলো فعل এবং তার মাঝে ضمير هي হলো فاعل এবং مضاف إليه ও مضاف ؛ مضاف إليه হলো ه ضمير আর مضاف হলো جَوَابَهُ -এর جواب হয়ে مركب اضافِيْ হলো مضاف إليه ও مضاف মিলে مفعول به হয়েছে, صلة হয়ে جُمْلة فِعْلية خبرية হয়েছে صلة হলো التي এর, مفعول به তার فعل وقعت ও فاعل কে নিয়ে جُمْلة فِعْلية خبرية হয়ে صلة হয়েছে, الجملة -এর, موصوف ও صفة মিলে مجرور হয়েছে, كاف হরফে জার তার موصول ও صفة মিলে مجرور কে নিয়ে متعلق হয়েছে كائنة -এর সাথে, তার মাঝে ضمير هي হলো فاعل , فعل ناقص ও فاعل তার اسم , شبه فعل হয়ে جُمْلة شِبه হলো صفة -এর, جملة ও موصوف মিলে كان -এর متعلق কে নিয়ে خبر مقدم ও جُمْلة اسْمِيّة خبرية হয়েছে ।

قَوْلُهُ : مِثْلُ زَيْدٌ عَالِمٌ وَاللّٰهِ أَيْ وَاللّٰهِ إِنَّ زَيْدًا عَالِمٌ .১৪ : তারকীব

এখানে নযীরে উহ্য আছে যা مُبْتَدَأ হয়েছে, এবং مِثْلُ হলো مضاف আর زَيْدٌ হলো مُبْتَدَأ এবং عَالِمٌ হলো خبر অতঃপর مُبْتَدَأ ও خبر মিলে جُمْلة اسْمِيّة خبرية হয়ে قائم مقام جواب قسم এবং وَاللّٰهِ এর واو হলো حرف جار আর اَللّٰهِ হলো مجرور, مجرور ও جار মিলে متعلق হলো محذوف أقسم فعل -এর সাথে, তার মাঝে أنا ضمير হলো فاعل ، فعل ও متعلق কে নিয়ে جُمْلة فِعْلية انشائية হয়ে قسم হয়েছে, قسم ও جواب قسم মিলে مفسر হয়েছে এবং أَيْ হলো حرف تفسير আর وَاللّٰهِ -এর واو হলো حرف جار এবং الله হলো مجرور, مجرور ও جار মিলে متعلق হয়েছে ও فاعل কে নিয়ে فعل এর সাথে, তার মাঝে أنا ضمير হলো فاعل আর فعل তার اقسم فعل محذوف এর সাথে, তার মাঝে أنا ضمير হলো فاعل আর فعل তার متعلق ও فاعل কে নিয়ে خبر إن হলো, إِنَّ হলো حرف مشبهة بالفعل আর زَيْدًا হলো اسم إن এবং عَالِمٌ হলো خبر إن তার جُمْلة فِعْلية إنشائية হয়ে قسم হয়েছে, جواب قسم তার قسم হয়েছে, جواب قسم কে নিয়ে خبر ও اسم إن তার تفسير , خبر مركب اضافِيْ হয়েছে, مضاف إليه ও مضاف মিলে تفسير ও مفسر হয়েছে, مثل -এর, مضاف إليه ও مضاف মিলে مركب اضافِيْ হয়ে خبر হয়েছে ابتدا محذوف এর। অবশেষে مُبْتَدَأ ও خبر মিলে جُمْلة اسْمِيّة خبرية হলো।

قَوْلُهُ : أَوْ كَانَ الْقَسَمُ وَاقِعًا بَيْنَ اَجْزَاءِ الْجُمْلَةِ الْمَذْكُوْرَةِ .১৫ : তারকীব

كَانَ হলো فعل ناقص এবং الْقَسَمُ হলো اسم كان এবং وَاقِعًا হলো شبه فعل তার واو হলো حرف عطف আর كَانَ হলো موصوف এবং اَلْجُمْلَةِ হলো مضاف إليه এবং بَيْنَ হলো مضاف আর اَجْزَاءِ হলো فاعل এবং هو ضمير আর اَلْمَذْكُوْرَةِ হলো صفة এবং مضاف إليه হয়েছে اجزاء এর, مضاف ও صفة ও موصوف মিলে صفة অতঃপর مضاف إليه ও مضاف মিলে مركب اضافِيْ হয়ে ظرف হয়েছে, بين হলো مضاف إليه ও مضاف মিলে مركب اضافِيْ হয়ে مضاف إليه -এর, واقعا হলো متعلق -এর সাথে, شبه فعل তার فاعل ও ظرف متعلق কে নিয়ে شِبه جُمْلة হয়ে خبر كان হলো, كان তার اسم ও خبر কে নিয়ে جُمْلة اسْمِيّة خبرية হয়ে معطوف হয়েছে। معطوف ও معطوف عليه মিলে شرط হয়েছে وقد يكون - جزاء এর জন্য। অতঃপর شرط ও جزاء মিলে جملة شرطية হয়েছে।

قَوْلُهُ : مِثْلُ زَيْدٌ وَاللّٰهِ عَالِمٌ أَيْ وَاللّٰهِ إِنَّ زَيْدًا عَالِمٌ .১৬ : তারকীব

এখানে نظيره হলো مُبْتَدَأ محذوف আর زَيْدٌ হলো مُبْتَدَأ এবং وَاللّٰهِ -এর واو হলো حرف جار আর الله হলো مجرور, مجرور ও جار মিলে متعلق হলো محذوف أقسم فعل -এর সাথে, তার মাঝে أنا ضمير হলো فاعل , فعل ও فاعل কে নিয়ে جُمْلة فِعْلية انشائية হয়ে قسم হয়েছে, এবং عَالِمٌ হলো خبر , مُبْتَدَأ ও خبر মিলে جُمْلة اسْمِيّة خبرية হয়ে قسم হয়েছে, এবং أَيْ হলো حرف تفسير এবং وَاللّٰهِ -এর واو হলো حرف جار আর الله হলো لفظ, مجرور ও جار মিলে متعلق হলো أقسم -এর সাথে, তার মাঝে أنا ضمير হলো فاعل ، فعل ও فاعل কে নিয়ে جُمْلة فِعْلية انشائية হয়ে قسم হয়েছে, এবং إِنَّ হলো حرف مشبه بالفعل আর زَيْدًا হলো اسم ان এবং عَالِمٌ হলো خبر إن , خبر ও اسم إن তার كে নিয়ে جُمْلة اسْمِيّة خبرية হয়ে جواب قسم হয়েছে, قسم ও جواب قسم মিলে تفسير হয়েছে, مفسر ও تفسير মিলে مركب اضافِيْ হয়ে خبر হলো مُبْتَدَأ -এর, مضاف ও مضاف إليه মিলে مضاف إليه হয়েছে, مثل -এর, مُبْتَدَأ ও خبر মিলে جُمْلة اسْمِيّة خبرية হয়েছে।

وَحَاشَا وَخَلَا وَعَدَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا لِلْاِسْتِثْنَاءِ، مِثْلُ جَاءَنِى الْقَوْمُ حَاشَا زَيْدٍ وَخَلَا زَيْدٍ وَعَدَا زَيْدٍ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْاِسْمَ الْوَاقِعَ بَعْدَهَا يَكُوْنُ مَنْصُوْبًا عَلَى الْمَفْعُوْلِيَّةِ، فَحِيْنَئِذٍ تَكُوْنُ هٰذِهِ الْأَلْفَاظُ أَفْعَالًا، وَالْفَاعِلُ فِيْهَا ضَمِيْرٌ مُسْتَتِرٌ دَائِمًا، فَالْمِثَالُ الْمَذْكُوْرُ فِيْ مَعْنٰى جَاءَنِيْ الْقَوْمُ حَاشَا زَيْدًا وَخَلَا زَيْدًا وَعَدَا زَيْدًا، وَإِذَا وَقَعَتْ خَلَا وَعَدَا بَعْدَ مَا مِثْلُ مَا خَلَا زَيْدًا وَمَا عَدَا زَيْدٌ أَوْ فِيْ صَدْرِ الْكَلَامِ مِثْلُ خَلَا الْبَيْتُ زَيْدًا وَعَدَا الْقَوْمُ زَيْدًا تَعَيَّنَتَا لِلْفِعْلِيَّةِ.

অনুবাদ: আর [حروف جارة -এর ১৫, ১৬ ও ১৭ তম হলো] حاشا خلا، এবং عدا এগুলোর প্রতিটি عَدَا زَيْدٍ বা خَلَا زَيْدٍ বা جَاءَنِى الْقَوْمُ حَاشَا زَيْدٍ [আমার استثناء -এর জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন- কাছে যায়েদ ছাড়া সম্প্রদায়ের সকলেই এসেছে] এবং কেউ কেউ বলেছেন خَلَا ـ حَاشَا ـ عَدَا -এর পরবর্তী اِسْم টি مَفْعُوْل হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হবে। আর তখন এই শব্দগুলো فِعْل হবে এবং তার فَاعِل হবে তার যমীর যা সর্বদা তার মাঝে উহ্য থাকে। সুতরাং তখন উল্লিখিত উদাহরণের অর্থ হবে- আমার কাছে যে কওম এসেছে তারা যায়েদকে পৃথক করেছে, তারা যায়েদকে খালি করেছে, তারা যায়েদকে দূর করেছে এবং যখন خَلَا ও عَدَا টা مَا -এর পরে পতিত হবে। যেমন- مَا خَلَا زَيْدًا এবং خَلَا الْبَيْتُ زَيْدًا [ঘর যায়েদ অথবা مَا عَدَا زَيْدًا ও خَلَا ও عَدَا টা বাক্যের প্রারম্ভে হবে। যেমন- থেকে খালি হয়েছে] এবং عَدَا الْقَوْمُ زَيْدًا [কওম যায়েদকে দূর করে দিয়েছে]। তখন উভয়টা তথা خلا ও عدا টা فِعْل -এর জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

عَدَا ـ خَلَا ـ حَاشَا -এর বর্ণনা :

যেহেতু এগুলো حرف جار তাই তা اسم -এর শুরুতে এসে তার শেষে جَر দিবে। যেমন- جَاءَنِى الْقَوْمُ حَاشَا زَيْدٍ وخَلَا زَيْدٍ وعَدَا زَيْدٍ ইত্যাদি। এ উপমাগুলোতে زَيْدٍ শব্দটি مَجْرُوْر হয়েছে।

কোনো কোনো আরবিভাষী পণ্ডিত বলেছেন যে, এ হরফ তিনটি বাক্যে فِعْل হিসেবে ব্যবহার হয় এবং তার فَاعِل হলো তার মাঝে উহ্য ضَمِيْر এবং এগুলো তখন তার পরবর্তী اِسْم কে نَصْب দিবে مَفْعُول হওয়ার কারণে। যেমন- جَاءَنِى الْقَوْمُ حَاشَا ـ خَلَا ـ عَدَا এখানে جَاءَنِى الْقَوْمُ حَاشَا زَيْدًا خَلَا زَيْدًا وعَدَا زَيْدًا ـ فِعْل এটি হওয়ার কারণে তার শেষের اِسْم কে نَصْب দিয়েছে।

দু'টি কারণে اِ عَدَا ও خَلاَ টি فِعْل -এর জন্য নির্দিষ্ট।

১. যদি خَلَا ও عَدَا -এর পূর্বে مَا যুক্ত হয়, তাহলে তা فِعْل -এর জন্য নির্দিষ্ট হবে। যেমন- مَا خَلَا زَيْدًا ও مَا عَدَا زَيْدًا এখানে خَلَا ও عَدَا টির পূর্বে ما যুক্ত হওয়ার কারণে এগুলো فِعْل -এর জন্য নির্দিষ্ট হয়ে গেছে।

২. যদি خَلَا ও عَدَا টি বাক্যের প্রারম্ভে ব্যবহার হয় তাহলেও তা فِعْل -এর জন্য নির্দিষ্ট হবে। যেমন- خَلَا الْبَيْتُ عَدَا الْقَوْمُ زَيْدًا ও زَيْدًا

এখানে خَلاَ ও عَدَا টি বাক্যের শুরুতে আসার কারণে فِعْل -এর জন্য নির্দিষ্ট হয়ে গেছে।

ইবারতের তারকীবসমূহ

তারকীব : ১. قَوْلُهُ : وَحَاشَا وَخَلَا وَعَدَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا لِلْاِسْتِثْنَاءِ

خَلاَ হলো حرف عطف এবং واو হলো معطوف عليه এবং حَاشَا হলো عَاطِفة বা مُسْتَأْنِفَة واو এবং عَدَا হলো حرف عطف আর واو হলো معطوف ثاني, এখন معطوف عليه তার উভয় معطوف أول কে নিয়ে مُبْتَدَأ হয়েছে এবং كُلُّ হলো مضاف আর وَاحِدٍ হলো موصوف আর مِنْهَا এর من হলো حرف جار আর ضمير ها হলো مجرور ও جار، متعلق ও فاعل কে নিয়ে شبه فعل তার كائن -এর সাথে, متعلق হয়েছে مجرور মিলে شِبه جُمْلة হয়ে صفة এখন صفت ও موصوف মিলে مضاف إليه হয়েছে كل এর, مضاف ও مضاف مركب মিলে اضافِيْ হয়ে مُبْتَدَأ হয়েছে এবং لِلْاِسْتِثْنَاءِ -এর لام হলো حرف جار আর الاستثناء হলো مجرور এখন جار ও متعلق হলো مستعملة شبه فعل -এর সাথে যা উহ্য আছে, তার মাঝে هي ضمير হলো نائب فاعل, مجرور মিলে مُبْتَدَأ -এর, كل واحد منها ـ مُبْتَدَأ ও نائب فاعل কে নিয়ে متعلق ও نائب فاعل তার شبه فعل হয়ে خبر হয়েছে مُبْتَدَأ ـ حاشا وخلا وعدا -এর, অবশেষে جُمْلة اسْمِيّة خبرية হয়ে পুনরায় خبر হয়েছে خبر ও مُبْتَدَأ মিলে جُمْلة اسْمِيّة হয়েছে।

তারকীব : ২. قَوْلُهُ : مِثْلُ جَاءَنِى الْقَوْمُ حَاشَا زَيْدٍ وَخَلَا زَيْدٍ وَعَدَا زَيْدٍ

এখানে উহ্য نظيره হলো مُبْتَدَأ محذوف আর مِثْلُ হলো مضاف এবং جَاءَ হলো فعل আর نِى -এর نون হলো وقاية আর زَيْدٍ হলো حرف جار আর حَاشَا হলো فاعل আর اَلْقَوْمُ হলো مفعول এবং ياء متكلم আর نون حرف جار অতঃপর خَلَا হলো حرف عطف আর واو হলো معطوف عليه হয়েছে, مجرور ও جار মিলে مجرور এবং زَيْدٍ হলো مجرور ও جار ؛ مجرور মিলে হলো معطوف اول এবং واو হলো حرف عطف আর عدا হলো معطوف عليه ؛ معطوف ثانى মিলে مجرور ও جار ؛ مجرور আর زَيْدٍ হলো حرف جار আর معطوف عليه তার উভয় معطوف কে নিয়ে مضاف হয়ে جُمْلة فِعْلية خبرية এবং مفعول ও متعلق কে নিয়ে فاعل তার جاء হলো متعلق -এর সাথে, فعل এবং فاعل মিলে مضاف إليه হলো مثل -এর, مضاف ও مُبْتَدَأ محذوف হয়ে خبر হলো مركب اضافِيْ মিলে مضاف إليه ও مضاف -এর, مُبْتَدَأ ও جُمْلة اسْمِيّة خبرية হয়েছে। خبر মিলে

তারকীব : ৩.

قَوْلُهٗ : وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ الْاِسْمَ الْوَاقِعَ بَعْدَهَا يَكُوْنُ مَنْصُوْبًا عَلَى الْمَفْعُوْلِيَّةِ فَحِيْنَئِذٍ تَكُوْنُ هٰذِهِ الْاَلْفَاظُ اَفْعَالًا وَالْفَاعِلُ فِيْهَا ضَمِيْرٌ مُسْتَتِرٌ دَائِمًا.

এখানে إليه مضاف হলো هم আর مضاف হলো بعض এবং بَعْضُهُمْ এর فعل হলো قَالَ আর مُسْتَأْنِفَة হলো واو جُمْلة فِعْلية خبرية হলো قال এর, فعل তার فاعل কে নিয়ে مركب اضافِيْ হয়ে হলো مضاف إليه ও مضاف , হয়ে قول হয়েছে এবং إِنَّ হলো حرف مشبه بالفعل আর اَلْاِسْمَ হলো موصوف এবং اَلْوَاقِعَ হলো صفة তার মাঝে مضاف إليه ও مضاف , مضاف إليه হলো ها আর ضمير যমীর আর مضاف হলো بعد এর- بَعْدَهَا এবং فاعل হলো هو ضمير شبه ظرف متعلق ও فاعل তার شبه فعل, الواقع- এর সাথে, ظرف متعلق হয়ে مركب اضافِيْ মিলে هو ঝে جُمْلة হয়ে صفة ও موصوف, الاسم- এর, فعل ناقص তার মাঝে يَكُوْنُ হলো اسم ان হয়েছে, الاسم صفة ও موصوف, مَنْصُوْبًا হলো شبه فعل তার মাঝে هو ضمير এবং, اسم ناقص হলো ضمير حرف على হলো نائب فاعل এবং نائب فاعل তার شبه فعل, مَنْصُوْبًا এর সাথে- متعلق হয়েছে مجرور ও جار، مجرور হলো اَلْمَفْعُوْلِيَّةِ আর جار ও كে নিয়ে خبر ও اسم তার فعل ناقص হলো, خبر ناقص হয়ে شِبه جُمْلة হয়ে جُمْلة فِعْلية خبرية ও متعلق كে নিয়ে إن তার اسم ও خبر كে নিয়ে جُمْلة اسْمِيّة خبرية হয়ে جُمْلة فعلية خبرية হয়েছে, إن خبر হয়েছে, এর مقولة তার قول। এর قول مقولة হয়েছে।

فَحِيْنَئِذٍ-এর ف হলো تفريعية এবং حين হলো مضاف إليه ও مضاف ; مضاف إليه হলো اذ আর مضاف হলো هٰذِهِ আর موصوف হলো اَلْفَاظ এর সাথে এবং فعل ناقص- تَكُوْنُ হলো ظرف متعلق مقدم হয়ে مركب اضافِيْ হলো اَفْعَالًا এবং اسم ناقص মিলে صفة ও موصوف ; ضفة হলো خبر ও اسم তার فعل ناقص , خبر ناقص এর جُمْلة فِعْلية خبرية হয়েছে। كে নিয়ে ظرف

جار , مجرور হলো ها আর ضمير যমীর হলো جار حرف এর- فِيْ হলো الفاعل مُبْتَدَأ এবং فيها- এর, حرف عطف হলো واو ও مستتر হয়েছে متعلق مقدم তার فاعل এবং ضمير হলো موصوف আর مُسْتَتِرٌ হলো فعل এবং, مستتر- এর সাথে, مجرور মিলে صفة এর, مستتر হয়েছে مطلق ও متعلق مقدم এবং فاعل তার شبه فعل, مطلق এর, الفاعل خبر ও مُبْتَدَأ- এর, خبر হয়ে جُمْلة اسْمِيّة خبرية হয়েছে।

قَوْلُهٗ : فَالْمِثَالُ الْمَذْكُوْرُ فِيْ مَعْنٰى جَاءَ نِى الْقَوْمُ حَاشَا زَيْدًا وَخَلَا زَيْدًا وَعَدَا زَيْدًا .৪ : তারকীব

مُبْتَدَأ মিলে صفة ও موصوف ; صفة হলো اَلْمَذْكُوْرُ আর موصوف হলো المثال، حرف تفريع হলো ف- এর- فَالْمِثَالُ এবং ياء متكلم নون وقاية এবং نون فعل হলো جَاءَ এবং مضاف হলো مَعْنٰى আর جرف جار হলো فِيْ আর مفعول হলো زَيْدًا এবং فاعل হলো هو ضمير হলো فعل তার মাঝে حَاشَا হলো ذو الحال এবং اَلْقَوْمُ হলো مفعول এবং حرف عطف হলো واو এবং معطوف عليه হয়ে جُمْلة فِعْلية خبرية হয়ে مفعول به ও فاعل তার فعل , مفعول به আর مفعول به ও فاعل তার فعل , مفعول به হলো زَيْدًا আর فاعل হলো هو ضمير হলো فعل তার মাঝে خَلَا আর كে নিয়ে هو হলো فعل আর তার মাঝে عَدَا এর حرف عطف হলো واو এবং معطوف أول হয়ে جُمْلة فِعْلية خبرية

ضمير হলো جُمْلة فِعْلية خبرية এবং زَيْدًا হলো مفعول به ও فاعل তার فعل , مفعول به কে নিয়ে فاعل হয়ে ذو الحال ও حال ,এর- القوم ذو الحال معطوف عليه এখন معطوف ثاني তার উভয় معطوف কে নিয়ে حال হয়েছে مضاف إليه হয়েছে جاء فاعل হলো فعل তার فاعل ও مفعول কে নিয়ে جُمْلة فِعْلية خبرية হয়ে معنى ,এর- كائن সাথে যা متعلق হয়েছে مجرور ও جار , مجرور মিলে مركب اضافِيْ হয়ে مضاف إليه ও مضاف ,এর- شبه فعل محذوف তার মাঝে هو ضمير হলো فاعل , محذوف شبه فعل তার فاعل ও متعلق কে নিয়ে شِبه جُمْلة হয়ে خبر হয়েছে, এখন مُبْتَدَأ ও خبر মিলে جُمْلة اسْمِيّة خبرية হয়েছে।

তারকীব : ৫. قَوْلُهُ : وَإِذَا وَقَعَتْ خَلَا وَعَدَا بَعْدَ مَا أَوْ فِيْ صَدْرِ الْكَلَامِ تَعَيَّنَتَا لِلْفِعْلِيَّةِ..

حرف হলো وَ এবং عطف حرف হলো عَدَا আর خَلَا হলো معطوف عليه এবং واو হলো فعل আর وَقَعَتْ হলো اسم شرط إِذَا , مضاف إليه হলো ما আর مضاف হলো بَعْدَ এবং فاعل মিলে بعد- এর معطوف عليه ও معطوف এখন حرف হলো فِيْ জন্য এর- عطف হলো أو, معطوف عليه হয়ে مركب اضافِيْ হয়ে مضاف إليه ও مضاف মিলে مضاف إليه ও مضاف , مضاف إليه হলো اَلْكَلَام এবং مضاف হলো صَدْرِ আর جار مجرور হয়েছে, معطوف عليه ও معطوف মিলে معطوف হয়েছে مجرور ও جار মিলে فيه مفعول হয়েছে, فعل তার الف এবং فاعل কে নিয়ে فعل হলো تعينتا আর তার শেষে شرط হয়ে جُمْلة فِعْلية خبرية হয়েছে এবং فاعل হলো فعل এবং فاعل এখন مجرور ও جار মিলে مجرور হলো للفعلية আর الفعلية এর لام হলো حرف جار এবং تثنية ضمير -এর সাথে, فعل তার فاعل ও متعلق কে নিয়ে فعل হয়ে جُمْلة فِعْلية خبرية হয়েছে, شرط ও متعلق হলো فعل جملة شرطية হয়েছে جزاء মিলে جزاء হয়েছে।

তারকীব : ৬. قَوْلُهُ : مِثْلُ مَا خَلَا زَيْدًا وَمَا عَدَا زَيْدًا

এখানে مِثْلُ -এর আগে উহ্য আছে যা مُبْتَدَأ এবং مَا হলো نافية এবং خَلَا হলো فعل তার মাঝে ضمير هو নযীরে হলো معطوف عليه হয়ে جُمْلة فِعْلية خبرية হয়ে زَيْدًا হলো فاعل আর فعل , مفعول به হলো فعل তার فاعل ও مفعول به কে নিয়ে واو এবং فاعل হলো فعل আর عَدَا হলো نافية এবং مَا আর حرف عطف হলো فاعل এবং هو ضمير মাঝে তার আর فعل হলো زَيْدًا এখন مفعول به হলো فعل তার فاعل ও مفعول به কে নিয়ে جُمْلة فِعْلية خبرية হয়ে معطوف, হলো مُبْتَدَأ এবং خبر হলো مركب اضافِيْ হয়ে مضاف إليه ও مضاف মিলে مضاف إليه হলো مثل এর, مضاف ও معطوف عليه মিলে معطوف -এর, مُبْتَدَأ ও خبر মিলে جُمْلة اسْمِيّة خبرية হয়েছে।

তারকীব : ৭. قَوْلُهُ : مِثْلُ خَلَا الْبَيْتُ زَيْدًا وَعَدَا الْقَوْمُ زَيْدًا

এখানে نظيره উহ্য আছে যা مُبْتَدَأ হয়েছে এবং مِثْلُ হলো مضاف আর خَلَا হলো فعل এবং اَلْبَيْتُ হলো فاعل আর واو হলো معطوف عليه হয়ে جُمْلة فِعْلية خبرية হয়ে زَيْدًا হলো مفعول এখন فعل তার فاعل ও مفعول কে নিয়ে حرف عطف হলো عَدَا আর فعل হলো فَاعِل এবং اَلْقَوْمُ হলো فعل , مفعول হলো زَيْدًا এবং مضاف ,এর- مثل হলো مضاف إليه ও مضاف মিলে مضاف إليه ও معطوف عليه , معطوف হয়ে جُمْلة فِعْلية خبرية মিলে جُمْلة اسْمِيّة خبرية হলো خبر মিলে مُبْتَدَأ ও خبر ,এর- مُبْتَدَأ محذوف হলো خبر হয়ে مركب اضافِيْ হয়েছে।

অনুশীলনী

১. হরফে জার -এর সংজ্ঞা দাও। তা কয়টি ও কী কী? এর وَجْه تَسْمِية [নামকরণের কারণ] বর্ণনা কর।

২. হরফে জার -এর আমল বিস্তারিত বুঝিয়ে লিখ।

৩. فَقَطْ শব্দটির ব্যাখ্যা কর এবং তারকীব করে তার অর্থ লিখ।

৪. হরফে জার بَاء টি কয়টি অর্থের জন্য ব্যবহার হয় এবং সেগুলো কী কী উদাহরণসহ বুঝিয়ে লিখ।

৫. হরফে জার لَام কয়টি অর্থের জন্য ব্যবহার হয় ও কী কী বিস্তারিত লিখ।

৬. হরফে জার مِنْ এর ব্যবহার পদ্ধতি আলোচনা কর।

৭. হরফে জার لَامْ টি কখন مَنْصُوْب হয় এবং কখন مَجْرُوْر হয় তা বুঝিয়ে লিখ। হরফে জার لام -এর ব্যবহার বিধি লিখ।

৮. হরফে জার مِنْ -এর অতিরিক্ত হওয়ার জন্য কয়টি শর্ত ও কী কী মতভেদসহ বর্ণনা কর।

৯. হরফে জার اِلٰى কয়টি অর্থের জন্য ব্যবহার হয় ও কী কী বিস্তারিত বর্ণনা দাও।

১০. اِلٰى -এর مَا بَعْد তার مَاقَبْل -এর অন্তর্ভুক্ত হওয়া না হওয়া সম্পর্কে তুমি যা জান তোমার পাঠ্য বইয়ের অনুসরণে লিখ।

১১. হরফে জার حَتّٰى কয়টি অর্থের জন্য ব্যবহার হয় ও কী কী লিখ।

১২. اِلٰى ও حَتّٰى -এর পার্থক্য বর্ণনা কর।

১৩. قَوْلُهُ : وَمَا بَعْدَهَا قَدْ يَكُوْنُ دَاخِلًا فِيْ حُكْمِ مَا قَبْلَهَا وَقَدْ لَا يَكُوْنُ دَاخِلًا فِيْهِ এই বাক্যটির ব্যাখ্যা কর অথবা غَايَة টা কখন مُغَيّا -এর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে বিশদভাবে আলোচনা কর।

১৪. ব্যাখ্যা কর : وَهِيَ مُخْتَصَّةٌ بِالْاِسْمِ الظَّاهِرِ بِخِلَافِ اِلٰى فَلَا يُقَالُ حَتَّاهُ وَيُقَالُ اِلَيْهِ

১৫. হরফে জার عَلٰى কয়টি অর্থের জন্য ব্যবহার হয় ও কী কী বিস্তারিত আলোচনা কর।

১৬. فِيْ ও عَنْ কয়টি অর্থের জন্য ব্যবহার হয় ও তা কী কী লিখ।

১৭. হরফে জার مُنْذُ-مُذْ-كَاف কী কী অর্থে ব্যবহার হয় বুঝিয়ে লিখ।

১৮. تَا-وَاو-رُبَّ কতগুলো অর্থের জন্য ব্যবহার হয় ও কী কী লিখ।

১৯. تَاء قَسَم-بَاءَ قَسَم-وَاو قَسَم -এর পার্থক্য বর্ণনা কর।

২০. قَسَم -এর জন্য جَوَاب قَسَم -এর প্রয়োজন রয়েছে কি? যদি থাকে তবে তার রূপরেখা বর্ণনা কর।

২১. جَوَاب قَسَم কে حَذْف করা যায় কিনা? বিস্তারিত লিখ।

২২. عَدَا-خَلَا-حَاشَا -এর ব্যবহার পদ্ধতি লিখ।

২৩. فِعْل عَدَا ও خَلَا কখন -এর জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায় তা ভালোভাবে বুঝিয়ে লিখ।

২৪. তারকীব কর :

قَوْلُهُ : وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ الاِسْمَ الْوَاقِعَ بَعْدَهَا يَكُوْنُ مَنْصُوْبًا عَلَى الْمَفْعُوْلِيَّةِ فَحِيْنَئِذٍ تَكُوْنُ هٰذِهِ الْأَلْفَاظُ أَفْعَالًا وَالْفَاعِلُ فِيْهَا ضَمِيْرٌ مُسْتَتِرٌ دَائِمًا۔

اَلنَّوْعُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় প্রকার

[اَلْحُرُوْفُ الْمُشَبَّهَةُ بِالْفِعْلِ]
[ক্রিয়াসাদৃশ্য অব্যয়সমূহ]

اَلْحُرُوْفُ الْمُشَبَّهَةُ بِالْفِعْلِ وَهِيَ تَدْخُلُ عَلَى الْمُبْتَدَأِ وَالْخَبَرِ تَنْصِبُ الْمُبْتَدَأَ وَتَرْفَعُ الْخَبَرَ، وَهِيَ سِتَّةُ حُرُوْفٍ: إِنَّ وَأَنَّ وَهُمَا لِتَحْقِيْقِ مَضْمُوْنِ الْجُمْلَةِ الاِسْمِيَّةِ مِثْلُ إِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ أَيْ حَقَّقْتُ قِيَامَ زَيْدٍ وَبَلَغَنِيْ أَنَّ زَيْدًا مُنْطَلِقٌ أَيْ بَلَغَنِيْ ثُبُوْتُ انْطِلَاقِ زَيْدٍ.

অনুবাদ: দ্বিতীয় প্রকার হলো حُرُوْف مشَبَّهَة بِالْفِعْل সম্পর্কে। এগুলো মুবতাদা ও খবর-এর পূর্বে এসে তার মুবতাদাকে نَصْب দেয় এবং খবরকে رَفْع দেয়। এগুলো হলো মোট ৬টি হরফ। তন্মধ্যে (প্রথম ও দ্বিতীয় হরফ হলো) إِنَّ এবং أَنَّ ; এ দুটি جُمْلة اسْمِيَة -এর বিষয়বস্তুর নিশ্চয়তা প্রদানের জন্য ব্যবহার হয়। যেমন- إِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ [নিশ্চয় যায়েদ দাঁড়ানো] অর্থাৎ, আমি যায়েদের দাঁড়ানোর ব্যাপারটি নিশ্চিত করেছি এবং بَلَغَنِيْ أَنَّ زَيْدًا مُنْطَلِقٌ [আমার কাছে খবর পৌঁছেছে যে, নিশ্চয় যায়েদ চলমান]। অর্থাৎ, আমার কাছে যায়েদ নিশ্চিত চলমান হওয়ার খবর পৌঁছেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

عَوامِل سَمَاعِيَة -এর দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে حُرُوْف مُشَبَّهَة بِالْفِعْل তথা فِعْل -এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হরফসমূহ। যেহেতু এই حَرْف গুলো فِعْل -এর সাথে لَفْظًا তথা শব্দগত দিক ও مَعْنًى তথা অর্থগত দিক থেকে সম্পর্ক রাখে, বিধায় এগুলোকে حُرُوْف مُشَبَّهَة بِالْفِعْل বলা হয়। حُرُوْف مُشَبَّهَة بِالْفِعْل হলো মোট ৬টি-

১. إِنَّ ২. أَنَّ ৩. كَأَنَّ ৪. لٰكِنَّ ৫. لَيْتَ ৬. لَعَلَّ

فِعْل -এর সাথে এগুলোর لَفْظِيْ মিল :

যেভাবে فِعْل مَاضِي টা فَتْح -এর উপর مَبْنِي হয়, তদ্রূপ এই হরফগুলোও فَتْح -এর উপর مَبْنِي হয় এবং فِعْل টা যেমনিভাবে ثُلَاثِي [তিন অক্ষর বিশিষ্ট] বা رُبَاعِي [চার অক্ষর বিশিষ্ট] বা خُمَاسِي [পাঁচ অক্ষর বিশিষ্ট] হয়, তদ্রূপ এই হরফগুলোও ثُلَاثِي বা رُبَاعِي বা خُمَاسِي হয়ে থাকে।

فِعْل -এর সাথে এগুলোর مَعْنَوِيْ মিল :

১. إِنَّ ও أَنَّ টা حَقَّقْتُ [আমি নিশ্চিত করলাম] فِعْل -এর অর্থ প্রকাশ করে।

২. كَأَنَّ টা شَبَّهْتُ [আমি উপমা দিলাম] فِعْل -এর অর্থ প্রকাশ করে।

৩. لٰكِنَّ টা اِسْتَدْرَكْتُ [আমি অস্পষ্টতাকে দূর করেছি] فِعْل এর অর্থ প্রকাশ করে।

৪. تَمَنَّيْتُ টা لَيْتَ [আমি আকাঙ্ক্ষা করেছি] فِعْل -এর অর্থ প্রকাশ করে। এছাড়াও فِعْل متعدی যেমনিভাবে তার নিজের অর্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে فَاعِل ও مَفْعُوْل এর মুখাপেক্ষী হয়, তদ্রূপ এই হরফগুলোও তার নিজের অর্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে خَبَر ও اِسْم -এর মুখাপেক্ষী হয়।

حُروف مُشَبَّهَةٌ بِالْفِعْل -এর আমল [عَمَل] :

এই হরফগুলো مُبْتَدَأ ও خَبَر-এর শুরুতে এসে مُبْتَدَأ -কে نَصْب দেয় এবং خَبَر -কে رَفْع দেয় এবং مُبْتَدَأ -কে اِسْم ও خَبَر -কে এর خَبَر বলা হয়। যেমন- إِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ এখানে زَيْدًا হলো مُبْتَدَأ এবং قَائِمٌ হলো خَبَر, এর প্রারম্ভে إِنَّ যা حَرْف مُشَبَّهٌ بِالْفِعْل এসে مُبْتَدَأ কে نَصْب দিয়েছে ও خَبَر কে رَفْع দিয়েছে এবং مُبْتَدَأ কে إِنَّ এর اِسْم আর خَبَر কে إِنَّ -এর خَبَر বলা হয়।

إِنَّ ও أَنَّ -এর আলোচনা :

إِنَّ ও أَنَّ উভয়টিই جُمْلة اسْمِيّة -এর বিষয়বস্তুর নিশ্চয়তা প্রদান করে এবং এই অর্থ প্রদান করতে গিয়ে বাক্যের মূল অর্থে কোনো পরিবর্তন করবে না। যেমন- إِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ অর্থাৎ, নিশ্চয় যায়েদ দাঁড়ানো। এখানে যায়েদের দাঁড়ানোর ব্যাপারে নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে এবং بَلَغَنِيْ أَنَّ زَيْدًا مُنْطَلِقٌ অর্থাৎ, আমার কাছে খবর এসেছে যে, যায়েদ চলমান।

যের বিশিষ্ট إِنَّ পড়ার স্থানসমূহ :

- বাক্যের প্রারম্ভে আসলে। যেমন- إِنَّا اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ
- اِسْم مَوْصُوْل -এর পরে আসলে। যেমন- جَاءَ الَّذِيْ إِنَّهُ اَخَاكَ
- যখন খবরটা নির্দিষ্ট হবে। যেমন- زَيْدٌ إِنَّهُ فَاضِلٌ
- قَسَم -এর পরে হলে। যেমন- وَاللّٰهِ إِنَّ زَيْدًا عَالِمٌ
- ندا এর পরে আসলে। যেমন- يَا بُنَيَّ إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ ব্যবহার হলে।
- مَرِضَ حَتّٰى إِنَّهُمْ لا يَرْجُوْنَ بُرْئَهُ -এর পরে হলে। যেমন- حَتّٰى ابتدائية
- وَإِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكَارِهُوْنَ -এর পরে আসলে। যেমন- وَاو حَالِيَة
- نَعَمْ إِنَّكَ فَاضِلٌ -এর পরে আসলে। যেমন- حَرْف اِفْتِتَاح
- اَزَيْدٌ فَاضِلٌ -এর পরে আসলে। যেমন- حَرْف اِيْجَاب -এর উত্তরে إِنَّهُ فَاضِلٌ
- اَلْقَوْل মাসদার দিয়ে গঠিত যে কোনো শব্দের পরে হলে। যেমন- قِيْلَ إِنَّ مَعْصُوْمًا اَفْضَلُ
- خَبَر -এর মধ্যে لَام تَأْكِيْد আসলে। যেমন- سَمِعْتُ إِنَّ زَيْدًا لَجَالِسٌ বাক্যের

যবর বিশিষ্ট أَنَّ পড়ার স্থানসমূহ :

- যে বাক্যে أَنَّ তৎপরবর্তী পদাবলি সহকারে فَاعِل বা مَفْعُوْل বা مضاف إليه হবে। যেমন- نَعْلَمُ هٰذَا مِنْ حَيْثُ أَنَّكَ تُحِبُّ
- বাক্যের মাঝে পতিত হলে। যেমন- سَمِعْتُ أَنَّهُ قَالَ كَذَا

- বাক্যে যখন أَنَّ পরবর্তী পদাবলিসহ مُبْتَدَأ হবে। যেমন- وَمِنْ اٰيَاتِهٖ أَنَّكَ تَرَى الْاَرْضَ جَامِدَةً
- اَلْعِلْمُ মাসদার দ্বারা গঠিত যে কোনো শব্দের পরে হলে। যেমন- اِعْلَمْ أَنَّ الْعَوَامِلَ
- لَوْ -এর পরে হলে। যেমন- لَوْ أَنَّكَ ذَاهِبٌ
- لَوْلَا -এর পরে হলে। যেমন- لَوْلَا أَنَّكَ مُنْطَلِقٌ ইত্যাদি।

مَضْمُوْن جُمْلَة -এর পরিচয় :

مَضْمُوْن -এর مُسْنَد নিয়ে مَصْدَر -এর দিকে إِضَافَة করে দিলে যে তথ্যটা পাওয়া যায় সেটাই হলো مُسْنَد إِلَيْه -এর কাজেই مَضْمُوْن جملة যেমন- زَيْدٌ قَائِمٌ একটি বাক্য, এখানে زَيْدٌ হলো مُسْنَد إِلَيْه আর قَائِمٌ হলো مُسْنَد বানাতে হলে جُمْلَة -এর মাসদারকে قَائِمٌ -এর দিকে زَيْدٌ এর দিকে إِضَافَة করতে হবে। অর্থাৎ, زَيْدٌ قَائِمٌ -এর مَضْمُوْن হলো- قِيَامُ زَيْدٍ ;

ইবারতের তারকীবসমূহ

১. تارকীব : قَوْلُهُ : اَلنَّوْعُ الثَّانِىْ اَلْحُرُوْفُ الْمُشَبَّهَةُ بِالْفِعْلِ

اَلنَّوْعُ হলো موصوف এবং اَلْحُرُوْفُ হলো صفة ও موصوف মিলে مُبْتَدَأ এবং الثاني হলো صفة এখন الْمُشَبَّهَةُ হলো شبه فعل তার মাঝে هي ضمير হলো نائب فاعل এবং بالفعل -এর ب হলো حرف جار এবং الفعل شِبه হলো متعلق ও نائب فاعل কে নিয়ে متعلق হলো المشبهة -এর সাথে, شبه فعل তার مجرور ও جار , مجرور মিলে جُمْلة اسْمِيّة হয়ে صفة হয়েছে الحروف এর, موصوف ও صفة মিলে خبر হলো। অতঃপর مُبْتَدَأ ও خبر মিলে خبرية গঠিত হয়েছে।

২. تارকীব : قَوْلُهُ : وَهِيَ تَدْخُلُ عَلَى الْمُبْتَدَأِ وَالْخَبَرِ فَتَنْصِبُ الْمُبْتَدَأَ وَتَرْفَعُ الْخَبَرَ

عَلَى। فاعل হলো هي ضمير مستتر এবং هِيَ হলো مُبْتَدَأ এবং تدخل হলো فعل, তার মাঝে حرف جار হলো واو عَاطِفة এবং اَلْخَبَرِ হলো معطوف , معطوف عليه হলো اَلْمُبْتَدَأ আর واو হলো حرف عطف এবং معطوف عليه ও متعلق ও فعل فاعل মিলে مجرور হয়েছে حرف جار ও مجرور মিলে متعلق হয়েছে تدخل এর সাথে। جملة اسمية خبرية হয়ে خبر হয়েছে। خبر ও مبتدأ মিলে جملة فعلية خبرية হয়েছে।

فاء হলো فعل ; مفعول হলো اَلْمُبْتَدَأ এবং فاعل হলো هي ضمير তার মাঝে فِعْل হলো تَنْصِبُ এবং تعقيبيه فعل তার حرف عطف হলো واو এবং معطوف عليه হয়ে جُمْلة فِعْلية خبرية হলো اَلْخَبَرَ আর تَرْفَعُ হলো مفعول ও فاعل কে নিয়ে فِعْلية جُمْلة তার মাঝে هي হলো فاعل এবং اَلْخَبَرَ হলো مفعول به তার فعل , مفعول به ও فاعل কে নিয়ে خبرية হয়ে جُمْلة معطوفة হয়েছে।

৩. تارকীব : قَوْلُهُ : وَهِيَ سِتَّةُ حُرُوْفٍ

سِتَّةُ হলো مُبْتَدَأ আর حُرُوْفٍ হলো مميز আর هِيَ হলো تمييز অতঃপর مميز ও تمييز মিলে خبر হয়েছে এবং واو عَاطِفة হলো مُبْتَدَأ ও خبر মিলে جُمْلة اسْمِيّة خبرية হয়েছে।

তারকীব : ৪. قَوْلُهٗ : إِنَّ وَأَنَّ

মূল ইবারাত হলো مضاف , مضاف إليه হলো ها এবং أحد হলো مضاف এখানে اَحَدُهَا إِنَّ وَثَانِيْهَا أَنَّ معطوف عليه হয়ে جُمْلة اسْمِيّة خبرية মিলে خبر ও مُبْتَدَأ , خبر হলো إِنَّ এবং مُبْتَدَأ হয়ে مركب اضافِيْ মিলে إليه এবং واو হলো আর حرف عطف ثانيها অংশটি مضاف إليه ও مضاف মিলে مركب اضافِيْ হয়ে আর أَنَّ হলো مُبْتَدَأ , خبر ও مُبْتَدَأ মিলে جُمْلة اسْمِيّة হয়ে جُمْلة مَعْطوفة হয়েছে ।

তারকীব : ৫. قَوْلُهٗ : وَهُمَا لِتَحْقِيْقِ مَضْمُوْنِ الْجُمْلَةِ الِاسْمِيَّةِ

مضاف হলো تحقيق আর حرف جار হলো لام এর- لِتَحْقِيْقِ এবং مُبْتَدَأ হলো هُمَا এবং عَاطِفة হলো واو مَضْمُوْنِ আর مضاف হলো اَلْجُمْلَةِ এবং موصوف হলো اَلِاسْمِيَّةِ অতঃপর صفة ও موصوف মিলে صفة হলো مضاف إليه এর, مضاف ও مضاف إليه মিলে مركب اضافِيْ হয়ে পুনরায় مضاف إليه হলো مضمون - تحقيق مستعملتان شبه হলো متعلق ও جار, مجرور হলো مجرور ও جار মিলে مضاف إليه ও مضاف এর, مركب اضافِيْ হয়ে مبتدأ হলো, তার মাঝে هما ضمير হলো نائب فاعل এবং نائب فاعل شبه فعل তার متعلق ও نائب فاعل কে নিয়ে فعل محذوف- এর সাথে, خبر ও مُبْتَدَأ মিলে جُمْلة اسْمِيّة خبرية হয়েছে, خبر হয়ে شبه جُمْلة হয়েছে ।

তারকীব : ৬.

قَوْلُهٗ : مِثْلُ إِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ أَيْ حَقَّقْتُ قِيَامَ زَيْدٍ وَبَلَغَنِيْ أَنَّ زَيْدًا مُنْطَلِقٌ أَيْ بَلَغَنِيْ ثُبُوْتُ اِنْطِلَاقِ زَيْدٍ

এখানে اسم হলো زَيْدًا আর حرف مشبه بالفعل হলো إِنَّ আর مُضَاف হলো مِثْلُ এবং مُبْتَدَأ নযীর উহ্য আছে যা خبر إِنَّ হলো قَائِمٌ এখন إِنَّ তার اسم ও خبر কে নিয়ে جُمْلة اسْمِيّة خبرية হয়ে حرف হলো أَيْ এবং مفسر হলো حَقَّقْتُ আর تفسير হলো زَيْدٍ আর مضاف হলো قِيَامَ এবং فاعل হলো تُ ضمير এবং তার শেষে فعل এবং فعل

وَكَأَنَّ وَهِيَ لِلتَّشْبِيْهِ، نَحْوُ كَأَنَّ زَيْدًا أَسَدٌ، وَلٰكِنَّ وَهِيَ لِلِاسْتِدْرَاكِ أَيْ لِدَفْعِ التَّوَهُّمِ النَّاشِئِ مِنَ الْكَلَامِ السَّابِقِ، وَلِهٰذَا لَا تَقَعُ إِلَّا بَيْنَ الْجُمْلَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَكُوْنَانِ مُتَغَايِرَتَيْنِ بِالْمَفْهُوْمِ،

অনুবাদ: (حروف مشبهة بالفعل -এর তৃতীয় হরফ হলো) كَأَنَّ; এটা তাশবীহ তথা সাদৃশ্য দেওয়ার জন্য ব্যবহার হয়। যেমন- كَأَنَّ زَيْدًا أَسَدٌ [যেন যায়েদ সিংহের মতো]।

আর (চতুর্থ হরফ হলো) لٰكِنَّ ; এটা اِسْتِدْرَاك তথা বিভ্রান্তি দূর করার জন্য ব্যবহার হয়। অর্থাৎ, পূর্বের বাক্যের সৃষ্ট সন্দেহকে দূর করার জন্য ব্যবহার হয়। এজন্যই এটা কেবল মাত্র দু'টি বিপরীতমুখী অর্থবোধক বাক্যের মাঝখানে ব্যবহার হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

كَأَنَّ -এর বর্ণনা :

حُرُوْف مُشَبَّهَة بِالْفِعْل -এর মধ্যে তৃতীয়টি হলো كَأَنَّ ; এটা مُبْتَدَأ -কে তার خَبَر -এর সাথে তুলনা করার অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন- كَأَنَّ زَيْدًا أَسَدٌ অর্থাৎ, যায়েদ সিংহের মতো। এখানে زَيْدًا হলো مُبْتَدَأ আর أَسَدٌ হলো خَبَر আর زَيْد -কে أَسَد -এর সাথে তুলনা করার জন্য كَأَنَّ-কে আনা হয়েছে।

لٰكِنَّ -এর বর্ণনা :

حُرُوْف مُشَبَّهَة بِالْفِعْل -এর মধ্যে চতুর্থটি হলো لٰكِنَّ ; এটা اِسْتِدْرَاك তথা তার পূর্ববর্তী বাক্যে সৃষ্ট সন্দেহ দূর করার জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে। তাইতো এটা দু'টি বিপরীত অর্থবোধক বাক্যের মাঝে পতিত হয়। যেমন- غَابَ زَيْدٌ لٰكِنَّ بَكْرًا حَاضِرٌ অর্থাৎ, যায়েদ অনুপস্থিত কিন্তু বকর উপস্থিত। ধরুন বকর হলো যায়েদের বন্ধু তাই যায়েদ অনুপস্থিত বলায় সন্দেহ হয়েছে যে, বকরও মনে হয় অনুপস্থিত। আর এ সন্দেহ দূরীভূত করার জন্য لٰكِنَّ এসেছে।

ইবারতের তারকীবসমূহ

তারকীব : ১. قَوْلُهُ : وَكَأَنَّ

এর মূল ইবারত হলো وَنَالِكُهَا كَأَنَّ ; এখানে واو হলো عاطفة আর ثالثها -এর ثالث হলো مضاف আর ضمير ها হলো مضاف إليه ; এখন مضاف ও مضاف إليه মিলে مركب اضافِيْ হয়ে مُبْتَدَأ আর كَأَنَّ হলো خبر; অতঃপর مُبْتَدَأ ও خبر মিলে جُمْلة اسْمِيّة خبرية হলো।

তারকীব : ২. قَوْلُهُ : وَهِيَ لِلتَّشْبِيْهِ

واو হলো عَاطِفة আর هِيَ হলো مُبْتَدَأ এবং لِلتَّشْبِيْهِ -এর لام হলো حرف جار আর التشبيه হলো مجرور অতঃপর جار ও مجرور মিলে متعلق হলো مستعملة -এর সাথে যা شبه فعل محذوف এবং তার মাঝে ضمير هي হলো نائب فعل, شبه فعل ও متعلق কে নিয়ে جُمْلة شِبه হয়ে خبر হয়েছে, مُبْتَدَأ ও خبر মিলে جُمْلة اسْمِيّة خبرية হয়েছে। তার نائب فاعل فاعل

তারকীব : ৩. قَوْلُهُ : نَحْوُ كَأَنَّ زَيْدًا اَسَدٌ

এখানে নযীর হলো حرف مشبه بالفعل আর كَأَنَّ হলো مضاف এবং نَحْوُ আর مُبْتَدَأ محذوف এবং اسم كَأَنَّ হলো زَيْدًا এবং خبر كَأَنَّ হলো اَسَدٌ অতঃপর كَأَنَّ তার اسم ও خبر কে নিয়ে جُمْلة اسْمِيّة خبرية হয়ে مضاف إليه হলো نحو এর, مُبْتَدَأ ও خبر মিলে مُبْتَدَأ,- এর خبر হয়েছে جُمْلة اسْمِيّة خبرية হয়েছে। مضاف ও مضاف إليه মিলে مركب اضافِيْ হয়ে خبر হয়েছে।

তারকীব : ৪. قَوْلُهُ : ولٰكِنَّ

এর মূল ইবারাত হলো مضاف إليه ها হলো مضاف আর رابع হলো عاطفة আর واو হলো وَرَابِعُهَا لٰكِنَّ। অতঃপর مُبْتَدَأ ; خبر ও مُبْتَدَأ মিলে مركب اضافِيْ হয়ে لكن আর خبر হলো তার مضاف إليه ও مضاف মিলে جُمْلة اسْمِيّة হয়েছে।

তারকীব : ৫. قَوْلُهُ : وَهِيَ لِلْاِسْتِدْرَاكِ أَيْ لِدَفْعِ التَّوَهُّمِ النَّاشِئِ مِنَ الْكَلَامِ السَّابِقِ

جار ; مجرور হলো استدراك এবং حرف جار হলো لام- এর للاستدراك আর مُبْتَدَأ হলো هِيَ এবং عَاطِفة হলো واو نائب হলো هي ضمير এর সাথে, যা হলো مستعملة এবং তার মাঝে شبه فعل محذوف এবং متعلق ও نائب فاعل তার شبه فعل , فاعل - لِدَفْعِ এবং حرف تفسير হলো أَيْ এবং مفسر شِبه جُمْلة কে নিয়ে متعلق ও نائب فاعل তার شبه فعل এর صفة ও موصوف ، صفة হলো السابق আর موصوف হলো الكلام এবং حرف جار হলো مِنْ আর فاعل হলো هو ضمير شِبه متعلق ও فاعل তার شبه فعل,- এর সাথে, الناشي হলো متعلق মিলে مجرور ও جار, مجرور হলো, مضاف إليه ও مضاف, এর, دفع مضاف إليه হলো صفة ও موصوف মিলে جُمْلة হয়ে صفة হলো التوهم এর, مستعملة হলো متعلق মিলে مجرور ও جار, مجرور হলো, مركب اضافِيْ হয়ে شبه فعل محذوف- এর সাথে যা তার মাঝে هي ضمير হলো فاعل ও نائب فاعل তার شبه فعل ; কে নিয়ে متعلق ও نائب فاعل তার شبه فعل ; নায়েব ফায়েল হলো هي ضمير এবং ও مفسر تفسير এবং شِبه جُمْلة হয়ে مُبْتَدَأ,- এর, خبر ও مُبْتَدَأ মিলে جُمْلة اسْمِيّة خبرية গঠিত হয়েছে।

তারকীব : ৬. قَوْلُهُ : وَلِهٰذَا لَا تَقَعُ إِلَّا بَيْنَ الْجُمْلَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَكُوْنَانِ مُتَغَايِرَتَيْنِ بِالْمَفْهُوْمِ

متعلق مقدم মিলে مجرور ও جار ; مجرور হলো هذا আর حرف جار হলো لام- এর لهذا عَاطِفة হলো واو مضاف হলো بين এবং حرف استثناء এবং إِلَّا হলো فاعل এবং هي ضمير হলো لا تقع فعل,- এর সাথে, لاتقع এবং الف تثنية এবং فعل ناقص হলো تكونان এবং اسم موصول হলো اللتين এবং موصوف হলো الجملتين তার মধ্যে حرف جار হলো باء এর- بالمفهوم এবং فاعل হলো هما ضمير তার شبه فعل হলো متغايرتين এবং اسم তার فاعل ও شبه فعل তার,- এর সাথে, متغايرتين হলো متعلق মিলে مجرور ও جار অতঃপর مجرور হলো المفهوم আর جُمْلة اسمية خبرية হয়ে شِبه جُمْلة কে নিয়ে متعلق ও خبر কে নিয়ে خبر হয়েছে তার فعل ناقص ও اسم তার- تكونان এর خبر হয়েছে, مضاف إليه ও صفة মিলে صفة হলো الجملتين এর, موصوف ও موصول মিলে صلة হলো موصول এর, صفة ও موصوف হলো بين এর, مضاف ও مضاف إليه মিলে مركب اضافِيْ হয়ে مفرغ হয়ে مستثنى হয়ে مفعول فيه হয়েছে فعل, এর, لاتقع তার فاعل এবং مفعول فيه ও متعلق কে নিয়ে جُمْلة فِعْلية خبرية হয়েছে।

مِثْلُ غَابَ زَيْدٌ لٰكِنَّ بَكْرًا حَاضِرٌ، وَمَا جَاءَنِي زَيْدٌ لٰكِنَّ عَمْرًا جَاءَنِي. وَلَيْتَ وَهِيَ لِلتَّمَنِّي، مِثْلُ لَيْتَ زَيْدًا قَائِمٌ أَيْ أَتَمَنّٰى قِيَامَهُ، وَلَعَلَّ وَهِيَ لِلتَّرَجِّي، مِثْلُ لَعَلَّ السُّلْطَانَ يُكْرِمُنِي، وَالْفَرْقُ بَيْنَ التَّمَنِّي وَالتَّرَجِّي أَنَّ الْأَوَّلَ يُسْتَعْمَلُ فِي الْمُمْكِنَاتِ كَمَا مَرَّ وَالْمُمْتَنِعَاتِ، مِثْلُ لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُوْدُ، وَالتَّرَجِّي مَخْصُوْصٌ بِالْمُمْكِنَاتِ، فَلَا يُقَالُ لَعَلَّ الشَّبَابَ يَعُوْدُ، وَتَدْخُلُ مَا الْكَافَّةُ عَلٰى جَمِيْعِهَا، فَتَكُفُّهَا عَنِ الْعَمَلِ كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى إِنَّمَا إِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَإِنَّمَا زَيْدٌ مُنْطَلِقٌ.

অনুবাদ: যেমন- غَابَ زَيْدٌ لٰكِنَّ بَكْرًا حَاضِرٌ [যায়েদ অনুপস্থিত কিন্তু বকর উপস্থিত]। বা مَا جَاءَنِيْ زَيْدٌ لٰكِنَّ عَمْرًا جَاءَنِيْ [যায়েদ আমার কাছে আসেনি, তবে আমর আমার কাছে এসেছে]।

আর (পঞ্চম হরফ হলো) لَيْتَ ; এটা تَمَنِّى তথা আকাঙ্ক্ষা -এর অর্থ প্রকাশের জন্য ব্যবহার হয়। যেমন- لَيْتَ زَيْدًا قَائِمٌ [যদি যায়েদ দণ্ডায়মান হতো] অর্থাৎ, আমি যায়েদের দাঁড়ানো কামনা করছি।

(ষষ্ঠ হরফ হলো) لَعَلَّ ; এটা تَرَجِّى তথা আশা এর অর্থ প্রদানের জন্য ব্যবহার হয়। যেমন- لَعَلَّ السُّلْطَانَ يُكْرِمُنِيْ [আমি আশা করছি হয়তো বাদশাহ আমায় সম্মান করবেন] এবং تَمَنِّى ও تَرَجِّى -এর মাঝে পার্থক্য হলো- প্রথমটি مُمْكِنَات -এর ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। যেমনটি অতিবাহিত হয়েছে। এবং مُمْتَنِعَات -এর ক্ষেত্রেও ব্যবহার হয়। যেমন- لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُوْدُ [হায়! যদি যৌবন ফিরে আসত] এবং تَرَجِّى টা শুধুমাত্র সম্ভাব্য বস্তুর ক্ষেত্রেই ব্যবহার হয়। কাজেই لَعَلَّ الشَّبَابَ يَعُوْدُ বাক্যটি বিশুদ্ধ হবে না। এবং مَا كَافَّة [আমলে বাঁধা প্রদানকারী "مَا"] এগুলোর শেষে প্রবেশ করে এবং এগুলোকে আমল করা হতে বিরত রাখে। যেমন আল্লাহর বাণী- إِنَّمَا إِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَاحِدٌ [নিশ্চয় তোমাদের মাবুদ এক মাবুদ] এবং إِنَّمَا زَيْدٌ مُنْطَلِقٌ [নিশ্চয় যায়েদ চলমান]।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

لَيْتَ ও لَعَلَّ -এর বর্ণনা :

لَيْتَ টি تَمَنِّى তথা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশের জন্য ব্যবহার হয়। যেমন- لَيْتَ زَيْدًا قَائِمٌ অর্থাৎ, যায়েদ যদি দাঁড়ান! এখানে لَيْتَ এসে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছে।

لَعَلَّ টি تَرَجِّى তথা আশা পোষণ করার অর্থে ব্যবহার হয়েছে। যেমন- لَعَلَّ السُّلْطَانَ يُكْرِمُنِيْ অর্থাৎ, আশা করি বাদশাহ আমায় সম্মান করবেন। এখানে لَعَلَّ শব্দটি আশা পোষণ করার অর্থে ব্যবহার হয়েছে।

لَيْتَ ও لَعَلَّ -এর পার্থক্য :

لَيْتَ টা সম্ভব ও অসম্ভব উভয়ের জন্যই ব্যবহার হয়। যেমন- لَيْتَ زَيْدًا قَائِمٌ এবং لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُوْدُ উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। দ্বিতীয় উদাহরণে যদিও যৌবন ফিরে আসা অসম্ভব তবুও তার শুরুতে لَيْتَ প্রবেশ হয়েছে। কেননা لَيْتَ টা مُمْكِن ও ممتنع উভয়ের জন্যই ব্যবহার হয়।

لَعَلَّ টা শুধুমাত্র সম্ভাব্য বিষয়ের উপরই ব্যবহার হবে। যেমন- لَعَلَّ زَيْدًا قَائِمٌ; অসম্ভাব্য বিষয়ের উপর ব্যবহার হবে না। সুতরাং لَعَلَّ الشَّبَابَ يَعُوْدُ বাক্য বিশুদ্ধ হবে না। কেননা যৌবন চলে গেলে আর কখনো ফিরে আসে না। তাই এখানে لَعَلَّ ব্যবহার হবে না।

উল্লেখ্য যে, অনেক সময় حُرُوْف مُشَبَّهَة بِالْفِعْل এর পরে مَاءُ كَافَّة [আমলে বাঁধা প্রদানকারী "ما"] এসে তার আমলকে রহিত করে দেয়। যেমন আল্লাহর বাণী- إِنَّمَا اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَاحِدٌ অর্থাৎ, নিশ্চয় তোমাদের ইলাহ একমাত্র ইলাহ এবং إِنَّمَا زَيْدٌ مُنْطَلِقٌ অর্থাৎ, নিশ্চয়ই যায়েদ চলমান। এই উভয় উদাহরণের মাঝে إِنَّ -এর পরে مَاءُ كَافَّة এসে إِنَّ -এর আমলকে রহিত করে দিয়েছে।

مَاءُ كَافَّة -এর পরিচয় : এটা এমন একটি হরফ যা পূর্বের আমিলের আমলে বাধা দেয় এবং ضَمِيْر شَان-এর স্থলে হয়।

ইবারতের তারকীবসমূহ

قَوْلُهُ: مِثْلُ غَابَ زَيْدٌ لٰكِنَّ بَكْرًا حَاضِرٌ وَمَا جَاءَنِيْ زَيْدٌ لٰكِنَّ عَمْرًا جَاءَنِيْ ১. তারকীব :
এখানে مِثْلُ হলো مضاف এবং غَابَ হলো فعل আর زَيْدٌ হলো فاعل অতঃপর فعل مُبْتَدَأ محذوف এবং مِثْلُ হলো نظيره بكرا ও استدراك যা حرف مشبه بالفعل হলো لكن ;مستدرك منه হয়ে جُمْلة فِعْلية خبرية -এর জন্য استدراك ও فاعل মিলে مستدرك منه، হয়ে جُمْلة اسْمِيّة خبرية তার اسم এবং حاضر হলো তার خبر ও اسم তার لكن، خبر ও كে নিয়ে نون وقاية এবং نون হলো فعل এবং جاء হলো حرف عطف আর واو হলো معطوف عليه استدراك ও استدراك মিলে جُمْلة فِعْلية আর مفعول به ও فاعل তার فعل ؛ فاعل তার زَيْدٌ হলো। আর مفعول به হলো يَاء متكلم কে নিয়ে جاءني فعل হলো আর اسم আর عمرا হলো তার حرف مشبه بالفعل এবং لكن হলো مستدرك منه আর خبرية হয়ে مفعول ও فاعل তার فعل। مفعول به হলো يَاء متكلم আর نون وقاية হলো فاعل আর نون এবং هو ضمير মিলে معطوف عليه, معطوف হয়েছে, استدراك ও مستدرك منه, استدراك হয়েছে, استدراك মিলে به কে নিয়ে جُمْلة فِعْلية خبرية হয়ে مُبْتَدَأ خبر হয়ে مركب اضافِيْ মিলে مضاف إليه ও مضاف, -এর, مثل হলো مضاف إليه মিলে معطوف ও محذوف -এর, مُبْتَدَأ ও خبر মিলে جُمْلة اسْمِيّة خبرية হয়েছে।

قَوْلُهُ: وَلَيْتَ তারকীব : ২.
এর মূল ইবারাত হলো وخَامِسُهَا لَيْتَ এখানে واو হলো عاطفة আর خَامس হলো مضاف আর যমীর ها হলো مُبْتَدَأ خبر ও , خبر হলো ليت আর مُبْتَدَأ হয়ে مركب اضافِيْ মিলে مضاف إليه ও مضاف، مضاف إليه জুমলা اسْمِيّة خبرية হয়েছে।

قَوْلُهُ: وَهِيَ لِلتَّمَنِّىْ তারকীব : ৩.
مجرور ও جار، مجرور হলো التمنى আর لِلتَّمَنِّىْ -এর لام হলো حرف جر এবং هِيَ হলো مُبْتَدَأ আর عَاطِفة হলো واو মিলে متعلق হয়েছে مستعملة -এর সাথে যা هي ضمير হলো نائب فاعل , نائب তার شبه فعل হয়ে محذوف فعل তার মাঝে شبه -এর, مُبْتَدَأ হয়ে خبر হলো مُبْتَدَأ ও خبر মিলে جُمْلة اسْمِيّة خبرية হয়েছে। পরিশেষে متعلق ও فاعل কে নিয়ে شِبه جُمْلة

قَوْلُهُ: مِثْلُ لَيْتَ زَيْدًا قَائِمٌ أَيْ اَتَمَنّٰى قِيَامَهُ. ৪. তারকীব :
এখানে مِثَاله হলো مضاف আর مثل হলো مُبْتَدَأ محذوف এবং زَيْدًا হলো حرف مشبه بالفعل এবং لَيْتَ হলো حرف এবং أَيْ হলো مفسر আর قَائِمٌ হলো خبر ও اسم তার ليت، خبر ও كে নিয়ে جُمْلة اسْمِيّة انشائية হয়ে أتمنى হলো فعل তার মাঝে أنا ضمير হলো فاعل আর قيامه -এর قيام হলো مضاف এবং যমীর ه হলো تفسير

مفعول به ও فاعل فعل তার হলো مفعول به হয়ে مركب اضافِيْ মিলে مضاف إليه ও مضاف إليه অতঃপর مفعول به কে নিয়ে مضاف ও مضاف, এর মতো হলো تفسير ও مفسر আর تفسير মিলে مضاف إليه হলো এর, جُمْلة فِعْلية خبرية হয়ে خبر হয়েছে مُبْتَدَأ-এর, مُبْتَدَأ ও خبر মিলে جُمْلة اسْمِيّة خبرية হয়েছে। مركب اضافِيْ মিলে مضاف إليه হয়েছে।

তারকীব : ৫. قَوْلُهُ : وَلَعَلَّ

এর মূল ইবারাত হলো وسَادِسُهَا لَعَلَّ, مضاف إليه হলো هَا যমীর আর مضاف হলো سَادِسُ আর عاطفة হলো واو, অতঃপর مضاف ও مضاف إليه মিলে مركب اضافِيْ হয়ে مُبْتَدَأ, আর لَعَلَّ হলো خبر ও مُبْتَدَأ মিলে جُمْلة, خبر হলো اسْمِيّة خبرية।

তারকীব : ৬. قَوْلُهُ : وَهِيَ لِلتَّرَجِّي

هِيَ হলো مُبْتَدَأ এবং لِلتَّرَجِّي এর لام হলো حرف جار আর التَرجي হলো مجرور অতঃপর عَاطِفة আর واو হলো شبه فعل, نائب فاعل হলো هي ضمير, তার মাঝে مستعملة হয়েছে متعلق মিলে مجرور ও جار তার فاعل ও نائب متعلق কে নিয়ে شِبه جُمْلة হয়ে خبر হয়েছে, مُبْتَدَأ خبر ও মিলে جُمْلة اسْمِيّة خبرية হলো।

তারকীব : ৭. قَوْلُهُ : مِثْلُ لَعَلَّ السُّلْطَانَ يُكْرِمُنِيْ

এখানে حرف مشبه بالفعل হলো لَعَلَّ এবং مضاف হলো مثل আর مُبْتَدَأ محذوف হলো نظيره আর السلطان হলো نون وقاية এবং نون আর يُكْرِمُنِيْ হলো اسم لعل এবং يكرم-এর فاعل হলো هو ضمير আর তার মাঝে فعل হলো فَاعِل তার فعل ও مفعول به কে নিয়ে جملة فِعْلية خبرية হয়ে خبر হয়েছে لعل-এর مفعول به হলো ياء অতঃপর مضاف إليه ও مضاف, مضاف إليه হয়ে جُمْلة اسْمِيّة انشائية হলো إِسْم তার خبر ও كه নিয়ে مركب اضافِيْ মিলে لعل তার হয়ে خبر হলো مُبْتَدَأ محذوف-এর, مُبْتَدَأ ও خبر মিলে جُمْلة اسْمِيّة خبرية হয়েছে।

তারকীব : ৮. قَوْلُهُ : وَالْفَرْقُ بَيْنَ التَّمَنِّي وَالتَّرَجِّي أَنَّ الْأَوَّلَ يُسْتَعْمَلُ فِي الْمُمْكِنَاتِ كَمَا مَرَّ وَالْمُمْتَنِعَاتِ.

واو হলো عطف এবং واو হলো معطوف عليه হলো التمني এবং مضاف হলো بين আর مصدر হলো الفرق এবং واو হলো مُسْتَأنِفَة আর واو হলো معطوف عليه অতঃপর التَرجي হলো معطوف ও معطوف মিলে مضاف إليه হয়েছে, مضاف ও شِبه جُمْلة হয়ে مفعول فيه কে নিয়ে مفعول فيه তার مصدر, الفرق হলো-এর, مركب اضافِي মিলে مضاف إليه হয়ে هو মাঝে তার فعل مجهول হলো يستعمل এবং اسم হলো الأول আর حرف مشبه بالفعل হলো أَنَّ এবং مُبْتَدَأ حرف عطف হলো فعل এবং واو হলো معطوف عليه এবং المكنات হলো حرف جار আর فِي হলো نائب فاعل এবং ضمير হলো يستعمل আর المتنعات হলো متعلق মিলে مجرور হলো, جار ও مجرور মিলে معطوف ও معطوف عليه, -এর সাথে, এবং مر হলো فعل এবং كما مر হলো كاف এর حرف جار আর ما হলো اسم موصول এবং هو ضمير তার -এর, فاعل ও فعل, جار ও مجرور হয়েছে, صلة ও موصول মিলে صلة হয়ে جُمْلة فِعْلية خبرية হয়েছে, -এর, فعل তার فاعل ও উভয় متعلق কে নিয়ে متعلق ثانى হয়ে يستعمل মিলে مجرور হয়েছে - أَنَّ হয়ে جُمْلة فِعْلية خبرية এর خبر হয়েছে, أَنَّ তার اسم ও خبر কে নিয়ে جُمْلة اسْمِيّة خبرية হয়ে بتاويل مفرد হয়ে خبر হয়েছে - الفرق الخ এর, পরিশেষে مُبْتَدَأ ও خبر মিলে جُمْلة اسْمِيّة خبرية হয়েছে।

তারকীব : ৯. قَوْلُهُ : مِثْلُ لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُوْدُ

এখানে حرف مشبه بالفعل হলো لَيْتَ আর مُبْتَدَأ محذوف হলো نظيره আর يعود হলো اسم ليت হলো الشباب এবং فعل তার فاعل কে নিয়ে جُمْلة فِعْلية خبرية হয়ে بتاويل مفرد হয়ে خبر হয়েছে, فاعل হলো هو ضمير তার মাঝে فعل, مضاف ও مضاف, এর মতো হলো مضاف إليه হয়ে جُمْلة اسْمِيّة انشائية হয়েছে ليت-এর; ليت তার اسم ও خبر কে নিয়ে جُمْلة اسْمِيّة خبرية হয়ে خبر হয়েছে مُبْتَدَأ محذوف-এর, مُبْتَدَأ ও خبر মিলে مركب اضافِي হয়ে خبر হলো مُبْتَدَأ محذوف-এর, مُبْتَدَأ ও خبر মিলে جُمْلة اسْمِيّة خبرية হয়েছে।

তারকীব : ৯. قَوْلُهُ : والترجي مخصوص بالممكنات

نائب فاعل হলো هو এবং والترجي হলো مُبْتَدَأ আর مخصوص হলো شبه فعل তার মাঝে যমীর عَاطِفة হলো واو এবং بالممكنات হলো مجرور ও جار মিলে متعلق হলো حرف جار আর الممكنات হলো مجرور অতঃপর جار ও بالممكنات -এর باء হলো مخصوص -এর সাথে, فعل شبه ও نائب فاعل তার متعلق কে নিয়ে جُمْلة شِبه হয়ে خبر, ও مُبْتَدَأ خبر মিলে جُمْلة اسْمِيّة خَبَرِيَّة হয়েছে।

তারকীব : ১০. قَوْلُهُ : فَلَا يُقَالُ لَعَلَّ الشَّبَابَ يَعُوْدُ

الشباب হলো حرف مشبه بالفعل আর لعل হলো فعل مجهول এবং يقال হলো حرف تفريع এবং فاء -এর فلا يقال হলো فعل তার মাঝে যমীর هو হলো فاعل অতঃপর فعل ও فاعل মিলে جُمْلة فِعْلية خَبَرِيَّة হয়ে اسم لعل আর يعود হলো نائب -এর يقال হয়েছে بتأويل مفرد হয়ে جُمْلة اسْمِيّة انشائية হয়েছে لعل তার اسم ও خبر কে নিয়ে خبر لعل হয়েছে, فعل مجهول তার نائب فاعل কে নিয়ে جُمْلة فِعْلية خَبَرِيَّة হয়েছে।

তারকীব : ১১. قَوْلُهُ : وَتَدْخُلُ مَا الْكَافَّةُ عَلٰى جَمِيْعِهَا

صفة হলো موصوف ও صفة , مُسْتَأنِفَة হলো واو এবং الكافة হলো فعل আর مَا হলো موصوف এবং تَدْخُلُ হলো مُسْتَأنِفَة মিলে حرف جار হলো عَلٰى, جميعها -এর جميع হলো مضاف আর যমীর ها হলো مضاف إليه অতঃপর فاعل হয়েছে, فعل -এর تدخل সাথে, مجرور ও جار মিলে متعلق হলো مجرور হলো, مركب إضافي হয়ে مضاف إليه ও مضاف তার فاعل ও متعلق কে নিয়ে جُمْلة فِعْلية خَبَرِيَّة হয়েছে।

তারকীব : ১২. قَوْلُهُ : فَتَكُفُّهَا عَنِ الْعَمَلِ

فاء হলো تكف -এর মাঝে যমীর هي হলো فاعل এবং যমীর هَا হলো حرف تفريع এবং تَكُفُّ হলো فعل আর تكف -এর مفعول তার এবং عَنْ হলো حرف جار আর العمل হলো مجرور ; অতঃপর جار ও مجرور মিলে متعلق হলো -এর সাথে, فعل তার فاعل এবং مفعول ও متعلق কে নিয়ে جُمْلة فِعْلية خَبَرِيَّة হয়েছে।

তারকীব : ১৩. قَوْلُهُ : كَقَوْلِهِ تَعَالٰى إِنَّمَا إِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَإِنَّمَا زَيْدٌ مُنْطَلِقٌ

উহ্য হলো نظيره এবং যমীর ه হলো مضاف এবং قول হলো حرف جار আর كاف হলো كقوله -এর مُبْتَدَأ محذوف উহ্য হলো جُمْلة فِعْلية হয়ে ذوالحال আর تَعَالٰى হলো فعل এবং তার মাঝে যমীর هو হলো فاعل অতঃপর فعل তার فاعل কে নিয়ে ذوالحال হয়ে حال হয়েছে, مضاف إليه ও مضاف মিলে حال ও ذوالحال মিলে قول এর, مضاف إليه ও مضاف মিলে مركب اضافي হয়ে قول হয়েছে, إِنَّمَا -এর إن হলো حرف مشبه بالفعل এবং ماے كافة হলো ما আর إلٰه -এর إلهكم হলো مضاف আর وَاحِدٌ হলো موصوف এবং إلهٌ হলো مُبْتَدَأ مضاف إليه ও مضاف মিলে مركب اضافي হয়ে مضاف إليه, كم হলো مقولة হয়ে قول ও, صفة ও موصوف মিলে صفة হলো خبر মিলে مُبْتَدَأ ও خبر হয়েছে, جُمْلة اسْمِيّة خَبَرِيَّة হয়েছে, مقولة হয়েছে, ও ما আর حرف مشبه بالفعل এবং واو হলো حرف عطف আর إنما হলো إنَّ -এর معطوف عليه মিলে مقولة হয়ে جُمْلة اسْمِيّة خَبَرِيَّة হলো خبر ও مُبْتَدَأ মিলে مُبْتَدَأ আর منطلق হলো خبر অতঃপর مُبْتَدَأ ও خبر মিলে زَيْدٌ হলো ماے كافة এবং كائن উহ্য হলো متعلق মিলে مجرور ও جار -এর, كاف হয়েছে مجرور মিলে معطوف عليه ও معطوف, এর সাথে, شبه فعل তার فاعل ও متعلق কে নিয়ে جُمْلة شِبه হয়ে ; তার ضمير হলো فاعل , شبه فعل তার خبر ও مُبْتَدَأ -এর, مُبْتَدَأ محذوف হয়েছে جُمْلة اسْمِيّة خَبَرِيَّة হয়েছে।

اَلنَّوْعُ الثَّالِثُ : তৃতীয় প্রকার

[مَا وَلَا الْمُشَبَّهَتَانِ بِلَيْسَ : لَا ও مَا সদৃশ না বোধক لَيْسَ]

مَا وَلَا الْمُشَبَّهَتَانِ بِلَيْسَ فِي النَّفْيِ وَالدُّخُوْلِ عَلَى الْمُبْتَدَأِ وَالْخَبَرِ، تَرْفَعَانِ الِاسْمَ وَتَنْصِبَانِ الْخَبَرَ، وَتَدْخُلُ مَا عَلَى الْمَعْرِفَةِ وَالنَّكِرَةِ، مِثْلُ مَا زَيْدٌ قَائِمًا، وَلَا تَدْخُلُ "لَا" إِلَّا عَلَى النَّكِرَةِ، نَحْوُ لَا رَجُلٌ ظَرِيْفًا .

অনুবাদ: مَا ও لَا যা না বোধক অর্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে এবং مُبْتَدَأ ও خَبَر -এর উপর প্রবেশ হওয়ার দিক থেকে لَيْسَ -এর মতো এবং এই حَرْف দু'টো اِسْم কে رَفْع প্রদান করে এবং খবরকে نَصْب প্রদান করে এবং مَا টা مَعْرِفَة ও نَكِرَة উভয়ের ক্ষেত্রেই ব্যবহার হয়। যেমন- مَا زَيْدٌ قَائِمًا [যায়েদ দাঁড়ানো নেই] এবং لَا টা কেবল মাত্র نَكِرَة -এর ক্ষেত্রেই ব্যবহার হয়। যেমন- لَا رَجُلٌ ظَرِيْفًا [কোনো চতুর লোক নেই]।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

عوامل سماعية -এর তৃতীয় প্রকার হলো ما ولا المشبهتان بليس;

ما ولا المشبهتان بليس -এর আলোচনা :

مَا ও لَا এগুলো ৩টি কারণে لَيْسَ -এর সাথে সম্পর্ক রাখে।

১. لَيْسَ -এর মাঝে যেমন نَفي তথা না বোধক অর্থ পাওয়া যায়, তদ্রূপ مَا ও لَا -এর মধ্যেও نَفي অর্থ পাওয়া যায়।

২. لَيْسَ টা যেমন مُبْتَدَأ ও خَبَر -এর শুরুতে ব্যবহার হয়, তদ্রূপ مَا ও لَا টাও مُبْتَدَأ এবং خَبَر -এর শুরুতে ব্যবহার হয়।

৩. لَيْسَ টা যেমন مُبْتَدَأ কে رَفْع দেয় আর خَبَر কে نَصْب দেয়, তদ্রূপ مَا ও لَا টাও مُبْتَدَأ -কে رَفْع এবং خَبَر -কে نَصْب দেয়।

আমল : এগুলো তার اِسْم -কে رَفْع ও خَبَر -কে نَصْب দেয়।

مَا ও لَا -এর পার্থক্য :

এ দু'টির মাঝে অর্থগত কোনো পার্থক্য না থাকলেও ব্যবহারিক পার্থক্য আছে। তা হলো-

مَا টা مَعْرِفَة ও نَكِرَة উভয়ের সাথেই ব্যবহার হয়। যেমন- مَا زَيْدٌ قَائِمًا অর্থাৎ, যায়েদ দাঁড়ায়নি [এটা مَعْرِفَة -এর উপমা]। আর مَا رَجُلٌ مَلَكًا অর্থাৎ, কোনো মানুষই ফেরেশতা নয় [এটা نَكِرَة -এর উপমা]।

কিন্তু لَا টা কেবলমাত্র نَكِرَة -এর সাথে ব্যবহার হয়। যেমন- لَا رَجُلٌ ظَرِيْفًا অর্থাৎ, কোনো চতুর লোক নেই।

প্রকাশ থাকে যে, لَا অব্যয়টি اِسْم نَكِرَة -এর পূর্বে ব্যবহৃত হয়ে তার শেষ অক্ষরে نَصْب প্রদান করবে, তখন সেটি نَفْي جِنس তথা "একেবারেই না" অর্থে ব্যবহৃত হবে। যেমন– لَا رَجُلَ فِي الدَّارِ অর্থাৎ, ঘরে কোনো পুরুষই নেই। উল্লেখ্য যে, যদি مَا ও لَا -এর اسم এবং خَبَر -এর মাঝে إِلَّا আসে তবে مَا ও لَا -এর আমলকে নষ্ট করে দেয়। যেমন– مَا زَيْدٌ إِلَّا جَالِسٌ অর্থাৎ, যায়েদ বসা ছাড়া আর কিছুই নয়। এখানে جَالِسٌ -এর পূর্বে إِلَّا আসার কারণে তার মধ্যে مَا টি তার আমল অর্থাৎ, نَصْب প্রদান করেনি। কেননা إِلَّا এসে مَا -এর আমলকে নষ্ট করে দিয়েছে।

ইবারতের তারকীবসমূহ

তারকীব : ১. قَوْلُهُ : اَلنَّوْعُ الثَّالِثُ مَا وَلَا الْمُشَبَّهَتَانِ بِلَيْسَ فِي النَّفْيِ وَالدُّخُوْلِ عَلَى الْمُبْتَدَأِ وَالْخَبَرِ

اَلنَّوْعُ হলো موصوف আর الثالث হলো صفة , موصوف ও صفة মিলে مُبْتَدَأ আর مَا হলো واو এবং معطوف عليه হলো المشبهتان, شبه فعل হলো حرف عطف আর لَا হলো معطوف, معطوف عليه ও معطوف মিলে موصوف হলো, مجرور ও جار , مجرور হলো ليس এবং حرف جار হলো باء আর نائب فاعل هما -এর- بليس মিলে متعلق হয়েছে أول এর সাথে, এবং فِيْ হলো حرف جار আর النفي হলো معطوف عليه এবং واو হলো معطوف عليه আর المُبْتَدَأ হলো مصدر এবং على হলো حرف جار আর الدخول হলো حرف عطف এবং واو হলো معطوف عليه আর الخبر হলো معطوف , معطوف عليه ও معطوف মিলে مجرور হয়েছে على এর, جار ও مجرور মিলে متعلق হয়েছে الدخول -এর সাথে, مصدر তার متعلق কে নিয়ে معطوف হলো النفي -এর, معطوف عليه ও معطوف মিলে مجرور হলো فِيْ এর, جار ও مجرور মিলে متعلق ثاني হলো شبه فعل -এর, شبه فعل তার نائب فاعل ও উভয় ও مُبْتَدَأ, -এর- مُبْتَدَأ, -এর, موصوف ও صفة মিলে خبر হলো ما ও لا -এর, صفة হয়ে شِبه جُمْلة কে নিয়ে متعلق خبر মিলে جُمْلة اسْمِيّة خَبَرِيَّة হয়েছে।

তারকীব : ২. قَوْلُهُ : تَرْفَعَانِ الْاِسْمَ وَتَنْصِبَانِ الْخَبَرَ

تَرْفَعَانِ হলো فِعْل তার মাঝে যমীর فاعل হলো الف تثنية এবং الاسم হলো مفعول به অতঃপর فعل তার فاعل ও جُمْلة فِعْلية خَبَرِيَّة হয়ে معطوف عليه এবং واو হলো معطوف আর تنصبان হলো فعل আর -কে নিয়ে مفعول به তার মাঝে যমীর جُمْلة -কে নিয়ে مفعول به ও فاعل তার فعل , مفعول به হলো الخبر এবং فاعل হলো الف تثنية جُمْلة مَعْطوفة হয়ে فِعْلية خَبَرِيَّة হয়েছে।

তারকীব : ৩. قَوْلُهُ : وَتَدْخُلُ مَا عَلَى الْمَعْرِفَةِ وَالنَّكِرَةِ

المعرفة হলো حرف جار আর عَلَى হলো فعل এবং مَا হলো তার فاعل এবং تَدْخُلُ হলো مُسْتَأنِفَة আর واو হলো معطوف عليه এবং واو হলো حرف عطف আর اَلنَّكِرَة হলো معطوف عليه , معطوف ও معطوف মিলে جُمْلة -কে নিয়ে متعلق ও فاعل ও فعل তার فعل, -এর- تدخل হলো متعلق মিলে جار ও مجرور হয়েছে, مجرور হয়ে فِعْلية خَبَرِيَّة হলো।

তারকীব : ৪. قَوْلُهُ : مِثْلُ مَا زَيْدٌ قَائِمًا

এখানে مِثْلُ -এর পূর্বে نظيره উহ্য আছে যা مُبْتَدَأ এবং مثل হলো مضاف আর ما হলো المشبهة بليس এবং زَيْدٌ হলো اسم ما আর قائما হলো خبر ما , তার اسم ও خبر কে নিয়ে جُمْلة اسْمِيّة خَبَرِيَّة হয়ে إليه مضاف হলো مضاف ও إليه مضاف মিলে مُبْتَدَأ محذوف এর, خبر ও مُبْتَدَأ মিলে جُمْلة اسْمِيّة خَبَرِيَّة হয়েছে।

তারকীব : ৫. قَوْلُهُ : وَلَا تَدْخُلُ "لَا" إِلَّا عَلَى النَّكِرَةِ

واو হলো عَاطِفة আর لا تدخل হলো فعل এবং لَا হলো فاعل , على شيء হলো مستثنى منه, যা উহ্য আছে, এবং إِلَّا হলো حرف استثناء আর على হলো حرف جار এবং النكرة হলো مجرور ; অতঃপর جار ও مجرور মিলে مستثنى , مستثنى ও উহ্য مستثنى منه মিলে متعلق হলো تدخل -এর সাথে, فعل তার فاعل ও متعلق কে নিয়ে جُمْلة فِعْلية خَبَرِيَّة হয়েছে।

তারকীব : ৬. قَوْلُهُ : نَحْوُ لَا رَجُلٌ ظَرِيفًا

এখানে نَحْوُ -এর পূর্বে نظيره উহ্য আছে যা مُبْتَدَأ محذوف এবং لَا হলো حرف مشبهة بليس আর رجل হলো اسم لا এবং ظريفا হলো خبر لا ; অতঃপর لا তার اسم ও خبر কে নিয়ে جُمْلة اسْمِيّة خَبَرِيَّة হয়ে إليه مضاف হলো مضاف ও إليه مضاف মিলে مُبْتَدَأ محذوف এর, مُبْتَدَأ محذوف -এর, نحو -এর, مضاف ও خبر মিলে جُمْلة اسْمِيّة خَبَرِيَّة হয়েছে।

অনুশীলনী

১. حُرُوف مُشَبَّهة بِالْفِعْل কাকে বলে? তা কয়টি ও কী কী উদাহরণসহ লিখ।

২. حُرُوف مُشَبَّهة بِالْفِعْل -এর আমল কী? তার নামকরণের কারণ আলোচনা কর।

৩. فِعْل -এর সাথে حُرُوف مُشَبَّهة بِالْفِعْل -এর মিল উপমাসহ উল্লেখ কর।

৪. إِنَّ ও أَنَّ -এর পার্থক্য বর্ণনা কর এবং কোথায় [همزه কে যের দ্বারা] إِنَّ এবং কোথায় [همزه কে যবর দ্বারা] أَنَّ ব্যবহার হয় বিস্তারিত লিখ।

৫. لٰكِنَّ ও كَأَنَّ -এর ব্যবহার পদ্ধতি লিখ।

৬. لَعَلَّ ও لَيْتَ -এর ব্যবহার বিধি লিখ।

৭. لَعَلَّ ও لَيْتَ -এর পার্থক্য বর্ণনা কর।

৮. তারকীব কর।

ترفعان الاسم وتنصبان الخبر – تدخل ما على المعرفة والنكرة

৯. حُرُوف مُشَبَّهة بِالْفِعْل -এর আমল কখন রহিত হয়ে যায়? বিস্তারিত লিখ।

১০. مَا ولَا الْمُشَبَّهَتَان بِلَيْسَ -এর আমল বর্ণনা কর ও উভয়ের পার্থক্য নির্ণয় কর।

اَلنَّوْعُ الرَّابِعُ : চতুর্থ প্রকার

حُرُوْفٌ تَنْصِبُ الْاِسْمَ
[বিশেষ্যকে নসব প্রদানকারী অব্যয়সমূহ]

حُرُوْفٌ تَنْصِبُ الْاِسْمَ فَقَطْ، وَهِيَ سَبْعَةُ اَحْرُفٍ، اَلْوَاوُ وَهِيَ بِمَعْنٰى مَعَ، نَحْوُ اسْتَوَى الْمَاءُ وَالْخَشَبَةَ، وَاِلَّا وَهِيَ لِلْاِسْتِثْنَاءِ وَهُوَ مُتَّصِلٌ نَحْوُ جَاءَنِي الْقَوْمُ اِلَّا زَيْدًا، اَوْ مُنْقَطِعٌ نَحْوُ جَاءَنِي الْقَوْمُ اِلَّا حِمَارًا .

অনুবাদ : শুধু اِسْم [বিশেষ্য] কে نَصْب প্রদানকারী حُرُوْف -এর বর্ণনা। এগুলো ৭টি অব্যয়। [এর প্রথমটি হলো] اَلْوَاو ; এটি مَعَ তথা সাথের অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন- اِسْتَوَى الْمَاءُ وَالْخَشَبَةَ [পানি দণ্ডের সাথে সমপরিমাণ হয়েছে] এবং (এর দ্বিতীয়টি হলো) اِلَّا ; এটি اِسْتِثْنَاء -এর জন্য ব্যবহার হয়। তার এক প্রকার হলো مُتَّصِلْ যেমন- جَاءَنِي الْقَوْمُ اِلَّا زَيْدًا [আমার কাছে সম্প্রদায় এসেছে যায়েদ ব্যতীত]। অপর প্রকার হলো مُنْقَطِع যেমন- جَاءَنِي الْقَوْمُ اِلَّا حِمَارًا [আমার কাছে সম্প্রদায় এসেছে গাধা ব্যতীত]।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

চতুর্থ প্রকারে এমন কিছু حُرُوْف সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যেগুলো اِسْم -এর প্রথমে এসে তার শেষে نَصْب দেয়। এই حَرْف গুলো হলো মোট ৭টি- ১. وَاو ২. اِلَّا ৩. هَمْزَة مَفْتُوْحة ৪. يَا ৫. أَيَا ৬. هَيَا ৭. أَيْ

উল্লিখিত ইবারতে وَاو এবং اِلَّا সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

وَاو -এর বর্ণনা :

وَاو অক্ষরটি مَعَ -এর অর্থ বুঝায় এবং তা اِسْم -এর শুরুতে এসে তার শেষে نَصْب দেয়। উল্লেখ্য যে, এখানে وَاو দ্বারা مفعول معه -এর وَاو কেই বুঝানো হয়েছে। যেমন- اِسْتَوَى الْمَاءُ وَالْخَشَبَةَ অর্থাৎ, পানি দণ্ডের সাথে সমপরিমাণ হয়েছে। এখানে وَاو টি اَلْخَشَبَة -এর শুরুতে এসে তার শেষে نَصْب দিয়েছে।

اِلَّا -এর বর্ণনা :

اِلَّا -এর অর্থ হলো ব্যতীত এবং এটাকে حَرْف اسْتِثْنَاء -ও বলা হয়। পরিভাষায় اِسْتِثْنَاء বলা হয় কোনো একটা শব্দকে তার পূর্ববর্তী শব্দ হতে اِلَّا বা তার أَخَوَات দ্বারা বের করা, এ কথা বুঝানোর জন্য যে, তার পূর্ববর্তী শব্দের দিকে যে হুকুমের সম্পর্ক করা হয়েছে তার পরবর্তী শব্দের দিকে সে হুকুমের সম্পর্ক করা হয়নি। যেমন- جَاءَنِي الْقَوْمُ اِلَّا زَيْدًا অর্থাৎ, আমার কাছে সম্প্রদায়ের সকল লোক এসেছে যায়েদ ব্যতীত। এখানে اَلْقَوْمُ হলো اِلَّا -এর পূর্ববর্তী শব্দ যাকে مُسْتَثْنٰى مِنْه বলা হয়, এর দিকে যে হুকুমের সম্পর্ক করা হয়েছে اِلَّا -এর পরবর্তী শব্দ زَيْدًا -এর দিকে সে হুকুমের সম্পর্ক করা হয়নি, এ কথা বুঝানোর জন্য اِلَّا অব্যয়টি এসেছে এবং তা তার পরবর্তী শব্দ زَيْدًا কে نَصْب দিয়েছে।

উল্লেখ্য যে, مُسْتَثْنٰى টা দুই প্রকার।

১. مُسْتَثْنٰى مُتَّصِلْ

২. مُسْتَثْنٰى مُنْقَطِعْ

مُسْتَثْنٰى مُتَّصِلْ -এর সংজ্ঞা : এটা এমন শব্দকে বলা হয়, যার মাঝে مُسْتَثْنٰى টা مُسْتَثْنٰى مِنْهُ -এর অন্তর্ভুক্ত থাকে। যেমন- جَاءَنِي الْقَوْمُ إِلَّا زَيْدًا ; এখানে زَيْدًا যা مُسْتَثْنٰى তা اَلْقَوْمُ যা مُسْتَثْنٰى مِنْهُ -এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে এটা مُسْتَثْنٰى مُتَّصِلْ হয়েছে।

مُسْتَثْنٰى مُنْقَطِعْ -এর সংজ্ঞা : তা এমন مُسْتَثْنٰى কে বলা হয়, যার মাঝে مُسْتَثْنٰى টা مُسْتَثْنٰى مِنْهُ -এর অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন- جَاءَنِي الْقَوْمُ إِلَّاحِمَارًا এখানে حِمَارًا যা مُسْتَثْنٰى তা اَلْقَوْمُ যা مُسْتَثْنٰى مِنْهُ -এর অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার কারণে এটা مُسْتَثْنٰى مُنْقَطِعْ হয়েছে।

ইবারতের তারকীবসমূহ

তারকীব : ১. قَوْلُهُ : اَلنَّوْعُ الرَّابِعُ حُرُوْفٌ تَنْصِبُ الْاِسْمَ

اَلنَّوْعُ হলো موصوف আর الرابع হলো صفة ; صفة ও موصوف মিলে مركب توصيفى হয়ে مُبْتَدَأ আর حروف হলো موصوف এবং تَنْصِبُ হলো فعل, তার মাঝে যমীর هي হলো فاعل এবং الْاِسْمَ হলো به مفعول , فعل তার فاعل ও موصوف কে নিয়ে جُمْلة فِعْلية خبرية হয়ে صفة হয়েছে حروف এর, موصوف ও صفة মিলে خبر হলো مُبْتَدَأ -এর, مُبْتَدَأ ও خبر মিলে جُمْلة اسْمِيّة خبرية হয়েছে।

তারকীব : ২. قَوْلُهُ : فَقَطْ

এর মূল ইবারাত হলো فعل نصبت حرف شرط আর اِذَا نَصَبْتَ بِهَا الْاِسْمَ فَانْتَهِ এখানে اذا হলো حرف جار আর باء এর حرف جار হলো بها আর ت হলো فاعل আর যমীর ها হলো مجرور অতঃপর نصبت -এর সাথে, এবং الاسم হলো به مفعول , فعل তার فاعل - مفعول ও جار مجرور মিলে متعلق হয়েছে شرط হয়ে جُمْلة فِعْلية خبرية হয়েছে, আর فقط -এর فاء হলো جزائية আর قط অর্থ انته তা হলো فعل আর তার মাঝে أنت ضمير مستتر হলো فاعل এখন فعل ও فاعل মিলে جُمْلة فِعْلية انشائية হয়ে جزاء হয়েছে, شرط ও جزاء মিলে جملة شرطية হয়েছে।

তারকীব : ৩. قَوْلُهُ : وَهِيَ سَبْعَةُ اَحْرُفٍ

هِيَ হলো مُبْتَدَأ এবং سَبْعَةُ হলো مضاف مميز এবং اَحْرُفٍ হলো مميز ; مضاف إليه تمييز আর عَاطِفة হলো واو ও تمييز মিলে خبر হয়েছে, مُبْتَدَأ ও خبر মিলে جُمْلة اسْمِيّة خبرية হয়েছে।

তারকীব : ৪. قَوْلُهُ : اَلْوَاوُ

এর মূল ইবারাত হলো الواو أحدها, أحد হলো مضاف আর যমীর ها হলো مضاف إليه এবং مضاف ও مضاف إليه মিলে مركب اضافِيْ হয়ে مُبْتَدَأ আর الواو হলো خبر ; مُبْتَدَأ ও خبر মিলে جُمْلة اسْمِيّة خبرية হয়েছে।

তারকীব : ৫. قَوْلُهُ : وَهِيَ بِمَعْنَى مَعَ

مضاف إليه হলো مَعَ এবং معنى হলো مضاف আর باء হলো حرف جار আর بمعنى-এর مُسْتَأْنِفَة হলো واو, ثابت হলো متعلق হলো جار و مجرور মিলে مجرور হয়ে مركب اضافِيْ হলো مضاف إليه ও مضاف -এর সাথে, তার মাঝে যমীর هو হলো فاعل, فاعل তার شبه فعل ও متعلق কে নিয়ে شِبه جُمْلة হয়ে خبر হয়েছে, مُبْتَدَأ ও خبر মিলে جُمْلة اسْمِيّة خبرية হয়েছে।

তারকীব : ৬. قَوْلُهُ : نَحْوُ اسْتَوَى الْمَاءُ وَالْخَشَبَةَ

এখানে উহ্য হলো نظيره আর مُبْتَدَأ محذوف হলো نَحْوُ এবং استوى হলো فعل আর الماء হলো فاعل এবং فعل তার ও فاعل কে নিয়ে جُمْلة فِعْلية হলো مع-এর অর্থে আর الخشبة হলো معه مفعول, مفعول معه ও فاعل কে নিয়ে واو হলো مُبْتَدَأ محذوف হয়ে خبر হয়েছে مركب اضافِيْ হয়ে مضاف إليه হলো مضاف, -এর, نحو হয়েছে مضاف إليه ও مضاف মিলে جُمْلة اسْمِيّة خبرية হয়েছে। -এর, مُبْتَدَأ ও خبر মিলে

তারকীব : ৭. قَوْلُهُ : وَإِلَّا وَهِيَ لِلْاِسْتِثْنَاءِ وَهُوَ مُتَّصِلٌ أَوْ مُنْقَطِعٌ

جُمْلة خبر ও مُبْتَدَأ, خبر হলো إِلَّا এবং مُبْتَدَأ হলো ثَانِيْهَا উহ্য আছে যা عَاطِفة হলো واو আর إِلَّا এর পূর্বে جُمْلة اسْمِيّة خبرية হয়েছে।

الاستثناء হলো حرف جار আর لام-এর للاستثناء এবং مبتدأ হলো هِيَ আর حرف عطف হলো واو-এর وَهِيَ হলো مستعملة উহ্য হয়েছে متعلق হয়ে مجرور মিলে مجرور و جار, هي যমীর আর شبه فعل ও তার মাঝে جار و مجرور, متعلق হয়ে خبر হলো هِيَ, خبر ও مُبْتَدَأ-এর, نائب فاعل তার شبه فعل ও نائب فاعل কে নিয়ে شِبه جُمْلة হয়ে خبر হলো مُتَّصِلٌ এবং مُبْتَدَأ হলো هُوَ আর حرف عطف হলো أو আর معطوف عليه হলো حرف عطف এবং واو হলো جُمْلة اسْمِيّة, مُبْتَدَأ ও خبر মিলে خبر হয়েছে هو-এর, معطوف عليه ও معطوف, معطوف হলো مُنْقَطِعٌ হয়ে جُمْلة مَعْطوفة হয়েছে।

তারকীব : ৮. قَوْلُهُ : نَحْوُ جَاءَنِي الْقَوْمُ إِلَّا زَيْدًا

نون وقاية হলো ن এর পরে ني এবং جَاءَ হলো فعل তার محذوف مُبْتَدَأ হলো نحو আর مثاله হলো نون وقاية আর زَيْدًا হলো مستثنى, আর إِلَّا হলো حرف استثناء এবং مستثنى منه হলো القوم আর مفعول হলো ياء متكلم আর جُمْلة فِعْلية خبرية হয়ে فعل তার ও فاعل কে নিয়ে مفعول হয়েছে فعل, এর فاعل مستثنى ও مستثنى منه মিলে مُبْتَدَأ ও مُبْتَدَأ-এর, مضاف إليه ও مضاف মিলে مركب اضافِيْ হয়ে خبر হয়েছে نحو-এর, مضاف إليه হয়েছে جُمْلة اسْمِيّة خبرية হয়েছে। মিলে خبر

তারকীব : ৯. قَوْلُهُ : نحو مَاجَاءَنِي الْقَوْمُ إِلَّا حِمَارًا

نون হলো نون-এর نِي আর فعل হলো جَاءَ আর مضاف হলো نحو আর مُبْتَدَأ محذوف হলো نظيره উহ্য আর وقاية হলো ياء متكلم আর مفعول হলো حِمَارًا আর حرف استثناء হলো إِلَّا এবং مستثنى منه হলো اَلْقَوْمُ এবং مستثنى হলো جُمْلة, فعل তার ও فاعل কে নিয়ে مفعول হলো جاء-এর, فاعل মিলে مستثنى ও مستثنى منه অতঃপর مستثنى مُبْتَدَأ خبر হয়ে مركب اضافِيْ হয়ে مضاف ও مضاف إليه মিলে نحو-এর, مضاف إليه হয়ে فِعْلية خبرية হলো جُمْلة اسْمِيّة خبرية হয়েছে। -এর, مُبْتَدَأ ও خبر মিলে محذوف

وَيَا وَهِيَ لِنِدَاءِ الْقَرِيْبِ وَالْبَعِيْدِ، وَأَيَا وَهَيَا وَهُمَا لِنِدَاءِ الْبَعِيْدِ، وَأَيْ وَالْهَمْزَةُ الْمَفْتُوْحَةُ وَهُمَا لِنِدَاءِ الْقَرِيْبِ، وَهٰذِهِ الْحُرُوْفُ الْخَمْسَةُ تَنْصِبُ الْاِسْمَ اِذَا كَانَ مُضَافًا اِلٰى اِسْمٍ اٰخَرَ، نَحْوُ يَا عَبْدَ اللّٰهِ وَأَيَا غُلَامَ زَيْدٍ وَهَيَا شَرِيْفَ الْقَوْمِ وَأَيْ اَفْضَلَ الْقَوْمِ وَأَعْبُدَ اللّٰهِ، وَتَرْفَعُ الْاِسْمَ اِنْ لَّمْ يَكُنْ ذٰلِكَ الْاِسْمُ مُضَافًا، نَحْوُ يَا زَيْدُ وَيَا رَجُلُ.

অনুবাদ: এবং يَا এটা নিকটে ও দূরে সম্বোধন করার জন্য ব্যবহার হয় এবং أَيَا ও هَيَا, এ দু'টি দূরবর্তী কোনো কিছু সম্বোধন করার জন্য ব্যবহার হয় এবং أَيْ ও যবরযুক্ত হামযা, এ দু'টি নিকটবর্তী কোনো কিছু আহ্বান করার জন্য ব্যবহার হয় এবং এই পাঁচটি হরফ (তথা অব্যয়) اِسْم কে ঐ সময় نَصْب দিবে, যখন তা অপর একটি اِسْم -এর দিকে মুযাফ হবে। যেমন- يَا عَبْدَ اللّٰهِ [হে আল্লাহর বান্দা!] এবং أَيَا غُلَامَ زَيْدٍ [ওহে যায়েদের ভৃত্য!] এবং هَيَا شَرِيْفَ الْقَوْمِ [ওহে সম্প্রদায়ের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি!] এবং أَيْ اَفْضَلَ الْقَوْمِ [হে সম্প্রদায়ের উত্তম ব্যক্তি!] এবং أَعْبُدَ اللّٰهِ [হে আব্দুল্লাহ!] আর যদি اِسْم টা مُضَاف না হয় তবে এই حَرْف গুলো اِسْم কে رَفْع দিবে। যেমন- يَازَيْدُ [হে যায়েদ!] يَارَجُلُ [হে লোক!]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

حَرْفُ النِّدَاءِ -এর আলোচনা :

উপরিউক্ত ইবারতে حَرْف نِدَاء সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এগুলো হলো মোট পাঁচটি।

১. يَا ২. أَيَا ৩. هَيَا ৪. أَيْ ৫. هَمْزَة مَفْتُوْحَة

يَا -এর বর্ণনা : حَرْف نِدَاء - يَا টি নিকটবর্তী ও দূরবর্তী উভয়ের জন্যই ব্যবহৃত হয়। যেমন- يَا عَبْدَ اللّٰهِ অর্থাৎ, হে আব্দুল্লাহ! এখানে আব্দুল্লাহ নিকটে থাকলেও يَا عَبْدَ اللّٰهِ বলা বৈধ হবে এবং দূরে থাকলেও يَا عَبْدَ اللّٰه বলা বৈধ হবে। উল্লেখ্য যে, حَرْف نِدَاء -এর পরবর্তী اِسْم কে مُنَادٰى বলা হয়।

أَيَا ও هَيَا -এর বর্ণনা : حَرْف نِدَاء -এর এই দু'টি অক্ষর শুধুমাত্র দূরবর্তীর জন্যই ব্যবহার হয়। যেমন দূরবর্তী কাউকে এভাবে ডাকতে হবে- هَيَا عَبْدَ اللّٰهِ অর্থাৎ, ওহে আব্দুল্লাহ! বা أَيَا شَرِيْفَ الْقَوْمِ অর্থাৎ, ওহে সম্প্রদায়ের সম্মানিত ব্যক্তি! যদি তারা নিকটেই থাকে তবে এভাবে ব্যবহার করা বৈধ হবে না।

أَيْ ও هَمْزَة مَفْتُوْحَة -এর বর্ণনা : حَرْف نِدَاء হতে এ দু'টি অব্যয় শুধুমাত্র নিকটের জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন أَيْ أَفْضَلَ الْقَوْمِ অর্থাৎ, হে সম্প্রদায়ের উত্তম ব্যক্তি! أَعْبُدَ اللّٰهِ অর্থাৎ, হে আব্দুল্লাহ! যদি তারা দূরে থাকে তবে এভাবে ব্যবহার করা বৈধ হবে না।

مُنَادٰى -এর প্রকারভেদ :

مُنَادٰى তিন প্রকার- ১. مُنَادٰى مُفْرَدْ ২. مُنَادٰى مُضَافْ বা مُشَابِه مُضَافْ ৩. مُنَادٰى مُنَكَّرَة غَيْر الْمُعَيَّنَة

১. مُنَادٰى مُفْرَدْ [একক مُفْرَد] হলে তার শেষ অক্ষরে رَفْع হবে। যেমন- يَا زَيْدُ অর্থাৎ, হে যায়েদ! يَا رَجُلُ অর্থাৎ, হে ব্যক্তি! উল্লেখ্য যে مُنَادٰى টা مُفْرَد হলে নিম্নোক্ত নিয়মগুলো তার মাঝে প্রযোজ্য হবে।

- مُنَادٰى টি مَعْرِفَة ও একবচন তথা وَاحِد হলে علامت رفع -এর উপর مبنى হবে। যেমন- يَا زَيْدُ
- مُنَادٰى টি مُعَرَّف بِاللَّام হলে أيها দ্বারা فاصلة হবে। যেমন- يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ
- مُنَادٰى -এর সাথে لَام اِسْتِغَاثَة হলে তার শেষে كَسْرَة তথা যের হবে। যেমন- يَا لَزَيْدٍ
- مُنَادٰى -এর শেষে أَلِف اسْتِغَاثَة হলে তার শেষে فَتْح তথা যবর হবে। যেমন- يَازَيْدَاهُ

২. مُنَادٰى টা যদি مُضَاف বা مُضَاف مُشَابَه তথা مُضَاف -এর সাদৃশ্য হয় তবে তার শেষ অক্ষরে نَصْب হবে। যেমন- يَا طَالِعًا جَبَلًا বা يَا عَبْدَ اللّٰهِ এখানে عَبْدَ اللّٰهِ -এর মধ্যে عَبْد টি اللّٰهِ-এর দিকে مُضَاف হওয়ার কারণে তা مَنْصُوْب হয়েছে এবং يَا طَالِعًا جَبَلًا -এর মধ্যে طَالِعًا শব্দটি مُضَاف مُشَابَه হওয়ার কারণে তা مَنْصُوْب হয়েছে।

৩. مُنَادٰى مُنَكَّرَة غَيْر الْمُعَيَّنَة হলে তা সর্বদা مَنْصُوْب হবে। যেমন- অন্ধের কথা يَا رَجُلًا خُذْ بِيَدِيْ অর্থাৎ, হে লোক! আমার হাত ধরুন।

ইবারতের তারকীবসমূহ

তারকীব : ১. قَوْلُهُ : وَيَا وَهِيَ لِنِدَاءِ الْقَرِيْبِ وَالْبَعِيْدِ

جُمْلة اسْمِيّة হলো وَ এবং يَا হলো خبر ও مُبْتَدَأ -এর, তা হলো ثالثها কাজেই مُبْتَدَأ এবং هي হলো حرف عطف আর وَ হলো معطوف عليه এবং يَا হলো خبرية حرف جار হলো لام -এর لنداء এবং مُبْتَدَأ আর ندا হলো مضاف এবং البعيد হলো حرف عطف এবং وَ হলো معطوف عليه , القريب হলো مركب اضافِيْ মিলে مضاف إليه ও مضاف -এর, نداء হয়েছে مضاف إليه মিলে معطوف ও معطوف عليه , معطوف হয়ে مجرور হয়েছে, جار ও مجرور মিলে متعلق হয়েছে উহ্য مستعملة -এর সাথে যা شبه فعل, তার মাঝে যমীর هي হলো فاعل নায়েব , شبه فعل তার نائب فاعل এবং متعلق কে নিয়ে شِبه جُمْلة হয়ে خبر হলো هِيَ -এর, خبر ও مُبْتَدَأ মিলে جُمْلة اسْمِيّة হয়ে جُمْلة مَعْطوفة হয়েছে।

তারকীব : ২. قَوْلُهُ : وَأَيَا وَهَيَا وَهُمَا لِنِدَاءِ الْبَعِيْد

جُمْلة اسْمِيّة خبرية হলো وَ আর উহ্য رَابِعُهَا হলো مُبْتَدَأ محذوف এবং أَيَا হলো خبر, مُبْتَدَأ ও خبر মিলে جُمْلة اسْمِيّة خبرية হয়ে معطوف عليه এবং وَاو হলো حرف عطف এবং هَيَا হলো خبر , তার مُبْتَدَأ হলো উহ্য خامسها , مُبْتَدَأ ও خبر মিলে جُمْلة اسْمِيّة خبرية হয়ে معطوف, معطوف عليه ও معطوف মিলে আবার معطوف عليه আর وَاو হলো حرف عطف এবং هُما হলো مُبْتَدَأ , لنداء-এর لام হলো حرف جار এবং نداء হলো مضاف এবং البعيد হলো مضاف إليه , مضاف ও مضاف إليه মিলে مركب اضافِيْ হয়ে مجرور হয়েছে, جار ও مجرور মিলে متعلق হয়েছে উহ্য مستعملتان এর সাথে যা হলো محذوف شبه فعل , তার মাঝে যমীর هما হলো فاعل নায়েব , شبه فعل তার نائب فاعل ও متعلق কে নিয়ে شِبه جُمْلة হয়ে خبر হয়েছে, خبر ও مُبْتَدَأ মিলে جُمْلة اسْمِيّة خبرية হয়ে جملة معطوفة হয়েছে।

قَوْلُهٗ : وَأَيْ وَالْهَمْزَةُ الْمَفْتُوْحَةُ وَهُمَا لِنِدَاءِ الْقَرِيْبِ .৩ : তারকীব

جُمْلة خبر ও مُبْتَدَأ محذوف হলো أَيْ , سادسها , এখন عَاطِفة হলো واو مُبْتَدَأ- এর خبر আর তা হলো اسْمِيّة خبرية হয়ে الهمزة হলো حرف عطف এবং واو হলো معطوف عليه এবং المفتوحة হলো موصوف আর صفة ও موصوف, صفة مُبْتَدَأ محذوف হয়ে خبر হয়েছে توصيفى مركب এর, আর তা হলো صفة মিলে سابعها , এখন معطوف عليه এবং معطوف ও معطوف عليه মিলে আবার جُمْلة اسْمِيّة হয়ে معطوف হয়েছে, مُبْتَدَأ خبر ও مُبْتَدَأ হয়েছে, واو হলো حرف عطف এবং نداء হলো لام حرف جار হলো لنداء এর- مُبْتَدَأ এবং هُمَا আর مضاف إليه , مضاف ও مضاف اضافِيْ مركب مضاف إليه মিলে القريب আর مضاف হলো جار مجرور হয়ে متعلق مجرور ও جار মিলে متعلق হয়েছে مستعملان এর সাথে যা হলো উহ্য , شبه فعل , তার মাঝে যমীর هما হলো مُبْتَدَأ ও خبر মিলে ,نائب فاعل شبه فعل ,এর-هما خبر হয়ে شِبه جُمْلة কে নিয়ে متعلق ও نائب فاعل তার جُمْلة اسْمِيّة হয়ে معطوفة جُمْلة হয়েছে ।

قَوْلُهٗ : وهٰذِهِ الْحُرُوْفُ الْخَمْسَةُ تَنْصِبُ الْاِسْمَ اِذَا كَانَ مُضَافًا إِلٰى اسْمٍ اٰخَرَ .৪ : তারকীব

صفة ও موصوف , صفة الخمسة হলো موصوف এবং الحروف ,اسم اشاره হলো هذه আর مُسْتَأنِفَة হলো وَاو মিলে مُبْتَدَأ আর تنصب হলো فعل তার মাঝে যমীর هي হলো مشار إليه ও اِسم إشارة অতঃপর مشار إليه মিলে جُمْلة فِعْلية خبرية হয়ে جزاء مقدم এবং الاسم হলো مفعول به ও فاعل তার فعل , مفعول به কে নিয়ে فاعل এবং شبه فعل مضافا আর اسم ناقص হলো فعل ناقص এবং তার মাঝে যমীর هو হলো كان হলো اسم شرط এবং إِذَا আর الى হলো حرف جار আর اسم হলো موصوف , صفة اخر এবং موصوف ও صفة মিলে مركب توصيفى হয়ে مضافا- এর সাথে, তার মাঝে যমীর هو হলো مجرور ও جار ,مجرور মিলে متعلق হলো شبه فعل , نائب فاعل তার جُمْلة فِعْلية خبرية হয়ে كان , خبر كان তার اسم ও خبر কে নিয়ে شِبه جُمْلة হয়ে متعلق ও نائب فاعل جُمْلة اسْمِيّة خبرية হয়ে خبر হয়েছে, مُبْتَدَأ خبر ও مُبْتَدَأ মিলে جملة شرطية হয়ে جزاء ও شرط , شرط হয়েছে ।

قَوْلُهٗ : نَحْوُ يَا عَبْدَ اللّٰهِ وَأَيَا غُلَامَ زَيْدٍ وَهَيَا شَرِيْفَ الْقَوْمِ وَأَيْ اَفْضَلَ الْقَوْمِ وَأَعَبْدَ اللّٰه .৫ : তারকীব

এখানে উহ্য হলো مُبْتَدَأ محذوف এবং نحو হলো مضاف এবং عبد হলো مضاف আর يَا হলো حرف نداء এবং أَيَا হলো حرف نداء এবং غلام হলো مضاف إليه , مضاف ও مضاف اضافِيْ مركب مضاف إليه মিলে زيد আর مضاف إليه হলো مضاف , مضاف ও مضاف اضافِيْ مركب مضاف إليه মিলে شريف হলো مضاف আর القوم হলো مضاف إليه অতঃপর مضاف إليه , مضاف ও مضاف اضافِيْ مركب مضاف إليه মিলে أفضل হলো مضاف আর القوم হলো مضاف إليه অতঃপর مضاف إليه , مضاف ও مضاف اضافِيْ مركب مضاف إليه মিলে أَيْ হলো حرف نداء এবং أَعَبْدَ হলো عطف

মিলে مركب اضافِيْ হয়ে مناداى হয়েছে, حرف ندا ও منادى মিলে جُمْلة ندائية انشائية হয়ে ثالث معطوف হলো, مضاف , مضاف إليه হলো مضاف আর عَبْدَ হলো حرف نداء এবং اللّٰهِ আর أ হলো حرف عطف এবং واو معطوف হয়ে جملة ندائية انشائية মিলে منادى ও حرف ندا, منادى হয়েছে مركب اضافِيْ মিলে مضاف إليه ও رابع , مركب اضافى মিলে مضاف اليه ও مضاف اليه হয়েছে معطوف عليه তার সকল معطوف কে নিয়ে مضاف اليه হয়েছে خبر ও مبتدا মিলে جملة اسمية خبرية হয়েছে।

তারকীব : ৬. قَوْلُهُ : وَتَرْفَعُ الْاِسْمَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ذٰلِكَ الْاِسْمُ مُضَافًا

واو হলো عَاطِفة এবং ترفع হলো فعل , তার মাঝে যমীর هي হলো فاعل আর الاسم হলো مفعول به তার فعل , لم يكن হলো فاعل ও مفعول به কে নিয়ে جُمْلة فِعْلية خبرية হয়ে جزاء مُقَدَّمْ এবং إنْ হলো حرف شرط আর اسم صفة ও موصوف ,مشار إليه صفة موصوف আর الاسم হলো إسم إشارة এবং ذلك হলো فعل ناقص মিলে شرط , شرط তার ناقص আর مضافا হলো ناقص , خبر ناقص তার اسم ও خبر কে নিয়ে جُمْلة فِعْلية হয়ে جزاء مقدم কে নিয়ে جملة شرطية হয়েছে।

তারকীব : ৭. قَوْلُهُ : نَحْوُ يَا زَيْدُ وَيَا رَجُلُ

এখানে উহ্য نظيره হলো مُبْتَدَأ محذوف এবং نَحْوُ হলো مضاف আর يَا হলো حرف نداء এবং زَيْدُ হলো حرف عطف এবং واو হলো معطوف عليه হয়ে جُمْلة ندائية إنشائية কে নিয়ে منادى তার حرف ندا ,منادى আর يا হলো حرف نداء এবং رجل হলো منادى , منادى তার حرف ندا কে নিয়ে جُمْلة ندائية انشائية হয়ে مركب مضاف إليه ও مضاف মিলে معطوف ও معطوف عليه ,معطوف نحو -এর, مضاف إليه হলো مضاف হয়েছে خبر হয়ে اضافِيْ مركب ও مُبْتَدَأ -এর, مُبْتَدَأ محذوف হয়েছে خبر ও مُبْتَدَأ মিলে جُمْلة اسْمِيّة خبرية হলো।

অনুশীলনী

১. اِسْم কে نَصْب প্রদানকারী حُرُوْف কয়টি ও কী কী? সুন্দর করে সাজিয়ে লিখ।

২. حُرُوْف نِدَاء কাকে বলে? তা কয়টি ও কী কী বিস্তারিত লিখ।

৩. أَيَا ـ أَيْ ـ يَا -এর পার্থক্য লিখ।

৪. তারকীব কর : نَحْوُ يَا زَيْدُ وَيَا رجُلُ এবং مِثْلُ يَا عَبْدَ اللّٰهِ وَهَيَا شَرِيْفَ الْقَوْمِ

اَلنَّوْعُ الْخَامِسُ : প্রঞ্চম প্রকার

[حُرُوْفٌ تَنْصِبُ الْفِعْلَ الْمُضَارِعَ]

[فعل مضارع -কে নসব প্রদানকারী অব্যয়সমূহ]

حُرُوْفٌ تَنْصِبُ الْفِعْلَ الْمُضَارِعَ، وَهِيَ أَرْبَعَةُ أَحْرُفٍ: أَنْ وَلَنْ وَكَيْ وَإِذَنْ، فَأَنْ لِلِاسْتِقْبَالِ وَإِنْ دَخَلَتْ عَلَى الْمَاضِيْ، نَحْوُ أَسْلَمْتُ أَنْ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ أَوْ أَنْ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، وَتُسَمّٰى هٰذِهٖ مَصْدَرِيَّةً، وَلَنْ لِتَأْكِيْدِ نَفْيِ الْمُسْتَقْبَلِ مِثْلُ لَنْ تَرَانِيْ، وَأَصْلُهَا لَا أَنْ عِنْدَ الْخَلِيْلِ. فَحُذِفَتِ الْهَمْزَةُ تَخْفِيْفًا فَصَارَتْ لَانْ، ثُمَّ حُذِفَتِ الْأَلِفُ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ، فَبَقِيَتْ لَنْ، وَكَيْ لِلسَّبَبِيَّةِ أَيْ يَكُوْنُ مَاقَبْلَهَا سَبَبًا لِمَا بَعْدَهَا، مِثْلُ أَسْلَمْتُ كَيْ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ، فَإِنَّ الْإِسْلَامَ سَبَبٌ لِدُخُوْلِ الْجَنَّةِ، وَإِذَنْ لِلْجَوَابِ اَوِالْجَزَاءِ، وَهُوَ لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا فِي الزَّمَانِ الْمُسْتَقْبَلِ، فَهِيَ لَاتَدْخُلُ إِلَّا عَلَى الْفِعْلِ الْمُسْتَقْبَلِ، مِثْلُ إِذَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّةَ فِيْ جَوَابِ مَنْ قَالَ: أَسْلَمْتُ.

অনুবাদ: এমন কিছু হরফ যেগুলো فِعْل مُضَارِع কে نَصْب প্রদান করে। সে হরফগুলো চারটি। ১. أَنْ ২. لَنْ ৩. كَيْ ৪. إِذَنْ ; সুতরাং أَنْ অব্যয়টি مُسْتَقْبل -এর জন্য নির্দিষ্ট ; যদিও তা مَاضِي -এর শুরুতে আসে। যেমন أَسْلَمْتُ أَنْ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ অথবা أَنْ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ [আমি বেহেশতে প্রবেশ করার জন্য ইসলাম গ্রহণ করেছি] এবং এটাকে مَصْدَرِيَّة أَنْ বলা হয় এবং لَنْ অব্যয়টি مُسْتَقْبَل -এর نَفى تَأْكِيْد [ভবিষ্যৎ কালের না সূচক দৃঢ়তা] বুঝানোর জন্য ব্যবহার হয়। যেমন– لَنْ تَرَانِيْ [তুমি কখনোই আমাকে দেখবে না]। নাহুবিদ খলীল ইবনে আহমদের নিকট لَنْ মূলত لَا أَنْ ছিল। সহজভাবে উচ্চারণ করার জন্য হামজাকে ফেলে দেওয়া হয়েছে, ফলে لَانْ হয়েছে। অতঃপর দুই সাকিন একত্রিত হওয়ার কারণে اَلِف কে ফেলে দেওয়া হয়েছে ফলে لَنْ হয়েছে এবং كَيْ অব্যয়টি কারণ বর্ণনা করার জন্য ব্যবহার হয়। অর্থাৎ, তার পূর্বের বাক্যটা পরবর্তী বাক্যের জন্য কারণ হবে। যেমন– أَسْلَمْتُ كَيْ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ [আমি বেহেশতে প্রবেশ করার জন্যে ইসলাম গ্রহণ করেছি]। কেননা ইসলাম হলো বেহেশতে প্রবেশ করার কারণ এবং إِذَنْ অব্যয়টি جَوَاب অথবা جَزَاء -এর জন্য ব্যবহার হয়। এটা কেবলমাত্র ভবিষ্যৎ কালের সাথেই পাওয়া যায়। তাই এটা শুধুমাত্র فِعْل مُسْتَقْبَل -এর উপরই আসে। যেমন– إِذَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّةَ [তবে তুমি বেহেশতে প্রবেশ করবে]। এটা ঐ ব্যক্তির উত্তরে বলা হবে যে বলবে أَسْلَمْتُ [আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি]।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

عَوَامِلِ سَمَاعِيَّة -এর পঞ্চম প্রকারে এমন কতগুলো حَرْف -এর বর্ণনা করা হচ্ছে, যা فِعْل مُضَارِع -এর শুরুতে এসে তার শেষে نَصْب প্রদান করে। এই نَصْب প্রদান করাটা তিনভাবে হতে পারে–

১. এই হরফগুলো مُضَارِع -এর শুরুতে এসে তার শেষে যবর দিবে। যেমন– أَنْ تَقُوْمَ ; এখানে أَنْ এসে فعل مُضَارِع -এর শেষে যবর দিয়েছে।

২. এই হরফগুলো مُضَارِع -এর শুরুতে এসে তার শেষের نُوْنِ إِعْرَابِي -কে ফেলে দিবে। যেমন– لَنْ تَجْلِسَا ; এখানে لَنْ এসে فعل مُضَارِع -এর শেষের نُوْن -কে ফেলে দিয়েছে।

৩. এই হরফগুলো مُضَارِع -এর শুরুতে এসে তার শেষে তাকদীরী [কল্পিতভাবে] نَصْب দিবে। যেমন– كَيْ يَفْعَلْنَ ; এখানে كَيْ এসে فعل مُضَارِع -এর শেষে তাকদীরী [কল্পিতভাবে] نَصْب দিয়েছে। কেননা এটা مَبْنِي ,

فِعْل مُضَارِع -কে نَصْب প্রদানকারী হরফ ৪টি। ১. أَنْ ২. لَنْ ৩. كَيْ ৪. إِذَنْ

১. أَنْ -এর বর্ণনা : এটা مُسْتَقْبِل -এর জন্য নির্দিষ্ট। যদিও তা مَاضِي -এর শুরুতে ব্যবহার হয়, তবুও এটা مُسْتَقْبِل -এর অর্থই প্রদান করবে। যেমন– أَسْلَمْتُ أَنْ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ এর মানে হলো– أَسْلَمْتُ أَنْ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ অর্থাৎ– আমি বেহেশতে প্রবেশ করব বিধায় ইসলাম গ্রহণ করেছি। এখানে প্রথম উদাহরণে أَنْ টি যদিও فِعْل مَاضِي -এর শুরুতে এসেছে, তবুও এটা مُسْتَقْبِل -এর অর্থ দিয়েছে।

উল্লেখ্য যে, أَنْ টা فِعْل কে مَصْدَر -এর অর্থে রূপান্তরিত করে দেয়। আর এ কারণেই তাকে أَنْ مَصْدَرِيَّة বলা হয়।

২. لَنْ -এর বর্ণনা : এটা مُضَارِع -এর অর্থকে نَفي مُسْتَقْبِل তথা না বোধক ভবিষ্যৎ কালের জন্য নির্দিষ্ট করে দেয় এবং এটার অর্থের মধ্যে تَأْكِيْد তথা দৃঢ়তা পাওয়া যায়। যেমন– لَنْ تَرَانِيْ অর্থাৎ, তুমি আমাকে কখনোই দেখতে পাবে না।

لَنْ -এর মূলরূপ কী ছিল ? প্রসিদ্ধ নাহুবিদ ইমাম খলীল ইবনে আহমদের নিকট لَنْ -এর মূলরূপ ছিল لَا أَنْ ; অতঃপর সহজ করার জন্য هَمْزَه কে ফেলে দেওয়া হয়েছে এবং দুই সাকিন একত্রিত হওয়ার কারণে পরবর্তীতে أَلِف -ও পড়ে গেছে। ফলে لَنْ হয়েছে।

প্রখ্যাত নাহুবিদ ফাররা -এর মতানুসারে এটা মূলত ছিল لَا ; পরবর্তীতে لَا -এর أَلِف -এর পরিবর্তে نُوْن আনা হয়েছে, ফলে لَنْ হয়েছে।

মূলকথা হলো, لَنْ প্রকৃত পক্ষেই لَنْ ছিল। এতে কোনরূপ পরিবর্তন হয়নি; বরং এটিকে ভবিষ্যৎকালে না বোধক দৃঢ়তা অর্থ প্রকাশ করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

৩. كَيْ -এর বর্ণনা : এটা তার পূর্ববর্তী বাক্যের কারণ বর্ণনা করার জন্য ব্যবহার হয় এবং বাক্যের মাঝে كَيْ -এর অর্থ হবে "যাতে" বা "যেন" বা "অতএব" ইত্যাদি। যেমন أَسْلَمْتُ كَيْ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ অর্থাৎ– আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি যাতে আমি বেহেশতে প্রবেশ করতে পারি। এখানে كَيْ -এর পরবর্তী বাক্য তার পূর্ববর্তী বাক্যের কারণ বর্ণনা করেছে।

৪. إِذَنْ -এর বর্ণনা : এটা কোনো বক্তার বক্তব্যের جَوَاب অথবা جَزَاء -এর অর্থ প্রকাশ করার জন্য ব্যবহার হয় এবং এই جواب বা جزاء টা কেবল মাত্র ভবিষ্যৎ কালের জন্যই ব্যবহার হবে। তাই إِذَنْ -এর পরবর্তী বাক্যটি অবশ্যই فِعْل مُضَارِع [যা শুধুমাত্র مُسْتَقْبِل -এর অর্থ দিবে] হতে হবে। যেমন কেউ বলল– أَسْلَمْتُ [আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি]। তখন তার উত্তরে বলা হবে إِذَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّةَ [তবে তুমি বেহেশতে প্রবেশ করবে]।

উল্লেখ্য যে, إِذَنْ -এর মূলরূপ ছিল إِذْأَنْ তবে সহজ করার জন্য همزه -কে ফেলে দেওয়া হয়েছে, ফলে إِذَنْ -এ রূপান্তরিত হয়েছে।

নাহুবিদ খলীল ইবনে আহমদ বলেন যে, إِذَنْ ـ كَيْ ـ لَنْ এগুলো মূলত مُضَارِع -এর نَصْب প্রদানকারী নয় বরং তার মাঝে أَنْ উহ্য থেকে مُضَارِع কে نَصْب দিয়েছে। কাজেই বুঝা গেল যে, এই তিনটি مُضَارِع -এর আমিল নয় বরং عَامِل হলো শুধুমাত্র أَنْ ;

مُضَارِع -এর عَامِل نَاصِب -কে সহজভাবে মুখস্থ রাখার জন্য নীচে কবিতা আকারে লেখা হলো–

أَنْ وَلَنْ پس كَيْ إِذَنْ ايں چار حرف معتبر * نصب مستقبل كنند ايں جمله دائم اقتضا

অর্থাৎ– أَنْ ـ لَنْ ـ كَيْ ও إِذَنْ এই চারটি অক্ষর বাক্যের মাঝে مضارع -এর শুরুতে এসে তার শেষে نصب প্রদান করে।

ইবারতের তারকীবসমূহ

তারকীব : ১. قَوْلُهُ :اَلنَّوْعُ الْخَامِسُ حُرُوْفٌ تَنْصِبُ الْفِعْلَ الْمُضَارِعَ

النوع হলো موصوف এবং الخامس হলো صفة ও موصوف ; صفة মিলে مُبْتَدَأ হয়েছে, حروف হলো موصوف এবং تنصب হলো فعل ; তার মাঝে যমীর هي হলো فاعل এবং الفعل হলো موصوف এবং المضارع হলো صفة , موصوف ও حروف মিলে صفة হয়েছে جُمْلة فِعْلية خبرية হয়ে صفة হলো فعل, তার فاعل ও مفعول به কে নিয়ে فعل- এর, مفعول صفة ও موصوف মিলে خبر হলো مُبْتَدَأ -এর, مُبْتَدَأ ও خبر মিলে جُمْلة اسْمِيّة خبرية গঠিত হয়েছে।

তারকীব : ২. قَوْلُهُ : وَهِيَ أَرْبَعَةُ أَحْرُفٍ أَنْ وَلَنْ وَكَيْ وَإِذَنْ

هِيَ হলো مُبْتَدَأ আর أَرْبَعَة হলো مضاف مميز এবং أَحْرُف হলো مضاف إليه ; تمييز, واو হলো عَاطِفة এবং أن হলো معطوف عليه এবং واو হলো حرف عطف আর لَنْ হলো أول معطوف এবং واو হলো حرف عطف আর كَيْ হলো ثاني معطوف এবং واو হলো حرف عطف আর إذن হলো ثالث معطوف , সকল معطوف তার معطوف عليه কে নিয়ে بدل হয়েছে, مبدل منه ও بدل মিলে خبر হয়েছে هِيَ এর, مُبْتَدَأ ও خبر মিলে جُمْلة اسْمِيّة خبرية হয়েছে।

তারকীব : ৩. قَوْلُهُ : فَأَنْ لِلْاِسْتِقْبَالِ وَإِنْ دَخَلَتْ عَلَى الْمَاضِي

فَأَنْ -এর ف হলো تفصيلية এবং أن হলো مُبْتَدَأ আর للاستقبال -এর لام হলো حرف جار আর الاستقبال হলো نائب فاعل هي যমীর তার মাঝে উহ্য فعل, شبه مستعملة -এর সাথে যা متعلق হয়েছে مجرور ও جار , مجرور মিলে جُمْلة خبر ও مُبْتَدَأ, -এর مُبْتَدَأ ও خبر মিলে جُمْلة فعلية خبرية হয়ে شبه جُمْلة হলো خبر তার نائب فاعل ও متعلق কে নিয়ে شبه فعل ; فاعل , فعل دخلت হলো حرف شرط আর إن হলো حرف عطف এবং واو , معطوف عليه হয়ে اسْمِيّة خبرية তার মাঝে যমীর هي হলো فاعل এবং على হলো حرف جار আর المَاضِي হলো مجرور অতঃপর جار ও مجرور মিলে متعلق হলো دخلت -এর সাথে, فعل তার فاعل ও متعلق কে নিয়ে جُمْلة فِعْلية خبرية হয়ে উহ্য جزاء -এর شرط আর جزاء হলো حرف جار এবং لام -এর للاستقبال আর مُبْتَدَأ হলো هِيَ এবং جزائية , এর فاء হলো فهِيَ , مجرور ও جار , مجرور মিলে متعلق হলো تستعمل নামক محذوف فعل -এর সাথে, তার মাঝে যমীর هي الاستقبال হলো فاعل , نائب তার فاعل ও نائب ও متعلق কে নিয়ে جُمْلة فِعْلية خبرية হয়ে خبر হয়েছে, مُبْتَدَأ ও خبر মিলে جُمْلة اسْمِيّة خبرية হয়ে جزاء হয়েছে, شرط ও جزاء মিলে جملة شرطية হয়ে جزاء হয়েছে, جُمْلة مَعْطوفة হয়েছে।

তারকীব : ৪. قَوْلُهُ: نَحْوُ أَسْلَمْتُ أَنْ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ أَوْ أَنْ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ

এখানে نظيره হলো فعل তার শেষে أسلمت হলো مضاف এবং نحو হলো مُبْتَدَأ محذوف আর ت হলো فاعل যমীর أنا তার মাঝে أدخل হলো فعل এবং أَنْ হলো مَصْدَرِيَّة أَنْ এবং الجنة হলো مفعول به আর فعل , তার فاعل ও مفعول به কে নিয়ে جُمْلة فِعْلية خبرية হয়ে مصدر তাবীল بتاويل عليه معطوف এবং أَوْ হলো حرف عطف আর

أَنْ হলো مَصْدَرِيَّة এবং دخلت হলো فعل , مفعول به হলো الجنة তার শেষে تُ ضمير হলো فاعل এবং الجنة হলো فعل , তার مفعول به ও فاعل كে নিয়ে فِعْلية خبرية হয়ে جُمْلة হয়েছে, معطوف عليه ও معطوف মিলে له مفعول হয়েছে أسلمت এর, مضاف ও مضاف إليه হয়ে جُمْلة فِعْلية خبرية كে নিয়ে له مفعول ও فاعل তার فعل, -এর نحو হয়েছে اسمية خبرية جملة হয়েছে। مُبْتَدَأ محذوف এর, مُبْتَدَأ ও خبر মিলে مركب اضافِيْ হয়ে خبر হলো مضاف إليه

তারকীব : ٥. وَتُسَمّٰى هٰذِهِ مَصْدَرِيَّةً قَوْلُهٗ

إسم إشارة হলো هذه আর مشار إليه হলো ان যা উহ্য আছে, , তার تسمى হলো فعل مجهول এবং عَاطِفة হলো واو مفعول ও نائب فاعل তার فعل مجهول , مفعول ثانى نائب فاعل এবং مَصْدَرِيَّة হলো ثانى كে নিয়ে فِعْلية خبرية হয়েছে। مشار إليه ও إسم إشارة মিলে

তারকীব : ٦. وَلَنْ لِتَأْكِيْدِ نَفْيِ الْمُسْتَقْبِل قَوْلُهٗ

نَفْي হলো مضاف এবং لن হলো عَاطِفة হলো واو আর لتأكيد হলো مُبْتَدَأ আর لتأكيد-এর لام হলো حرف جار তার مضاف إليه كে নিয়ে مركب اضافِيْ হয়ে আবার হলো مضاف আর المستقبل হলো مضاف إليه , نَفْي مضاف তার تأكيد এর, مضاف ও مضاف إليه হলো مجرور হয়েছে, جار ও مجرور মিলে مضاف إليه হলো مركب اضافِيْ হয়ে مجرور হয়েছে, مضاف إليه ও مضاف মিলে متعلق হলো مستعملة -এর সাথে যা উহ্য فعل شبه , তার মাঝে هي হলো نائب فاعل , فعل شبه তার نائب فاعل ও خبر ও مُبْتَدَأ, شِبه جُمْلة হয়ে خبر হয়েছে, متعلق كে নিয়ে جُمْلة اسْمِيّة خبرية হয়েছে।

তারকীব : ٧. مِثْلُ لَنْ تَرَانِيْ قَوْلُهٗ

এখানে نَفْي تَأْكِيْد যা ناصبة হলো لن -এর مضاف এবং مثل হলো مضاف এবং لن تراني -এর مُبْتَدَأ محذوف নযীর হলো জন্য এসেছে এবং ترا হলো فعل আর তার মাঝে أنت ضمير হলো فاعل এবং ني এর نون হলো وقاية আর ياء متكلم আর نون হলো مضاف إليه এর, مثل مضاف إليه হয়ে جُمْلة فِعْلية خبرية كে নিয়ে له مفعول ও فاعل তার فعل , مفعول به ও مضاف হলো مبتدأ, مُبْتَدَأ محذوف হয়েছে خبر হয়ে مركب اضافِيْ মিলে خبر ও مُبْتَدَأ এর, جُمْلة اسْمِيّة خبرية হয়েছে। م ضاف إليه

তারকীব : ٨. وَأَصْلُهَا لَا أَنْ عِنْدَ الْخَلِيْلِ قَوْلُهٗ

مضاف إليه ও مضاف , مضاف إليه হলো ها যমীর এবং أصل হলো مضاف এবং أصلها -এর عَاطِفة হলো واو এবং مضاف إليه হলো الخليل আর عِنْدَ হলো مضاف আর ذو الحال হলো لَا أَنْ এবং مُبْتَدَأ মিলে مركب اضافِيْ হয়ে , তা হলো فعل شبه এবং তার مضاف إليه ও مضاف -এর সাথে, ثابتا হলো ظرف متعلق হয়ে مركب اضافِيْ মিলে ظرف متعلق কে নিয়ে فاعل ও شبه فعل তার ظرف متعلق ও فاعل ضمير হলো , فاعل ও ذو الحال। حال হয়েছে حال হয়ে شِبه جُمْلة আর ذو الحال মিলে خبر ও مُبْتَدَأ। جُمْلة اسْمِيّة خبرية হয়েছে।

তারকীব : ٩. فَحُذِفَتِ الْهَمْزَةُ تَخْفِيْفًا قَوْلُهٗ

فعل , مفعول له হলো تخفيفا আর الهمزة হলো فعل مجهول এবং حذفت হলো نائب فاعل আর تفصيلية হলো فاء كে নিয়ে فِعْلية خبرية হয়েছে। مفعول له ও نائب فاعل তার مجهول

তারকীব : ١٠. فَصَارَتْ لَانْ قَوْلُهٗ

এর মূল ইবারত হলো لان فصارت হলো حرف شرط এবং حذفت হলো فعل مجهول আর الهمزة হলো جزائية এবং فاء হলো شرط আর إذا এখানে إذا হলো حذفت الهمزة তার نائب فاعل كে নিয়ে جُمْلة فِعْلية হয়ে فعل مجهول , نائب فاعل اسم فعل ناقص , خبر ناقص এবং لان হলো اسم ناقص এবং هي ضمير হলো فعل ناقص আর তার صارت হলো جزاء হয়ে جُمْلة فِعْلية خبرية كে নিয়ে خبر ও جزاء , شرط ও جزاء মিলে جملة شرطية হলো।

তারকীব : ١١. قَوْلُهُ : ثُمَّ حُذِفَتِ الْأَلِفُ لِإِلْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ

এখানে ثم হলো لام- এর لالتقاء নায়েব ফায়েল এবং الألف হলো ফেল مجهول আর حذفت হলো حرف عطف এবং الساكنين হলো مضاف এবং التقاء হলো مضاف إليه ও مضاف , مضاف إليه মিলে مركب حرف جار আর التقاء হলো مضاف إليه ও مضاف মিলে متعلق হলো حذفت- এর সাথে, مجرور ও جار মিলে مجرور হয়েছে, اضافِيْ হয়ে ও نائب فاعل ফেল مجهول তার جُمْلة فِعْلية خبرية হয়েছে। متعلق কে নিয়ে

তারকীব : ١٢. قَوْلُهُ : فَبَقِيْتُ لَنْ

فاء হলো نتيجية এবং بقيت হলো ফেল আর لن হলো ফায়েল, فاعل ও فعل মিলে جُمْلة فِعْلية خبرية হয়েছে।

তারকীব : ١٣. قَوْلُهُ : وَكَيْ لِلسَّبَبِيَّةِ أَيْ يَكُوْنُ مَا قَبْلَهَا سَبَبًا لِمَا بَعْدَهَا

مجرور ও جار ,مجرور হলো السببية এবং حرف جار হলো لام এর আর للسببية হলো مُبْتَدَأ এবং كي হলো عَاطِفة واو মিলে متعلق হলো مستعملة- এর সাথে, نائب فاعل ও نائب فاعل তার شبه فعل , نائب فاعل هي ضمير তার متعلق কে নিয়ে شِبه جُمْلة হয়ে مفسر হয়েছে এবং أَيْ হলো حرف تفسير এবং يكون হলো ফেল ناقص আর ما হলো اسم موصول এবং قبلها- এর قبل হলো مضاف আর يمير ها হলো مضاف إليه , مضاف إليه ও مضاف মিলে مركب اضافِيْ হয়ে ظرف متعلق ও فاعل তার فعل ، فاعل হলো هو ضمير তার وقع হলো ঊহ্য ظرف متعلق কে নিয়ে جُمْلة فِعْلية خبرية হয়ে صلة হয়েছে ما- এর, صلة ও موصول মিলে ناقص اسم হলো سببا এবং موصوف হলো لما ، এর لام হলো حرف جار আর ما হলো اسم موصول এবং بعدها- এর بعد হলো مضاف আর يمير ها হলো مضاف إليه ও مضاف , هو ضمير হলো فعل محذوف এবং তার وَقَعَ হলো ظرف متعلق- এর সাথে যা مضاف إليه ও مضاف , مجرور ও صلة ,ما- এর, صلة হলো جُمْلة فعلية خبرية হয়ে صلة হলো ما موصول মিলে ظرف متعلق ও فاعل তার فعل, فاعل হয়েছে, جار ও مجرور মিলে متعلق হয়েছে كائنا محذوف- এর সাথে, فعل তার شبه فعل ও فاعل তার متعلق কে নিয়ে جُمْلة হয়ে خبر হলো ناقص فعل ناقص, خبر ناقص মিলে صفت ও موصوف হয়ে صفت হয়েছে। جُمْلة فِعْلية হয়ে خبر ও اسم তার كي কে নিয়ে مفسر ও تفسير মিলে خبر হলো, مُبْتَدَأ ও خبر মিলে جُمْلة اسْمِيّة خبرية হয়েছে। تفسير হয়ে خبرية হলো,

তারকীব : ١٤. قَوْلُهُ : مِثْلُ أَسْلَمْتُ كَيْ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ

এখানে مثل- এর পূর্বে ঊহ্য আছে যা مُبْتَدَأ এবং مثل হলো مضاف আর أسلمت হলো ফেল তার শেষে ت ضمير হলো فاعل এবং كي হলো حرف جار আর الجنة হলো مفعول এবং أدخل হলো ফেল এবং তার মাঝে أنا ضمير হলো فاعل এবং ناصبة হলো فعل- এর, اسلمت তার فعل , فيه তার مفعول فيه ও فاعل তার فعل , مفرد مفعول له হয়ে جُمْلة فِعْلية خبرية হয়ে مفعول له ও فاعل তার فعل , এর- مثل হলো مضاف إليه ও مضاف , مضاف إليه মিলে مركب اضافِيْ হয়ে خبر হলো مُبْتَدَأ محذوف- এর, خبر ও مُبْتَدَأ মিলে جُمْلة اسْمِيّة خبرية হয়েছে।

তারকীব : ١٥. قَوْلُهُ : فَإِنَّ الْإِسْلَامَ سَبَبٌ لِدُخُوْلِ الْجَنَّةِ

এখানে ف হলো موصوف আর سبب হলো اسم إن এবং الإسلام হলো حرف مشبه بالفعل আর إن হলো تعليلية এবং سبب হলো مضاف إليه ও مضاف , مضاف إليه হলো الجنة- আর دخول হলো مضاف আর لام হলো حرف جار এর- لدخول মিলে مركب اضافِيْ হয়ে مجرور ও جار মিলে متعلق হলো مجرور হয়েছে, ثابت محذوف- এর সাথে যা شبه فعل এবং তার سبب হলো صفة হয়ে شِبه جُمْلة হয়ে متعلق ও فاعل তার شبه فعل , فاعل হলো هو ضمير এর, صفة ও موصوف মিলে خبر إن হয়েছে, إن তার اسم ও خبر কে নিয়ে جُمْلة اسْمِيّة خبرية হয়েছে।

তারকীব : ১৬. قَوْلُهُ : وَإِذَنْ لِلْجَوَابِ اَوِ الْجَزَاءِ

معطوف عليه الجواب হলো حرف جار হলো لام -এর للجواب এবং مُبْتَدَأ হলো إذن আর حرف عطف হলো واو এবং أَوْ হলো حرف عطف আর الجزاء হলো معطوف عليه ، معطوف ও معطوف মিলে مجرور হয়েছে, جار ও مجرور মিলে متعلق হয়েছে উহ্য مستعملة -এর সাথে যা شبه فعل , তার মাঝে هي ضمير হলো نائب فاعل , شبه فعل তার جُمْلة اسْمِيّة خبرية কে নিয়ে شِبه جُمْلة হয়ে خبر হয়েছে, مُبْتَدَأ ও خبر মিলে متعلق ও نائب فاعل جُمْلة اسْمِيّة خبرية হয়েছে।

তারকীব : ১৭. قَوْلُهُ : وَهُوَ لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا فِى الزَّمَانِ الْمُسْتَقْبَل

مُسْتَأْنِفَة হলো واو আর هو হলো مُبْتَدَأ আর يتحقق হলো فعل তার মাঝে هي ضمير হলো فاعل এবং إِلَّا হলো صفة ও موصوف ، صفة المستقبل হলো موصوف এবং الزمان হলো حرف جار আর فِيْ হলো حرف استثناء মিলে مجرور হয়েছে, جار ও مجرور মিলে متعلق হলো مستثنى مفرغ হয়ে يتحقق -এর সাথে, فعل তার فاعل ও مُبْتَدَأ হলো خبر ও مُبْتَدَأ মিলে خبر হয়েছে, جُمْلة فِعْلية خبرية হয়ে جُمْلة اسْمِيّة خبرية হয়েছে।

তারকীব : ১৮. قَوْلُهُ : فَهِيَ لَا تَدْخُلُ إِلَّا عَلَى الْفِعْلِ الْمُسْتَقْبَلِ

هِيَ হলো مُبْتَدَأ এবং فعل হলো لا تدخل , তার মাঝে هو ضمير হলো فاعل আর إِلَّا হলো جزائية আর ف صفة ও موصوف ، صفة المستقبل হলো موصوف এবং الفعل হলো حرف جار আর على হলো حرف استثناء মিলে مجرور হয়েছে, جار ও مجرور মিলে متعلق হলো مستثنى مفرغ হয়ে تدخل -এর সাথে, فعل তার فاعل ও مُبْتَدَأ হলো خبر ও مُبْتَدَأ মিলে خبر হয়ে جُمْلة فِعْلية خبرية হলো هِيَ -এর, جُمْلة اسْمِيّة خبرية হয়ে متعلق কে নিয়ে جُمْلة فِعْلية خبرية হয়েছে।

তারকীব : ১৯. قَوْلُهُ : مِثْلُ إِذَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّةَ فِيْ جَوَابِ مَنْ قَالَ أَسْلَمْتُ

এখানে مِثْلُ -এর পূর্বে উহ্য আছে যা نظيره হলো مُبْتَدَأ আর مِثْل হলো مُضَاف এবং إِذَنْ হলো ناصبة এবং تَدْخُلَ তার মাঝে فِعْل হলো فَاعِل এবং اَلْجَنَّةَ হলো مفعول فيه ، مفعول فيه হলো فَاعِل তার فِعْل ও مفعول فيه কে নিয়ে فِعْلية خبرية হয়ে جُمْلة হলো ذو الحال এবং فِيْ হলো حرف جار আর جَوَاب হলো مُضَاف এবং مَنْ হলো إِسْم موصول এবং قَوْل হয়ে جُمْلة فِعْلية خبرية হলো فِعْل তার মাঝে فَاعِل , فِعْل তার فَاعِل কে নিয়ে جُمْلة فِعْلية خبرية হয়েছে, এবং قَالَ হলো مقولة এবং قول ও فعل হলো أسلمت , তার শেষে تُ ضمير হলো فاعل ও فعل , فاعل মিলে جملة فعلية خبرية হয়ে صلة ও موصول মিলে صلة হলো من -এর, جملة فعلية خبرية হয়ে مَقُوْلَة -এর, مُضَاف جَوَاب মিলে مضاف إليه হলো مُتَعَلِّق মিলে مجرور ও جار, مجرور হয়েছে, مركب اضافِيْ মিলে مضاف إليه ও এর সাথে যা উহ্য شبه فعل তাতে উহ্য يمين হলো هو ضمير ,نائب فاعل তার فاعل ও نائب فاعل কে নিয়ে متعلق ও شِبه جُمْلة হয়ে حال হয়েছে ذو الحال -এর, حال ও مُضَاف إليه মিলে مضاف إليه ও مُضَاف -এর, مثل হলো مركب اضافِيْ মিলে مضاف إليه হয়ে جُمْلة اسْمِيّة خبرية হয়েছে। مُبْتَدَأ -এর, مُبْتَدَأ ও خبر মিলে مُبْتَدَأ محذوف خبر হলো

অনুশীলনী

১. فِعْل مُضَارِع -এর نَصْب প্রদানকারী عَامِل কয়টি ও কী কী?
২. إِذَنْ - كَيْ - لَنْ - أَنْ এগুলোর পরস্পর পার্থক্য নিরূপণ কর।
৩. لَنْ ও إِذَنْ -এর মূল কি ছিল? ইমামদের মতামতসহ সুন্দর করে সাজিয়ে লিখ।
৪. প্রকৃত عَامِل কোনটি তা নির্ণয় কর।
৫. أَنْ কে مَصْدَرِيَّة বলা হয় কেন? বুঝিয়ে লেখ।
৬. তারকীব কর : قَوْلُهُ : وَلَنْ لِتَأْكِيْدِ نَفْيِ الْمُسْتَقْبَل

اَلنَّوْعُ السَّادِسُ : ষষ্ঠ প্রকার

حُرُوْفٌ تَجْزِمُ الْفِعْلَ الْمُضَارِعَ
[فعل مضارع-কে জযম প্রদানকারী অব্যয়সমূহ]

حُرُوْفٌ تَجْزِمُ الْفِعْلَ الْمُضَارِعَ، وَهِيَ خَمْسَةُ أَحْرُفٍ: لَمْ وَلَمَّا وَلَامُ الْأَمْرِ وَلَا النَّهْيِ وَإِنْ لِلشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ، فَلَمْ تَجْعَلُ الْمُضَارِعَ مَاضِيًا مَنْفِيًّا، مِثْلُ لَمْ يَضْرِبْ بِمَعْنٰى مَاضَرَبَ وَلَمَّا مِثْلُ لَمْ، لٰكِنَّهَا مُخْتَصَّةٌ بِالْاِسْتِغْرَاقِ، مِثْلُ لَمَّا يَضْرِبْ زَيْدٌ أَيْ مَا ضَرَبَ زَيْدٌ فِيْ شَيْءٍ مِّنَ الْأَزْمِنَةِ الْمَاضِيَةِ، وَلَامُ الْأَمْرِ وَهِيَ لِطَلَبِ الْفِعْلِ اِمَّا عَنِ الْفَاعِلِ الْغَائِبِ مِثْلُ لِيَضْرِبْ، أَوْ عَنِ الْفَاعِلِ الْمُتَكَلِّمِ مِثْلُ لِاَضْرِبْ وَلِنَضْرِبْ أَوْعَنِ الْمَفْعُوْلِ الْغَائِبِ مِثْلُ لِيُضْرَبْ أَوْ عَنِ الْمَفْعُوْلِ الْمُخَاطَبِ مِثْلُ لِتُضْرَبْ، أَوْ عَنِ الْمَفْعُوْلِ الْمُتَكَلِّمِ مِثْلُ لِأُضْرَبْ وَلِنُضْرَبْ .

অনুবাদ: (عوامل سماعية -এর ষষ্ঠ প্রকার হলো) এমন কিছু হরফ [অব্যয়] সমূহের বর্ণনা যেগুলো فِعْل مُضَارِع কে جَزْم দেয়। সেগুলো ৫টি– ১. لَمْ ২. لَمَّا ৩. لَام أَمْر ৪. لَاءِ نَهْي ৫. إِنْ যা شَرْط ও جَزَاء -এর জন্য ব্যবহার হয়। সুতরাং لَمْ অব্যয়টি مُضَارِع কে مَاضِي مَنْفِي -এর অর্থে রূপান্তরিত করে দেয়। যেমন- لَمْ يَضْرِبْ অর্থ হবে مَاضَرَبَ [সে মারেনি] এবং لَمَّا অব্যয়টি لَمْ -এর মতোই, তবে তা اِسْتِغْرَاق -এর সাথে নির্দিষ্ট। [অতীত কালের ব্যাপক সময়কে না বাচক করা]। যেমন– لَمَّا يَضْرِبْ زَيْدٌ -এর অর্থ হলো– যায়েদ অতীত কালের কোনো সময়ই প্রহার করেনি। لَام أَمْر অব্যয়টি فِعْل -কে طَلَب করার জন্য ব্যবহার হয়। হয়তো طَلَب টা فَاعِل غَائِب [নাম পুরুষ কর্তা] হতে হবে। যেমন- لِيَضْرِبْ [সে যেন প্রহার করে]। অথবা فَاعِل مُتَكَلِّم [উত্তম পুরুষ কর্তা] হতে হবে। যেমন– لِاَضْرِبْ [আমি যেন প্রহার করি], لِنَضْرِبْ [আমরা যেন প্রহার করি]। অথবা مَفْعُوْل غَائِب [নাম পুরুষ কর্ম পদ] হতে হবে। যেমন– لِيُضْرَبْ [তাকে যেন প্রহার করা হয়]। অথবা مَفْعُوْل مُخَاطَب [উপস্থিত কর্ম পদ] হতে হবে। যেমন– لِتُضْرَبْ [তোমাকে যেন প্রহার করা হয়]। অথবা مَفْعُوْل مُتَكَلِّم [উত্তম পুরুষ কর্ম পদ] হতে হবে। যেমন لِأُضْرَبْ [আমাকে যেন প্রহার করা হয়] এবং لِنُضْرَبْ [আমাদেরকে যেন প্রহার করা হয়]।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

عوامل سماعيه -এর ষষ্ঠ প্রকারে فِعْل مُضَارِع -কে جزم প্রদানকারী অব্যয়সমূহের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তা হলো মোট পাঁচটি – ১. لَمْ ২. لَمَّا ৩. لَامُ الْأَمْرِ ৪. لَا النَّهْي ৫. إِنْ شَرْطِيَّة।

এই অব্যয়গুলো فِعْل مُضَارِع -এর শুরুতে এসে তার শেষে جَزْم দিবে। এই جَزْم টা আবার চার ধরনের হতে পারে।

১. جَزْم টা لَفْظًا হবে এবং سَاكِن দ্বারা হবে। যেমন- لَمْ يَفْعَلْ

২. جَزْم টা لَفْظًا হবে এবং শেষ অক্ষর পড়ে যাওয়ার দ্বারা হবে। এটা ঐ সময় হবে যখন শব্দের শেষে حَرْف عِلَّة হবে। যেমন- لَمْ يَدْعُ

৩. جَزْم টা نُوْنِ إِعْرَابِيْ পড়ে যাওয়ার দ্বারা হবে। যেমন- لَمْ يَفْعَلَا - لَمْ يَرْمِيَا

৪. جَزْم টা تَقْدِيْرِي হবে। এটা শুধু মাত্র দু'টি সীগায় অর্থাৎ, جَمْع مُؤَنَّث غَائِب ও جَمْع مُؤَنَّث حَاضِر -এর ক্ষেত্রে হবে। যেমন- لَمْ يَفْعَلْنَ - لَمَّا تَفْعَلْنَ

১. لَمْ -এর বর্ণনা : এই অব্যয়টি فِعْل مُضَارِع -এর শুরুতে এসে তার শেষে جَزْم দেয় এবং فِعْل مُضَارِع কে অর্থগত দিক থেকে مَاضِي مَنْفِي -এর অর্থে রূপান্তরিত করে দেয়। যেমন- لَمْ يَضْرِبْ অর্থ হলো مَا ضَرَبَ [সে প্রহার করেনি]।

২. لَمَّا -এর বর্ণনা : এটাও لَمْ -এর মতোই আমল করে। অর্থাৎ, শব্দগত দিক থেকে فِعْل مُضَارِع -এর শুরুতে এসে তার শেষে جَزْم দিবে এবং অর্থগত দিক থেকে مُضَارِع কে مَاضِي مَنْفِي -এর অর্থে রূপান্তরিত করে দেয়। তবে পার্থক্য হলো যে, لَمَّا টা অতীতকালের সমস্ত সময়টাকে বেষ্টন করে দেয়। যেমন- لَمَّا يَضْرِبْ [সে এখনো প্রহার করেনি]।

لَمَّا ও لَمْ -এর পার্থক্য : لَمْ দ্বারা نَفْي করা হলে তার অর্থ হয়, সে এটা করেও নাই এবং করবেও না। আর لَمَّا দ্বারা نَفْي করা হলে অর্থ হবে, সে এখনো করে নাই তবে করার সম্ভাবনা থাকে।

لَمَّا -এর فِعْل কে قَرِيْنَة পাওয়া যাওয়ার কারণে ফেলে দেওয়া যায়। যেমন- لَمْ شَارَفَ الْمَدِيْنَةَ وَلَمَّا কিন্তু لَمْ -এর فِعْل কে হজফ করা জায়েজ নাই।

৩. لَام أَمْر -এর বর্ণনা : এটা طَلَب فِعْل তথা কর্মের তলব বা আদেশ বুঝানোর জন্য ব্যবহার হয়। আর তলব তথা চাহিদা مَفْعُوْل مُتَكَلِّم বা مَفْعُوْل مُخَاطَب বা مَفْعُوْل غَائِب বা فَاعِل مُتَكَلِّم বা فَاعِل غَائِب থেকে হতে পারে।

فَاعِل غائب -এর উদাহরণ : لِيَضْرِبْ [সে যেন প্রহার করে]। فَاعِل مُتَكَلِّم -এর উদাহরণ : لِأَضْرِبْ [আমি যেন প্রহার করি]।

مَفْعُوْل مُخَاطَب -এর উদাহরণ : لِتُضْرَبْ [তোমাকে যেন প্রহার করা হয়]। مَفْعُوْل مُتَكَلِّم -এর উদাহরণ : لِنُضْرَبْ [আমাদেরকে যেন প্রহার করা হয়]। مَفْعُوْل غَائِب -এর উদাহরণ : لِيُضْرَبْ [তাকে যেন প্রহার করা হয়]।

উপরিউক্ত উদাহরণগুলোর মধ্যে مُضَارِع টা لَام أَمْر -এর শুরুতে এসে তার শেষে جَزْم দিয়েছে।

ইবারতের তারকীবসমূহ

তারকীব : ১. قَوْلُهُ :النَّوْعُ السَّادِسُ حُرُوْفٌ تَجْزِمُ الْفِعْلَ الْمُضَارِعَ

اَلنَّوْعُ হলো موصوف আর اَلسَّادِسُ হলো صفة ; صفة ও موصوف মিলে مُبْتَدَأ হয়েছে, حُرُوْفٌ হলো موصوف আর تَجْزِمُ হলো فِعْل এবং তার মাঝে هي ضمير فَاعِل এবং اَلْفِعْلَ হলো موصوف আর الْمُضَارِعَ হলো صفة ; صفة ও موصوف মিলে صفة হয়েছে, فِعْل তার فَاعِل ও مفعول به কে নিয়ে فِعْلية خبرية হয়ে جُمْلة হয়েছে, مُبْتَدَأ -এর, خبر হলো مُبْتَدَأ ও خبر মিলে جُمْلة اسْمِيّة خبرية হয়েছে।

তারকীব : ২. قَوْلُهٗ : وَهِيَ خَمْسَةُ أَحْرُفٍ لَمْ وَلَمَّا وَلَامُ الْأَمْرِ وَلَا النَّهْيِ وَإِنْ لِلشَّرْطِ وَالْجَزَاء

تمييز مضاف آلہ হলো أَحْرُفٍ আর مميز হলো خمسة এবং مُبْتَدَأ হলো هِيَ আর حرف عطف হলো وَاو إلیه, مُضَاف তার مضاف إليه কে নিয়ে مركب اضافِيْ হলো, لَمْ مبدل منه হলো, لَمْ معطوف عليه এবং واو হলো الْأَمْرِ এবং مضاف হলো لَام আর حرف عطف হলো وَاو এবং معطوف اول হলো لَمَّا আর حرف عطف হলো وَاو এবং معطوف ثانی হলো لَا আর حرف عطف হলো وَاو এবং معطوف ثالث হলো اَلنَّهْيِ এবং مضاف إليه ও مضاف , مضاف إليه ও مضاف মিলে مركب اضافِيْ হয়ে معطوف হলো إِنْ এবং حرف عطف হলো وَاو এবং معطوف عليه হলো الشرط আর حرف جار হলো لَام এর لِلشَّرْطِ আর موصوف হলো اَلْجَزَاءِ আর حرف عطف হলো وَاو এবং معطوف عليه , معطوف ও معطوف মিলে مجرور হয়েছে এবং جار ও نائب فاعل হলো هي ضمير , شبه فِعْل مخذوف -এর সাথে যা المستعملة متعلق হয়েছে মিলে مجرور جُمْلة اسْمِيّة خبرية হলো صفة এবং موصوف মিলে صفة হয়েছে, তার মাঝে شبه جُمْلة কে নিয়ে متعلق ও نائب فاعل তার شبه فعل , হয়ে رابع معطوف হয়েছে, তার সকল معطوف কে নিয়ে بدل হয়েছে, معطوف عليه ও بدل ও مبدل منه মিলে خبر হলো هِيَ -এর, مُبْتَدَأ ও خبر মিলে جُمْلة اسْمِيّة خبرية হয়েছে।

তারকীব : ৩. قَوْلُهٗ :فَلَمْ تَجْعَلُ الْمُضَارِعَ مَاضِيًا مَنْفِيًّا

فَاعِل হলো هي ضمير হলো فِعْل আর তার মাঝে تَجْعَلُ হলো مُبْتَدَأ এবং لَمْ আর تفصيلية হলো فاء এর -فَلَمْ صفة ও موصوف , صفة হলো مَنْفِيًّا আর موصوف হলো مَاضِيًا এবং مفعول به أول হলো اَلْمُضَارِعَ এবং مفعول به ثاني , مفعول فعل , فاعل তার এবং دুই به مفعول কে নিয়ে جُمْلة فِعْلية خبرية হয়ে خبر হয়েছে, مُبْتَدَأ ও خبر মিলে جُمْلة اسْمِيّة خبرية হলো।

তারকীব : ৪. قَوْلُهٗ : مِثْلُ لَمْ يَضْرِبْ بِمَعْنٰى مَا ضَرَبَ

এখানে উহ্য هو ضمير হলো فِعْل হলো لَمْ يَضْرِبْ এবং مُضَاف হলো مِثْلُ আর مُبْتَدَأ محذوف হলো نظيره এবং باء হলো بِمَعْنٰى -এর ذو الحال بتاويل مفرد হয়ে جُمْلة فِعْلية خبرية কে নিয়ে فَاعِل তার فِعْل , فَاعِل হলো فاعل তার فِعْل , فَاعِل হলো هو ضمير তার মাঝে فِعْل হলো مَا ضَرَبَ এবং مُضَاف হলো معنى আর جرف جار কে নিয়ে مركب اضافِيْ হয়ে مضاف إليه ও مضاف, -এর معنى হয়েছে مضاف إليه হয়ে جُمْلة فِعْلية خبرية হলো باء -এর, مجرور ও جار হলো كائنا এর সাথে যা متعلق হলো محذوف , তার মাঝে شبه فعل هو ضمير, ذو الحال ও حال, -এর ذو الحال হয়েছে حال হয়ে شبه جُمْلة কে নিয়ে متعلق ও فاعل তার شبه فعل , فاعل হলো مثل -এর, مضاف إليه ও مضاف মিলে مركب اضافِيْ হয়ে خبر হলো مضاف إليه হয়েছে مُبْتَدَأ محذوف -এর, خبر ও مُبْتَدَأ محذوف মিলে جُمْلة اسْمِيّة خبرية হয়েছে।

তারকীব : ৫. قَوْلُهٗ : وَلَمَّا مِثْلُ لَمْ لٰكِنَّهَا مُخْتَصَّةٌ بِالْإِسْتِغْرَاقِ

مضاف إليه ও مضاف , مضاف إليه হলো لَمْ এবং مضاف হলো مِثْلُ আর مُبْتَدَأ হলো لَمَّا এবং عاطفة হলো وَاو مستدرك منه হয়ে مركب اضافِيْ মিলে حرف مشبه بالفعل হলো لٰكِن -এর لٰكِنَّهَا আর ضمير هَا হলো তার حرف হলো باء -এর بِالْإِسْتِغْرَاقِ আর نائب فاعل হলো هي ضمير , তার মাঝে شبه فِعْل হলো مُخْتَصَّةٌ এবং اسم ও نائب فاعل তার شبه فعل, مختصة -এর সাথে متعلق হলো مجرور ও جار , مجرور হলো الاستغراق আর جار كে নিয়ে جُمْلة اسْمِيّة خبرية হয়ে خبر ও اسم তার لٰكِن -এর خبر হয়েছে, لٰكِن شبه جملة হয়ে متعلق لا -এর, مُبْتَدَأ ও خبر মিলে خبر হয়েছে استدراك ও مستدرك منه এবং استدراك جُمْلة اسْمِيّة خبرية হয়েছে।

তারকীব : ৬. قَوْلُهُ : مِثْلُ لَمَّا يَضْرِبْ زَيْدٌ أَيْ مَا ضَرَبَ زَيْدٌ فِيْ شَيْءٍ مِّنَ الْأَزْمِنَةِ الْمَاضِيَةِ

এখানে উহ্য হলো فِعْل হলো لَمَّا يَضْرِبْ আর مُبْتَدَأ محذوف এবং مِثْلُ হলো مضاف আর ظرف نظيره , فَاعِل হলো زَيْدٌ আর فِعْل হলো مَا ضَرَبَ এবং حرف تفسير হলো أَيْ এবং مفسر হলো جُمْلة فِعْلية আর فِعْل হলো فَاعِل এবং حرف جار হলো مِنْ এবং موصوف হলো شَيْءٍ আর جرف جار হলো فِيْ আর الأزمِنَةِ হলো الْمَاضِيَةِ এবং صفة হলো , من - এর مجرور ও جار মিলে متعلق হলো موصوف এবং صفة ، موصوف ও صفة মিলে مجرور হলো شبه فعل, তার মাঝে هو ضمير হলো , فاعل তার فاعل ও متعلق কে নিয়ে كائن - এর সাথে যা উহ্য شبه فعل - এর, شَيْءٍ - এর مجرور ও جار মিলে متعلق হলো فِيْ - এর مجرور হলো صفة ও موصوف মিলে আবার صفة হয়ে جُمْلة হলো مفسر, ما ضرب - এর সাথে, তার فعل ও فاعل ও متعلق কে নিয়ে جُمْلة فِعْلية خبرية হয়ে تفسير হয়েছে, مثل - এর, مضاف إليه ও مضاف মিলে مركّب اضافِيْ হয়ে خبر হলো مُبْتَدَأ উহ্য تفسير মিলে مضاف إليه হয়েছে এর, مُبْتَدَأ ও خبر মিলে جُمْلة اسْمِيّة خبرية হয়েছে।

তারকীব : ৭.

قَوْلُهُ : وَلَامُ الْأَمْرِ وَهِيَ لِطَلَبِ الْفِعْلِ إِمَّا عَنِ الْفَاعِلِ الْغَائِبِ أَوْ عَنِ الْفَاعِلِ الْمُتَكَلِّمِ أَوْ عَنِ الْمَفْعُوْلِ الْغَائِبِ أَوْ عَنِ الْمَفْعُوْلِ الْمُخَاطَبِ أَوْ عَنِ الْمَفْعُوْلِ الْمُتَكَلِّمِ.

مركب اضافِيْ মিলে مضاف إليه ও مضاف , مضاف إليه হলো الْأَمْر আর مضاف হলো لَام এবং حرف عطف হলো واو হয়ে مُبْتَدَأ আর তার خبر হলো উহ্য তা উহ্য شبه فعل এর সাথে متعلق হয়ে مقدم হবে। অতঃপর مبتدأ ও معطوف عليه جملة اسمية خبرية হয়ে মিলে خبر مقدم محذوف।

مصدر مضاف এবং طلب হলো حرف جار আর لام হলো - এর لِطَلَبِ আর مُبْتَدَأ হলো هِيَ এবং عاطفة হলো واو এবং الْغَائِبِ এবং موصوف হলো الْفَاعِلِ আর حرف جار হলো عَنْ এবং حرف تردید হলো إِمَّا এবং مضاف إليه হলো الْفِعْلِ এবং عَنْ আর حرف عطف হলো أَوْ এবং معطوف عليه মিলে مجرور ও جار , مجرور মিলে صفة ও موصوف , صفة হলো الْفَاعِلِ আর جرف جار হলো عَنْ এবং موصوف হলো الْمُتَكَلِّمِ এবং صفة হলো , مجرور ও جار , مجرور মিলে صفة ও موصوف, صفة হলো الْغَائِبِ এবং موصوف হলো الْمَفْعُوْلِ আর جار হলো عَنْ এবং حرف عطف হলো أَوْ এবং معطوف أول মিলে مجرور ও جار , مجرور মিলে صفة ও موصوف ; صفة হলো الْمُخَاطَبِ এবং موصوف হলো الْمَفْعُوْلِ - حرف جار মিলে مجرور ও جار , مجرور মিলে صفة ও موصوف, صفة হলো الْمُتَكَلِّمِ এবং موصوف হলো الْمَفْعُوْلِ আর جرف جار হলো عَنْ এবং حرف عطف হলো أَوْ এবং معطوف ثالث এবং معطوف عليه, معطوف তার صفة কে নিয়ে موصوف; صفة হলো معطوف رابع হয়েছে, مجرور ও جار , مجرور মিলে متعلق কে নিয়ে مجرور ও جار। طلب - এর সাথে, مضاف إليه ও متعلق কে নিয়ে مجرور হয়েছে। مصدر مضاف তার فاعل ও نائب فاعل নিয়ে متعلق হয়ে شبه فعل তার هِيَ - এর, خبر হলো شِبه جُمْلة মিলে مستعملة এর সাথে متعلق হয়েছে। جُمْلة اسْمِيّة خبرية হয়ে خبر ও مُبْتَدَأ মিলে جملة معطوفة হয়েছে।

তারকীব : ৮. قَوْلُهُ : مِثْلُ لِيَضْرِبْ

এখানে উহ্য هو ضمير হলো فعل তার মাঝে ليضرب হলো مضاف আর مثل এবং مُبْتَدَأ محذوف হলো نظيره , مضاف ও مضاف إليه - এর, مثل হলো فاعل, فعل তার فاعل কে নিয়ে جُمْلة فِعْلية انشائية হয়ে بتاويل مفرد হয়েছে, مُبْتَدَأ - এর, مُبْتَدَأ ও خبر মিলে جُمْلة اسْمِيّة خبرية হয়ে خبر হলো محذوف مُبْتَدَأ এর, مركب اضافِيْ হয়ে إليه মিলে

তারকীব : ৯. مِثْلُ لِيُضْرب و لتُضْرَبْ و مِثْلُ لَأُضْرِبْ وَلِنُضْرِبْ

একটি مثال এর তারকীব করা হয়েছে। উপরোক্ত مثال এর মতোই এই مثال গুলোরও তারকীব হবে।

وَلَا النَّهْيِ وَهِيَ ضِدُّ لَامِ الْأَمْرِ أَيْ لِطَلَبِ تَرْكِ الْفِعْلِ، إِمَّا عَنِ الْفَاعِلِ الْغَائِبِ اَوِ الْمُخَاطَبِ اَوِ الْمُتَكَلِّمِ مِثْلُ لَا يَضْرِبْ وَلَا تَضْرِبْ وَلَا اَضْرِبْ وَلَا نَضْرِبْ، أَوْ عَنِ الْمَفْعُوْلِ الْغَائِبِ اَوِ الْمُخَاطَبِ اَوِ الْمُتَكَلِّمِ، مِثْلُ لَا يُضْرَبْ وَلَا تُضْرَبْ وَلَا اُضْرَبْ وَلَا نُضْرَبْ- وَإِنْ وَهِيَ تَدْخُلُ عَلَى الْجُمْلَتَيْنِ، وَالْجُمْلَةُ الْأُوْلٰى تَكُوْنُ فِعْلِيَّةً وَالثَّانِيَةُ قَدْ تَكُوْنُ فِعْلِيَّةً وَقَدْ تَكُوْنُ اسْمِيَّةً، وَتُسَمَّى الْأُوْلٰى شَرْطًا وَالثَّانِيَةُ جَزَاءً، فَإِنْ كَانَ الشَّرْطُ وَالْجَزَاءُ اَوِ الشَّرْطُ وَحْدَهُ فِعْلًا مُضَارِعًا فَتَجْزِمُهُ إِنْ عَلٰى سَبِيْلِ الْوُجُوْبِ، مِثْلُ إِنْ تَضْرِبْ اَضْرِبْ وَإِنْ تَضْرِبْ ضَرَبْتُ وَإِنْ تَضْرِبْ فَزَيْدٌ ضَارِبٌ، وَإِنْ كَانَ الْجَزَاءُ وَحْدَهُ فِعْلًا مُضَارِعًا فَتَجْزِمُهُ عَلٰى سَبِيْلِ الْجَوَازِ، نَحْوُ إِنْ ضَرَبْتَ اَضْرِبْ -

অনুবাদ: لَام أَمْر টা لَاے نَهِی -এর বিপরীত। অর্থাৎ, যা فِعْل تَرْك -কে طَلَب করে তথা কর্ম বর্জনের চাহিদা জ্ঞাপন করে। হয়তো তা فَاعِل غَائِب [নাম পুরুষ কর্তা] বা فَاعِل مُخَاطَب [মধ্যম পুরুষ কর্তা] বা فَاعِل مُتَكَلِّم [উত্তম পুরুষ কর্তা] হতে কর্ম বর্জনের চাহিদা জ্ঞাপন করবে। যেমন- لَا يَضْرِبْ [সে যেন প্রহার না করে] বা لَا تَضْرِبْ [তুমি প্রহার কর না] لَا اَضْرِبْ [আমি যেন প্রহার না করি] বা لَا نَضْرِبْ [আমরা যেন প্রহার না করি] অথবা কর্ম বর্জনের চাহিদা مَفْعُوْل غَائِب [নাম পুরুষ কর্ম পদ] বা مَفْعُوْل مُخَاطَبْ [মধ্যম পুরুষ কর্ম পদ] বা مَفْعُوْل مُتَكَلِّم [উত্তম পুরুষ কর্ম পদ] হতে জ্ঞাপন করা হবে। যেমন- لَا يُضْرَبْ [তাকে যেন প্রহার না করা হয়] ও لَا تُضْرَبْ [তোমাকে যেন প্রহার না করা হয়] ও لَا اُضْرَبْ [আমাকে যেন প্রহার না করা হয়] এবং لَا نُضْرَبْ [আমাদেরকে যেন প্রহার না করা হয়]। আর إِنْ দু'টি جُمْلَة [বাক্য]-এর উপর আসে এবং প্রথম جُمْلَة টি সর্বদা جُمْلَة فِعْلِية হবে। আর দ্বিতীয় বাক্যটি কখনো فِعْلِيَة হবে আবার কখনো اِسْمِيَة হবে। প্রথম جُمْلَة -টিকে শর্ত ও দ্বিতীয় جُمْلَة -টিকে جَزَاء বলে নামকরণ করা হয়েছে। অতঃপর যদি شَرْط এবং جَزَاء উভয়টি فِعْل مُضَارِع হয় অথবা শুধু শর্তটি فِعْل مُضَارِع হয়, তখন إِنْ তাকে وُجُوْب -এর ভিত্তিতে جَزْم দিবে। যেমন- إِنْ تَضْرِبْ اَضْرِبْ [যদি তুমি প্রহার কর তবে আমি প্রহার করব] ও إِنْ تَضْرِبْ ضَرَبْتُ [যদি তুমি মার তবে আমিও মারব] এবং إِنْ تَضْرِبْ فَزَيْدٌ ضَارِبٌ [যদি তুমি প্রহার কর তবে যায়েদ প্রহারকারী]।

আর যদি শুধু جَزَاء টি فِعْل مُضَارِع হয় তবে إِنْ তাকে جَزْم দিবে جَوَاز -এর ভিত্তিতে। যেমন- إِنْ ضَرَبْتَ اَضْرِبْ [যদি তুমি মার তবে আমিও প্রহার করব]।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

৪. لَاءِ نَهِى -এর বর্ণনা : এই لَا টি لَام أَمْر -এর বিপরীত অর্থাৎ, কোনো কর্মের তলব তথা চাহিদা হতে বিরত থাকা বা নিষেধাজ্ঞা বুঝানোর জন্য ব্যবহার হয়। এ তলব তথা চাহিদাটি فَاعِل غَائِب বা فاعل مخاطب বা فَاعِل مُتَكَلِّم বা مفعول متكلم বা مفعول مخاطب বা مفعول غائب থেকে হতে পারে।

فَاعِل غَائِب -এর উদাহরণ : لَا يَضْرِبْ [সে প্রহার না করুক] فَاعِل مخاطب -এর উদাহরণ : لَا تَضْرِبْ [তুমি প্রহার কর না]। فَاعِل مُتَكَلِّم -এর উদাহরণ : لَا نَضْرِبْ [আমরা যেন প্রহার না করি] مفعول غائب -এর উদাহরণ : لَا يُضْرَبْ [তাকে যেন প্রহার না করা হয়]। مفعول مخاطب -এর উদাহরণ : لَا تُضْرَبْ [তোমাকে যেন প্রহার না করা হয়]। مفعول متكلم -এর উদাহরণ : لَا أُضْرَبْ [আমাকে যেন প্রহার না করা হয়]। উপরিউক্ত উদাহরণগুলোর মাঝে لَا টি مُضَارِع এর শুরুতে এসে তার শেষে جَزْم প্রদান করেছে।

৫. إِنْ شَرطِيّة -এর বর্ণনা : إِنْ অব্যয়টি শর্তের অর্থ দেওয়ার জন্য বাক্যের শুরুতে ব্যবহার হয়। আর এই إِنْ -এর জন্য দু'টি বাক্য হওয়া জরুরি এবং এই দুই বাক্যের মধ্যে প্রথম বাক্যটি অবশ্যই جُمْلة فِعْلية হতে হবে। আর দ্বিতীয় বাক্যটি কখনো جُمْلة فِعْلية হবে এবং কখনো جُمْلة اسْمِيّة হবে। যেমন- إِنْ تَضْرِبْ ضَرَبْتُ ও إِنْ تَضْرِبْ فَزَيْدٌ ضَارِبٌ ইত্যাদি।

إِنْ যে দু'টি جُمْلَة -এর শুরুতে আসবে তার প্রথম جُمْلَة টিকে شرْط বলা হবে আর দ্বিতীয় جُمْلَة টিকে جَزَاء বলা হবে। যদি شَرْط টি فِعْل مُضَارِع হয় বা شرْط ও جَزَاء উভয়টি فِعْل مُضَارِع হয়। তখন إِنْ টি ঐ جُمْلَة -এর মাঝে وُجُوْبًا জযম প্রদান করবে। যেমন- إِنْ تَضْرِبْ ضَرَبْتُ এটা হলো شرط টি فعل مضارع হওয়ার উপমা এবং شَرْط ও جزاء উভয়টি فِعْل مُضَارِع হওয়ার উপমা হলো إِنْ تَضْرِبْ اَضْرِبْ এই উভয় উদাহরণের মাঝে إِنْ টি وُجُوْبًا জযম প্রদান করেছে।

যদি شَرْط ও جَزَاء -এর কোনো একটি فِعْل مُضَارِع হয় এবং অপরটি فِعْل مَاضِي বা جُمْلة اسْمِيّة হয় তবে إِنْ টি শুধুমাত্র فِعْل مُضَارِع -এর মাঝেই لَفْظًا আমল করবে অর্থাৎ, جَزْم দিবে। আর অপরটির মধ্যে مَحَلًا বা تَقْدِيْرًا জযম প্রদান করবে। যেমন- إِنْ تَضْرِبْ ضَرَبْتُ এখানে شَرْط টি فِعْل مُضَارِع হওয়ায় إِنْ তাতে শাব্দিক আমল করেছে। আর جَزَاء টা فِعْل مَاضِي হওয়ায় তাতে শাব্দিক কোনো আমল করেনি। তদ্রূপ إِنْ تَضْرِبْ فَزَيْدٌ ضَارِبٌ - এই উদাহরণে إِنْ টা جَزَاء -এর মধ্যে শাব্দিক কোনো আমল করেনি।

আর যদি شَرْط টা فِعْل مَاضِي হয় এবং جَزَاء টা فِعْل مُضَارِع হয় তবে সে ক্ষেত্রে مُضَارِع -এর মধ্যে رَفْع ও جَزْم উভয় হরকত দেওয়াই বৈধ হবে। অর্থাৎ, তখন إِنْ ضَرَبْتَ اَضْرِبْ -ও পড়া যাবে। এবং إِنْ ضَرَبْتَ اَضْرِبُ -ও পড়া যাবে।

মনে রাখা দরকার যে, إِنْ ছাড়াও এমন কিছু جازمه اسمائے বিশেষ্য পদ আছে যারা مُضَارِع -এর দু'টি বাক্যের প্রথমে এসে উভয়টির শেষে جَزْم প্রদান করে। যেমন-

- إِذْ مَا যেমন- إِذْ مَا تَتَعَلَّمْ تَتَقَدَّمْ [তুমি যতই শিখবে ততই অগ্রগামী হবে]।
- مَنْ যেমন- مَنْ يَطْلُبْ يَجِدْ [যে খুঁজে সে পায়]।
- مَا যেমন- مَا تَتَعَلَّمْ فِيْ الصِّغَرِ يَنْفَعْكَ فِيْ الْكِبَرِ [যা তুমি ছোট বেলায় শিখবে, তা বড় হলে কাজে আসবে]।

- مَهْمَا যেমন- مَهْمَا تَأْمُرْ بِالْخَيْرِ أَفْعَلْهُ [যখনই তুমি ভালো কাজের আদেশ দিবে, আমি তখনই তা করবো]।
- أَيًّا যেমন- أَيًّا تُكْرِمْ أُكْرِمْ [তুমি যাকে সম্মান করবে, আমিও তাকে সম্মান করব]।
- كَيْفَمَا যেমন- كَيْفَمَا تَتَوَجَّهْ أَتَوَجَّهْ [তুমি যেভাবে মনোনিবেশ করবে, আমিও সেভাবে মনোনিবেশ করব]।
- مَتَى যেমন- مَتَى يَصْلُحْ بَاطِنُكَ يَصْلُحْ ظَاهِرُكَ [যখন তোমার ভিতরগত অবস্থা ভালো হয়ে যাবে, তখন তোমার বহিরাগত অবস্থাও ভালো হয়ে যাবে]।
- أَيْنَمَا যেমন- أَيْنَمَا تَذْهَبْ تَنْجَحْ [তুমি যেখানেই যাবে, সফলতা পাবে]।
- أَنَّى যেমন- أَنَّى يَذْهَبْ ذُو الْمَالِ يُكْرَمْ [ধনী ব্যক্তি যেখানেই যায়, সেখানেই সম্মান পায়]।
- حَيْثُمَا যেমন- حَيْثُمَا تَسْقُطْ تَثْبُتْ [যেখানেই তুমি পড়ে যাবে, সেখানেই দৃঢ় থাকবে]।
- أَيَّانَ যেমন- أَيَّانَ تَكْتُبْ أَكْتُبْ [তুমি যেখানেই লিখবে আমি সেখানেই লিখব]।

উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা বুঝা গেল যে, فِعْل مُضَارِع -এর جَزْم প্রদানকারী অব্যয় হলো ৫টি-

১. لَمْ ২. لَمَّا ৩. لَام أَمْر ৪. لَاے نَهِی ৫. إِنْ

ইবারতের তারকীবসমূহ

তারকীব : ১.

وَلَا النَّهْيِ وَهِيَ ضِدُّ لَامِ الْأَمْرِ أَيْ لِطَلَبِ تَرْكِ الْفِعْلِ إِمَّا عَنِ الْفَاعِلِ الْغَائِبِ أو المخاطب أو المتكلم أَوْ عَنِ الْمَفْعُوْلِ الْغَائِبِ أَوِ الْمُخَاطَبِ أَوِ الْمُتَكَلِّمِ.

مركب اضافي مضاف إليه و مضاف । مضاف إليه হলো النَّهْيِ আর مضاف হলো لا । حرف عطف হলো واو হয়ে مبتدأ । আর উহ্য হলো منها خبر مقدم যা محذوف فعل এর সাথে متعلق হয়ে شبه خبر و مبتدأ মিলে جُمْلة اسْمِيّة خبرية হয়েছে।

مضاف । مضاف اليه مركب اضافي হলো لام الأَمْر । مضاف হলো ضد । مبتدأ هي হলো عاطفة واو । আর مصدر হলো طلب । حرف جر হলো لام । حرف تفسير أي হলো مفسِّر হয়ে مركب اضافي مضاف إليه و মিলে الْفَاعِلِ হলো । حرف جر হলো عَنِ । حرف ترديد হলো إما । مضاف إليه হয়ে مركب اضافي হলো ترك الفعل । مضاف الْغَائِبِ হলো । معطوف أول হলো المخاطب আর حرف عطف হলো أو । তারপর معطوف عليه । তারপর موصوف । صفت معطوف তার উভয় معطوف عليه । معطوف ثاني হলো الْمُتَكَلِّمِ আর حرف عطف হলো أو । موصوف হলো الْمَفْعُوْلِ । حرف جر হলো عَنِ । معطوف عليه مجرور و جار، مجرور মিলে صفت মিলে معطوف عليه হলো الْغَائِبِ । তারপর أو হলো । معطوف أول হলো المخاطب আর حرف عطف হলো أو । তারপর معطوف عليه । معطوف ثاني হলো الْمُتَكَلِّمِ আর حرف عطف صفت و موصوف । صفت معطوف তার উভয় معطوف عليه । معطوف مجرور و جار، مجرور মিলে متعلِّق মিলে معطوف তার معطوف عليه । معطوف مجرور মিলে طلب مصدر এর সাথে । مضاف إليه و متعلق মিলে مجرور হয়েছে । جار و مجرور মিলে متعلق হলো উহ্য شبه فعل مستعملة এর مصدر তার সাথে । তার মাঝে هي যমীর হলো نائب فاعل তার شبه فعل و نائب فاعل متعلق মিলে جُمْلة شِبه হয়ে مفسر । تفسير হয়েছে هي -এর مبتدأ । مبتدأ و خبر মিলে جُمْلة اسْمِيّة خبرية হয়েছে।

مِثْلُ لَا يُضْرَبْ وَلَا تُضْرَبْ وَلَا اُضْرَبْ وَلَا نُضْرَبْ .২ : তারকীব

মিছাল গুলোর তারকীব لام الأمر এর মধ্যে উল্লিখিত মিছাল -এর তারকীবের মতোই হবে।

قوله : وَإِنْ وَهِيَ تَدْخُلُ عَلَى الْجُمْلَتَيْنِ .৩ : তারকীব

خبر مقدم محذوف متعلق হয়ে شبه فعل منها উহ্য এবং إنْ হলো مبتدأ আর هي হলো استئنافية হলো واو -এর সাথে হবে। অতঃপর مبتدأ ও خبر مقدم محذوف মিলে جملة اسمية خبرية হবে।

واو হলো عاطِفَة আর هي হলো فاعل , على হলো حرف جر এবং تدخل হলো فعل উহ্য যমীর হলো مبتدأ আর تدخل হলো فعل ও فاعل، فعل الجملتين হলো مجرور ; অতঃপর جار ও مجرور মিলে متعلق হয়েছে تدخل ফেয়েল এর সাথে। এবার جُمْلة اسْمِيّة خبرية হয়েছে। مبتدأ -এর। অতঃপর مبتدأ ও خبر মিলে جملة فعلية خبرية হয়ে خبر হয়েছে متعلق মিলে

وَالْجُمْلَةُ الْأُوْلٰى تَكُوْنُ فِعْلِيَّةً وَالثَّانِيَةُ قَدْ تَكُوْنُ فِعْلِيَّةً وَقَدْ تَكُوْنُ اِسْمِيَّةً .৪ : তারকীব

فعل হলো تكون। مبتدأ صفة ও موصوف। صفة আর الأولى হলো موصوف আর الجملة হলো عاطفة হলো واو مبتدأ। خبر جملة فعلية خبرية হয়ে خبر ও اسم তার فعل ناقص তার خبر তার فعلية। اسم যমীর هي। ناقص ও خبر মিলে جُمْلة اسْمِيّة خبرية হয়েছে।

هي যমীর তার فعلية। اسم তার ناقص فعل তার خبر ও اسم তার فعل ناقص। خبر তার فعلية। مبتدأ হলো الثانية। قد হলো تقليل এর জন্য। فعل ناقص হলো تكون। তার মাঝে واو হলো عطف এর জন্য। معطوف عليه جملة فعلية خبرية হয়ে خبر ও اسم তার فعل ناقص নিয়ে خبر তার فعلية। اسم যমীর هي। তার মাঝে تكون হলো ناقص فعل। قد হলো تقليل এর জন্য। واو হলো عطف এর জন্য। خبر তার اسمية। اسم তার فعل ناقص নিয়ে خبر ও اسم তার فعل ناقص মিলে خبر হয়েছে। معطوف ও معطوف عليه। معطوف جملة اسمية خبرية হয়ে خبر ও مبتدأ মিলে جُمْلة اسْمِيّة خبرية হয়েছে।

قوله : وَتُسَمَّى الْأُوْلٰى شَرْطًا وَالثَّانِيَةُ جَزَاءً .৫ : তারকীব

হরফে আতফ واو হলো مفعول به ثانى فعل مجهول এবং تسمى হলো فعل مجهول অতঃপর فعل তার نائب فاعل ও مفعول به মিলে جملة فعلية خبرية হয়ে معطوف عليه , و হরফে আতফ হলো الثانية تسمى -এর। معطوف عليه جملة فعلية خبرية হয়ে نائب فاعل এবং جزاء হলো ثانى مفعول به فعل مجهول তার نائب فاعل ও مفعول به মিলে جملة فعلية خبرية হয়ে معطوفة جملة হয়েছে।

তারকীব : ৬.

قَوْلُهُ . فَإِنْ كَانَ الشَّرْطُ وَالْجَزَاءُ أَوِ الشَّرْطُ وَحْدَهُ فِعْلًا مُضَارِعًا فَتَجْزِمُهُ إِنْ عَلَى سَبِيْلِ الْوُجُوْبِ وَإِنْ كَانَ الْجَزَاءُ وَحْدَهُ فِعْلًا مُضَارِعًا فَتَجْزِمُهُ عَلَى سَبِيْلِ الْجَوَازِ -

فاء হলো تفصيلية এবং إنْ হলো حرف شرط আর كَانَ হলো فِعْل ناقص এবং اَلشَّرْطُ হলো معطوف عليه আর أَوْ হলো معطوف عليه এবং اَلْجَزَاءُ হলো معطوف ও معطوف عليه؛ معطوف হলো حرف عطف এবং واو হলো مضاف ؛ আর যমীর ه হলো مضاف আর وحد হলো وَحْدَه -এর এবং ذو الحال হলো اَلشَّرْطُ আর حرف عطف হলো واو , معطوف ذو الحال ও حال , حال হলো متوحدا হয়ে مركب اضافي মিলে مضاف إليه ও مضاف إليه -এর অর্থে , معطوف ও موصوف , صفة হলো مُضَارِعًا আর فِعْلًا হলো موصوف হলো اسم كان এবং فِعْلًا হলো معطوف عليه ও

فاء এর- فَتَجْزِمُهُ , خبرکان صفة মিলে হলো, এবং خبرية جُمْلة فِعْلية হয়ে شرط হয়েছে, اسم তার و خبر কে নিয়ে كان , حرف جار হলো عَلٰى এবং فاعل হলো তার إنْ হলো مفعول به আর ه হলো يمير এবং فاعل তার فعل , تجزم হলো متعلق ও مجرور মিলে হলো متعلق ও مفعول به এবং فاعل তার فعل , تجزم হলো -এর সাথে, جملة فعلية কে নিয়ে جزاء হয়ে خبرية হয়েছে, شرط ও جزاء মিলে جملة شرطية হয়ে معطوف عليه হয়েছে।

وَحْدَهُ আর ذو الحال হলো اَلْجَزَاءُ আর فعل ناقص হলো كَانَ এবং حرف شرط হলো إنْ আর حرف عطف হলো واو টা مركب اضافِيْ হয়ে حال , ذو الحال ও حال মিলে اسم كان হলো, আর فِعْلًا হলো موصوف আর مُضَارِعًا হলো فَتَجْزِمُهُ আর شرط হয়ে جُمْلة فِعْلية خبرية হয়ে خبر ও اسم তার كان , خبر كان মিলে صفة ও موصوف، صفة এর فاء হলো مفعول به আর ه হলো يمير এবং فاعل তার فعل , تجزم হলো -এর সাথে, متعلق ও مفعول به এবং فاعل তার فعل , تجزم হলো متعلق ও مجرور মিলে مجرور ও جار , حرف جار হলো عَلٰى এবং مفعول به ও متعلق কে নিয়ে جملة فعلية হয়ে جزاء হলো, شرط ও جزاء মিলে جملة شرطية হয়ে معطوفة جملة হলো।

مركب اضافِيْ মিলে مضاف إليه ও مضاف، مضاف إليه হলো اَلْجَوَاز এবং مضاف হলো سبيل আর حرف جار হলো عاطفة -واو। مَعطوف عليه جملة شرطية হয়ে جَزاء ও شَرط মিলে فاعل ও فعل -أَضرب। شَرط -إنْ। جَزاء মিলে فاعل ও فعل - تَضْرِبْ। حرف شرط। جزا ও شَرط মিলে فاعل ও فعل হলো ضَرَبْتُ আর فاعل ও فعل - تَضْرِبْ। شَرط মিলে فاعل ও فعل হলো تَضْرِبْ। حرف شرط। إن হলো عاطِفة হলো واو। مَعطوف أول হয়ে جملة شرطية হলো زيد। جزائية হলো مُبتدا। خبر হলো ضَارِبٌ। جزاء হয়ে جُمْلة اسْمِيّة خبرية ও شَرط। مُضَاف। مَعطوف ثاني হয়েছে। مَعطوف عليه তার مَعطوف মিলে مضاف إليه হয়েছে। جزاء মিলে جملة شرطية হয়ে خبر ও مبتدأ محذوف মিলে خبر হয়েছে। مركب اضافی মিলে مضاف إليه ও جملة اسمية خبرية হয়েছে।

তারকীব : ৭. مِثْلُ إنْ تَضْرِبْ اَضْرِبْ وَإنْ تَضْرِبْ ضَرَبْتُ وَإنْ تَضْرِبْ فَزَيْدٌ ضَارِبٌ

এখানে উহ্য نَظِيْرُه মুবতাদা মাহযুফ আছে। شَرط হলো حرفে إنْ; مُضاف হলো مِثْلُ। فعل -تَضْرِبْ। فاعل ও فعل মিলে -إنْ। عاطفة -واو। مَعطوف عليه جملة شرطية হয়ে جَزاء ও شَرط মিলে فاعل ও فعل -أَضرب। شَرط -إنْ। جَزاء মিলে فاعل ও فعل - تَضْرِبْ। حرف شرط। جزا ও شَرط মিলে فاعل ও فعل হলো ضَرَبْتُ আর فاعل ও فعل - تَضْرِبْ। شَرط মিলে فاعل ও فعل হলো تَضْرِبْ। حرف شرط। إن হলো عاطِفة হলো واو। مَعطوف أول হয়ে جملة شرطية হলো زيد। جزائية হলো مُبتدا। خبر হলো ضَارِبٌ। جزاء হয়ে جُمْلة اسْمِيّة خبرية ও شَرط। مُضَاف। مَعطوف ثاني হয়েছে। مَعطوف عليه তার مَعطوف মিলে مضاف إليه হয়েছে। جزاء মিলে جملة شرطية হয়ে خبر ও مبتدأ محذوف মিলে خبر হয়েছে। مركب اضافی মিলে مضاف إليه ও جملة اسمية خبرية হয়েছে।

তারকীব : ৮. قَوْلُهُ : نَحْو إنْ ضَرَبْتَ اَضْرِبْ

এখানে مثاله উহ্য আছে তা হলো أنت - ضربت - فعل, তার মাঝে حرف شرط - إن - مضاف হলো نحو – مبتدأ - أنا হলো أضرب - فعل হলো فعل তার মাঝে ضمير - فاعل হলো ضمير , فاعل তার فعل এর সাথে মিলে خبرية فعلية جملة হয়ে شرط - جزاء جملة فعلية خبرية হয়ে جزاء ; অতঃপর شرط ও جزاء মিলে مبتدأ خبر مركب اضافی হয়ে مضاف إليه ও مضاف ; مضاف إليه হয়ে نحو - مضاف إليه এর, مبتدأ محذوف ও خبر মিলে خبرية اسْمِيّة جُمْلة হলো।

অনুশীলনী

১. فِعْل مُضَارِع -এর جَزْم প্রদানকারী حَرْف কয়টি ও কী কী বিস্তারিত লিখ।

২. لَمَّا ও لَمْ -এর মাঝে পার্থক্য কী আলোচনা কর।

৩. إنْ কখন وُجُوْبًا জযম দেয় এবং কখন جَوَازًا জযম দেয় বুঝিয়ে লিখ।

৪. তারকীব কর : وَلَمَّا مِثْلُ لم لٰكِنَّهَا مُخْتَصَّةٌ لِلِاسْتِغْرَاقِ

সপ্তম প্রকার : اَلنَّوْعُ السَّابِعُ

اَسْمَاءٌ تَجْزِمُ الْفِعْلَ الْمُضَارِعَ

[فِعْل مُضَارِع -কে জযম প্রদানকারী বিশেষ্যসমূহ]

اَسْمَاءٌ تَجْزِمُ الْفِعْلَ الْمُضَارِعَ حَالَ كَوْنِهَا مُشْتَمِلَةً عَلٰى مَعْنٰى إِنْ، وَتَدْخُلُ عَلَى الْفِعْلَيْنِ، وَيَكُوْنُ الْفِعْلُ الْاَوَّلُ سَبَبًا لِلْفِعْلِ الثَّانِيْ، وَيُسَمَّى الْاَوَّلُ شَرْطًا وَالثَّانِيْ جَزَاءً، فَإِنْ كَانَ الْفِعْلَانِ مُضَارِعَيْنِ أَوْ كَانَ الْاَوَّلُ مُضَارِعًا دُوْنَ الثَّانِيْ فَالْجَزْمُ وَاجِبٌ فِي الْمُضَارِعِ، وَهِيَ تِسْعَةُ أَسْمَاءٍ : مَنْ وَمَا وَاَيٌّ وَمَتٰى وَأَيْنَمَا وَأَنّٰى وَمَهْمَا وَحَيْثُمَا وَإِذْ مَا - فَمَنْ وَهُوَ لَا يُسْتَعْمَلُ إِلَّا فِيْ ذَوِي الْعُقُوْلِ، نَحْوُ مَنْ يُّكْرِمْنِيْ أُكْرِمْهُ أَيْ إِنْ يُّكْرِمْنِيْ زَيْدٌ أُكْرِمْهُ وَإِنْ يُّكْرِمْنِيْ عَمْرٌو أُكْرِمْهُ.

وَمَا وَهُوَ لَا يُسْتَعْمَلُ إِلَّا فِيْ غَيْرِ ذَوِي الْعُقُوْلِ غَالِبًا، نَحْوُ مَا تَشْتَرِ اَشْتَرِ أَيْ إِنْ تَشْتَرِ الْفَرَسَ أَشْتَرِ الْفَرَسَ وَإِنْ تَشْتَرِ الثَّوْبَ أَشْتَرِ الثَّوْبَ،

অনুবাদ: এমন কতগুলো اِسْم [বিশেষ্য]-এর বর্ণনা যেগুলো فِعْل مُضَارِع কে إِنْ -এর অর্থ সম্বলিত হয়ে جَزْم প্রদান করে এবং এগুলো দু'টো فِعْل -এর উপর প্রবেশ করে। আর প্রথম فِعْل টা দ্বিতীয় فِعْل এর জন্য سبب বা কারণ হবে। এবং তার প্রথমটিকে شَرْط এবং দ্বিতীয়টিকে جَزَاء বলে নামকরণ করা হয়েছে। যদি উভয় فِعْل টা فِعْل مُضَارِع হয় বা শুধু প্রথমটা فعل مضارع হয়, দ্বিতীয়টি না হয় তবে مضارع -এর শেষে جَزْم দেওয়া ওয়াজিব। সেগুলো ৯টি اسم [বিশেষ্য পদ]। ১. مَنْ ২. مَا ৩. اَيٌّ ৪. مَتٰى ৫. أَيْنَمَا ৬. أَنّٰى ৭. مَهْمَا ৮. حَيْثُمَا ৯. إِذْ مَا।

সুতরাং مَنْ এটা কেবলমাত্র ذَوِي الْعُقُوْل তথা আকল সম্পন্ন প্রাণীর ক্ষেত্রেই ব্যবহার হয়ে থাকে। যেমন– مَنْ يُّكْرِمْنِيْ زَيْدٌ أُكْرِمْهُ وَإِنْ يُّكْرِمْنِيْ عَمْرٌو أُكْرِمْهُ [যে আমায় সম্মান করবে, আমিও তাকে সম্মান করব]। অর্থাৎ, إِنْ يُّكْرِمْنِيْ زَيْدٌ أُكْرِمْهُ وَإِنْ يُّكْرِمْنِيْ عَمْرٌو أُكْرِمْهُ [যদি আমায় যায়েদ সম্মান করে, তবে আমি তাকে সম্মান করব। আর যদি আমাকে আমর সম্মান করে, তবে আমি তাকে সম্মান করব]।

ما টা সাধারণত শুধু غير ذَوِي العقول [আকলহীন প্রাণী]-এর ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন– مَا تَشْتَرِ أَشْتَرِ [তুমি যা ক্রয় করবে, আমিও তা ক্রয় করব]। অর্থাৎ, إِن تشتر الْفَرَسَ أَشْتَرِ الْفَرَسَ وَإِنْ تَشْتَرِ الثَّوْبَ أَشْتَرِ الثَّوْبَ [যদি তুমি ঘোড়া ক্রয় কর, তবে আমিও ঘোড়া ক্রয় করব]। আর যদি তুমি কাপড় ক্রয় করো, তবে আমিও কাপড় ক্রয় করব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

عوامل سماعة -এর সপ্তম প্রকারে এমন কতগুলো اِسْم তথা বিশেষ্য পদ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে, যে اِسْم গুলো اِنْ -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়ে فِعْل مُضَارِع -কে جَزْم দিবে। এ সকল اِسْم-এর সংখ্যা ৯টি। ১. مَنْ ২. مَا ৩. إِذْ مَا ৪. أَيٌّ ৫. مَتٰى ৬. أَيْنَمَا ৭. مَهْمَا ৮. أَنّٰى ৯. حَيْثُمَا

আমল : এই اِسْم গুলো اِنْ -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়ে فِعْل مُضارِع -এর শুরুতে এসে তার শেষে جَزْم দিবে। যেমন– مَنْ يُكْرِمْنِيْ أُكْرِمْهُ অর্থ– যদি সে আমাকে সম্মান করে, তবে আমিও তাকে সম্মান করব। এখানে مَنْ শব্দটি اِنْ -এর অর্থে ব্যবহার হয়ে فِعْل مُضَارِع -এর শুরুতে এসে তার শেষে جَزْم দিয়েছে। এবং এই اِسْم গুলো এমন দু'টি فِعْل -এর শুরুতে আসবে যে فِعْل দু'টির মধ্যে প্রথম فِعْل টি দ্বিতীয় فِعْل -এর জন্য سَبَبْ বা কারণ হবে। এবং প্রথম فِعْل টিকে شَرْط বলা হবে আর দ্বিতীয় فِعْل টিকে جَزاء বলা হবে।

شَرْط ও جَزَاء -এর আমল সম্পর্কে নাহুবিদদের মতামত :

- আল্লামা সীরাফী বলেন, উক্ত شَرْط اِسْم গুলো দুটি فِعْل -এর মধ্যেই আমিল (عَامِل) হয়ে থাকে। কেননা شَرْط اِسْم সর্বদা দুটি فِعْل -এরই চাহিদা রাখে এবং একটি فِعْل -কে অপর একটি فِعْل -এর সাথে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত করে দেয়।
- আল্লামা খলীল ও মুবার্‌রাদ বলেন– شَرْط اِسْم গুলো عَامِل ضَعِيْف বা দুর্বল আমিল হওয়ার কারণে দু'টি فِعْل -এর মধ্যে একই সাথে আমল করতে পারে না। প্রথমত এই اِسْم গুলো شَرْط -এর মধ্যে আমল করে। এরপর এই اِسْم ও شَرْط উভয়ে মিলে جَزَاء -এর মধ্যে আমল করে।
- আল্লামা আখফাশ (র.) বলেন– شَرْط -এর উপর شَرْط اِسْم -এর ভিত্তিতে جَزْم প্রদান করা হয়। আর جَزَاء -এর উপর شَرْط -এর ভিত্তিতে جَزْم প্রদান করা হয়।
- আল্লামা মাযেনির মতে, شَرْط ও جَزَاء উভয়টাই مَبْنِي عَلَى السُّكُوْن বা سَاكِنْ হওয়ার উপর مَبْنِي এতে অন্য কোনো হরকত প্রবেশ করতে পারে না। অনেকে এই মতকে অধিকতর উত্তম ও গ্রহণযোগ্য বলে প্রমাণিত করেছেন।
- কূফী নাহবীদের মতানুসারে شَرْط -এর উপর شَرْط اِسْم -এর ভিত্তিতে جَزْم প্রদান করা হয়। আর جَزَاء -এর উপর শর্তের অতি নিকটবর্তী হওয়ার কারণে جَزْم প্রদান করা হয়।

মনে রাখা প্রয়োজন যে, এ সকল اِسْم -এর পরে উভয় فِعْل যদি فِعل مُضَارِع হয় বা প্রথম فِعْل টি فِعْل مُضَارِع হয়, তবে সেই فِعْل مُضَارِع -এর শেষে جَزْم প্রদান করা ওয়াজিব। কেননা شَرْط اِسْم গুলো فِعْل مُضَارِع -এর মধ্যে আমল করে। আর فِعْل مُضَارِع টা مُعْرَب হওয়ার কারণে তার اِعْرَاب ও প্রকাশ্য হবে। বিধায় এখানেও جزْم প্রকাশ্য হবে।

আর فِعْل مَاضِي টা مَبْنِي হওয়ার কারণে তার মধ্যে جَزْم টা تَقْدِيْرِي বা অপ্রকাশ্য হবে।

১. مَنْ -এর বর্ণনা : مَنْ শব্দের অর্থ হলো– 'যে' বা 'যে কেউ' বা 'যে ব্যক্তি' ইত্যাদি। مَنْ শব্দটি কেবল জ্ঞান সম্পন্ন তথা মানুষের ক্ষেত্রেই প্রজোয্য হয়, অন্য কারো ক্ষেত্রে নয়। যেমন– مَنْ يُكْرِمْنِيْ أُكْرِمْهُ [যে আমাকে সম্মান করবে আমি তাকে সম্মান করব]। এখানে সম্মান করাটা মানুষের কাজ হওয়ায় এখানে مَنْ কে ব্যবহার করা হয়েছে এবং তার পরবর্তী فِعْل দুটি فِعْل مُضَارِع হওয়ার কারণে مَنْ এসে উভয়ের মধ্যে وُجُوْبًا জযম প্রদান করেছে। এখানে مَنْ টি اِنْ -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

২. مَا -এর বর্ণনা : مَا অর্থ– হলো 'যা' বা 'যা কিছু'। مَا টি অধিকাংশ সময়ই غَيْر ذَوِي الْعُقُوْلِ বা জ্ঞানহীন বস্তুর ক্ষেত্রেই ব্যবহার হয়। যেমন– مَا تَشْتَرِ أَشْتَرِ [তুমি যা কিনবে, আমিও তা কিনব]। এখানে مَا টি বাক্যের প্রারম্ভে এসে উভয় فِعْل -এর শেষে وُجُوْبًا জযম দিয়েছে উভয়টি فِعْل مُضَارِع হওয়ার কারণে। ক্রয়কৃত বস্তুটা غَيْر ذَوِ الْعُقُوْل হওয়ার কারণে এখানে مَا ব্যবহার হয়েছে।

৩. أَيُّ -এর বর্ণনা : أَيٌّ অর্থ হলো– 'যে' বা 'যে কেউ'। এটা কেবল মাত্র ذَوِي الْعُقُوْلِ তথা বিবেকবানের জন্যই ব্যবহার হয় এবং এটা إِضَافَة ছাড়া ব্যবহার হয় না। যেমন– أَيُّهُمْ يَضْرِبْنِيْ أَضْرِبْهُ [তাদের যে কেউ আমায় প্রহার করবে, আমিও তাকে প্রহার করব]। এখানে أَيٌّ টা إِضَافَة -এর সাথে ব্যবহার হয়েছে এবং ذَوِي الْعُقُوْلِ -এর জন্য ব্যবহার হয়েছে, আর তার শেষে উভয় فِعْل টি مُضَارِع হওয়ার কারণে উভয়টিকে وُجُوْبًا জযম প্রদান করেছে।

أَيٌّ -এর هَمْزَه -এর উপর যবর ও يَا -এর উপর تَشْدِيْد হওয়ার কারণে এটা مُعْرَبْ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এবং কখনো কখনো أَيٌّ টি শর্তের জন্যও ব্যবহার হয়ে থাকে। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে– أَيًّا مَا تَدعُوا فَلَهُ الْإِسْمَاءُ الْحُسْنٰى এই আয়াতে أَيًّا টি শর্তের জন্য ব্যবহার হয়েছে। কখনো কখনো أَيٌّ টি موصول -এর জন্যও ব্যবহার হয়। যেমন আল্লাহর বাণী– أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمٰنِ عِتِيًّا -এর মধ্যে أَيٌّ টা موصول -এর জন্য ব্যবহার হয়েছে।

أَيُّهُمْ يَضْرِبْنِيْ أَضْرِبْهُ বাক্যের মধ্যে أَيٌّ টা مُبْتَدَأ হওয়ার কারণে مَرْفُوْع হয়েছে, তবে এর خَبَر কোনটি এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে।

- কেউ বলেন– أَيٌّ -এর خَبَر হলো তার جَزَاء কেননা جَزَاء টা كَلَام تَام হয়ে থাকে।
- কেউ কেউ شَرْط ও جَزَاء উভয়কেই أَيٌّ -এর خَبَر হিসেবে অভিহিত করে থাকেন।
- কেউ কেউ শুধু شَرْط কেই أَيٌّ -এর خَبَر বলে থাকেন।

ইবারতের তারকীবসমূহ

তারকীব : ১. قَوْلُهُ: نَحْوُ مَنْ يُكْرِمْنِيْ أُكْرِمْهُ أَيْ إِنْ يُكْرِمْنِيْ زَيْدٌ أُكْرِمْهُ وَإِنْ يُكْرِمْنِيْ عَمْرٌو أُكْرِمْهُ এখানে نَحْوُ হলো اسم شَرْط আর مَنْ হলো مُضَاف এবং نَحْوُ হলো مُبْتَدَأ مَحْذوف نَظِيْره يُكْرِمْنِيْ এর يُكْرِم হলো فِعْل , مَفْعُوْل به হলো ياء متكلم আর نُوْن وِقَايَة হলো نون এবং فَاعِل হলো هو ضَمِيْر তার মাঝে فِعْل তার مَفْعُوْل به ও فَاعِل কে নিয়ে جُمْلَة فِعْلية خبرية হয়ে شَرْط হয়েছে, أُكْرِمْهُ- এর أُكْرِم হলো فِعْل আর তার মাঝে فَاعِل হলো أنا ضَمِيْر এবং যমীর ه হলো مَفْعُوْل به ও فَاعِل তার فِعْل , مَفْعُوْل به কে নিয়ে جُمْلَة فِعْلية خبرية হয়ে جَزَاء হয়েছে, حَرْف تَفْسِيْر এবং أَيْ হলো مُفَسَّر হয়ে جُمْلَة شَرْطِية এবং إِنْ হলো حَرْف شَرْط ও جَزَاء মিলে شَرْط আর يُكْرِمْنِيْ -এর يُكْرِم হলো فِعْل এবং نون হলো وِقَايَة আর ياء متكلم হলো مَفْعُوْل به এবং أُكْرِمْهُ -এর أُكْرِم হলো فِعْل আর তার মাঝে فَاعِل হলো أنا ضَمِيْر এবং যমীর ه হলো مَفْعُوْل به ও فَاعِل তার فِعْل , فَاعِل হলো زَيْد এবং شَرْط হয়ে جُمْلَة فِعْلية خبرية হয়ে مَفْعُوْل به ও فَاعِل কে নিয়ে مَفْعُوْل به ও فَاعِل তার فِعْل , مَفْعُوْل به কে নিয়ে جُمْلَة فِعْلية خبرية হয়ে جَزَاء হয়েছে, حَرْف واو হলো عَطْف আর إِنْ হলো حَرْف شَرْط আর يُكْرِمْنِيْ -এর يُكْرِم হলো فِعْل আর نون হলো وِقَايَة এবং عَمْرٌو হলো فَاعِل এবং ياء হলো مَفْعُوْل به আর نون হলো وِقَايَة আর يُكْرِم -এর أُكْرِمْهُ- এর أُكْرِم হলো فِعْل আর তার মাঝে فَاعِل হলো أنا ضَمِيْر এবং যমীর ه হলো مَفْعُوْل به ও فَاعِل তার فِعْل , مَفْعُوْل به কে নিয়ে جُمْلَة فِعْلية خبرية হয়ে جَزَاء হয়েছে, مَعْطُوف جَزَاء ও شَرْط , جَزَاء হয়ে جُمْلَة فِعْلية خبرية হয়ে جَزَاء ও شَرْط মিলে جملة شرطية হয়ে مَعْطُوف عليه হলো مَعْطُوف , جَزَاء ও شَرْط মিলে جُمْلَة فِعْلية خبرية হয়ে جَزَاء হয়েছে, مَعْطُوف ও عَلَيه মিলে مَعْطُوف , مُضَاف ও مُضَاف إليه হলো نَحْو- এর, مُفَسِّر ও تَفْسِيْر মিলে تَفْسِيْر হলো, مُبْتَدَأ مَحْذُوْف হলো خَبَر ও مُبْتَدَأ মিলে خَبَر হয়ে جُمْلَة اسْمِيَّة خبرية হয়েছে। مُرَكَّب إِضَافِيْ মিলে إليه

وَأَيٌّ وَهُوَ لَا يُسْتَعْمَلُ إِلَّا فِيْ ذَوِي الْعُقُوْلِ وَتَلْزَمُهُ الْإِضَافَةُ، مِثْلُ أَيُّهُمْ يَضْرِبْنِيْ أَضْرِبْهُ أَيْ إِنْ يَّضْرِبْنِيْ زَيْدٌ أَضْرِبْهُ وَإِنْ يَّضْرِبْنِيْ عَمْرٌو أَضْرِبْهُ -

অনুবাদ: أَيٌّ টা কেবল মাত্র ذَوِي الْعُقُوْلِ তথা আকলসম্পন্নদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং তার জন্য إِضَافَة হওয়া আবশ্যক। যেমন– أَيُّهُمْ يَضْرِبْنِيْ أَضْرِبْهُ [তাদের থেকে যে আমাকে মারবে আমিও তাকে মারব]। অর্থাৎ, إِنْ يَّضْرِبْنِيْ زَيْدٌ أَضْرِبْهُ وَإِنْ يَّضْرِبْنِيْ عَمْرٌو أَضْرِبْهُ [যদি আমাকে যায়েদ প্রহার করে, তবে আমি তাকে প্রহার করব, আর যদি আমাকে আমর প্রহার করে, তবে আমিও তাকে প্রহার করব।]

ইবারতের তারকীবসমূহ

তারকীব : ১. قَوْلُهُ وَأَيٌّ وَهُوَ لَا يُسْتَعْمَلُ إِلَّا فِيْ ذَوِي الْعُقُوْلِ وَتَلْزَمُهُ الْإِضَافَةُ

جملة اسمية خبرية خبر ও مبتدا মিলে হলো ثالثها আর مبتدا محذوف হলো এখন আর أَيٌّ হলো عَاطِفة আর وَاو হয়েছে। আর وَاو হলো عاطفة এবং هُوَ হলো مُبْتَدَأ আর لَا يُسْتَعمل হলো فِعْل مجهول তার মাঝে ضَمِيْر হলো هو আর حَرْف جَار হলো فِيْ আর ذَوِي হলো مستثنى منه আর إِلَّا হলো مستثنى আর حَرْف اِسْتِثْناء হলো فِيْ شيء এবং نائب فَاعِل আর الْعُقول হলো مُضَاف إليه ও مُضَاف মিলে مضاف إليه , مضاف হলো اَلْعُقول আর مَجْرُور হয়ে مُرَكَّب اِضَافِيْ হয়েছে, فِعْل -এর সাথে, لَا يُسْتَعمل হলো مُتَعَلِّق مستثنى ও مستثنى منه মিলে مُسْتَثْنى , এরপর مَجْرُور ও جَار মিলে حَرْف عَطْف হলো وَاو এবং مَعْطُوف عَلَيه হয়ে جُمْلَة فِعْلية خبرية কে নিয়ে مُتَعَلِّق ও نائب فَاعِل তার مجهول فَاعِل فِعْل , فَاعِل হলো اَلْإِضَافة এবং مَفْعُول به হলো ضَمِيْر আর فِعْل হলো تَلْزم -এর تَلْزَمه আর فَاعِل স্বীয় فِعْل , فَاعِل হলো هُوَ -এর, مَعْطُوف ও مَعْطُوف عَلَيْه، جُمْلَة فِعْلية خبرية হয়ে مَفْعُول به কে নিয়ে مَعْطُوف মিলে خَبَر ও مُبْتَدَأ মিলে جُمْلة اسْمِيّة خبرية হয়েছে।

তারকীব : ২. قَوْلُهُ مِثْلُ أَيُّهُمْ يَضْرِبْنِيْ أَضْرِبْهُ أَيْ إِنْ يَضْرِبْنِيْ زَيْدٌ أَضْرِبْهُ وإِنْ يَضْرِبْنِيْ عَمْرٌو أَضْرِبْهُ

এখানে مِثْل -এর পূর্বে উহ্য مُبْتَدَأ مَحْذُوْف হলো نَظِيره আর مِثْل হলো خبر আর أَيٌّ -এর اسم হলো أَيُّهم এবং مُضَاف إليه ও مُضَاف মিলে مضاف إليه , مضاف হলো هُم আর ضَمِيْر হলো هو আর فِعْل হলো يَضْرِبْنِيْ আর شَرْط مُضَاف مُبْتَدَأ متضمن مُرَكَّب اِضَافِيْ হয়ে نون হলো نُون وقَاية আর ياء হলো معنى شرط আর فِعْل হলো أَضْرِبْهُ এবং شَرْط হয়ে جُمْلَة فِعْلية خبرية কে নিয়ে مَفْعُول به ও فَاعِل তার فِعْل , مَفْعُول به তার মাঝে ضَمِيْر হলো أنا এবং فَاعِل হলো فِعْل তার , مَفْعُول به কে নিয়ে جُمْلَة فِعْلية ও فَاعِل তার فِعْل , مَفْعُول به হলো ضَمِيْر আর فَاعِل এবং ياء হলো مَفْعُول به আর زَيْد হলো فِعْل , فَاعِل আর نُوْن وِقَاية এবং نون হলো فِعْل এবং يَضْرِبْ হলো شَرْط আর جَزَاء ও شَرْط মিলে خبر قائم مقام جَزَاء হয়ে خبرية হলো إِنْ আর حَرْف تَفْسِيْر হলো أَيْ এবং مُفَسر ও مُفَسر মিলে تَفْسير হয়েছে, خَبَر হয়ে مُرَكَّب اِضَافِيْ হলো مضاف إليه ও مُضَاف মিলে مضاف إليه , مضاف হলো تَفْسير ও مُفَسر -এর, مُبْتَدَأ مَحْذوف ও خَبَر মিলে جُمْلة اسْمِيّة خبرية হয়েছে।

جُمْلَة فِعْلية ও فَاعِل তার فِعْل , فَاعِل হলো أَضْرِبْهُ এবং شَرْط হয়ে جُمْلَة فِعْلية خبرية কে নিয়ে مَفْعُول به ও فَاعِل স্বীয় فِعْل , فَاعِل হলো هُوَ -এর, مَعْطُوف ও مَعْطُوف عَلَيْه، جُمْلَة فِعْلية خبرية হয়ে مَفْعُول به কে নিয়ে مَعْطُوف মিলে خَبَر ও مُبْتَدَأ মিলে جُمْلة اسْمِيّة خبرية হয়েছে।

وَمَتٰى وَهُوَ لِلزَّمَانِ، مِثْلُ مَتٰى تَذْهَبْ أَذْهَبْ، اَىْ اِنْ تَذْهَبِ الْيَوْمَ أَذْهَبِ الْيَوْمَ وَاِنْ تَذْهَبْ غَدًا أَذْهَبْ غَدًا، وَأَيْنَمَا وَهُوَ لِلْمَكَانِ، مِثْلُ أَيْنَمَا تَمْشِ أَمْشِ، اَىْ اِنْ تَمْشِ اِلَى الْمَسْجِدِ أَمْشِ اِلَى الْمَسْجِدِ وَاِنْ تَمْشِ اِلَى السُّوْقِ أَمْشِ اِلَى السُّوْقِ، وَأَنّٰى وَهُوَ أَيْضًا لِلْمَكَانِ، مِثْلُ أَنّٰى تَكُنْ أَكُنْ، اَىْ اِنْ تَكُنْ فِى الْبَلْدَةِ أَكُنْ فِى الْبَلْدَةِ، وَاِنْ تَكُنْ فِى الْبَادِيَةِ أَكُنْ فِى الْبَادِيَةِ.

অনুবাদ: مَتٰى -টা কাল বুঝানোর জন্য আসে। যেমন- مَتٰى تَذْهَبْ أَذْهَبْ [তুমি যখন যাবে, আমিও তখন যাব]। এর অর্থ হলো- اِنْ تَذْهَبِ الْيَوْمَ أَذْهَبِ الْيَوْمَ وَاِنْ تَذْهَبْ غَدًا أَذْهَبْ غَدًا [তুমি যদি আজ যাও, তবে আমিও আজ যাব। আর তুমি যদি আগামীকাল যাও, তবে আমিও আগামীকাল যাব]। أَيْنَمَا -এটা স্থান বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন- أَيْنَمَا تَمْشِ أَمْشِ [তুমি যেখানে চলবে, আমিও সেখানে চলব]। এর অর্থ হলো- اِنْ تَمْشِ اِلَى الْمَسْجِدِ أَمْشِ اِلَى الْمَسْجِدِ وَاِنْ تَمْشِ اِلَى السُّوْقِ أَمْشِ اِلَى السُّوْقِ [যদি তুমি মসজিদের দিকে চল, আমিও মসজিদের দিকে চলব। আর যদি তুমি বাজারের দিকে চল, তবে আমিও বাজারের দিকে চলব]। أَنّٰى -টাও স্থান বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন- أَنّٰى تَكُنْ أَكُنْ অর্থ- তুমি যেখানে থাকবে, আমিও সেখানেই থাকব। এর অর্থ হলো- اِنْ تَكُنْ فِى الْبَلْدَةِ أَكُنْ فِى الْبَلْدَةِ وَاِنْ تَكُنْ فِى الْبَادِيَةِ أَكُنْ فِى الْبَادِيَةِ [তুমি যদি শহরে বাস কর, আমিও শহরে বাস করব। আর তুমি যদি গ্রামে বাস কর, তবে আমিও গ্রামে বাস করব]।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

৪. مَتٰى -এর আলোচনা : مَتٰى -এর অর্থ হলো, কখন। এটা বাক্যের فعل তথা ক্রিয়া সংঘটিত হওয়ার সময়-কাল বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন- مَتٰى تَذْهَبْ أَذْهَبْ [তুমি যখন যাবে, আমিও তখন যাব]। এখানে مَتٰى বিশেষ্যটি فعل তথা ক্রিয়া সংঘটিত হওয়ার সময়-কাল বুঝিয়েছে এবং তার পরবর্তী বাক্য দুটি مُضَارِع হওয়ার কারণে উভয়টির মধ্যে وُجُوْبًا জযম প্রদান করেছে।

উল্লেখ্য যে, এখানে مَتٰى টি اِنْ -এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে, কেননা এ اِسْم টি اِنْ -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েই مُضَارِع কে جَزْم দিবে। অর্থাৎ مَتٰى تَذْهَبْ -এর অর্থ হবে اِنْ تَذْهَبْ [যদি তুমি যাও]। যদিও এখানে مَتٰى টি اِنْ -এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে তবুও তার মধ্যে কালের অর্থ পাওয়া যাবে এবং اِنْ -এর ন্যায় فِعْل مُضَارِع -কে جَزْم দিবে।

৫. أَيْنَمَا -এর আলোচনা : أَيْنَمَا -এর অর্থ হলো, যেখানে বা যে স্থানে। أَيْنَمَا টি স্থান তথা مَكَان বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন- أَيْنَمَا تَمْشِ أَمْشِ [তুমি যেখানে চলবে, আমিও সেখানেই চলব]। এখানে أَيْنَمَا টি مَكَان এর অর্থ প্রদান করেছে এবং فِعْل مُضَارِع -এর শুরুতে এসে তার শেষে جَزْم প্রদান করেছে। এর সত্যতা কালামে পাকে পাওয়া যায়- أَيْنَمَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِىْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ [তোমরা যেখানেই অবস্থান কর না কেন মৃত্যু তোমাদের পেয়েই যাবে। যদিও তোমরা সুদৃঢ় প্রাচীরে আবদ্ধ থাক]। এ উপমাতে أَيْنَمَا এসে فِعْل مُضَارِع কে جَزْم দিয়েছে এবং أَيْنَمَا -টা স্থানের অর্থ প্রকাশ করেছে।

৬. أَنّٰى -এর আলোচনা : أَنّٰى -এর অর্থ হলো, যেখানে বা যে স্থানে। এটাও স্থান বুঝানোর জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে। যেমন- أَنّٰى يَذْهَبْ صَاحِبُ الْمَالِ يُكْرَمْ [সম্পদশালী সেখানেই যায় সে সম্মান পায়]। এখানে أَنّٰى টি স্থানের অর্থ দিয়েছে এবং উভয় فِعْل টি مُضَارِع হওয়ায় وُجُوْبًا জযম প্রদান করেছে।

وَمَهْمَا وَهُوَ لِلزَّمَانِ، مِثْلُ مَهْمَا تَذْهَبْ أَذْهَبْ اَىْ اِنْ تَذْهَبِ الْيَوْمَ أَذْهَبِ الْيَوْمَ وَاِنْ تَذْهَبْ غَدًا أَذْهَبْ غَدًا، وَحَيْثُمَا وَهُوَ لِلْمَكَانِ، مِثْلُ حَيْثُمَا تَقْعُدْ أَقْعُدْ اَىْ اِنْ تَقْعُدْ فِى الْقَرْيَةِ أَقْعُدْ فِى الْقَرْيَةِ وَاِنْ تَقْعُدْ فِى الْبَلْدَةِ أَقْعُدْ فِى الْبَلْدَةِ، وَإِذْمَا وَهُوَ يُسْتَعْمَلُ فِىْ غَيْرِ ذَوِى الْعُقُوْلِ، مِثْلُ إِذْمَا تَفْعَلْ اَفْعَلْ اَىْ اِنْ تَفْعَلِ الْخِيَاطَةَ اَفْعَلِ الْخِيَاطَةَ وَاِنْ تَفْعَلِ الزِّرَاعَةَ اَفْعَلِ الزِّرَاعَةَ، وَاِنْ كَانَ الْفِعْلُ الثَّانِىْ مُضَارِعًا جَازَ الْأَوَّل فَالْوَجْهَانِ فِى الْمُضَارِعِ الْجَزْمُ وَالرَّفْعُ، مِثْلُ إِذْمَا كَتَبْتَ اَكْتُبْ.

অনুবাদ: مَهْمَا -টাও কাল বুঝানোর জন্য ব্যবহার হয়। যেমন- مَهْمَا تَذْهَبْ أَذْهَبْ [তুমি যখন যাবে, আমিও তখন যাব]। এর অর্থ হলো - اِنْ تَذْهَبِ الْيَوْمَ أَذْهَبِ الْيَوْمَ وَاِنْ تَذْهَبْ غَدًا أَذْهَبْ غَدًا [তুমি যদি আজ যাও, তবে আমিও আজ যাব। আর তুমি যদি আগামী কাল যাও, তবে আমিও আগামীকাল যাব]। حَيْثُمَا -টাও স্থান বুঝানোর জন্য ব্যবহার হয়। যেমন- حَيْثُمَا تَقْعُدْ أَقْعُدْ [তুমি যেখানে বসবে। আমিও সেখানে বসব], এর অর্থ হলো- اِنْ تَقْعُدْ فِىْ الْقَرْيَةِ أَقْعُدْ فِى الْقَرْيَةِ وَاِنْ تَقْعُدْ فِى الْبَلْدَةِ أَقْعُدْ فِى الْبَلْدَةِ [যদি তুমি গ্রামে বস আমিও গ্রামে বসব আর যদি তুমি শহরে বস তবে আমিও শহরে বসব।] إِذْمَا -টা غَيْرِ ذَوِى الْعُقُوْلِ বা আকলহীন বস্তুর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যেমন- إِذْمَا تَفْعَلْ اَفْعَلْ [তুমি যা করবে, আমিও তাই করব]। এর অর্থ হলো- اِنْ تَفْعَلِ الْخِيَاطَةَ اَفْعَلِ الْخِيَاطَةَ وَاِنْ تَفْعَلِ الزِّرَاعَةَ اَفْعَلِ الزِّرَاعَةَ [তুমি যদি সেলাই কাজ কর, তবে আমিও সেলাই কাজ করব। আর তুমি যদি কৃষি কাজ কর, তবে আমিও কৃষি কাজ করব]।

আর যদি প্রথম فعل টি فِعْل না হয়ে দ্বিতীয় فعل টি مضارع হয় তবে مُضَارِع -এর মধ্যে দুই রকম অর্থাৎ جَزْم ও رَفْع উভয় إِعْرَاب দেওয়াই বৈধ। যেমন- إِذْمَا كَتَبْتَ اَكْتُبْ বা اَكْتُبُ [যদি তুমি লিখ তবে আমিও লিখব]।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

৭. مَهْمَا -এর আলোচনা : مَهْمَا -টা فَعْلَى -এর ওজনে غَيْر مُرَكَّب শব্দ। মূলত مَهْمَى ছিল। এর أَلِف কে যদি زَائِدَة বা أَلِف تَأْنِيث ধরা হয় তবে তা غَيْر مُنْصَرِف হবে।

যুজাজ নাহবীর মতানুসারে مَهْمَا মূলত ছিল مَهْ এর শেষে একটি مَاء شَرْطِيَة যোগ করার ফলে তা مَهْمَا তে রূপান্তরিত হয়েছে।

নাহুবিদ খলীল ইবনে আহমদ বলেন– مَهْمَا মূলত مَا ছিল; এরপর তার শেষে আরেকটি مَا যোগ করে বানানো হয়েছে مَا مَا ; এরপর প্রথম مَا -এর أَلِف কে هَاء দ্বারা পরিবর্তন করে বানানো হয়েছে مَهْمَا,

مَهْمَا -এর অর্থ হলো 'যখন'। এটা শর্তজ্ঞাপক সময় বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন– مَهْمَا تَذْهَبْ أَذْهَبْ [যখন তুমি যাবে, তখন আমিও যাব]। এখানে مَهْمَا টি 'যখন' অর্থে ব্যবহার হয়েছে এবং এটা إِنْ -এর অর্থকে তার অধীনে রেখে فِعْل مُضَارِع কে جَزْم প্রদান করেছে।

৮. حَيْثُمَا -এর আলোচনা : حَيْثُمَا -এর শেষে مَا টি হলো, مَاءُكَافَة। যেহেতু حَيْثُ টা সর্বদা مُضَاف হয় তাই শব্দটি যাতে مُضَاف না হতে পারে সেজন্য حيث -এর শেষে مَاءُكَافَة -কে আনা হয়েছে। مبهم টি ما হওয়ার কারণে حيثما শব্দটিও إبهام তথা অস্পষ্টতার উপর দালালত করে।

حَيْثُمَا -এর অর্থ হলো– "যেখানে" বা "যে স্থানে"। এটিও বাক্যের স্থান বুঝানোর জন্য ব্যবহার হয়। যেমন– حَيْثُمَا تَقْعُدْ أَقْعُدْ [তুমি যেখানেই বসবে, আমিও সেখানেই বসব]। এখানে حَيْثُمَا শব্দটি স্থানের অর্থ প্রকাশ করেছে এবং এটা إِنْ অর্থে ব্যবহার হয়ে তার পরবর্তী فِعْل দুটি مُضَارع হওয়ায় তাকে وُجُوْبًا জযম প্রদান করেছে।

৯. إِذْمَا -এর আলোচনা : প্রখ্যাত নাহবী আল্লামা সীবাওয়াইহ বলেন– এটা মূলত إِنْ -এর ন্যায় আমল করে অর্থাৎ তার মাঝে শর্তের অর্থ পাওয়া যাবে। إِذْ টা مُضَارِع -এর উপর প্রবেশ হয়ে তাকে مُسْتَقْبِل -এর জন্য নির্দিষ্ট করে দিবে। কিন্তু إِذْ-এর সাথে مَا যুক্ত হলে তা শর্তের অর্থ প্রদান করা হতে মুক্ত হয়ে যায় এবং مَاضِى -এর অর্থে গঠিত হওয়ায় তার আমল রহিত হয়ে যায়। তাই আল্লামা সিবওয়াইহের মতে, এই বাক্যে جَزَاء যুক্ত হবে না।

কেউ কেউ বলেছেন যে, إِذْمَا মূলে ছিল إِنْ مَا আর এটা ঐ সময় ব্যবহার হয় যখন তার فِعْل -এর শেষে نُوْن تَأْكِيْد যুক্ত হয়। যেমন– إِذْمَا تَرَيَنَّ যা মূলত إِنْ مَا تَرَيَنَّ ছিল।

إِذْمَا শব্দটি "যা" বা " যেটা" অর্থে সাধারণত ব্যবহার হয়। এটা غَيْر ذَوِى الْعُقُوْلِ তথা জ্ঞানহীন বস্তুর ক্ষেত্রেই ব্যবহার হয়। যেমন– إِذْمَا تَفْعَلْ اَفْعَلْ [তুমি যা করবে, আমিও তাই করব]। এখানে إِذْمَا টি 'যা' -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং এটা إِنْ -এর অর্থে হয়ে তার পরবর্তী فِعْل مُضَارِعْ কে وُجُوْبًا জযম প্রদান করেছে।

উল্লেখ্য যে, যদি إِذْمَا -এর দ্বিতীয় فِعْل টি مُضَارع হয় আর প্রথমটি مَاضِى হয়, তবে দ্বিতীয় فِعْل -এর মধ্যে جَزْم -ও হতে পারে এবং رَفْع -ও হতে পারে। যেমন– إِذْمَا كَتَبْتَ أَكْتُبْ বা أَكْتُبُ [তুমি যা লিখবে, আমিও তাই লিখব]।

فِعْل مُضَارِع -এর عَوَامِل جَازِم গুলোকে সহজভাবে মুখস্থ রাখার জন্য কবির ভাষায় এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে,

مَن وما مهما وأيٌّ حيثما إذما متى * لَيْنَمَا أنّى نه اسم جازم آمد فعل را

অর্থাৎ مَن، ما، مَهْمَا، أَيٌّ، حَيْثما، إِذْمَا، متى، لَيْنَمَا ও أَنّى বর্ণিত এই নয়টি إِسْم – فِعْل কে جَزْم দেয়।

ইবারতের তারকীবসমূহ

তারকীব : ১. قَوْلُهُ : وَاِنْ كَانَ الْفِعْلُ الثَّانِىْ مُضَارِعًا دُوْنَ الْأَوَّلِ فَالْوَجْهَانِ فِى الْمُضَارِعِ اَلْجَزْمُ وَالرَّفْعُ

الثَّانى আর مَوْصُوْف আর الفِعْل হলো فِعْل نَاقِص হলো كَانَ এবং حَرْف شَرْط হলো اِنْ আর عَاطِفة وَاو হলো صِفَت ও مَوْصُوْف ; صِفَت মিলে اِسْم كَانَ এবং مُضَارعا হলো خَبَر كَانَ আর دُوْن হলো مُضَاف আর الأَوَّل হলো اِلَيْه - كَانَ ظَرْف مُتَعَلِّق হয়ে مُرَكَّب اِضَافِى মিলে مُضَاف اِلَيه ও مُضَاف , অতঃপর مُضَاف এর সাথে, তার اِسْم এবং خَبَر ও ظَرْف مُتَعَلِّق কে নিয়ে فِعْلية خبرية جُمْلَة হয়ে شَرْط হয়েছে, আর فَالْوَجْهان -এর ফা হলো جَزَائية এবং اَلْجَزم আর مُبْدل مِنْه হলো الوَجْهان এবং وَاو হলো مَعْطُوف عَلَيه হলো اَلْجَزم আর مَعْطُوف ، مَعْطُوف عَلَيه ও مَعْطُوف মিলে بَدَل হয়েছে, مُبْدل منه ও بَدَل মিলে مُبْتَدَأ হয়েছে, আর مَجْرُور ও جَار , مَجْرُور হলো اَلْمُضَارع এবং حَرْف جَار হলো فِىْ مُتَعَلِّق হয়েছে -এর সাথে, তার মাঝে ضَمِيْر হলো هما فَاعِل , فَاعِل তার شِبْه فِعْل ও فَاعِل কে নিয়ে شِبْه فِعْل جَائِزَان উহ্য আছে, مُبْتَدَأ এর, خَبَر ও مُبْتَدَأ মিলে خَبَر হয়ে جُمْلَة اِسْمية خبرية হয়েছে -এর, شَرْط হলো جَزَاء এখন شَرْط ও جَزَاء মিলে جُمْلَة شَرْطِية হয়েছে।

তারকীব : ২. قَوْلُهُ : مِثْلُ إِذْمَا كَتَبْتَ اَكْتُبْ

এখানে نَظِيْره হলো مُبْتَدَأ যা উহ্য আছে, আর مِثْل হলো مُضَاف এবং إِذْمَا হলো اسم شَرْط আর كَتَبْت হলো اَكْتُب শَرْط এবং جُمْلَة فِعْلية خبرية হয়ে فِعْل , তার শেষে تَ ضَمِيْر হলো فَاعِل; فَاعِل তার فِعْل কে নিয়ে فِعْل হলো আর তার মাঝে ضَمِيْر হলো أنا فَاعِل ও فِعْل; فَاعِل মিলে جُمْلَة فِعْلية خبرية হয়ে جزاء ; شَرْط ও مُضَاف اِلَيه ও مُضَاف , مُضَاف اِلَيه হয়ে مُرَكَّب اِضَافِى মিলে خَبَر হয়েছে جُمْلَة شَرْطِية মিলে جَزَاء -এর, অতঃপর مُبْتَدَأ ও خَبَر মিলে جُمْلَة اِسْمية خبرية হয়েছে, مُبْتَدَأ مَحْذُوف হয়েছে।

অনুশীলনী

১. فِعْل مضارع -এর جَزْم প্রদানকারী اِسْم কয়টি ও কী কী বিস্তারিত লিখ।

২. এই ৯টি اِسْم -এর পরস্পর পার্থক্য আলোচনা কর।

৩. مهما ও إِذْمَا -এর মূল কী ছিল বুঝিয়ে লিখ।

৪. তারকীব কর : وَاِنْ كَانَ الْفِعْلُ الثَّانِىْ مُضارِعًا دُوْنَ الْأَوَّلِ فَالْوَجْهَانِ فِى الْمُضَارِعِ الْجَزْمُ وَالرَّفْعُ ـ

৫. উদাহরণগুলোর বিশ্লেষণ কর– اَيُّهُمْ يَضْرِبْنِىْ اَضْرِبْهُ – إِذْمَا تَفْعَلْ اَفْعَلْ

৬. اَىٌّ সম্পর্কে যা জান লিখ।

اَلنَّوْعُ الثَّامِنُ : অষ্টম প্রকার

أَسْمَاءٌ تَنْصِبُ الْأَسْمَاءَ النَّكِرَاتِ عَلَى التَّمْيِيْزِ

ইসমে নাকিরাকে তামীয হিসেবে নসব প্রদানকারী বিশেষ্যসমূহ

أَسْمَاءٌ تَنْصِبُ الْأَسْمَاءَ النَّكِرَاتِ عَلَى التَّمْيِيْزِ، وَهِيَ أَرْبَعَةُ أَسْمَاءٍ، اَلْأَوَّلُ لَفْظُ عَشَرٌ اَوْ عِشْرُوْنَ اَوْ ثَلٰثُوْنَ اَوْ أَرْبَعُوْنَ اَوْ خَمْسُوْنَ اَوْ سِتُّوْنَ اَوْ سَبْعُوْنَ اَوْ ثَمَانُوْنَ اَوْ تِسْعُوْنَ اِذَا رُكِّبَ مَعَ أَحَدٍ اَوْ اِثْنَيْنِ اَوْ ثَلٰثٍ اَوْ أَرْبَعٍ اَوْ خَمْسٍ اَوْ سِتٍّ اَوْ سَبْعٍ اَوْ ثَمَانٍ اَوْ تِسْعٍ . فَاِنْ كَانَ التَّمْيِيْزُ مُذَكَّرًا فَطَرِيْقُ التَّرْكِيْبِ فِيْ لَفْظِ أَحَد وَاثْنَانِ مَعَ عَشَرٍ اَنْ تَقُوْلَ أَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا وَاثْنَا عَشَرَ رَجُلًا بِتَذْكِيْرِ الْجُزْئَيْنِ، وَاِنْ كَانَ مُؤَنَّثًا فَتَقُوْلُ إِحْدٰى عَشَرَةَ امْرَأَةً وَاثْنَتَا عَشَرَةَ امْرَأَةً بِتَأْنِيْثِ الْجُزْئَيْنِ، وطَرِيْقُ تَرْكِيْبِ غَيْرِهِمَا اِلٰى تِسْعٍ مَعَ عَشَرٍ اَنْ تَقُوْلَ فِي الْمُذَكَّرِ ثَلٰثَةَ عَشَرَ رَجُلًا وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ رَجُلًا اِلٰى تِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا بِتَأْنِيْثِ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ وتَذْكِيْرِ الْجُزْءِ الثَّانِيْ،

অনুবাদ: [অষ্টম প্রকার :] এমন কিছু اِسْم বা বিশেষ্য-এর বর্ণনা যা أَسْماء نَكِرَة তথা অনির্দিষ্ট বিশেষ্যকে تمييز তথা অস্পষ্টতা দূরকারী পদ হিসেবে نصب প্রদান করবে। এগুলো হলো ৪টি اِسْم বা বিশেষ্য। প্রথমত : عشر [দশ] অথবা عِشْرُوْنَ [বিশ] অথবা ثَلٰثُوْنَ [ত্রিশ] অথবা أَرْبَعُوْنَ [চল্লিশ] অথবা خَمْسُوْنَ [পঞ্চাশ] অথবা سِتُّوْنَ [ষাট] অথবা سَبْعُوْن [সত্তর] অথবা ثَمَانُوْن [আশি] অথবা تِسْعُوْنَ [নব্বই] হতে কোনো একটিকে যখন أَحَدٌ [এক] অথবা اِثْنَيْنِ [দুই] অথবা ثَلَاثٌ [তিন] অথবা أَرْبَعٌ [চার] অথবা خَمْسٌ [পাঁচ] অথবা سِتٌّ [ছয়] অথবা سَبْعٌ [সাত] অথবা ثَمَانٌ [আট] অথবা تِسْعٌ [নয়] একক সংখ্যাগুলোর কোনো একটির সাথে মিলানো হয়। অত:পর যদি تَمْيِيْز টা مُذَكَّر বা পুংলিঙ্গ হয়, তবে عَشَرٌ -এর সাথে أَحَدٌ ও اِثْنَانِ কে মিলানোর নিয়ম হচ্ছে উভয় অংশকে পুংলিঙ্গ করে এভাবে বলতে হবে যে, أَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا [এগারজন পুরুষ]। اِثْنَا عَشَرَ رَجُلًا [বারজন পুরুষ]। আর যদি تَمْيِيْز টা مُؤَنَّث স্ত্রীলিঙ্গ বা হয়, তবে উভয় অংশকে স্ত্রীলিঙ্গ করে এভাবে বলতে হবে যে, إِحْدٰى عَشْرَةَ امْرَأَةً [এগারজন মহিলা]। اِثْنَتَا عَشْرَةَ امْرَأَةً [বারজন মহিলা]।

এ দুটো ছাড়া অন্য সংখ্যাগুলো অর্থাৎ ثَلَاثٌ হতে تِسْعٌ পর্যন্ত সংখ্যাকে عَشَرٌ -এর সাথে সংযুক্ত করতে হলে পুংলিঙ্গের ক্ষেত্রে এভাবে বলতে হবে- ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا [তেরজন পুরুষ]। أَرْبَعَةَ عَشَرَ رَجُلًا [চৌদ্দজন পুরুষ]। এভাবে تِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا [উনিশজন পুরুষ]। প্রথম অংশকে تَأْنِيْث তথা স্ত্রীলিঙ্গ ও দ্বিতীয় অংশকে تَذْكِيْر তথা পুংলিঙ্গ করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

عَوَامِل سَمَاعِيَّة –এর অষ্টম প্রকারে এমন সকল اِسْم -এর বর্ণনা করা হবে যা اِسْم نَكِرَة তথা অনির্দিষ্ট বিশেষ্য পদকে تَمْيِيْز -এর ভিত্তিতে نَصْب প্রদান করে। এই اِسْم গুলোর সংখ্যা হলো ৪টি।

১. عَشَرُ ও অন্যান্য দশক অংকের শব্দসমূহ। ২. كَمْ ৩. كَأَيِّنْ ৪. كَذَا ; এগুলোকে একত্রে أَسْمَاء كِنَايَات বলা হয়।

১. عَشَرُ -এর বর্ণনা : عَشَرُ ও তার ন্যায় অন্যান্য দশক সংখ্যাগুলো অর্থাৎ عِشْرُوْنَ – ثَلَاثُوْنَ – أَرْبَعُوْنَ – خَمْسُوْنَ – سِتُّوْنَ – سَبْعُوْنَ – ثَمَانُوْنَ – تِسْعُوْنَ সংখ্যাগুলোর যে কোনো একটি وَاحِدُ – اِثْنَانِ – ثَلَاثَةُ – أَرْبَعَةُ – خَمْسَةُ – سِتَّةُ – سَبْعَةُ – ثَمَانِيَةُ – تِسْعَةُ সংখ্যাগুলোর কোনো একটির সাথে যখন যুক্ত হয়ে আসবে, যেমন– أَحَدَ عَشَرَ [এগার] বা أَحَدُ وَعِشْرُوْنَ [একুশ] বা اِثْنَانِ وَعِشْرُوْنَ [বাইশ] ও تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ [উনত্রিশ] ইত্যাদির ন্যায় হবে, তখন এদের পর نَكِرَة এসে تَمْيِيْز হিসেবে এদের অস্পষ্টতাকে দূর করে। কারণ শুধু أَحَدَ عَشَرَ বা এগার বললে শ্রোতার মনে স্বভাবতই এ প্রশ্নের উদয় হবে যে, সংখ্যাটি বলে বক্তা কী বুঝাতে চাচ্ছেন– এগারটা বই না এগারটা কলম না অন্য কিছু? তাই যে কোনো সংখ্যার উচ্চারণ করলে তার সাথে যে বস্তু বা ব্যক্তিকে উল্লেখ করা হয় তাকেই تَمْيِيْز [অস্পষ্টতা দূরকারী] বলে। আর সংখ্যাটিকে مُمَيَّز [অস্পষ্টতা বিদূরিত পদ] বলে।

বাংলা ব্যাকরণে এই تَمْيِيْز ও مُمَيَّز -এর ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট নীতিমালা না থাকলেও আরবিতে তা ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিয়ম-কানুনের অনুসরণ করতে হয়। উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, عَشَر বা عِشْرُوْنَ -এর সাথে أَحَدُ বা اِثْنَانِ যোগ হয়ে مُمَيَّز গঠিত হয় এবং مُمَيَّز -এর অস্পষ্টতাকে দূর করার জন্য স্বাভাবিকভাবেই تَمْيِيْز -এর প্রয়োজন হয়। আবার এই تَمْيِيْز টা দু'ধরনের হতে পারে– مُذَكَّر তথা পুংলিঙ্গ বা مُؤَنَّث তথা স্ত্রীলিঙ্গ। কাজেই تَمْيِيْز যদি مُذَكَّر হয়, তবে مُمَيَّز এক ধরনের হবে। আর تَمْيِيْز যদি مُؤَنَّث হয়, তবে مُمَيَّز আরেক ধরনের হবে।

প্রথম নিয়ম :

১১ ও ১২ -এর ক্ষেত্রে যদি تَمْيِيْز টা مُذَكَّر হয়, তবে مُمَيَّز -এর উভয় অংশ مُذَكَّر হবে। যেমন– أَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا ও اِثْنَا عَشَرَ رَجُلًا ; এই উপমার মাঝে رَجُلًا পদটি تَمْيِيْز , এটা مُذَكَّر হওয়ায় مُمَيَّز -এর উভয় অংশ مُذَكَّر হয়েছে এবং رَجُلًا যা تَمْيِيْز এটা مَنْصُوْب হয়েছে।

আর যদি تَمْيِيْز টা مُؤَنَّث হয়, তবে مُمَيَّز -এর উভয় অংশ مُؤَنَّث হবে। যেমন– اِثْنَتَا وَ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً ; এখানে عَشْرَةَ امْرَأَةً যা امْرَأَةً এটা تَمْيِيْز مُؤَنَّث হওয়ার কারণে مُمَيَّز -এর উভয় অংশ مُؤَنَّث বা স্ত্রীলিঙ্গ হয়েছে এবং اِمْرَأَةً টা مَنْصُوْب হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, اِثْنَا عَشَرَ -এর اِثْنَا পদটি জমহুর নাহুবিদদের নিকট مُعْرب যেমন– جَاءَنِيْ اِثْنَا عَشَرَ رَجُلًا -এর মধ্যে رَفْع কে اِثْنَا -এর অবস্থায় أَلِف -এর সাথে আবার رَأَيْتُ اِثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا -এর মধ্যে نَصْب কে اِثْنَيْ -এর অবস্থায় يَاء -এর সাথে উল্লেখ করা হয়েছে এবং اِضَافَت -এর সময় اِثْنَيْنِ -এর نُوْن টি পড়ে যায়। ইত্যাদি কারণে اِثْنَا শব্দটি مَبْنِى থাকে না; বরং مُعْرَب হয়ে যায়।

কারো কারো মতে اِثْنَا শব্দটি مَبْنِيُ الصَّدْر , যদিও মাঝে মধ্যে ব্যবহারের ভিন্নতা আসে। সে ভিন্নতা اَلَّذَيْنِ ও اَلَّذَانِ এবং هٰذَانِ ও هٰذَيْنِ এর মতো। এ সকল ব্যবহারের ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও اِثْنَا পদটি مَبْنِي -ই থাকবে।

দ্বিতীয় নিয়ম :

عَشَرَ -এর সাথে ثَلَاثٌ হতে تِسْعٌ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো সংযুক্ত করার নিয়ম। এ ক্ষেত্রে যদি تَمْيِيْز টা مُذَكَّر হয়, তবে مُمَيَّز -এর প্রথমাংশ তথা- ثَلَاثٌ বা أَرْبَعٌ বা خَمْسٌ বা سِتٌّ বা سَبْعٌ বা ثَمَانٌ বা تِسْعٌ টা مُؤَنَّث হবে। আর দ্বিতীয়াংশটা مُذَكَّر হবে। যেমন-

تَمْيِيْز	مُمَيَّز -এর দ্বিতীয় অংশ	مُمَيَّز -এর প্রথম অংশ	পূর্ণসংখ্যা
رَجُلًا	+ عَشَرَ	ثَلَاثَةَ +	= ١٣ – ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا (১৩ জন পুরুষ)
رَجُلًا	+ عَشَرَ	أَرْبَعَةَ +	= ١٤ – أَرْبَعَةَ عَشَرَ رَجُلًا (১৪ জন পুরুষ)
رَجُلًا	+ عَشَرَ	خَمْسَةَ +	= ١٥ – خَمْسَةَ عَشَرَ رَجُلًا (১৫ জন পুরুষ)
رَجُلًا	+ عَشَرَ	سِتَّةَ +	= ١٦ – سِتَّةَ عَشَرَ رَجُلًا (১৬ জন পুরুষ)
رَجُلًا	+ عَشَرَ	سَبْعَةَ +	= ١٧ – سَبْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا (১৭ জন পুরুষ)
رَجُلًا	+ عَشَرَ	ثَمَانِيَةَ +	= ١٨ – ثَمَانِيَةَ عَشَرَ رَجُلًا (১৮ জন পুরুষ)
رَجُلًا	+ عَشَرَ	تِسْعَةَ +	= ١٩ – تِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا (১৯ জন পুরুষ)

এ উপমাগুলোর মাঝে تَمْيِيْز টা مُذَكَّر হওয়ার কারণে مُمَيَّز -এর প্রথমাংশ مُؤَنَّث হয়েছে এবং দ্বিতীয় অংশ مُذَكَّر হয়েছে।

পক্ষান্তরে تَمْيِيْز টা যদি مُؤَنَّث হয় তবে مُمَيَّز -এর প্রথমাংশ مُذَكَّر হবে আর দ্বিতীয়াংশ مُؤَنَّث হবে। যেমন-

تَمْيِيْز	مُمَيَّز -এর দ্বিতীয় অংশ	مُمَيَّز -এর প্রথম অংশ	পূর্ণসংখ্যা
امْرَأَةً	+ عَشْرَةَ	ثَلَاثَ +	= ١٣ – ثَلَاثَ عَشْرَةَ امْرَأَةً (১৩ জন মহিলা)
امْرَأَةً	+ عَشْرَةَ	أَرْبَعَ +	= ١٤ – أَرْبَعَ عَشْرَةَ امْرَأَةً (১৪ জন মহিলা)
امْرَأَةً	+ عَشْرَةَ	خَمْسَ +	= ١٥ – خَمْسَ عَشْرَةَ امْرَأَةً (১৫ জন মহিলা)
امْرَأَةً	+ عَشْرَةَ	سَبْعَ +	= ١٦ – سِتَّ عَشْرَةَ امْرَأَةً (১৬ জন মহিলা)
امْرَأَةً	+ عَشْرَةَ	سِتَّ +	= ١٧ – سَبْعَ عَشْرَةَ امْرَأَةً (১৭ জন মহিলা)
امْرَأَةً	+ عَشْرَةَ	ثَمَانِ +	= ١٨ – ثَمَانِ عَشْرَةَ امْرَأَةً (১৮ জন মহিলা)
امْرَأَةً	+ عَشْرَةَ	تِسْعَ +	= ١٩ – تِسْعَ عَشْرَةَ امْرَأَةً (১৯ জন মহিলা)

উল্লিখিত উদাহরণগুলোতে تَمْيِيْز টা مُؤَنَّث হওয়ার কারণে مُمَيَّز -এর প্রথমাংশ مُذَكَّر হয়েছে এবং দ্বিতীয়াংশ مُؤَنَّث হয়েছে।

وَفِي الْمُؤَنَّثِ ثَلٰثَ عَشْرَةَ امْرَأَةً وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ امْرَأَةً اِلٰى تِسْعَ عَشْرَةَ امْرَأَةً بِتَذْكِيْرِ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ وَتَأْنِيْثِ الْجُزْءِ الثَّانِيْ، وَأَمَّا طَرِيْقُ التَّرْكِيْبِ فِي الْوَاحِدِ وَالْاِثْنَيْنِ اِلٰى تِسْعٍ مَعَ عِشْرِيْنَ وَأَخَوَاتِهٖ اِلٰى تِسْعِيْنَ عَلٰى سَبِيْلِ الْعَطْفِ، فَاِنْ كَانَ التَّمْيِيْزُ مُذَكَّرًا فَتَقُوْلُ فِيْ تَرْكِيْبِ الْوَاحِدِ وَالْاِثْنَيْنِ لَا فِيْ غَيْرِهِمَا أَحَدٌ وَعِشْرُوْنَ رَجُلًا وَاِثْنَانِ وَعِشْرُوْنَ رَجُلًا بِتَذْكِيْرِ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ وَاِنْ كَانَ التَّمْيِيْزُ مُؤَنَّثًا فَتَقُوْلُ اِحْدٰى وَعِشْرُوْنَ امْرَأَةً وَاثْنَتَانِ وَعِشْرُوْنَ امْرَأَةً بِتَأْنِيْثِ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ، وَفِيْ تَرْكِيْبِ غَيْرِ الْوَاحِدِ وَالْاِثْنَيْنِ اِلٰى تِسْعٍ مَعَ عِشْرِيْنَ تَقُوْلُ فِي التَّمْيِيْزِ الْمُذَكَّرِ ثَلٰثَةٌ وَعِشْرُوْنَ رَجُلًا وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُوْنَ رَجُلًا بِتَأْنِيْثِ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ، وَفِي التَّمْيِيْزِ الْمُؤَنَّثِ تَقُوْلُ ثَلٰثٌ وَعِشْرُوْنَ امْرَأَةً وَأَرْبَعٌ وَعِشْرُوْنَ امْرَأَةً بِتَذْكِيْرِ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ وَعَلٰى هٰذا الْقِيَاسِ اِلٰى تِسْعٍ وَتِسْعِيْنَ ـ

অনুবাদ: স্ত্রীলিঙ্গের ক্ষেত্রে ثَلاثَ عشْرَةَ امْرَأَةً [তেরজন মহিলা]। أَرْبَعَ عَشْرَةَ امْرَأَةً [চৌদ্দজন মহিলা]। এভাবে تِسْعَ عَشْرَةَ امْرَأَةً [উনিশজন মহিলা]। প্রথম অংশকে পুংলিঙ্গ করে আর দ্বিতীয় অংশকে স্ত্রীলিঙ্গ করে বলবে।

وَاحِدٌ ও اِثْنَانِ থেকে تِسْعٌ পর্যন্ত একক সংখ্যাগুলোকে عِشْرُوْنَ হতে تِسْعُوْنَ পর্যন্ত তার ন্যায় দশকের অংকের সাথে عَطْف -এর পদ্ধতি অনুসারে সংযুক্ত হবে। অতঃপর যদি تَمْيِيْز টা مُذَكَّر হয়, তবে وَاحِدٌ ও اِثْنَانِ কে সংযুক্ত করার ক্ষেত্রে مُمَيَّز -এর প্রথম অংশকে পুংলিঙ্গ করে বলতে হবে أَحَدٌ وَعِشْرُوْنَ رَجُلًا [একুশজন পুরুষ]। اِثْنَانِ وَعِشْرُوْنَ رَجُلًا [বাইশজন পুরুষ]। এ দু'টি ব্যতীত অন্য কিছুর ক্ষেত্রে নয়। অনন্তর যদি تَمْيِيْز স্ত্রীলিঙ্গ হয়, তবে مُمَيَّز -এর প্রথম অংশকে স্ত্রীলিঙ্গ করে বলতে হবে- احدى وعشرون امرأة [একুশজন মহিলা] اثنتان وعشرون امرأة [বাইশজন মহিলা]। আর وَاحِدٌ ও اِثْنَانِ ব্যতীত ثَلَاثٌ হতে تِسْعٌ পর্যন্ত সংখ্যাগুলোকে عِشْرُوْنَ -এর সাথে মিলানোর ক্ষেত্রে تَمْيِيْز টা مُذَكَّر হলে مُمَيَّز -এর প্রথম অংশকে تَأْنِيْث করে বলতে হবে- ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُوْنَ رَجُلًا [তেইশজন পুরুষ] এবং أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُوْنَ رَجُلًا [চব্বিশজন পুরুষ]। আর যদি تَمْيِيْز টা مُؤَنَّث হয় তবে مُمَيَّز -এর প্রথম অংশকে تَذْكِيْر করে বলতে হবে- ثَلَاثٌ وَعِشْرُوْنَ امْرَأَةً [তেইশজন মহিলা]। এবং أَرْبَعٌ وَعِشْرُوْنَ امْرَأَةً [চব্বিশজন মহিলা]। এভাবেই ৯৯ পর্যন্ত চলবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

তৃতীয় নিয়ম :

وَاحِدٌ হতে নিয়ে تِسْعٌ পর্যন্ত সংখ্যাগুলোকে যদি عِشْرُوْنَ , ثَلَاثُوْنَ , أَرْبَعُوْنَ , خَمْسُوْنَ , وَاو عَاطِفَة سِتُّوْنَ , سَبْعُوْنَ , ثَمَانُوْنَ বা تِسْعُوْنَ-এর সাথে সংযোজন করা হয়, তবে তাদের মাঝে একটি নিতে হবে। যেমন– أَحَدٌ وَعِشْرُوْنَ [একুশ]। اِثْنَانِ وَعِشْرُوْنَ [বাইশ]। ثَلَاثٌ وثَلَاثُوْنَ [তেত্রিশ]। أَرْبَعٌ وَأَرْبَعُوْنَ [চুয়াল্লিশ] ইত্যাদি।

عِشْرُوْنَ হতে تِسْعُوْنَ পর্যন্ত দশকের সংখ্যার সাথে যদি أَحَدَ ও اِثْنَانِ মিলিত হয় আর تَمْيِيْز যদি مُذَكَّر হয়, তবে مُمَيَّز -এর প্রথমাংশ বা أَحَدٌ ও اِثْنَانِ টাও مُذَكَّر হবে। আর ২য় অংশের মধ্যে تَأْنِيْث ও تَذْكِيْر -এর ক্ষেত্রে কোনোরূপ পরিবর্তন হবে না। যেমন– أَحَدٌ وَعِشْرُوْنَ رَجُلًا

আর যদি تَمْيِيْز টা مُؤَنَّث হয়, তবে مُمَيَّز -এর প্রথমাংশ অর্থাৎ أَحَدٌ ও اِثْنَانِ টা مُؤَنَّث হবে আর ২য় অংশে تَأْنِيْث ও تَذْكِيْر -এর ক্ষেত্রে কোনোরূপ পরিবর্তন হবে না। যেমন– إِحْدٰى وَعِشْرُوْن امْرَأَةً

আরো স্পষ্টভাবে বুঝার জন্য নিম্নে সবগুলো উদাহরণ দেওয়া হলো–

مُمَيَّز টা مُذَكَّر হলে تَمْيِيْز -এর অবস্থা	
أَحَدٌ وَسِتُّوْنَ رَجُلًا - ٦١ (৬১ জন পুরুষ)	أَحَدٌ وَعِشْرُوْنَ رَجُلًا - ٢١ (২১ জন পুরুষ)
اِثْنَانِ وَسِتُّوْنَ رَجُلًا - ٦٢ (৬২ জন পুরুষ)	اِثْنَانِ وَعِشْرُوْنَ رَجُلًا - ٢٢ (২২ জন পুরুষ)
أَحَدٌ وَسَبْعُوْنَ رَجُلًا - ٧١ (৭১ জন পুরুষ)	أَحَدٌ وَثَلَاثُوْنَ رَجُلًا - ٣١ (৩১ জন পুরুষ)
اِثْنَانِ وَسَبْعُوْنَ رَجُلًا - ٧٢ (৭২ জন পুরুষ)	اِثْنَانِ وَثَلَاثُوْنَ رَجُلًا - ٣٢ (৩২ জন পুরুষ)
أَحَدٌ وَثَمَانُوْنَ رَجُلًا - ٨١ (৮১ জন পুরুষ)	أَحَدٌ وَأَرْبَعُوْنَ رَجُلًا - ٤١ (৪১ জন পুরুষ)
اِثْنَانِ وَثَمَانُوْنَ رَجُلًا - ٨٢ (৮২ জন পুরুষ)	اِثْنَانِ وَأَرْبَعُوْنَ رَجُلًا - ٤٢ (৪২ জন পুরুষ)
أَحَدٌ وَتِسْعُوْنَ رَجُلًا - ٩١ (৯১ জন পুরুষ)	أَحَدٌ وَخَمْسُوْنَ رَجُلًا - ٥١ (৫১ জন পুরুষ)
اِثْنَانِ وَتِسْعُوْنَ رَجُلًا - ٩٢ (৯২ জন পুরুষ)	اِثْنَانِ وخَمْسُوْنَ رَجُلًا - ٥٢ (৫২ জন পুরুষ)

উল্লিখিত উপমাগুলোর মাঝে تَمْيِيْز টা مُذَكَّر হওয়ায় مُمَيَّز -এর প্রথমাংশ مُذَكَّر হয়েছে আর দ্বিতীয় অংশে تذكير ও تَأْنِيْث হিসেবে কোনোরূপ পরিবর্তন হয়নি এবং একক সংখ্যা দশকের সাথে সংযুক্ত করার জন্য واو -কে ব্যবহার করা হয়েছে।

تَمْيِيْز টা مُؤَنَّث হলে তার উদাহরণ–

مُمَيَّز টা مُؤَنَّث হলে تَمْيِيْز -এর অবস্থা	
إِحْدٰى وثَلَاثُوْنَ امْرَأَةً - ٣١ (৩১ জন মহিলা)	إِحْدٰى وعِشْرُوْنَ امْرَأَةً - ٢١ (২১ জন মহিলা)
اِثْنَتَانِ وثَلَاثُوْنَ امْرَأَةً - ٣٢ (৩২ জন মহিলা)	اِثْنَتَانِ وعِشْرُوْنَ امْرَأَةً - ٢٢ (২২ জন মহিলা)

مُمَيَّز مُؤَنَّث টা تَمْيِيْز হলে -مُمَيَّز এর অবস্থা	
٤١ - إِحْدٰى وَأَرْبَعُوْنَ امْرَأَةً (৪১ জন মহিলা)	٥٢ - اِثْنَتَان وَخَمْسُوْنَ امْرَأَةً (৫২ জন মহিলা)
٤٢ - اِثْنَتَانِ وَأَرْبَعُوْنَ امْرَأَةً (৪২ জন মহিলা)	٦١ - إِحْدٰى وَسِتُّوْنَ امْرَأَةً (৬১ জন মহিলা)
٥١ - إِحْدٰى وَخَمْسُوْنَ امْرَأَةً (৫১ জন মহিলা)	٦٢ - اِثْنَتَانِ وَسِتُّوْنَ اِمْرَأَةً (৬২ জন মহিলা) ইত্যাদি।

উল্লিখিত উপমাগুলোর মধ্যে تَمْيِيْز টা مُؤَنَّث হওয়ার কারণে مُمَيَّز -এর প্রথমাংশ مُؤَنَّث হয়েছে। আর দ্বিতীয় অংশের মধ্যে تَذْكِيْر ও تَأْنِيْث হিসেবে কোনোরূপ পরিবর্তন হয়নি।

মুসান্নিফ (র.) স্বীয় ইবারত وَفِىْ تَرْكِيْبِ غَيْرِ الْوَاحِدِ الخ দ্বারা একথাই প্রমাণিত করতে চেয়েছেন যে, وَاحِدٌ ও اِثْنَيْنِ ব্যতীত ثَلَاثَةٌ হতে تِسْعَةٌ পর্যন্ত সংখ্যাগুলোকে যদি عِشْرُوْنَ হতে تِسْعُوْنَ পর্যন্ত দশক সংখ্যার সাথে সংযোজন করা হয়, তখন যদি تَمْيِيْز টা مُذَكَّر হয় তবে مُمَيَّز -এর প্রথমাংশ مُؤَنَّث হবে আর ২য় অংশের মধ্যে কোনো পরিবর্তন হবে না। যেমন- ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُوْنَ رَجُلًا ,

নিম্নে আরো বিস্তারিত উদাহরণ প্রদান করা হলো-

مُمَيَّز مُذَكَّر হলে تَمْيِيْز টা -مُمَيَّز এর অবস্থা	
٢٣ - ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُوْنَ رَجُلًا (২৩ জন পুরুষ)	٦٧ - سَبْعَةٌ وَسِتُّوْنَ رَجُلًا (৬৭ জন পুরুষ)
٣٤ - أَرْبَعَةٌ وَثَلَاثُوْنَ رَجُلًا (৩৪ জন পুরুষ)	٧٨ - ثَمَانِيَةٌ وَسَبْعُوْنَ رَجُلًا (৭৮ জন পুরুষ)
٤٥ - خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُوْنَ رَجُلًا (৪৫ জন পুরুষ)	٨٩ - تِسْعَةٌ وَثَمَانُوْنَ رَجُلًا (৮৯ জন পুরুষ)
٥٦ - سِتَّةٌ وَخَمْسُوْنَ رَجُلًا (৫৬ জন পুরুষ)	٩٣ - ثَلَاثَةٌ وَتِسْعُوْنَ رَجُلًا (৯৩ জন পুরুষ)

উক্ত উদাহরণগুলোর মধ্যে تَمْيِيْز টা مُذَكَّر হওয়ার কারণে مُمَيَّز -এর প্রথম অংশ مُؤَنَّث হয়েছে। এবং مُمَيَّز -এর ২য় অংশ অর্থাৎ, দশকের সংখ্যাটিতে تَذْكِيْر ও تَأْنِيْث -এর ক্ষেত্রে কোনোরূপ পরিবর্তন করা হয়নি। আর একক সংখ্যাকে দশকের সাথে মিলানোর ক্ষেত্রে হরফে আত্ফ واو -কে ব্যবহার করা হয়েছে।

مُمَيَّز مُؤَنَّث হলে تَمْيِيْز টা -مُمَيَّز এর অবস্থা	
٢٣ - ثَلَاثٌ وَعِشْرُوْنَ امْرَأَةً (২৩ জন মহিলা)	٦٧ - سَبْعٌ وَسِتُّوْنَ امْرَأَةً (৬৭ জন মহিলা)
٣٤ - أَرْبَعٌ وَثَلَاثُوْنَ امْرَأَةً (৩৪ জন মহিলা)	٧٨ - ثَمَانٌ وَسَبْعُوْنَ امْرَأَةً (৭৮ জন মহিলা)
٤٥ - خَمْسٌ وَأَرْبَعُوْنَ امْرَأَةً (৪৫ জন মহিলা)	٨٩ - تِسْعٌ وَثَمَانُوْنَ امْرَأَةً (৮৯ জন মহিলা)
٥٦ - سِتٌّ وَخَمْسُوْنَ امْرَأَةً (৫৬ জন মহিলা)	٩٣ - ثَلَاثٌ وَتِسْعُوْنَ امْرَأَةً (৯৩ জন মহিলা)

উল্লিখিত উপমাগুলোর মাঝে تَمْيِيْز টা مُؤَنَّث হওয়ার কারণে مُمَيَّز -এর প্রথম অংশ مُذَكَّر হয়েছে। আর দ্বিতীয় অংশে কোনোরূপ পরিবর্তন হয়নি এবং একক সংখ্যাকে দশকের সাথে মিলানোর ক্ষেত্রে وَاو কে ব্যবহার করা হয়। উপরের প্রত্যেকটি উপমার মধ্যে تَمْيِيْز অর্থাৎ رَجُلًا ও اِمْرَأَةً কে نصب দেওয়া হয়েছে।

সহজ পদ্ধতিতে সংখ্যা শিক্ষা :
কিতাবে বর্ণিত পদ্ধতিতে গণনা শিক্ষা করা প্রাথমিক ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কষ্ট সাধ্য হয়ে যায়, বিধায় সহজভাবে গণনা শিখার পদ্ধতি উপস্থাপন করা হলো।

اِثْنَانِ ও وَاحِدٌ এই সংখ্যা দু'টি সর্বদাই تَمْيِيْز তথা مَعْدُوْد -এর অনুযায়ী হবে। অর্থাৎ যদি تَمْيِيْز টা مُذَكَّر হয়, তবে এ দু'টি সংখ্যাও مُذَكَّر হবে। যেমন أَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا বা رَجُلَانِ اِثْنَانِ বা رَجُلٌ وَاحِدٌ ইত্যাদি।

আর যদি تَمْيِيْز টা مُؤَنَّث হয়, তবে এ সংখ্যা দু'টিও مُؤَنَّث হবে। যেমন- اِمْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ বা اِمْرَأَتَانِ اِثْنَتَانِ বা اِثْنَتَانِ وَعِشْرُوْنَ امْرَأَةً বা إِحْدٰى عَشْرَةَ امْرَأَةً ইত্যাদি।

শুধু মাত্র এক [وَاحِدٌ] ও দুই [اِثْنَانِ] -এর ক্ষেত্রে مُمَيَّز টা تَمْيِيْز তথা عَدَد -এর আগে আসবে এবং বচনের ক্ষেত্রেও সংখ্যা অনুযায়ী হবে। অর্থাৎ وَاحِدٌ -এর ক্ষেত্রে تَمْيِيْز টা وَاحِدٌ হবে। যেমন- رَجُلٌ وَاحِدٌ আর اِثْنَانِ -এর ক্ষেত্রে تَمْيِيْز টা দ্বিবচন হবে। যেমন- اِمْرَأَتَانِ اِثْنَتَانِ এবং এ ক্ষেত্রে مُمَيَّز ও تَمْيِيْز -এর مَوْصُوْف ও صِفَت -এর إِعْرَاب হিসেবে।

এবং ثَلَاثٌ হতে تِسْعٌ পর্যন্ত একক সংখ্যাগুলো চাই এগুলো দশকের সাথে মিলে আসুক বা একাকী আসুক উভয় ক্ষেত্রেই তা تَمْيِيْز -এর বিপরীত হবে। অর্থাৎ, تَمْيِيْز টা مُذَكَّر হলে ثَلَاثٌ বা أَرْبَعٌ ইত্যাদি مُؤَنَّث হবে। যেমন- ثَلَاثَةُ عَشَرَ رَجُلًا বা ثَلَاثَةُ رِجَالٍ বা أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُوْنَ رَجُلًا ইত্যাদি।

আর تَمْيِيْز টা مُؤَنَّث হলে এই সংখ্যাগুলো مُذَكَّر হবে। যেমন- ثَلَاثُ نِسْوَةٍ বা خَمْسَةُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ امْرَأَةً وَعِشْرُوْنَ امْرَأَةً ইত্যাদি।

তিন [ثَلَاثَةٌ] হতে দশ [عَشَرٌ] পর্যন্ত تَمْيِيْز -টা جَمْع হবে এবং مُضَاف اِلَيْه হিসেবে مَجْرُوْر হবে। যেমন- ثَلَاثَةُ عَشْرُ نِسَاءٍ বা رِجَالٍ ইত্যাদি।

এবং ১১ [أَحَدَ عَشَرَ] হতে ৯৯ [تِسْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ] পর্যন্ত تَمْيِيْز টা وَاحِدٌ বা একবচন হবে এবং تَمْيِيْز হিসাবে مَنْصُوْب হবে। আর ১০০ [مِائَةٌ] -এর ক্ষেত্রে تَمْيِيْز টা وَاحِدٌ হয়ে مَجْرُوْر হবে। যেমন- مِائَةُ رَجُلٍ এবং তিন হতে ১০০ পর্যন্ত تَمْيِيْز টা সর্বদাই مُمَيَّز তথা عَدَد -এর পরে আসবে। যেমন- إِحْدٰى عَشْرَةَ امْرَأَةً ، مِائَةُ رَجُلٍ ، ثَلَاثَةُ عَشَرَ رِجَالٍ ইত্যাদি। এই উপমাগুলোর মাঝে تَمْيِيْز টা পরে এসেছে আর مُمَيَّز তথা عَدَد টা আগে এসেছে।

১ হতে ১০০ পর্যন্ত مُمَيَّز তথা عَدَد ও تَمْيِيْز তথা مَعْدُوْد -এর গঠনরূপ :

اِمْرَأَةٌ = একজন মহিলা	رَجُلٌ = একজন পুরুষ
اِمْرَأَتَانِ = দু'জন মহিলা	رَجُلَانِ = দু'জন পুরুষ
ثَلَاثُ نِسَاءٍ = তিনজন মহিলা	ثَلَاثَةُ رِجَالٍ = তিনজন পুরুষ
أَرْبَعُ نِسَاءٍ = চারজন মহিলা	أَرْبَعَةُ رِجَالٍ = চারজন পুরুষ
خَمْسُ نِسَاءٍ = পাঁচজন মহিলা	خَمْسَةُ رِجَالٍ = পাঁচজন পুরুষ
سِتُّ نِسَاءٍ = ছয়জন মহিলা	سِتَّةُ رِجَالٍ = ছয়জন পুরুষ
سَبْعُ نِسَاءٍ = সাতজন মহিলা	سَبْعَةُ رِجَالٍ = সাতজন পুরুষ
ثَمَانُ نِسَاءٍ = আটজন মহিলা	ثَمَانِيَةُ رِجَالٍ = আটজন পুরুষ
تِسْعُ نِسَاءٍ = নয়জন মহিলা	تِسْعَةُ رِجَالٍ = নয়জন পুরুষ
عَشَرُ نِسَاءٍ = দশজন মহিলা	عَشَرَةُ رِجَالٍ = দশজন পুরুষ
إِحْدٰى عَشْرَةَ امْرَأَةً = এগার জন মহিলা	أَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا = এগার জন পুরুষ
اِثْنَتَانِ وَعِشْرُوْنَ امْرَأَةً = বাইশ জন মহিলা	اِثْنَانِ وَعِشْرُوْنَ رَجُلًا = বাইশ জন পুরুষ
تِسْعٌ وَتِسْعُوْنَ امْرَأَةً = নিরানব্বই জন মহিলা	تِسْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ رَجُلًا = নিরানব্বই জন পুরুষ
مِائَةُ امْرَأَةٍ = একশত জন মহিলা	مِائَةُ رَجُلٍ = একশত জন পুরুষ

"শতক ও হাজার" -এর গণনা :

শতক ও সহস্রের تَمْيِيْز গুলো সর্বদা مَجْرُور হবে এবং একবচন হবে। আর সংখ্যা ব্যবহারের ক্ষেত্রে مُذَكَّر ও مُؤَنَّث -এর কোনোরূপ পার্থক্য থাকবে না। শতক তথা مِائَةٌ -এর দ্বিবচন مِائَتَانِ আর বহুবচন مِئِيْنَ ব্যবহৃত হয়। হাজার তথা أَلْفٌ -এর দ্বিবচন হলো, اَلْفَانِ আর বহুবচন اٰلَافٌ আসে। উল্লেখ্য যে, مِائَةٌ ও أَلْفٌ -এর ক্ষেত্রে تَمْيِيْز টা تَذْكِيْر ও تَأْنِيْث-এর হিসেবে مُمَيَّز -এর মধ্যে কোনোরূপ পরিবর্তন হবে না।

উপমা :

مِائَتَا رَجُلٍ = দু'শত জন পুরুষ	مِائَتَا اِمْرَأَةٍ = দু'শত জন মহিলা
ثَلَاثُ مِائَةِ رَجُلٍ = তিনশত জন পুরুষ	ثَلَاثُ مِائَةِ اِمْرَأَةٍ = তিনশত জন মহিলা
أَلْفُ رَجُلٍ = এক হাজার পুরুষ	أَلْفُ اِمْرَأَةٍ = এক হাজার মহিলা
اَلْفا رَجُلٍ = দু'হাজার পুরুষ	اَلْفَا اِمْرَأَةٍ = দু' হাজার মহিলা
ثَلَاثَةُ اٰلَافِ رَجُلٍ = তিন হাজার পুরুষ	ثَلَاثَةُ اٰلَافِ اِمْرَأَةٍ = তিন হাজার মহিলা
مِائَةُ أَلْفِ رَجُلٍ = এক লক্ষ পুরুষ	مِائَةُ أَلْفِ اِمْرَأَةٍ = এক লক্ষ মহিলা

উল্লেখ্য যে, শতক বা সহস্রের সাথে তিন হতে দশ পর্যন্ত সংখ্যা যোগ করা হলে تمييز তথা معدود সর্বদা مجرور ও বহুবচন হবে। এবং শতক ও সহস্র সংখ্যার পর হরফে আতফ واو যোগ হবে। যেমন– مأة وثلاثة رجال (একশত তিনজন পুরুষ) أَلْفٌ وَعَشْرُ نِسَاءٍ (এক হাজার দশজন মহিলা) ইত্যাদি। অতঃপর শতক বা সহস্রের সাথে একক ও দশক সংখ্যা যোগ করা হলে تَمْيِيْز তথা معدود সর্বদা مَنْصُوْب হবে ও একবচন হবে যেমন– مِأَةٌ وَأَحَدَ عَشَرَ رَجُلاً (একশত এগার জন পুরুষ) أَلْفٌ وَثَلَاثَةٌ وَعِشْرُوْنَ رَجُلاً (এক হাজার তেইশজন পুরুষ) ইত্যাদি এবং সহস্র বা ততোধিক সংখ্যার সাথে অন্য সংখ্যা মিলানোর নিয়ম হলো, প্রথমে সহস্রের সংখ্যাটি আনতে হবে, এরপর শতকটি, এরপর একক ও সর্ব শেষে দশকের সংখ্যাটি আনতে হবে। যেমন– أَلْفٌ وَخَمْسُ مِأَةٍ وَثَلَاثَةٌ وَعِشْرُوْنَ رَجُلًا [এক হাজার পাঁচশত তেইশজন পুরুষ]। ثَلَاثَةُ اَلْفَانِ وَمِائَةٌ وَخَمْسَةَ عَشَرَ رَجُلًا [দু'হাজার একশত পনের জন পুরুষ]। اٰلَافٍ وَسَبْعُ مِأَةٍ وَتِسْعَةٌ وَّتِسْعُوْنَ رَجُلًا [তিন হাজার সাতশত নিরানব্বই জন পুরুষ] ইত্যাদি।

ইবারতের তারকীবসমূহ

১. তারকীব :

قَوْلُهُ : وَأَمَّا طَرِيْقُ التَّرْكِيْبِ فِى الْوَاحِدِ وَالْاِثْنَيْنِ اِلٰى تِسْعٍ مَعَ عِشْرِيْنَ وَأَخَوَاتِهِ اِلٰى تِسْعِيْنَ عَلٰى سَبِيْلِ الْعَطْفِ.

فِيْ مَصْدر এবং التَّرْكِيب হলো مُضَاف আর طَرِيْق হলো حَرْف شَرْط আর أَمَّا হলো عَاطِفَة এবং وَاو হলো حَرْف عَطْف এবং وَاو আর مَعْطُوف عَلَيه হলো الوَاحِد এবং حَرْف جَار হলো مَعْطُوف الاثنين ; مَجْرُور ও جَارْ মিলে مَجْرُور হয়েছে। تركيب مُتَعَلِّق أَوَّل -এর সাথে, مَعْطُوف ও مَعْطُوف عَلَيه মিলে التَّرْكِيب হয়েছে مُتَعَلِّق ثَانِي মিলে مَجْرُور ও جَار; مَجْرُور হলো تِسْع আর حَرْف جَار হলো اِلٰى -এর সাথে, أَخَوَات- এর أَخَوَاته এবং حَرْف عَطْف হলো وَاو আর مَعْطُوف عَلَيه হলো عِشْرين আর مُضَاف হলো مَعَ

হলো مُضَاف আর যমীর ؛ হলো مُضَاف اِلَيْه ও مُضَاف ; مُضَاف اِلَيْه ও مُضَاف মিলে مُرَكَّب اِضَافِى হয়ে হয়েছে مَعَ এর- مُضَاف اِلَيْه ও مَعْطُوف মিলে مَعْطُوف عَلَيه ; مَعْطُوف اِلَيْه ও مُضَاف, এর- التَّرْكِيْب হলো ظَرْف مُتَعَلِّق হয়ে مُرَكَّب اِضَافِى আর হলো تِسْعين আর হলো حَرْف جَار হলো اِلٰى, আর التَّرْكِيْب এর সাথে, التَّرْكِيْب তার সকল مُتَعَلِّق কে নিয়ে مَجْرُور ؛ مَجْرُور ও جَار মিলে مُتَعَلِّق হয়েছে ثَالِث, এর- التَّرْكِيْب قَائِم مَقَام شَرْط যা مُبْتَدَأ হয়ে مُرَكَّب اِضَافِى মিলে مُضَاف اِلَيْه ও مُضَاف, এর- طريق হলো مُضَاف اِلَيْه আর عَلٰى হলো حَرْف جَار হলো سَبِيل আর হলো مُضَاف এবং الْعَطف হলো مُضَاف اِلَيْه ; مُضَاف ও مُضَاف - شبه فعل كَائِنٌ হয়েছে مُتَعَلِّق মিলে مَجْرُور ও جَارْ, এর- عَلٰى হলো مَجْرُور হয়ে مُرَكَّب اِضَافِى মিলে اِلَيْه এর সাথে, তার মাঝে ضَمِيْر হলো هو فَاعِل , فِعْل তার شِبْه ও فَاعِل কে নিয়ে مُتَعَلِّق ও جُمْلَة شِبْه হয়ে خَبَر , যা جُمْلَة اِسْمية خبرية হয়েছে, مُبْتَدَأ ও خَبَر মিলে جُمْلَة হয়েছে, قَائِم مَقَام جَزَاء হয়েছে।

২. তারকীব :

قَوْلُهُ : فَاِنْ كَانَ التَّمْيِيْزُ مُذَكَّرًا فَتَقُوْلُ فِىْ تَرْكِيْبِ الْوَاحِدِ وَالْاِثْنَيْنِ لَا فِىْ غَيْرِهِمَا أَحَدٌ وَعِشْرُوْنَ رَجُلًا وَاثْنَانِ وَعِشْرُوْنَ رَجُلًا بِتَذْكِيْرِ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ.

- كَانَ হলো التَّمْيِيْز আর فعل ناقص হলো كَانَ আর حَرْف شَرْط হলো اِنْ আর تَفْصيلية হলো فاء এর- فَاِنْ এর اِسْم আর جُمْلَة فِعْلية خبرية হয়ে كَانَ এর- خَبَر ও اِسْم তার كَانَ কে নিয়ে خَبَر হলো مُذَكَّرًا আর فَاعِل হলো أنت ضَمِيْر তার مَعْطُوف عَلَيه হলো اَلْوَاحِد আর হলো وَاو আর حَرْف হলো فَتَقُوْل এর- فاء হলো جَزَائية আর হলো تَقُوْل হলো فِعْل এবং তার মাঝে تركيب হলো مُضَاف এবং حَرْف হলো فِىْ আর جَار হলো مُضَاف, এর- تَرْكِيْب হয়েছে مُضَاف اِلَيْه ও مَعْطُوف عَلَيه মিলে مَعْطُوف ও مَعْطُوف হলো اَلْاِثْنَيْن আর عَطْف , مَعْطُوف হয়েছে। আর لَا مَجْرُور ও جَار মিলে مَجْرُور হয়ে مُرَكَّب اِضَافِى মিলে مُضَاف اِلَيْه ও معطوف عليه হয়েছে, مَجْرُور ও جَار মিলে مَجْرُور হয়ে مُرَكَّب اِضَافِى মিলে مُضَاف اِلَيْه ও مُضَاف, এবং যমীর هُمَا হলো مُضَاف এবং غَيْر আর حَرْف جَار হলো فِى এবং حَرْف عطف হলো مُضَاف اِلَيْه ও معطوف হয়েছে। ও مَجْرُور ও جَار মিলে مَجْرُور হয়ে مُرَكَّب اِضَافِى মিলে مُضَاف اِلَيْه ও معطوف عليه মিলে مُتَعَلِّق হয়ে جُمْلَة فِعْلية خبرية হয়েছে, فِعْل তার فَاعِل ও مُتَعَلِّق- কে নিয়ে تَقُول হলো اِثْنان, এর- সাথে وَاوْ আর مَعْطُوف عَلَيه মিলে تَمْيِيز ও مُمَيز ، تَمْيِيز হলো رَجُلا এবং مُمَيز হলো أَحَدٌ وَعِشْرون। قَوْل হলো مَعْطُوف মিলে تَمْيِيز ও مُمَيز , تَمْيِيز হলো رَجُلا আর مُمَيز হলো اِثْنان وَعِشْرون এবং حَرْف عَطْف হয়েছে, مَعْطُوف ও مَعْطُوف عَلَيه মিলে حَال হয়েছে, ذُوْ হলো تَذْكِيْر আর حَرْف جَار হলো باء এর- بِتَذْكِيْرِ تَذْكِيْر হয়েছে مُضَاف اِلَيْه মিলে صِفَت ও مَوْصُوْف ؛ صِفَت আর مَوْصُوْف হলো اَلْجُزْء এবং مُضَاف اَلْأَوَّل হলো مُتَعَلِّق হয়েছে مُضَاف اِلَيْه ও مُضَاف, এর- مَجْرُور ও جَار মিলে مَجْرُور হয়ে مُرَكَّب اِضَافِى মিলে مُضَاف اِلَيْه ও مُضَاف, এর- كَائِنَيْن এর সাথে যা উহ্য আছে, তার মাঝে ضَمِيْر হলো هما فَاعِل , فِعْل তার شِبْه ও فَاعِل কে নিয়ে مُتَعَلِّق ও جُمْلَة شِبْه হয়ে حَال হয়েছে ذُو الْحَال ও حَال- এর; ذُو الْحَال মিলে مقولة হয়েছে। ও قول مقولة মিলে جَزَاء হয়েছে, جُمْلَة شَرْطِية হয়েছে। جَزَاء ও شَرْط মিলে

وَالثَّانِيْ كَمْ، مَعْنَاهُ عَدَدٌ مُبْهَمٌ، وَهُوَ عَلٰى نَوْعَيْنِ، أَحَدُهُمَا اسْتِفْهَامِيَّةٌ اِنْ كَانَ مُتَضَمِّنًا لِمَعْنَى الاِسْتِفْهَامِ، وَهُوَ يَنْصِبُ التَّمْيِيْزَ، مِثْلُ كَمْ رَجُلًا ضَرَبْتَهُ، وَالثَّانِيْ خَبَرِيَّةٌ اِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَضَمِّنًا لِمَعْنَى الْاِسْتِفْهَامِ، وَهُوَ يَنْصِبُ التَّمْيِيْزَ اِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا فَاصِلَةٌ، مِثْلُ كَمْ عِنْدِيْ رَجُلًا، وَاِنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمَا فَاصِلَةٌ فَتَمْيِيْزُهُ مَجْرُوْرٌ بِالْإِضَافَةِ اِلَيْهِ، مِثْلُ كَمْ رَجُلٍ ضَرَبْتُ وَكَمْ غِلْمَانٍ اشْتَرَيْتُ.

وَالثَّالِثُ كَأَيِّنْ، وَهُوَ مُرَكَّبٌ مِنْ كَافِ التَّشْبِيْهِ وَاَيٍّ، لٰكِنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ عَدَدٌ مُبْهَمٌ لَا الْمَعْنَى التَّرْكِيْبِيُّ، مِثْلُ كَأَيِّنْ رَجُلًا لَقِيْتُ، وَقَدْ يَكُوْنُ مُتَضَمِّنًا لِمَعْنَى الاِسْتِفْهَامِ، نَحْوُ كَأَيِّنْ رَجُلًا عِنْدَكَ.

وَالرَّابِعُ كَذَا، وَهُوَ مُرَكَّبٌ مِنْ كَافِ التَّشْبِيْهِ وَذَا اسْمِ الْاِشَارَةِ، وَلٰكِنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ عَدَدٌ مُبْهَمٌ، وَلَا يَكُوْنُ مُتَضَمِّنًا لِمَعْنَى الاِسْتِفْهَامِ، مِثْلُ عِنْدِيْ كَذَا رَجُلًا.

অনুবাদ: দ্বিতীয়টি হলো كَمْ। এটা অস্পষ্ট সংখ্যা বুঝানোর জন্য ব্যবহার হয়। এটা দুই প্রকার। প্রথমটি হলো اِسْتِفْهَامِيَّة তথা প্রশ্নবোধক। যদি তা اِسْتِفْهَام -এর অর্থ সম্বলিত হয়। এটা تَمْيِيْز কে نَصْب দিবে। যেমন- كَمْ رَجُلًا ضَرَبْتَهُ [তুমি কতজন লোককে প্রহার করেছ?] দ্বিতীয়টি হলো خَبَرِيَّة তথা বর্ণনামূলক, যদি এটা اِسْتِفْهَام -এর অর্থ সম্বলিত না হয়। আর তা تَمْيِيْز কে نَصْب দিবে যদি উভয়ের মাঝে ব্যবধান থাকে। যেমন- كَمْ عِنْدِيْ رَجُلًا [আমার নিকট অনেক লোক আছে]। আর যদি উভয়ের মাঝে ব্যবধান না থাকে, তবে তার تَمْيِيْز টা مُضَاف اِلَيْه হওয়ার কারণে مَجْرُوْر হবে। যেমন- كَمْ رَجُلٍ ضَرَبْتُ [আমি অনেক লোককে মেরেছি] এবং كَمْ غِلْمَانٍ اِشْتَرَيْتُ [আমি অনেক গোলাম ক্রয় করেছি]।

তৃতীয়টি হলো كَأَيِّنْ এটা تَشْبِيْه كَاف ও اَيٌّ দ্বারা مُرَكَّب তথা গঠিত। কিন্তু এর দ্বারা অস্পষ্ট সংখ্যা উদ্দেশ্য, تَرْكِيْبِي বা যৌগিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়। যেমন- كَأَيِّنْ رَجُلًا لَقِيْتُ [আমি অনেক লোকের সাথে সাক্ষাত করেছি]। কখনো এটা اِسْتِفْهَام বা প্রশ্নবোধক অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন- كَأَيِّنْ رَجُلًا عِنْدَكَ [তোমার কাছে কতজন লোক আছে?]

চতুর্থটি হলো كَذَا এটা تَشْبِيْه 'كَاف' ও اِسْم اِشَارَة 'ذا' দ্বারা مُرَكَّب তথা গঠিত। কিন্তু এর দ্বারা অস্পষ্ট সংখ্যা উদ্দেশ্য এবং এটা اِسْتِفْهَام তথা প্রশ্নবোধক অর্থ সম্বলিত হবে না। যেমন- عِنْدِيْ كَذَا رَجُلًا [আমার নিকট এত লোক আছে]।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

تَمْيِيْز কে نَصْب প্রদানকারী أَسْمَاء نَكِرة -এর দ্বিতীয় প্রকার হলো- كَمْ যা অস্পষ্ট সংখ্যা বুঝানোর জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে।

كَمْ -এর প্রকার :

كَمْ দু'প্রকার : ১. كَمْ اِسْتِفْهَامِيَّة তথা প্রশ্নবোধক ২. كَمْ خَبَرِية তথা বর্ণনামূলক ,

كَمْ اِسْتِفْهَامِيَّة : যে كَمْ দ্বারা কোনো সংখ্যা বা কোনো পরিমাণ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়, তাকেই كَمْ اِسْتِفْهَامِيَّة বলা হয়। كَمْ اِسْتِفْهَامِيَّة টা 'কত' অর্থে ব্যবহার হয়। আর এর تَمْيِيْز -টা সর্বদা مُفْرَد তথা একক ও مَنْصُوْب তথা যবরযুক্ত হয়। যেমন- كَمْ رَجُلًا ضَرَبْتَهُ [তুমি কতজন পুরুষকে প্রহার করেছ?] এখানে رَجُلًا হলো تَمْيِيْز যা مُفْرد এবং مَنْصُوْب হয়েছে।

তবে যদি كَمْ اِسْتِفْهَامِيَّة ও تَمْيِيْز -এর মাঝে فِعْل مُتَعَدِّيْ আসে, তবে ঐ تَمْيِيْز -এর শুরুতে একটি مِنْ আসবে। আর تَمْيِيْز টি حَرْف جَار -এর কারণে مَجْرُور বা যের বিশিষ্ট হবে। যেমন- كَمْ قَرَأْتَ مِنْ كِتَابٍ তুমি কতগুলো পুস্তক পড়েছ? এখানে كَمْ اِسْتِفْهَامِيَّة -এর تَمْيِيْز -এর পূর্বে فِعْل مُتَعَدِّيْ আসায় তার تَمْيِيْز -এর পূর্বে একটি مِنْ এসেছে আর حَرْف جَار -এর কারণে تَمْيِيْز টি مَجْرُور হয়েছে।

كَمْ خَبَرِية : যে كَمْ দ্বারা সাধারণত কোনো কিছুর বর্ণনা দেওয়া হয় তাকেই كَمْ خَبَرِية বলা হয়। এটা সাধারণত 'আধিক্য' অর্থে ব্যবহার হয়। এ জাতীয় كَمْ ও তার تَمْيِيْز -এর মাঝে কোনো শব্দ দ্বারা ব্যবধান হলে তখন তার تَمْيِيْز টি مَنْصُوْب হবে। যেমন- كَمْ عِنْدِيْ رَجُلًا [আমার কাছে অনেক লোক আছে]। এখানে كَمْ ও তার تَمْيِيْز -এর মাঝে ব্যবধান থাকার কারণে تَمْيِيْز টি مَنْصُوْب তথা যবরযুক্ত হয়েছে।

আর যদি كَمْ ও তার تَمْيِيْز -এর মাঝে অন্য কোনো শব্দ দ্বারা কোনোরূপ ব্যবধান না থাকে, তবে তার تَمْيِيْز টি مُضَاف اِلَيْه হওয়ার কারণে مَجْرُور হবে। যেমন- كَمْ رَجُلٍ ضَرَبْتُ [কত লোককে আমি মেরেছি!]। এখানে كَمْ خَبَرِية ও তার تَمْيِيْز -এর মাঝে কোনো ব্যবধান না থাকার কারণে তার تَمْيِيْز টি مُضَاف اِلَيْه হিসেবে مَجْرُوْر তথা যেরযুক্ত হয়েছে।

অবশ্য كَمْ -এর পরে مِنْ উল্লিখিত تَمْيِيْز টি حَرْف جَار -এর কারণে مَجْرُوْر হবে। যেমন- كَمْ مِنْ أَجِيْرٍ فِيْ بَيْتِيْ [আমার গৃহে কতই না দিনমজুর আছে]। অনেক সময় ঐ تمييز টি বহুবচনও হতে পারে। যেমন- كَمْ طُلَّابٍ فِي الْمَدْرَسَةِ [পাঠশালায় অনেক ছাত্র আছে]।

বলা বাহুল্য যে, كَمْ اِسْتِفْهَامِيَّة ও كَمْ خَبَرِية উভয়টি দ্বারা সংখ্যাবাচক বিষয়ের উপর দিক নির্দেশনা করা হয়। কিন্তু كَمْ اِسْتِفْهَامِيَّة এমন সংখ্যাকে বুঝায় যা বক্তার নিকট অস্পষ্ট এবং ধারণা অনুযায়ী বক্তা ও শ্রোতা বিষয়টি জ্ঞাত হয়। আর كَمْ خَبَرِية টা এমন সংখ্যার উপর দালালাত করে যা শ্রোতার নিকট ধারণাতীত অস্পষ্ট। আর এ কারণেই তার تَمْيِيْز কে উল্লেখ করা জরুরি। অবশ্য সংখ্যাজ্ঞাপক কোনো ইঙ্গিত থাকলে تَمْيِيْز কে উল্লেখ না করলেও চলবে। যেমন- দু'ব্যক্তির মাঝে দিরহাম নিয়ে আলোচনা চলতে থাকলে كَمْ عِنْدَكَ বললেই যথেষ্ট হবে। যার অর্থ হবে كَمْ دِرْهَمًا عِنْدَكَ [তোমার নিকট কত টাকা আছে]?

كَأَيِّنْ -এর আলোচনা : أَسْمَاء نَكِرَة -এর তৃতীয় প্রকার হচ্ছে كَأَيِّنْ ; এটি تَمْيِيْز কে نَصْب প্রদানকারী اَيٌّ ও كَاف تَشْبِيْه -এর সাথে সংযুক্ত হয়ে كَأَيِّنْ হয়েছে। এ শব্দটি মূলত مَبْنِى ; এটি كَاف تَشْبِيْه ও اَيٌّ দ্বারা গঠিত হলেও তাদের শাব্দিক অর্থ প্রকাশ করে না; বরং كَأَيِّنْ টা مُبْهَم عدَد তথা অনির্দিষ্ট সংখ্যাকে বুঝানোর জন্যই ব্যবহৃত হয়।

كَأَيِّنْ টা الْعَدَد كَثْرَةُ বা আধিক্য বুঝানোর উপমা হলো– كَأَيِّنْ رَجُلًا لَقِيْتُ [আমি কত লোকের সাথে সাক্ষাত করেছি]। এখানে كَأَيِّنْ টা আধিক্য বুঝিয়েছে।

কখনো কখনো كَأَيِّنْ টা اِسْتِفْهَام -এর অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন– كَأَيِّنْ رَجُلًا عِنْدَكَ [তোমার নিকট কত লোক রয়েছে?] এখানে كَأَيِّنْ টা প্রশ্নবোধক অর্থে ব্যবহার হয়েছে।

কখনো كَأَيِّنْ এর تَمْيِيْز এর পূর্বে مِنْ ব্যবহার হয়ে তার শেষে مَجْرُوْر হয়। যেমন– كَأَيِّنْ مِنْ رَجُلٍ رَأَيْتُ [আমি কত লোক দেখেছি]। এখানে كَأَيِّنْ -এর تَمْيِيْز -এর পূর্বে مِنْ এসে তার শেষে جَر দিয়েছে।

كَذَا -এর আলোচনা : أَسْمَاء نَكِرَة -এর চতুর্থ প্রকার হলো كَذَا যা অর্থগত দিক থেকে كَمْ خَبَرِية -এর ন্যায় أَسْمَاء كِنَايَات -এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন– كَانَ الْوَقْتُ الْفُلَانِيُّ كَذَا وَكَذَا [অমুক সময়টা এত দীর্ঘ ছিল]।

كَذَا শব্দটি ذَيْتَ ও كَيْتَ -এর স্থলাভিষিক্ত। كَذَا -এর মূলরূপ ছিল শুধু ذَا যা اِسْم اِشَارَة এবং তার প্রারম্ভে كَاف تَشْبِيْه যুক্ত হয়ে বর্তমান كَذَا রূপ লাভ করেছে এবং এখন এটা একটি مَبْنِى রূপ লাভ করেছে। কাজেই এতে اِسْم اِشَارَة ও كَاف تَشْبِيْه যুক্ত হলেও কোনোটির অর্থই এর মাঝে পাওয়া যাবে না; বরং كَذَا শব্দটি এখন শুধুমাত্র অনির্দিষ্ট সংখ্যাকে বুঝাবে। যেমন– عِنْدِىْ كَذَا دِرْهَمًا [আমার নিকট এত দিরহাম আছে]।

উল্লেখ্য যে, كَذَا শব্দটি কখনোই اِسْتِفْهَام -এর জন্য ব্যবহার হয় না।

ইবারতের তারকীবসমূহ

তারকীব : ১. قَوْلُهُ: أَحَدُهُمَا اِسْتِفْهَامِيَّةٌ

এখানে أَحَدُهُمَا -এর أحد হলো مُضَاف আর هما হলো مُضَاف اِلَيْه ও مُضَاف اِلَيْه ; مُضَاف ও مُضَاف اِلَيْه মিলে مُرَكَّب اِضَافِى হয়ে مُبْتَدَأ আর استفهامية হলো خَبَر ও مُبْتَدَأ ; خَبَر মিলে جُمْلَة اِسْمية خبرية হয়েছে।

তারকীব : ২. قَوْلُهُ: اِنْ كَان مُتَضَمِّنًا لِمَعْنى الْاِسْتِفْهَامِ

شِبْه متضمنا হলো اِسْم كَان আর كَانَ হলো فِعْل نَاقِص ; তার মাঝে هو ضَمِيْر হলো حَرْف شَرْط আর اِن হলো فَاعِل আর لِمَعْنى -এর لَام হলো حَرْف جَار এবং مَعنى হলো مُضَاف আর هو ضَمِيْر হলো , তার মাঝে فِعْل مَجْرُور ও جَار, مَجْرُور হয়ে مُرَكَّب اِضَافِى হয়েছে, مُضَاف اِلَيْه ও مُضَاف اِلَيْه; مُضَاف اَلِاسْتفهام মিলে مُتَعَلِّق হয়েছে مُتَضمِّنا -এর সাথে, شِبْه তার فَاعِل ও مُتَعَلِّق কে নিয়ে شِبْه جُمْلَة হয়ে خَبَر كَانَ হয়েছে। كَانَ তার اِسْم ও خَبَر -কে নিয়ে فِعْلية خبرية جُمْلَة হয়ে شَرْط হয়েছে মাহযূফ جَزَاء এর, তা হলো فَهُوَ ; اسْتفْهَامِيَّة আর هُو হলো مُبْتَدَأ আর جَزَائِيَّة হলো فاء -এর فَهُوَ ; خَبَر ও مُبْتَدَأ মিলে جزاء ; شَرْط ও جَزَاء মিলে جُمْلَة شَرطية হয়েছে। جُمْلَة اِسْمية হয়ে

তারকীব : ৩. قوله : مِثْلُ كَمْ رَجُلًا ضَرَبْتَهُ

এখানে উহ্য হলো نَظيره আর مُبْتَدَأ مَحذوف হলো مِثْل আর مُضَاف হলো كَم আর مُمَيز হলো رَجلًا আর تَمْييز হলো , مُميز ও تَمْييز মিলে مُبْتَدَأ আর ضَرَبْته- এর ضَرَبْتَ হলো فِعْل আর তার শেষে ضَمِيْر تَ হলো فَاعِل এবং خَبَر ও مُبْتَدَأ , خَبَر হয়ে جملية فِعْلية خبرية কে নিয়ে مَفْعُول به ও فَاعِل তার فِعْل , مَفْعُول যমীর ه হলো مُضَاف مُضَاف إِلَيْه ও مُضَاف, এর مِثل হলো مُضَاف إِلَيْه মিলে مُرَكَّب إِضَافِى হয়ে جُمْلَة إِسْمية انشائية হয়ে مُضَاف إِلَيْه মিলে خَبَر ও مُبْتَدَأ , এর- مُبْتَدَأ مَحذوف হলো خَبَر মিলে جُمْلَة إِسْمية হয়েছে ।

তারকীব : ৪. قَوْلُهُ : مِثْلُ كَمْ عِنْدِىْ رَجُلًا

এখানে উহ্য مِثَاله হলো مُبْتَدَأ مَحذوف আর مِثْل হলো مُضَاف এবং كَم হলো مُمَيز আর رَجلًا হলো تَمْييز হলো , مُميز ও مُضَاف ; مُضَاف إِلَيْه হলো ياء আর مُضَاف হলো عِند এর- عِنْدِيْ আর مُبْتَدَأ تَمييز মিলে مُضَاف إِلَيْه ও مُضَاف إِلَيْه হয়ে جُمْلَة إِسْمية خبرية হয়েছে, خَبَر ও مُبتدأ মিলে خَبَر হয়ে مُرَكَّب إِضَافِى মিলে مُضَاف إِلَيْه হয়েছে, এর- مِثل আর, مُضَاف ও مُضَاف إِلَيْه মিলে مُرَكَّب إِضَافِى হয়ে خَبَر হলো مُبْتَدَأ مَحذوف এর, مُبْتَدَأ- এর- جُمْلَة إِسْمية خبرية হয়েছে ।

তারকীব : ৫. قَوْلُهُ : وَإِنْ لم تَكُنْ بَيْنَهُمَا فَاصِلَةٌ فَتَمْيِيْزُهُ مَجْرُوْرٌ بِالْإِضَافَةِ إِلَيْهِ

بَين হলো بَينهما- এর ظرف مُتَعَلِّق হয়ে مُرَكَّب اضَافِي মিলে مُضَاف إِلَيْه ও مُضَاف , مُضَاف إِلَيْه هما হলো مُضَاف আর যমীর ثابتة- এর সাথে যা مِثْبه فِعْل , فَاعِل هي ضَمِيْر হলো فِعْل محذوف তার মাঝে ; مِثْبه فِعْل তার فَاعِل ও فِعْل; إِسْم ناقص হলো فَاصِلة, এর- لم تَكُن হলো خَبَر ناقص مُقَدم হয়ে مِثْبه جُمْلَة কে নিয়ে ظَرْف مُتَعَلِّق خَبَر, আর فَتَمْيِيزه হলো فاء এর- ناقص তার مُقَدم ও خَبَر إِسْم কে নিয়ে جُمْلَة فِعْلية خبرية হয়ে شَرْط হয়েছে, تمييز আর جزائية হলো مُضَاف إِلَيْه ও مُضَاف , مُضَاف إِلَيْه হলো مُضَاف এবং যমীর ه হলো مُبتدا إِضَافِى হয়ে إِضَافة আর حَرْف جَار হলো باء এর- بِالإِضَافة এবং مِثْبه فِعْل হলো مَجْرُور আর إِضَافة হলো مُتَعَلِّق এবং مَصْدر হলো إِلَيْه- এর إِلَى হলো حَرْف جَار আর যমীর ه হলো مَجْرُور , جَار ও مجرور মিলে مُتَعَلِّق হলো شبه مُتَعَلِّق তার مَصْدر, এর- إِضَافة مَجْرُور ও جَار, এর- باء হলো مَجْرُور সহ مُتَعَلِّق তার مِثْبه جُمْلَة কে নিয়ে خَبَر হয়ে خَبَر ও مُبْتَدَأ, হলো مِثْبه فِعْل তার, এর- فعل مجرور মিলে جُمْلَة إِسْمية خبرية হয়ে جَزاء হয়েছে, شَرْط ও جَزاء মিলে جُمْلَة شَرطية হয়েছে ।

তারকীব : ৬.

قَوْلُهُ : وَالثَّالِثُ كَأَيِّنْ وَهُوَ مُرَكَّبٌ مِنْ كَافِ التَّشْبِيْهِ وَأَيٍّ لٰكِن الْمُرَادَ مِنْهُ عَدَدٌ مُبْهَمٌ لَا الْمَعْنَى التَّرْكِيْبِيُّ

جُمْلَة إِسْمية মিলে خَبَر ও مُبْتَدَأ, خَبَر হলো كَأَيِّنْ আর مُبْتَدَأ হলো الثَّالِث এবং عَاطفة হলো وَاو হয়ে هو مُرَكَّب আর مُبْتَدَأ হলো هُوَ এবং حَرْف عَطْف হলো وَاو আর مَعْطوف عليه , তার মাঝে فِعل হলো مِثبه ; مُضَاف إِلَيْه হলো التشبيه এবং كَاف হলো مُضَاف আর حَرْف جَار হলো مِن আর نَائِب فَاعِل হলো ضَمِيْر

حَرْف عَطْف হলো وَاو আর مَعْطُوف عَلَيه হয়ে مُرَكَّب إِضَافِى মিলে مُضَاف إِلَيْه ও مُضَاف ىّ হলো- এবং مُتَعَلَّق মিলে مَجْرُور ও جَار ,এর- مِن ছেয়েছে مَجْرُور মিলে مَعْطُوف ও مَعْطُوف عَلَيه , مَعْطُوف لٰكن مُسْتَدْرَك مِنْه ,شِبْه جُمْلَة কে নিয়ে مُتَعَلَّق ও نَائِب فَاعِل তার شِبْه فِعْل- এর সাথে, এবং مُركب হলো مِنْه , نائب فاعل ضمير হলো شِبْه فِعْل আর তার حَرْف مُشَبَّه بِالفِعْل ও حَرْف إِسْتِدْرَاك এবং اَلْمُراد হলো شِبْه ,এর- المراد হলো مُتَعَلَّق মিলে مَجْرُور ও جَار , مَجْرُور ، হলো حَرْف جَار আর ضمير হলো مِن- এর সাথে, مَوْصُوف হলো عَدَد ,তার فِعْل نَائِب فَاعِل ও مُتَعَلَّق কে নিয়ে شِبْه جُمْلَة হয়ে إِسْم হয়েছে,- لكن এর আর لا হলো مَعْطُوف عَلَيه মিলে صِفَت ও مَوْصُوف , صِفَت হলো مُبهم এবং اَلْمَعْنٰى হলো حَرْف عَطْف مَعْطُوف عَلَيه , مَعْطُوف মিলে صِفَت ও مَوْصُوف , صِفَت হলো اَلتَّرْكِيبي আর مَوْصُوف ও مَعْطُوف عَلَيه مُسْتدرك مِنه ,إِسْتدراك হয়ে جُمْلَة إِسْمية خبرية হয়েছে, لٰكِن এর, خَبَر হলো لٰكِن তার إِسْم ও خَبَر কে নিয়ে إِسْتدراك তার جُمْلَة مَعْطوفة হয়ে جُمْلَة إِسْمية خبرية মিলে خَبَر ও مُبْتَدَأ ,এর- هُو হলো خَبَر হলো ।

তারকীব : ৭. قَوْلُهُ : مِثْلُ عِنْدِىْ كَذَا رَجُلًا

এখানে উহ্য نَظيره হলো مُبتدأ مَحْذُوف আর مِثل হলো مُضَاف আর عِنْدِيْ- এর عِند হলো مُضَاف এবং ياء হলো مُضَاف إِلَيه , مُضَاف ও مُضَاف إِلَيْه مُركَّب إِضَافِى মিলে خَبَر مُقَدم হয়ে كَذَا আর خَبَر এবং مُميز হলো رَجُلًا হয়ে جُمْلَة إِسْمية خبرية মিলে خَبَر مُقَدم ও مُبْتَدَأ আর مُبْتَدَأ تَمْيِيز ও مُميز , تَمْيِيز হলো مُبْتَدَأ مَحذوف হলো خَبَر مُركَّب إِضَافِى মিলে مُضَاف إِلَيْه ও مُضَاف ,এর- مِثل হলো مُضَاف إِلَيْه- এর, جُمْلَة إِسْمية হয়েছে। خَبَر ও مُبْتَدَأ محذوف মিলে

অনুশীলনী

১. وَاحد হতে مِائَة পর্যন্ত আরবী সংখ্যাগুলো লিখ।

২. تَمْيِيز টা مُذَكَّر ও مُؤَنَّث হওয়া হিসেবে مُمَيَّز -এর অবস্থা বর্ণনা কর।

৩. عَدد তথা مُميز ও مَعدود তথা تَمييز শিক্ষার সহজ পদ্ধতিটি লিখ।

৪. تَمييز -এর ভিত্তিতে أَسْمَاء نكرة -কে نصب দানকারী عامل কয়টি ও কী কী উদাহরণসহ বুঝিয়ে লিখ।

৫. كَم -এর প্রকারভেদ আলোচনা কর।

৬. كَذَا ও كَأَيِّنْ সম্পর্কে যা জান লিখ।

৭. তারকীব কর :

١. وَالثَّالِث كَأَيِّنْ وَهُو مُرَكَّبٌ مِن كَافِ التَّشبيه وَاَىٍّ لٰكِنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ عَدَدٌ مُبْهَمٌ لَا الْمَعْنَى اَلتَّرْكِيْبي.

٢. وَأَمَّا طَرِيْق التَّرْكِيْب فِى الْوَاحِدِ وَالْاِثْنَيْن اِلٰى تِسْعٍ مَع عِشْرِيْنَ وَأَخَوَاته اِلٰى تِسْعِيْن علٰى سَبِيْلِ الْعَطْف.

اَلنَّوْعُ التَّاسِعُ : নবম প্রকার

أَسْمَاءُ الْأَفْعَالِ : ক্রিয়াসূচক বিশেষ্য পদ

أَسْمَاءٌ تُسَمّٰى أَسْمَاءَ الْأَفْعَالِ، وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ بِأَسْمَاءِ الْأَفْعَالِ لِأَنَّ مَعَانِيَهَا أَفْعَالٌ، وَهِيَ تِسْعَةٌ، سِتَّةٌ مِنْهَا مَوْضُوْعَةٌ لِلْاَمْرِ الْحَاضِرِ وَتَنْصِبُ الِاسْمَ عَلَى الْمَفْعُوْلِيَّةِ، أَحَدُهَا رُوَيْدَ، فَإِنَّهُ مَوْضُوْعٌ لِاَمْهِلْ، وَهُوَ يَقَعُ فِيْ أَوَّلِ الْكَلَامِ مِثْلُ رُوَيْدَ زَيْدًا اَيْ أَمْهِلْ زَيْدًا، وَثَانِيْهَا بَلْهَ، فَإِنَّهُ مَوضُوعٌ لِدَعْ، مِثْلُ بَلْهَ زَيْدًا اَيْ دَعْ زَيْدًا، وثَالِثُهَا دُوْنَكَ، فَإِنَّهُ مَوْضُوْعٌ لِخُذْ، مِثْلُ دُوْنَكَ زَيْدًا اَيْ خُذْ زَيْدًا، وَرَابِعُهَا عَلَيْكَ، فَإِنَّهَا مَوْضُوْعٌ لِأَلْزِمْ، مِثْلُ عَلَيْكَ زَيْدًا اَيْ أَلْزِمْ زَيْدًا، وَخَامِسُهَا حَيَّهَلْ، فَإِنَّهُ مَوْضُوْعٌ لِاِيْتِ، مِثْلُ حَيَّهَلِ الصَّلٰوةَ اَيْ اِيْتِ الصَّلٰوةَ، وَسَادِسُهَا هَا، فَإِنَّهُ مَوْضُوْعٌ لِخُذْ، مِثْلُ هَا زَيْدًا اَيْ خُذْ زَيْدًا، وَقَدْ جَاءَ فِيْهِ ثَلٰثُ لُغَاتٍ أُخْرٰى، هَأْ بِسُكُوْنِ الْهَمْزَةِ وَهَاءٍ بِزِيَادَةِ الْهَمْزَةِ الْمَكْسُوْرَةِ وَهَاءَ بِزِيَادَةِ الْهَمْزَةِ الْمَفْتُوْحَةِ، وَلَا بُدَّ لِهٰذِهِ الْأَسْمَاءِ مِنْ فَاعِلٍ، وَفَاعِلُهَا ضَمِيْرُ الْمُخَاطَبِ الْمُسْتَتَرُ فِيْهَا.

অনুবাদ: [নবম প্রকার হলো] এমন কতগুলো اِسْم সম্পর্কে যাকে أَسْمَاء أَفْعَال বলে নামকরণ করা হয়েছে। এগুলোকে أَسْمَاء أَفْعَال বলে এজন্য নামকরণ করা হয়েছে, কেননা এদের অর্থ হলো أَفْعَال বা ক্রিয়াসমূহ [অর্থাৎ এগুলো ক্রিয়ার অর্থ প্রদান করে থাকে]। এগুলো হলো ৯টি। এর ৬টি হলো أَمْر حَاضِر -এর জন্য নির্দিষ্ট এবং এগুলো اِسْم কে مَفْعُوْل -এর ভিত্তিতে نَصْب প্রদান করে থাকে। তাদের একটি হলো رُوَيْدَ তাকে গঠন করা হয়েছে أَمْهِل [অবকাশ প্রদান কর] -এর জন্য। এটা বাক্যের প্রারম্ভে পতিত হয়। যেমন- رُوَيْد زَيْدًا -এর অর্থ হলো أَمْهِلْ زَيْدًا [যায়েদকে অবকাশ দাও]। এগুলোর দ্বিতীয়টি হলো بَلْهَ আর এটাকে دَعْ [ছেড়ে দাও] -এর জন্য গঠন করা হয়েছে। যেমন- بَلْهَ زيدًا -এর অর্থ হলো دَعْ زَيْدًا [যায়েদকে ছেড়ে দাও]। এদের তৃতীয়টি হলো دُوْنَكَ এটাকে خُذْ [ধর] -এর জন্য গঠন করা হয়েছে। যেমন- دُوْنَكَ زَيْدًا -এর অর্থ হলো خُذْ زَيْدًا [যায়েদকে ধর]। এদের চতুর্থটি হলো عَلَيْكَ এটাকে اَلْزِمْ [আঁকড়ে ধর] -এর জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন- عَلَيْكَ زَيْدًا অর্থ- اَلْزِمْ زَيْدًا [যায়েদকে আঁকড়ে ধর]। এদের মধ্যে পঞ্চমটি حَيَّهَلْ আর একে গঠন করা হয়েছে اِيْت [আস] -এর জন্য। যেমন- حَيَّهَل الصَّلٰوة -এর অর্থ হলো اِيْتِ الصَّلٰوةَ [তুমি নামাজের জন্য আস]। এদের মধ্যে ষষ্ঠটি হলো هَا এটাকে خُذْ [ধর] -এর জন্য গঠন করা হয়েছে। যেমন- هَا زَيْدًا অর্থ হলো خُذْ زَيْدًا [যায়েদকে ধর]। এর মধ্যে অন্য তিনটি لُغَات প্রচলিত রয়েছে। هَأْ শেষের هَمْزَه -কে সাকিন করে এবং هَاء শেষে যের যুক্ত একটি هَمْزَه কে সংযোজন করে এবং هَاء শেষে যবরযুক্ত هَمْزَة কে বৃদ্ধি করে। এ সকল اِسْم -এর জন্য অবশ্যই একটি فَاعِل -এর প্রয়োজন আছে। এগুলোর فَاعِل হলো مُخَاطَب -এর ضَمِيْر যা তাদের মধ্যে গোপন রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

عَوَامِل سَمَاعِيَة -এর নবম প্রকার হলো أَسْمَاء أَفْعَال তথা [ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য পদসমূহ]। বলা বাহুল্য যে, أَسْمَاء টা اِسْم -এর বহুবচন আর أَفْعَال হলো فِعْل -এর বহুবচন।

أَسْمَاء أَفْعَال -এর সংজ্ঞা : ইলমে নাহুর পরিভাষায় أَسْمَاء أَفْعَال এমন কতগুলো اِسْم কে বলা হয়, যার মধ্যে أَمْر বা مَاضِى -এর অর্থ বিদ্যমান থাকে। আর যেহেতু এগুলোর মধ্যে فِعْل -এর অর্থ পাওয়া যায় বা এ اِسْم গুলো فِعْل তথা ক্রিয়ার অর্থে ব্যবহার হয়, বিধায় এগুলোর একটিকে اِسْم فِعْل এবং কয়েকটিকে أَسْمَاء أَفْعَال বলা হয়। أَسْمَاء أَفْعَال গুলো দু'ভাগে বিভক্ত।

১. اِسْم فِعْل কতগুলো أَمْرِ حَاضِر -এর অর্থ প্রকাশ করে।

২. اِسْم فِعْل কতগুলো فِعْل مَاضِى -এর অর্থ প্রকাশ করে।

আল্লামা ইবনে মালিকের মতানুসারে এ اِسْم গুলো فِعْل مُضَارِع -এর অর্থেও ব্যবহৃত হতে পারে। আর مُضَارِع -এর অর্থে ব্যবহৃত হলে এগুলো مُعْرَب হবে অথচ এগুলো مَبْنِى, কেননা এগুলো حَرْف -এর সাথে সাদৃশ্য রাখে এবং عَامِل -এর কোনো প্রতিক্রিয়া এদের উপর প্রযোজ্য হয় না।

أَسْمَاء أَفْعَال মোট ৯টি– ১. رُوَيْدَ ২. بَلْهَ ৩. دُوْنَكَ ৪. عَلَيْكَ ৫. حَيَّهَلْ ৬. هَا ৭. هَيْهَاتَ ৮. سَرْعَانَ ৯. شَتَّانَ

এ ৯টি اِسْم -এর মধ্যে প্রথম ৬টি امر حاضر -এর জন্য নির্দিষ্ট। নিম্নে তার বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

- رُوَيْدَ : শব্দটি رَوَاد -এর تَصْغِيْر যা وَاحِد - جَمْع ও تَثْنِيَه [একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন] এবং مُذَكَّر [পুংলিঙ্গ] ও مؤنث [স্ত্রীলিঙ্গ] উভয়ের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। যেমন– يَا رَجُلُ رُوَيْدَ زَيْدًا [হে লোক! যায়েদকে অবকাশ দাও]। يَا رَجُلَانِ رُوَيْدَ زَيْدًا [হে দু'জন লোক! যায়েদকে অবকাশ দাও]। يَانِسَاءُ رُوَيْدَ زَيْدًا [হে মহিলাগণ! যায়েদকে অবকাশ দাও]। আর رُوَيْدَ শব্দটি أَمْهِل [অবকাশ দাও] অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং এটা বাক্যের শুরুতে ব্যবহার হয়। যেমন– رُوَيْدَ زَيْدًا [তুমি যায়েদকে অবকাশ দাও] এবং তার পরবর্তী اِسْم টি مَفْعُول হিসেবে مَنْصُوب হবে। যেমন– رُوَيْدَ زَيْدًا

  উপরিউক্ত উপমার মাঝে رُوَيْدَ টি أَمْهِل -এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে। তার পরবর্তী اِسْم অর্থাৎ زَيْدًا টা مَنْصُوب হয়েছে مَفْعُول হওয়ার কারণে।

- بَلْهَ : এ শব্দটিও وَاحِد - جَمْع ও تَثْنِيَه এবং مُذَكَّر ও مُؤَنَّث উভয়ের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। এটা তার পরবর্তী اِسْم কে مَفْعُول এর ভিত্তিতে نَصْب দিবে। এবং এটা دَع [ছেড়ে দাও] অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন– بَلْهَ زَيْدًا -এর অর্থ হলো دَعْ زَيْدًا [যায়েদকে ছেড়ে দাও]।

  এখানে بَلْهَ শব্দটি دَعْ -এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে এবং সে তার পরবর্তী اِسْم কে مَفْعُول -এর ভিত্তিতে نَصْب প্রদান করেছে।

- دُوْنَكَ : এর دُوْنَ শব্দটি মূলত ظَرْف ; اِسْم فِعْل গঠনের সময় যেখানে اِضَافَتْ জরুরি হয় সেখানে ك -এর প্রতি اِضَافَت করা হয়। এটা فَتْح -এর উপর مَبْنِى হয়েছে। আর এটা خُذْ [তুমি ধর] -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন– دُوْنَكَ زَيْدًا [তুমি যায়েদকে ধর]।

- عَلَيْكَ : এটা মূলত عَلٰى যা حَرْف جَار ও ك [كَافِ خِطَاب] -এর সাথে সংযুক্ত করে عَلَيْك বানানো হয়েছে। এর অর্থ হলো اَلْزِم তথা আঁকড়ে ধর। যেমন- عَلَيْكم بِالصِّدْق (তোমরা সত্যকে আঁকড়ে ধরো)। عَلَيْكَ زَيْدًا (যায়েদকে ধরো)। এ উভয় উদাহরণে عَلَيْكَ শব্দটি اَلْزِمْ -এর অর্থে ব্যবহার হয়ে পরবর্তী اِسْم কে مَفْعُول -এর ভিত্তিতে نَصْب প্রদান করেছে।
- حَيَّهَلْ : এ শব্দটি মূলত حَيَّ ও هَلْ -এর সংমিশ্রণে গঠিত হয়েছে। যার অর্থ হলো, اِئْتِ [তুমি আস]। যেমন- حَيَّهَلِ الصَّلٰوة [তুমি নামাজের জন্য আস]। কখনও শুধু حَيَّ টা اَقْبِلْ -এর জন্য ব্যবহার হয়। আর তখন তা عَلٰى -এর দ্বারা مُتَعَدِّيْ হয়। যেমন- حَيَّ عَلَى الصَّلٰوة অর্থাৎ اَقْبِلْ اِلَى الصَّلٰوة [তুমি নামাজের জন্য ধাবিত হও]।
- هَا : এ اِسْم টি خُذْ অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন- هَا زَيْدًا অর্থ হলো, خُذْ زَيْدًا [তুমি যায়েদকে ধর]। এখানে هَا টি خُذْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং তার পরবর্তী اِسْم কে مَفْعُول -এর ভিত্তিতে نَصْب প্রদান করেছে।

উল্লেখ্য যে, هَا কে আরো তিনভাবে পাঠ করা যায়-

- هَأْ অর্থাৎ "ه" -এর শেষে أَلِف -এর পরিবর্তে সাকিনযুক্ত হামযা যুক্ত করে।
- هَاءِ অর্থাৎ "ه" -এর শেষে একটি هَمْزَة مَكْسُوْرَة যুক্ত করে।
- هَاءَ অর্থাৎ "ه" -এর শেষে একটি هَمْزَة مَفْتُوْحَة যুক্ত করে।

উল্লেখ্য যে, উল্লিখিত ৬টি اِسْم -এর মধ্যে একটি করে ضَمِيْر গোপন রয়েছে, যা তার فَاعِل বলে বিবেচিত হবে এবং এর পরবর্তী اِسْم টি তার مَفْعُول বলে বিবেচিত হবে। এ বাক্যটি فِعْل - فَاعِل ও مَفْعُول কে নিয়ে جُمْلَة فِعْلية হবে।

ইবারতের তারকীবসমূহ

قَوْلُهُ : اَلنَّوعُ التَّاسِعُ أَسْمَاءٌ تُسَمّٰى أَسْمَاءَ الْأَفْعَالِ .১ তারকীব :

اَلنَّوع হলো مَوْصُوْف আর التَّاسع হলো صِفَت ও مَوْصُوْف ; صِفَت মিলে مُبْتَدَأ এবং أَسْمَاء হলো خَبَر আর أَسْمَاء হলো مُضَاف আর الأَفْعَال হলো مُضَاف اِلَيْه , তার মাঝে فِعْل مجهول হলো تسمّٰى نَائِب فَاعِل هي ضَمِيْر আর نَائِب مفعول ثانى হয়েছে, مَفْعُول مجهول فِعْل তার مُضَاف اِلَيْه ও مُضَاف ; مُضَاف مضاف মিলে مُرَكَّب اِضَافِى হয়ে صِفَت হয়েছে جُمْلَة فِعْلية خبرية -এর, أَسْمَاء ও مَوْصُوْف মিলে صِفَت ও مَفْعُول ثانى ও فَاعِل কে নিয়ে خَبَر হয়েছে مُبْتَدَأ -এর, خَبَر ও مُبْتَدَأ মিলে جُمْلَة اِسْمية خبرية হয়েছে।

قَوْلُهُ : وَاِنَّمَا سُمِّيَتْ بِأَسْمَاءِ الْأَفْعَالِ لِأَنَّ مَعَانِيَهَا أَفْعَالٌ .২ তারকীব :

فِعْل مجهول হলো سُمِّيت আর مَا কافة হলো مَا ; حرف مشبه بالفعل হলো - اِنَّ আর عاطفة হলো واو তাতে উহ্য هى যমীরটি হলো حَرْف جَار আর أَسْمَاء হলো مُضَاف আর بأَسْمَاء -এর باء হলো نائب فاعل এবং أَسْمَاء -এর مَجْرُور ও جَار ; مَجْرُور হয়ে مُرَكَّب اِضَافِى মিলে مُضَاف اِلَيْه ও مُضَاف ; مُضَاف اِلَيْه الأَفْعَال হলো

حَرْف مُشبه بِالفِعْل হলো أَنَّ আর حَرْف جَار হলো لَام এর- لِأَنَّ, এর সাথে- سُميت হলো مُتَعَلِّق أَوَّل আর مُرَكَّب মিলে مُضَاف إِلَيْه ও مُضَاف ; مُضَاف إِلَيْه হলো هَا আর যমীর مَعَانيها হলো مُضَاف আর مَعَاني এর- بِتَأْوِيل হয়ে جملة إِسْمية خبرية হয়ে أَنَّ তার ও إِسْم কে নিয়ে خَبَر أَنَّ হলো أَفْعَال এবং إِسْم أَنَّ হয়ে إِضَافِى نَائِب فَاعِل তার فعل مَجْهول, এর- سُميت مُتعلِّق ثَاني হয়েছে مَجْرُور ও جَار মিলে مَجْرُور হয়েছে, مُفرد হয়ে ও উভয় مُتَعَلِّق কে নিয়ে جُمْلَة فِعْلية خبرية হয়েছে।

তারকীব : ৩. قَوْلُهُ : مِثْلُ رُوَيْدَ زَيْدًا أَيْ امْهِلْ زَيْدًا

এখানে উহ্য نَظيرُهُ হলো مُبْتَدَأ مَحْذوف আর مِثل হলো مُضَاف এবং رُويد হলো إِسْم فِعْل, তার মাঝে أنت جُمْلَة فِعْلية انشائية কে নিয়ে مَفْعُول به ও فَاعِل তার إِسْم فِعْل ; مَفْعُول به হলো زَيدا আর فَاعِل হলো ضَمِيْر হয়ে مُفسَّر আর أَيْ হলো أمهل এবং حَرْف تَفْسِيْر ; তার فِعْل হলো ضَمِيْر আর مَفْعُول হলো زَيدا ; তার جُمْلَة تَفسيرية হয়ে تَفسير মিলে تَفسير ও مُفسَّر ; جُمْلَة فِعْلية হয়ে مَفْعُول ও فَاعِل তার فِعْل কে নিয়ে مُبْتَدَأ مَحْذوف হলো خَبَر হয়ে مُرَكَّب إِضَافِى মিলে مُضَاف إِلَيْه ও مُضَاف, এর- مِثل হলো مُضَاف إِلَيْه, এর- مُبْتَدَأ مَحْذوف হলো خَبَر ও مُبْتَدَأ মিলে جُمْلَة إِسْمية হয়েছে।

তারকীব : ৪. قَوْلُهُ : فَإِنَّهُ مَوْضُوْعٌ لِخُذْ

إِسْم إن হলো ه আর موضوع হলো فإنه এর- ف এবং تفصيلية আর حَرْف مُشبه بالفِعْل হলো إِنَّ আর যমীর هو ضَمِيْر فَاعِل নَائِب আর তার মাঝে لِخُذ এর- لَام হলো حَرْف جَار আর خُذْ হলো شِبْه فِعْل, এর সাথে- مَوْضوع হয়েছে مُتَعَلِّق مَجْرُور ও جَار, مَجْرُور কে مُتَعَلِّق ও نَائِب فَاعِل তার شِبْه فِعْل, خَبَر إِنَّ ও إِسْم তার خَبَر কে নিয়ে جُمْلَة إِسْمية خبرية হয়ে شِبْه جُمْلَة হয়েছে।

তারকীব : ৫. قَوْلُه : قَدْ جَاءَ فِيْهِ ثَلَاثُ لُغَاتٍ

جَار, مَجْرُور হলো ه আর যমীর فِيْه এর- فِىْ হলো حَرْف جَار আর فِعْل এবং جَاءَ হলো تَقْلِيلية এবং قَدْ হলো مَجْرُور, مضاف اليه হলো مُمِيز مضاف এবং ثَلاث হলো لُغات এর- جَاء এর সাথে, আর مَجْرُور হলো مُتَعَلِّق তার فِعْل ও فَاعِل সুতরাং جُمْلَة فِعْلية خبرية হয়ে مُتَعَلِّق ও فَاعِل কে নিয়ে مضاف اليه ও مضاف মিলে হলো فَاعِل

তারকীব : ৬. قَوْلُهُ : وَلَا بُدَّ لِهٰذِهِ الْأَسْمَاءِ مِنْ فَاعِلٍ

لَام হলো لِهذه এর- إِسْم আর لَا হলো عَاطِفة আর وَاو হলো لَا এর- لَائے نَفْى جِنس আর بُدَّ হলো إِسْم اشارة ; مُشَارٌ إِلَيْه ও مُشَارٌ إِلَيْه صفت এবং الأَسْمَاء হলো إِسْم إِشاره موصوف আর هٰذه হলো حَرْف جَار মিলে مَجْرُور হলো لام-এর, مَجْرُور ও جَار মিলে مُتَعَلِّق হলো উহ্য شِبْه فعل موجود এর- সাথে এবং তার মাঝে مَجْرُور ও جَار ; مَجْرُور হলো فَاعِل আর حَرْف جَار হলো مِنْ আর فَاعِل নَائِب হলো ضَمِيْر هو মিলে شِبْه جُمْلَة হয়েছে مُتَعَلِّق ثَانى হয়ে مُتعلِّق ও উভয় نَائِب فَاعِل তার شِبْه فِعْل مَحْذوف, এর- مَوْجُود সাথে, خبر ও إِسْم তার خَبَر কে নিয়ে جُمْلَة إِسْمية خبرية হয়েছে। لائے نفي جنس, এর-

وَثَلٰثَةٌ مِنْهَا مَوْضُوْعَةٌ لِلْفِعْلِ الْمَاضِيْ وَتَرْفَعُ الْاِسْمَ بِالْفَاعِلِيَّةِ: أَحَدُهَا هَيْهَاتَ، فَإِنَّهُ مَوْضُوْعٌ لِبَعُدَ، مِثْلُ هَيْهَاتَ زَيْدٌ اَيْ بَعُدَ زَيْدٌ، وَثَانِيْهَا سَرْعَانَ، فَإِنَّهُ مَوْضُوْعٌ لِأَسْرَعَ، مِثْلُ سَرْعَانَ زَيْدٌ اَيْ أَسْرَعَ زَيْدٌ، وَثَالِثُهَا شَتَّانَ، فَإِنَّهُ مَوْضُوْعٌ لِاِفْتَرَقَ، مِثْلُ شَتَّانَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو اَيْ اِفْتَرَقَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو.

অনুবাদ: উল্লিখিত ইসম হতে তিনটিকে فِعْل مَاضِى বা অতীতকালীন ক্রিয়া এর অর্থ প্রকাশের জন্য গঠন করা হয়েছে। এগুলো اِسْم কে فَاعِل হওয়ার ভিত্তিতে رَفْع প্রদান করবে। তাদের প্রথমটি হলো هَيْهَاتَ , একে بَعُدَ [দূর হয়েছে] -এর জন্য গঠন করা হয়েছে। যেমন- هَيْهَاتَ زَيْدٌ অর্থ- بَعُدَ زَيْدٌ [যায়েদ দূর হয়েছে]। এদের দ্বিতীয়টি হলো سَرْعَان একে أَسْرَعَ [তাড়াতাড়ি করেছে] -এর জন্য গঠন করা হয়েছে। যেমন- سَرْعَانَ زَيْدٌ অর্থ- أَسْرَعَ زَيْدٌ [যায়েদ তাড়াতাড়ি করেছে]।

তৃতীয়টি হলো شَتَّانَ , একে اِفْتَرَقَ [পৃথক হয়েছে] -এর জন্য বানানো হয়েছে। যেমন- شَتَّانَ زَيْدٌ وعَمْرٌو - এর অর্থ হলো اِفْتَرَقَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو [যায়েদ ও আমর পৃথক হয়েছে]।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

فِعْل مَاضِى বা অতীতকালীন ক্রিয়ার জন্য ব্যবহৃত اِسْم فِعْل হলো ৩টি- ১. هَيْهَاتَ ২. سَرْعَانَ ৩. شَتَّانَ এবং এই তিনটি اِسْم তার পরবর্তী اِسْم কে فَاعِل হওয়ার কারণে رَفْع দিবে।

১. هَيْهَاتَ শব্দটি মূলত ছিল هَيْهَيْتَ। এখন দ্বিতীয় يَاء -টা সাকিন হয়ে তার পূর্বাক্ষরে فَتْحَة হওয়ার কারণে يَاء কে أَلِف দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। ফলে هَيْهَاتَ রূপান্তরিত হয়েছে।

- হিজাজীগণ هَيْهَاتَ -এর শেষের تَاء -এর উপর যবর দিয়ে পাঠ করেন هَيْهَاتَ
- আর বনূ তামীম هَيْهَاتَ -এর শেষের تَاء -এর নিচে যের দিয়ে পাঠ করেন هَيْهَاتِ
- কেউ কেউ هَيْهَاتَ -এর تَاء -এর উপর পেশ দিয়েও পাঠ করে থাকে هَيْهَاتُ
- উপরিউক্ত তিন অবস্থাতেই تَاء -এর মধ্যে تَنْوِيْن -ও ব্যবহার করা যায়।
- هَيْهَاتَ এর هَاء -কে هَمْزَة দ্বারা পরিবর্তন করে أَيْهَاتَ-ও পড়া যায়।
- আবার কারো কারো ধারণা যে, যেহেতু এগুলো اِسْم فِعْل , তাই এর শেষে সাকিন হবে। কেননা তাতে إِعْراب -এর কোনোরূপ দখল নেই।
- আবার কেউ কেউ বলেন যে, এগুলো যেহেতু মাসদার, তাই তার শেষে সর্বদা যবর হবে।

তবে هَيْهَاتَ শব্দটির অর্থ بَعُدَ [দূর হয়েছে] ব্যবহার হবে। যেমন- هَيْهَاتَ زَيْدٌ অর্থ- بَعُدَ زَيْدٌ [যায়েদ দূর হয়েছে]। এখানে هَيْهَاتَ টি بَعُدَ যা فِعْل مَاضِى -এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে। যার কারণে তার পরবর্তী اِسْم কে فَاعِل হওয়ার কারণে رَفْع প্রদান করেছে।

২. سَرْعَانَ -এর ব্যবহার তিন ধরণের পাওয়া যায়-

১. س -এর উপর যবর দিয়ে। যেমন- سَرْعَانَ
২. س -এর উপর পেশ দিয়ে। যেমন- سُرْعَانَ
৩. س -এর নিচে যের দিয়ে। যেমন- سِرْعَانَ

আর এ اِسْم টি اَسْرَعَ [তাড়াতাড়ি করেছে] অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন- سَرْعَان زَيْدٌ অর্থ- أَسْرَعَ زَيْدٌ [যায়েদ তাড়াতাড়ি করেছে]। এখানে سَرْعَانَ টি أَسْرَعَ অর্থে ব্যবহার হয়েছে। এবং তার পরবর্তী اِسْم কে فَاعِل -এর ভিত্তিতে رَفْع প্রদান করেছে।

৩. شَتَّان এ শব্দটি اِفْتَرَقَ [পৃথক হয়েছে] অর্থে ব্যবহৃত হয়ে তার পরবর্তী শব্দকে فَاعِل -এর ভিত্তিতে رَفْع দিবে। যেমন- شَتَّانَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو অর্থ- اِفْتَرَقَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو [যায়েদ ও আমর পৃথক হয়েছে]। এখানে شَتَّانَ টা اِفْتَرَقَ -এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে এবং তার পরবর্তী اِسْم কে رَفْع প্রদান করেছে فَاعِل হওয়ার কারণে।

উল্লেখ্য যে, এ اِسْم فِعْل গুলো ছাড়াও আরো কতিপয় اِسْم তথা বিশেষ্য فِعْل তথা ক্রিয়া -এর অর্থ প্রকাশ করে। যেমন-

১. اٰمِيْن -এর অর্থ হলো اِسْتَجِبْ [কবুল কর, গ্রহণ কর]।

২. فَقَطْ বা قَطْ -এর অর্থ হলো كَافٍ [যথেষ্ট মনে কর]।

৩. هَاتِ -এর অর্থ হলো اَعْطِ [দাও]। বহুবচন হলো- هَاتُوا

৪. هَلُمَّ -এর অর্থ হলো اِئْتِ [নিয়ে আসো] ইত্যাদি।

কবির ভাষায় এ ৯টি اِسْم فِعْل -কে এভাবে একত্রিত করা হয়েছে যে,

نہ بود اَسْمائے افعالے کزاں شش ناصب اند * دُوْنَكَ بَلْهَ عَلَيْكَ حَيَّهَلْ بِاشْدوهَا

پس رُوَيْدَ باز رافع اِسْم را هَيْهَاتَ داں * باز شَتَّانَ ست وَسَرْعَانَ یاد گیراں بیتہا

অর্থ- أَسْمَاء أَفْعَال নয়টি। এর মধ্যে ৬টি তার পরবর্তী اِسْم কে مَفْعُول -এর ভিত্তিতে نَصْب প্রদান করে। এগুলো হলো رُوَيْد - هَا - عَلَيْك - حَيَّهَل - بَلْه - دُوْنَك। এগুলো فَاعِل হিসেবে رَفْع প্রদান করে থাকে। এগুলো হলো- سَرْعَانَ ও شَتَّانَ - هَيْهَات

ইবারতের তারকীবসমূহ

তারকীব : ১. قوله : مِثْلُ شَتَّانَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو

এখানে উহ্য نظيره হলো مبتدأ محذوف আর مثل হলো مضاف আর شَتَّان হলো فِعْل اِسْم যা اِفْتَرَقَ -এর অর্থে এবং زَيْد হলো فَاعِل مَعْطوف ও مَعْطوف عَلَيه , مَعْطُوف عَمْرو আর حرف عطف আর واو হলো مَعْطوف عَلَيه মিলে مُضَاف اِلَيْه ও مُضَاف, এর- مِثْل مُضَاف হয়েছে اِلَيْه হয়ে جُمْلَة فِعْلية خبرية তার فَاعِل কে নিয়ে اِسْم فِعْل হয়েছে, مُضَاف اِلَيْه মিলে مُرَكَّب اِضَافِى হয়ে خَبَر হয়েছে مُبْتَدَأ مَحْذوف -এর। مُبْتَدَأ ও خَبَر মিলে جُمْلَة اِسْمية خبرية হয়েছে।

অনুশীলনী

১. أَسْمَاء أَفْعَال কাকে বলে এবং এর নামকরণের যথার্থতা আলোচনা কর।

২. أَسْمَاء أَفْعَال কয়টি ও কী কী উদাহরণসহ সাজিয়ে লিখ।

৩. أَسْمَاء أَفْعَال কত প্রকার ও কী কী বিস্তারিত লিখ।

৪. هَا ও هَيْهَات -এর গঠন পদ্ধতি আলোচনা কর।

৫. তারকীব কর :

١. وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ بِأَسْمَاءِ الْأَفْعَالِ لِأَنَّ مَعَانِيَهَا أَفْعَالٌ.

٢. مِثْلُ رُوَيْد زَيْدًا اَىْ أَمْهِلْ زَيْدًا.

اَلنَّوْعُ الْعَاشِرُ : দশম প্রকার

اَلْأَفْعَالُ النَّاقِصَةُ : অসম্পূর্ণ ক্রিয়াসমূহ

اَلْأَفْعَالُ النَّاقِصَةُ، وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ نَاقِصَةً لِأَنَّهَا لَا تَكُوْنُ بِمُجَرَّدِ الْفَاعِلِ كَلَامًا تَامًّا، فَلَا تَخْلُوْ عَنْ نُقْصَانٍ، وَهِيَ تَدْخُلُ عَلَى الْجُمْلَةِ الْإِسْمِيَّةِ اَيِ الْمُبْتَدَأِ وَالْخَبَرِ، فَتَرْفَعُ الْجُزْءَ الْأَوَّلَ مِنْهَا وَيُسَمّٰى اِسْمَهَا، وَتَنْصِبُ الْجُزْءَ الثَّانِيَ مِنْهَا وَيُسَمّٰى خَبَرَهَا، وَهِيَ ثَلٰثَةَ عَشَرَ فِعْلًا.

اَلْأَوَّلُ كَانَ، وَهِيَ قَدْ تَكُوْنُ زَائِدَةً، مِثْلُ اِنَّ مِنْ اَفْضَلِهِمْ كَانَ زَيْدًا، وَحِيْنَئِذٍ لَا تَعْمَلُ، وَقَدْ تَكُوْنُ غَيْرَ زَائِدَةٍ، وَهِيَ تَجِيءُ عَلٰى مَعْنَيَيْنِ، نَاقِصَةً وَتَامَّةً، فَالنَّاقِصَةُ تَجِيءُ عَلٰى مَعْنَيَيْنِ : أَحَدُهُمَا اَنْ يَثْبُتَ خَبَرُهَا لِاِسْمِهَا فِي الزَّمَانِ الْمَاضِيْ، سَوَاءٌ كَانَ مُمْكِنَ الْاِنْقِطَاعِ مِثْلُ كَانَ زَيْدٌ قَائِمًا، اَوْ مُمْتَنِعَ الْاِنْقِطَاعِ مِثْلُ كَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا،

অনুবাদ: أَفْعَال ناقصة বা অসম্পূর্ণ ক্রিয়া সম্পর্কে। এগুলোকে نَاقِصَة বা অসম্পূর্ণ বলে নামকরণ করা হয়েছে। কারণ, এগুলো শুধু তার فَاعِل কে নিয়ে পূর্ণাঙ্গ বাক্যে রূপান্তরিত হয় না। সুতরাং এগুলো ত্রুটিমুক্ত নয় [অসম্পূর্ণ]। এগুলো اِسْمِية جُمْلَة বা مُبْتَدَأ ও خَبَر -এর উপর প্রবিষ্ট হয়ে তার প্রথম অংশকে رَفْع প্রদান করে এবং তাকে তার اِسْم বলে নামকরণ করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় অংশকে نصب প্রদান করে এবং তাকে তার خَبَر বলে নামকরণ করা হয়েছে। এগুলো তেরটি ক্রিয়া। প্রথমটি হলো كَانَ এটা কখনো অতিরিক্ত হয়। যেমন- اِنَّ مِنْ اَفْضَلِهِم كَانَ زَيْدًا [নিশ্চয় তাদের উত্তম ব্যক্তিদের মধ্য হতে যায়েদ একজন]। আর তখন এটা কোনো আমল করে না। কখনো তা غَيْرُ زَائِدة বা স্বার্থক রূপে ব্যবহৃত হয়। আর তখন এটা দু'টি অর্থে ব্যবহার হয়। نَاقِصَة তথা অসম্পূর্ণ এবং تَامَّة তথা সম্পূর্ণ। অতঃপর نَاقِصَة আবার দু'টি অর্থে আসে। তার প্রথমটি হলো- অতীতকালে এর خَبَر টা এর اِسْم -তার জন্য সাব্যস্ত বুঝাবে। চাই এ সাব্যস্ত হওয়া مُمْكِنُ الْاِنْقِطَاع তথা বিচ্ছেদযোগ্য হোক। যেমন- كَانَ زَيْدٌ قَائِمًا [যায়েদ দণ্ডায়মান ছিল]। অথবা مُمْتَنِعُ الْاِنْقِطَاع তথা অবিচ্ছেদযোগ্য হোক। যেমন- كَانَ اللّٰه عَلِيْمًا حَكِيْمًا [আল্লাহ তা'আলা মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়]।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

عَوَامِل سَمَاعِية -এর দশম প্রকার হলো أَفْعَال نَاقِصَة বা অসম্পূর্ণ ক্রিয়ার বর্ণনা। أَفْعَال এটা فِعْل -এর বহুবচন। এর অর্থ হলো ক্রিয়া। نَاقِصَة এটা اِسْم فَاعِل -এর সীগাহ, যা النقص মাসদার হতে নির্গত। যার অর্থ হলো অসম্পূর্ণ।

أَفْعَال نَاقِصَة -এর সংজ্ঞা : নাহুবিদদের পরিভাষায় أَفْعَال نَاقِصَة এমন কতগুলো فِعْل কে বলা হয় যা শুধুমাত্র তার فَاعِل কে নিয়ে পরিপূর্ণ বাক্যে রূপান্তরিত হয় না; বরং خَبَر -এর প্রতি মুখাপেক্ষী হয়।

কেউ কেউ বলেন– أَفْعَال نَاقِصَة ঐ أَفْعَال কে বলা হয় যা فَاعِل কে তার নিজস্ব অর্থ ব্যতীত অন্য কোনো অর্থে প্রতিষ্ঠিত করে। যেমন– كَانَ زَيْدٌ قَائِمًا [যায়েদ দাঁড়িয়ে ছিল]। এখানে كَانَ যা فِعْل نَاقِص তার فَاعِل যায়েদের জন্য তার নিজস্ব অর্থ كَيْنُوْنَةٌ [হওয়া] কে প্রতিষ্ঠিত না করে قِيَام -এর অর্থকে প্রতিষ্ঠা করেছে।

وَجْه تَسْمِيَة [নামকরণ] : যেহেতু এ فِعْل গুলো স্বীয় فَاعِل দ্বারা পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করতে পারে না; বরং পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করার ক্ষেত্রে خَبَر -এর মুখাপেক্ষী হয়, তাই এ فِعْل গুলোকে أَفْعَال نَاقِصَة [অসম্পূর্ণ ক্রিয়াপদ] বলে নামকরণ করা হয়েছে।

أَفْعَال نَاقِصَة -এর আমল : এই فِعْل গুলো جُمْلَة اِسْمية خبرية -এর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে مُبْتَدَأ কে رَفْع দেয় এবং خَبَر -কে نَصْب দেয়। مُبْتَدَأ কে خَبَر نَاقِص বলে আর خَبَر কে اِسْم نَاقِص বলে। যেমন– كَانَ زَيْدٌ غَنِيًّا এখানে كَانَ -টি হলো فِعْل نَاقِص এটা جُمْلَة اِسْمية خبرية তথা زَيْدٌ غَنِيٌّ -এর মধ্যে প্রবেশ হয়ে مُبْتَدَأ -কে رَفْع দিয়েছে এবং خَبَر -কে نصَب দিয়েছে। তাই তারকীবে زيد হলো اسم فِعل ناقص ; আর غَنِيًّا হলো خَبَر فِعْلِ نَاقِص।

أَفْعَال نَاقِصَة -এর সংখ্যা : অধিকাংশ নাহুবিদদের নিকট أَفْعَال نَاقِصَة ১৩টি–

১. كَانَ ২. صَارَ ৩. ظَلَّ ৪. بَاتَ ৫. أَصْبَحَ ৬. أَمْسَى ৭. اَضْحَى ৮. دَامَ ৯. مَا زَالَ ১০. مَا بَرِحَ ১১. مَا انْفَكَّ ১২. مَا فَتِئَ ১৩. لَيْسَ

- আবার কোনো কোনো নাহুবিদ বলেছেন, أَفْعَال نَاقِصَة -এর সংখ্যা মোট ১৭ টি। তারা উপরিউক্ত ১৩টির সাথে رَاحَ - غَدَا - عَادَ ও اَضَ -কে সংযুক্ত করেছেন।
- নাহুবিদ সীবাওয়াইহ বলেন– أَفْعَال نَاقِصَة হলো মাত্র ৪টি– ১. كَانَ ২. صَارَ ৩. دَامَ ৪. لَيْسَ
- লুবাব [لُبَاب] গ্রন্থকার বলেন– أَفْعَال نَاقِصَة মোট ১৩টি– غَدَا – رَاحَ – عَادَ ও اَضَ গুলো মূলত ঐ ১৩টিরই অন্তর্ভুক্ত। গ্রন্থকারও এ মতকে গ্রহণ করে أَفْعَال نَاقِصَة -১৩ টি বর্ণনা করেছেন।

أَفْعَال نَاقِصَة -এর বিস্তারিত আলোচনা :

১. كَانَ -এর বর্ণনা : এই فِعْل نَاقِص টি কখনো কখনো বাক্যের মধ্যে زَائِدَة বা অতিরিক্ত হিসেবে ব্যবহার হয়। আর তখন كَانَ টি বাক্যের মধ্যে কোনোরূপ আমল করবে না; ফলে বাক্যের অর্থের মধ্যেও কোনোরূপ পরিবর্তন-পরিবর্ধন হবে না। যেমন– إِنَّ مِنْ أَفْضَلِهِمْ كَانَ زَيْدًا [নিশ্চয় তাদের উত্তম ব্যক্তিদের মধ্যে যায়েদ একজন]। এখানে كَانَ পদটিকে বাদ দিলেও বাক্যের কোনো অর্থের পরিবর্তন হয় না।

আবার কখনো বাক্যের মধ্যে كان كَانَ পদটি غَيْر زَائِدَة [স্বার্থকভাবে] ব্যবহার হয়, আর তখন كَانَ টি দু'ভাগে বিভক্ত হয়।

১. كَانَ تَامَّة [পূর্ণ অর্থ প্রকাশকারী] ২. كَانَ نَاقِصَة [অসম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশকারী]

كَانَ تَامَّة -এর সংজ্ঞা :

كَانَ تَامَّة ঐ فِعْل نَاقِص কে বলা হয় যা তার فَاعِل কে নিয়ে পরিপূর্ণ অর্থ প্রকাশকারী বাক্যে রূপান্তরিত হয় এবং তার خَبَر -এর তখন কোনো প্রয়োজন পড়ে না। সে সময় كَانَ টি ثَبَتَ -এর অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন– كَانَ زَيْدٌ -এর অর্থ ثَبَتَ زَيْدٌ [যায়েদ বাস্তবে ছিল]।

كَانَ نَاقِصَة -এর বর্ণনা : এটা আবার দু'ভাগে বিভক্ত।

১. كَانَ -এর خَبَر টি বাক্যের اِسْم হতে ممكن الانقطاع তথা পৃথক হওয়া সম্ভবপর হবে। এমতাবস্থায় كَانَ -এর خَبَر টি তার اِسْم -এর জন্য অতীতকালে স্থির হবে। যেমন– كَانَ زَيْدٌ قَائِمًا [যায়েদ দণ্ডায়মান ছিল]।

كَانَ اللهُ عَلِيْمًا -এর خَبَر টি বাক্যের اِسْم হতে ممتنع الانقطاع তথা পৃথক হওয়া অসম্ভব হবে। যেমন- حَكِيْمًا [আল্লাহ তা'আলা মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়]। এখানে كَانَ -এর খবর عَلِيْمًا حَكِيْمًا টা তার اِسْم হতে পৃথক হতে পারে না।

২. كان -টি صار -এর অর্থে ব্যবহার হবে। যেমন- كَانَ الْفَقِيْرُ غَنِيًّا (গরিব ধনী হয়ে গেছে)। এখানে كَانَ -টি صَارَ -এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, كَانَ টা মূলত চার প্রকার- ১. نَاقِصَة ২. تَامَّة ৩. زَائِدَة ৪. شَانِيَة ; উপরে প্রথম তিন প্রকারের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, كَانَ شَانِيَة -এর বর্ণনা দেওয়া হয়নি। মুসান্নিফ (র.) একে كَانَ نَاقِصَة -এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

كَان شَانِيَة প্রসঙ্গ : كَانَ ঐ كَانَ شَانِيَة -কে বলা হবে, যার মধ্যে একটি ضَمِيْر شَأن থাকবে। لُبَاب গ্রন্থকার বলেন, যে كَانَ -এর মধ্যে ضَمِيْر شَأن থাকবে তা كَانَ نَاقِصَة -এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

ইবারতের তারকীবসমূহ

তারকীব : ১. قَوْلُهُ : إِنَّمَا سُمِّيَتْ نَاقِصَةً لِأَنَّهَا لَاتَكُوْنُ بِمُجَرَّدِ الْفَاعِلِ كَلَامًا تَامًّا

إِنَّمَا -এর إِنَّ হলো فِعْل مَجهول আর তার মাঝে سُمِّيت আর مَا হলো كَافَّة مَائے আর حَرْف مُشَبهة بِالفِعْل আর তার মাঝে لِأَنَّها -এর لَام হলো حَرْف جَار আর أَنَّ হলো حَرْف আর مَفْعُول ثانى এবং نَاقِصة আর نَائِب فَاعِل হলো هي ضَمِير إِسْم আর যমীর هَا হলো إِسْم انَّ এবং فِعْل نَاقِص হলো لَا تكون আর তার মাঝে هي ضَمِيْر إِسْم হলো مُشبه بِالفِعْل ও مُضَاف ; مُضَاف إِلَيْه হলো اَلْفَاعل আর مُضَاف হলো تَجرد আর حَرْف جَار হলো باء -এর بِمُجرد, نَاقِص এবং مُضَاف إِلَيْه মিলে مُتَعَلِّق হয়েছে لَا تكون -এর সাথে مَجْرُور ও جَار মিলে مَجْرُور হয়েছে। مُرَكَّب إِضَافِى হয়ে كَلَامًا تَامًّا হলো صفت ও مَوْصُوْف ; صِفَت হলো نَاقِص এবং مَوْصُوْف আর خَبَر হলো نَاقِص صفت মিলে خَبَر হয়েছে, لَاتكون ফে'ল তার إِسْم ও خَبَر কে নিয়ে أَنَّ তার خَبَر, إِسْم ناقص ও خَبَر কে নিয়ে مُتَعَلِّق হয়ে جُمْلَة فِعْلية خبرية হয়েছে, أَنَّ -এর سُمِّيَتْ فِعْل مَجْهول সাথে, مَجْرُور ও جَار মিলে مَجْرُور হয়েছে, مَجْرُور بتاويل مفرد হয়ে جُمْلَة اِسْمية خبرية সাথে, فِعْل مَجهول তার نَائِب فَاعِل এবং مَفْعُول ثانى ও مُتَعَلِّق কে নিয়ে فِعْلية خبرية হয়ে جُمْلَة হয়েছে।

তারকীব : ২. قَوْلُهُ : مِثْلُ اِنَّ مِنْ اَفْضَلِهِمْ كَانَ زَيْدًا

এখানে উহ্য نظيره হলো مُبْتَدَأ محذوف - مثل হলো مضاف আর إِنَّ হলো حَرْف مُشبه بِالفِعْل আর مِن হলো مُضَاف إِلَيْه ও مُضَاف ; مُضَاف إِلَيْه হলো اَفْضَل আর مُضَاف হলো هم আর যমীর اَفْضَلِهِم -এর, حَرْف جَار মিলে مُتَعَلِّق হয়ে مَجْرُور হয়েছে, جَار ও مَجرور মিলে مُتَعَلِّق হয়েছে كائن -এর সাথে, যা উহ্য شِبْه خَبَر مُقَدم হয়ে شِبْه جُمْلَة কে নিয়ে مُتَعَلِّق ও فَاعِل তার شِبْه فِعْل ; فَاعِل হলো هو ضَمِيْر মাঝে فِعْل আর جُمْلَة اِسْمية خبرية হয়ে خَبَر مُقَدم ও اِسْم তার إِن ; اِسْم হলো زَيْدًا আর زائدة হলো كَانَ আর خَبَر হয়ে مُضَاف إِلَيْه হলো مِثل -এর, مُضَاف ও مُضَاف إِلَيْه মিলে مُرَكَّب إِضَافِى হয়ে خَبَر হলো مُبْتَدَأ محذوف -এর, مُبْتَدَأ ও خَبَر মিলে جُمْلَة اِسْمية خبرية হয়েছে।

তারকীব : ৩. قَوْلُهُ : مِثْلُ كَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

এখানে উহ্য نَظِيره হলো مُبْتَدَأ مَحْذوف আর مِثل হলো مُضَاف এবং كَان হলো فِعْل نَاقِص আর لفظ الله হলো إِسْم তার كَانَ ও উভয় خَبَر কে নিয়ে خَبَر أَوَّل হলো علیما আর خَبَر ثانى হলো حَكِيما , خَبَر كان এবং إِسْم, مُضَاف إِلَيْه ও مُضَاف মিলে مُرَكَّب إِضَافِى হয়ে خَبَر হয়েছে مُضَاف إِلَيْه -এর, مِثل হলো مُضَاف إِلَيْه হয়ে جُمْلَة فِعْلية خبرية হলো مُبْتَدَأ مَحْذوف -এর, مُبْتَدَأ ও خَبَر মিলে جُمْلَة اِسْمية خبرية হয়েছে।

وَثَانِيْهِمَا اَنْ يَكُوْنَ بِمَعْنٰى صَارَ، مِثْلُ كَانَ الْفَقِيْرُ غَنِيًّا اَيْ صَارَ الْفَقِيْرُ غَنِيًّا، وَالتَّامَّةُ تَتِمُّ بِفَاعِلِهَا فَلَا تَحْتَاجُ اِلَى الْخَبَرِ، فَلَا تَكُوْنُ نَاقِصَةً، وَحِيْنَئِذٍ تَكُوْنُ بِمَعْنٰى ثَبَتَ، مِثْلُ كَانَ زَيْدٌ اَيْ ثَبَتَ زَيْدٌ -

وَالثَّانِيْ صَارَ، وَهِيَ لِلِانْتِقَالِ اَيْ لِانْتِقَالِ الِاسْمِ مِنْ حَقِيْقَةٍ اِلٰى حَقِيْقَةٍ اُخْرٰى، نَحْوُ صَارَ الطِّيْنُ خَزَفًا، اَوْ مِنْ صِفَةٍ اِلٰى صِفَةٍ اُخْرٰى، مِثْلُ صَارَ زَيْدٌ غَنِيًّا، وَقَدْ تَكُوْنُ تَامَّةً بِمَعْنَى الِانْتِقَالِ مِنْ مَكَانٍ اِلٰى مَكَانٍ اٰخَرَ، وَحِيْنَئِذٍ تَتَعَدّٰى بِاِلٰى، نَحْوُ صَارَ زَيْدٌ مِنْ بَلَدٍ اِلٰى بَلَدٍ.

অনুবাদ: আর দ্বিতীয়টি হলো, তা صَارَ -এর অর্থে ব্যবহার হওয়া। যেমন- كَانَ الْفَقِيْرُ غَنِيًّا অর্থ- صَارَ الْفَقِيْرُ غَنِيًّا [অভাবী ব্যক্তি সম্পদশালী হয়ে গেল]। এবং تَامَّة টা তার فَاعِل তথা কর্তাকে নিয়েই পরিপূর্ণ হয়ে যায়, তখন খবরের প্রয়োজন হয় না। ফলে তা نَاقِصَة তথা অসম্পূর্ণও হবে না। তখন তা ثَبَتَ বা সাব্যস্ত অর্থে হবে। যেমন- كَانَ زَيْدٌ অর্থ- ثَبَتَ زَيْدٌ [যায়েদ বাস্তবে ছিল]।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে صَارَ এটা স্থানান্তর অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ, اِسْم -টা এক হাকীকত [অবস্থা] হতে অপর হাকীকতের [অবস্থার] দিকে স্থানান্তরিত করার জন্য। যেমন- صَارَ الطِّيْنُ خَزَفًا [কাদামাটি কংকর হয়ে গেছে]। অথবা এক সিফাত তথা বিশেষণ হতে অন্য সিফাতের দিকে স্থানান্তরিত করার জন্য। যেমন- صَارَ زَيْدٌ غَنِيًّا [যায়েদ সম্পদশালী হয়ে গেছে]। صار কখনো تَامَّة হয়, এক স্থান হতে অপর স্থানের দিকে স্থানান্তরিত হওয়ার অর্থে এবং তখন এটা اِلٰى হরফে জার দ্বারা مُتَعَدِّيْ হয়। যেমন- صَارَ زَيْدٌ مِنْ بَلَدٍ اِلٰى بَلَدٍ [যায়েদ এক শহর হতে অপর শহরের দিকে স্থানান্তরিত হয়েছে]।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

أَفْعَال نَاقِصَة -এর মধ্যে দ্বিতীয়টি হলো صَارَ এবং এটি দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়-

১. نَاقِصَة, ২. تَامَّة।

১. صَارَ نَاقِصَة : যা اِنْتِقَال তথা পরিবর্তন ও স্থানান্তরিত হওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। এ اِنْتِقَال টা আবার দু'ভাবে হতে পারে।

ক. اِسْم টি তার এক অবস্থা হতে অপর অবস্থার দিকে স্থানান্তরিত হওয়াকে বুঝাবে। যেমন- صَارَ الطِّيْنُ خَزَفًا [কাদামাটি কংকরে রূপান্তরিত হলো]।

খ. صَارَ الْفَقِيْرُ غَنِيًّا اِسْم টা এক صِفَت হতে অপর صِفَت -এর দিকে স্থানান্তরিত হওয়াকে বুঝাবে। যেমন- [দরিদ্র ধনী হয়ে গেছে]।

উল্লিখিত উপমা দু'টোর প্রথমটিতে এক অবস্থা হতে অপর অবস্থা তথা কাদা হতে কংকরে পরিবর্তন হওয়াকে বুঝানো হয়েছে। আর দ্বিতীয় উপমাতে এক صِفَت হতে অপর صِفَت -এর দিকে স্থানান্তরিত হওয়াকে বুঝানো হয়েছে।

২. صَارَ تَامَّة : যে صَار টি স্থানান্তরিত হওয়ার অর্থে ব্যবহার হয় এবং اِلٰى হরফে জার দ্বারা مُتَعَدِّيْ হয়, তাকে صَارَ تَامَّة বলে। যেমন- صَارَ زَيْدٌ مِنْ بَلَدٍ اِلٰى بَلَدٍ [যায়েদ এক শহর হতে অন্য শহরে স্থানান্তরিত হয়েছে]।

ইবারতের তারকীবসমূহ

তারকীব : ১. قَوْلُهُ : وَهِيَ لِلْاِنْتِقَالِ اَىْ لِاِنْتِقَالِ الْاِسْم مِنْ حَقِيْقَةٍ اِلٰى حَقِيْقَةٍ اُخْرٰى

اَلْاِنتقال হলো حَرْف جَار হলো لَام- এর لِلْاِنْتِقَالِ এবং هِيَ হলো مُبْتَدَأ আর وَاو হলো عَاطفة আর اَىْ হলো تَفْسِيْر এবং حَرْف আর مُفسّر হলো مجرور ও جَار ; مَجْرُور حَرْف হলো لَامْ- এর لِاِنْتِقَال আর حَرْف جَار হলো مِنْ আর مُضَاف হলো اِلَيْه এবং الاِسْم হলো مُضَاف مصدر হলো اِنْتقال আর جَار حَرْف হলো اِلٰى আর حَقِيقة হলো حَقِيقة আর مَوْصُوْف ও صِفَت মিলে صِفَت ; مَجْرُور ও جَار ; مَجْرُور মিলে مُتَعَلِّق হলো اِنْتقال- এর সাথে, আর أَوَّل এখন جَار ; مَجْرُور মিলে صِفَت ও مَوْصُوْف আর اُخْرٰى হলো صِفَت ; এখন مَجْرُور ও مُضَاف اِلَيْه ও مُضَاف হলো مصدر তার مُضَاف ,এর- اِنْتقال হলো مُتَعَلِّق ثَانى মিলে مَجْرُور কে مُتَعَلِّق ও উভয় নিয়ে مَجْرُور হয়েছে, جَار ও مَجْرُور মিলে تفسير , আর مُفسّر ও تفسير মিলে مُتَعَلِّق হলো مُسْتَعْمَلَه- এর সাথে যা উহ্য فِعْل , তার মাঝে ضَمِيْر هي হলো فَاعِل نَائِب ; এখন خَبَر ও مُبْتَدَأ ,এর- هِى হয়েছে خَبَر হয়ে جُمْلَه شِبْه- কে নিয়ে مُتَعَلِّق ও نَائِب فَاعِل তার شِبْه فِعْل মিলে جُمْلَه اِسْمية خبرية হয়েছে।

তারকীব : ২. قَوْلُهُ : قَدْ تَكُوْنُ تَامَّةً بِمَعْنَى الْاِنْتِقَالِ مِنْ مَكَانٍ اِلٰى مَكَانٍ

اِسْم نَاقِص হলো ضَمِيْر هي হলো فِعْل نَاقِص আর তার মাঝে উহ্য تَكون হলো تَقْلِيلية আর قَدْ এবং حَرْف جَار হলো باء- এর بِمعنى আর فَاعِل হলো هي ضَمِيْر তার مَعنى হলো مَكان আর حَرْف جَار হলো مِن আর مصدر হলো الاِنْتقال আর مُضَاف ; مَجْرُور হলো الانتقال- এর, এবং اِلٰى হলো جَار আর حَرْف مكان আর হলো مَجْرُور ও جَار মিলে مُتَعَلِّق হয়েছে أول مَجْرُور ও جَار , مَجْرُور মিলে مُتَعَلِّق হয়েছে ثانى الانتقال- এর সাথে। مضاف اليه ও مضاف। مجرور ও جار। مجرور মিলে متعلق হয়েছে مضاف اليه ও مضاف। مجرور হয়ে مركب اضافى মিলে تامة এর সাথে। فعل তার شبه جملة متعلق ও فاعل মিলে شبه হয়ে خَبَر نَاقِص ; تكون তার فِعْل نَاقِص কে নিয়ে خَبَر ও اِسْم হয়েছে جُمْلَه فِعْلية خبرية।

وَالثَّالِثُ أَصْبَحَ، وَالرَّابِعُ أَضْحٰى، وَالْخَامِسُ أَمْسٰى، فَلِهٰذِهِ الثَّلٰثَةِ لِاقْتِرَانِ مَضْمُوْنِ الْجُمْلَةِ بِأَوْقَاتِهَا الَّتِيْ هِيَ الصَّبَاحُ، وَالضُّحٰى وَالْمَسَاءُ، نَحْوُ أَصْبَحَ زَيْدٌ غَنِيًّا مَعْنَاهُ حَصَلَ غِنَاهُ فِيْ وَقْتِ الصَّبَاحِ، وَنَحْوُ اَضْحٰى زَيْدٌ حَاكِمًا مَعْنَاهُ حَصَلَ حُكُوْمَتُهُ فِيْ وَقْتِ الضُّحٰى وَاَمْسٰى زَيْدٌ قَارِئًا مَعْنَاهُ حَصَلَ قِرَاءَتُهُ فِيْ وَقْتِ الْمَسَاءِ، وَهٰذِهِ الثَّلٰثَةُ قَدْ تَكُوْنُ بِمَعْنٰى صَارَ، مِثْلُ أَصْبَحَ الْفَقِيْرُ غَنِيًّا وَاَمْسٰى زَيْدٌ كَاتِبًا وَأَضْحَى الْمُظْلِمُ مُنِيْرًا، وَقَدْ تَكُوْنُ تَامَّةً، مِثْلُ أَصْبَحَ زَيْدٌ بِمَعْنٰى دَخَلَ زَيْدٌ فِي الصَّبَاحِ وَأَمْسٰى عَمْرٌو اَيْ دَخَلَ عَمْرٌو فِي الْمَسَاءِ وَاَضْحٰى بَكْرٌ اَيْ دَخَلَ بَكْرٌ فِي الضُّحٰى -

---

অনুবাদ: আর তৃতীয়টি হচ্ছে أَصْبَحَ এবং চতুর্থটি হচ্ছে اَضْحٰى এবং পঞ্চমটি হচ্ছে أَمْسٰى। এই তিনটি مَضْمُوْنِ جُمْلَة তথা বাক্যের ভাবার্থকে তার সময় অর্থাৎ প্রাতঃকাল, দ্বিপ্রহর ও সন্ধ্যাকালের সাথে মিলানোর জন্য ব্যবহার হয়। যেমন- أَصْبَحَ زَيْدٌ غَنِيًّا [যায়েদ সকালে সম্পদশালী হয়েছে]। এর অর্থ হলো, তার সম্পদশালী হওয়া অর্জিত হয়েছে প্রভাতকালে। আর যেমন- اَضْحٰى زَيْدٌ حَاكِمًا [যায়েদ দুপুরে শাসক হয়েছে]। এর অর্থ হলো, যায়েদ শাসন ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে দ্বিপ্রহরের সময়। আর যেমন- أَمْسٰى زَيْدٌ قَارِئًا [যায়েদ সন্ধ্যাকালে পাঠক হয়েছে]। এর অর্থ হলো তার পাঠ অর্জিত হয়েছে সন্ধ্যার সময়। এই তিনটি فِعْل কখনো صَارَ -এর অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন- أَصْبَحَ الْفَقِيْرُ غَنِيًّا [দরিদ্র ধনী হয়ে গেল]। أَمْسٰى زَيْدٌ كَاتِبًا [যায়েদ লেখক হয়ে গেল]। أَضْحَى الْمُظْلِمُ مُنِيْرًا অন্ধকার আলোতে পরিণত হলো। কখনো এগুলো تَامَّة হয়। যেমন- أَصْبَحَ زَيْدٌ فِي الصَّبَاحِ অর্থাৎ دَخَلَ زَيْدٌ فِي الصَّبَاحِ [যায়েদ সকালে প্রবেশ করেছে]। أَمْسٰى عَمْرٌو অর্থাৎ دَخَلَ عَمْرٌو فِي الْمَسَاءِ [আমর সন্ধ্যায় প্রবেশ করেছে]। اَضْحٰى بَكْرٌ অর্থাৎ دَخَلَ بَكْرٌ فِي الضُّحٰى [বকর দ্বিপ্রহরে প্রবেশ করেছে]।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

৩. أَصْبَحَ ৫. أَمْسٰى ৪. اَضْحٰى -এর বর্ণনা :

এ শব্দগুলো বাক্যের বিষয়বস্তুকে স্বীয় সময় তথা أَصْبَحَ অর্থ- সকাল أَمْسٰى অর্থ- সন্ধ্যা এবং أَضْحٰى অর্থ- দুপুর-এর সাথে সংযুক্ত করার জন্য ব্যবহার হয়। এ শব্দগুলো আবার দু'ভাগে বিভক্ত। যেমন- ১. نَاقِصَة [অসম্পূর্ণ] ২. تَامَّة [সম্পূর্ণ]।

نَاقِصَة -এর উপমা : أَصْبَحَ زَيْدٌ غَنِيًّا [যায়েদ সকালবেলা ধনী হলো]। أَمْسٰى بَكْرٌ نَائِمًا [বকর সন্ধ্যায় নিদ্রিত হলো]। اَضْحٰى رَحِيْمٌ فَقِيْرًا [পূর্বাহ্নে রহীম দরিদ্র হলো]।

تَامَّة -এর উদাহরণ : أَصْبَحَ زَيْدٌ এটা دَخَلَ زَيْدٌ فِي الصَّبَاحِ [যায়েদ সকালে প্রবেশ করল] -এর অর্থে। أَمْسٰى زَيْدٌ এটা دَخَلَ زَيْدٌ فِي الْمَسَاءِ [যায়েদ সন্ধ্যায় প্রবেশ করল]-এর অর্থে। أَضْحٰى زَيْدٌ এটা دَخَلَ زَيْدٌ فِي الضُّحٰى [যায়েদ পূর্বাহ্নে প্রবেশ করল]-এর অর্থে।

এই فِعْل نَاقِص গুলো صَارَ نَاقِصَة হওয়া অবস্থায় -এর অর্থে ব্যবহার হয়। যাতে করে তাদের মাঝে কালের অর্থ পাওয়া না যায়। যেমন- صَارَ زَيْدٌ غَنِيًّا অর্থ- أَصْبَحَ زَيْدٌ غَنِيًّا [যায়েদ সম্পদশালী]। اَضْحٰى الْمُظْلِمُ مُنِيْرًا অর্থ- صَارَ الْمُظْلِمُ مُنِيْرًا [অন্ধকার আলোকময়]। أَمْسٰى زَيْدٌ كَاتِبًا অর্থ- صَارَ زَيْدٌ كَاتِبًا [যায়েদ লেখক]।

আবার কখনো এই فِعْل গুলো كَانَ تَامَّة -এর অর্থেও আসে। যেমন- أَمْسٰى অর্থ- كَانَ فِى الْمَسَاء [সে সন্ধ্যায় ছিল]। اَضْحٰى অর্থ- كَانَ فِى الضُّحى [সে দুপুরে ছিল]। أَصْبَحَ অর্থ- كَانَ فِى الصُّبْحِ [সে সকালে ছিল]। এ ক্ষেত্রে তাদের মাঝে কালের অর্থ বিদ্যমান থাকে। যেমন- أَصْبَحَ زَيْدٌ أَمِيْرًا [যায়েদ সকালে আমীর হয়েছে]। এ বাক্যের মাঝে অতীতকালের অর্থ পাওয়া গেছে। আর يُصْبِحُ زَيْدٌ قَائِمًا [যায়েদ সকালে দাঁড়াবে]। এ বাক্যের মধ্যে ভবিষ্যৎকালের অর্থ পাওয়া গেছে।

যদি এ فِعْل গুলোর শুরুতে مَا كَافَّة সংযুক্ত হয়, তবে فِعْل গুলো নাহুবিদ আখফাশের মতানুসারে আশ্চর্য অর্থ প্রদান করবে। مَا أَمْسٰى أَوْقَاتَهَا [এ সময়গুলো কতই না চমৎকার]। مَا أَصْبَحَ إِيْرَادَهَا [এর উপস্থাপনা কতই না আশ্চর্যজনক]

নাহুবিদ আবূ আমর এর বিরোধীতা করে বলেন, এ অর্থ গ্রহণযোগ্য নয়।

ইবারতের তারকীবসমূহ

قَوْلُهُ . فَهٰذِهِ الثَّلَاثَةُ لِاِقْتِرَانِ مَضْمُوْنِ الْجُمْلَةِ بِأَوْقَاتِهَا الَّتِيْ هِيَ الصَّبَاحُ وَ الضُّحٰى والْمَسَاءُ .

তারকীব : ১. فَهٰذِهِ এর فاء -এর পূর্বে مقدر شرط আছে। ذِهِ হলো اِسْم اشارة আর هٰذه হলো تعقيبيه আর الثلاثة হলো موصوف ও اِسْم اشارة ; مشار اِلَيْه صفت আর اقتران হলো مَصدر مُضَاف আর لام -এর পূর্বে حَرْف جَار আর اِقتران হলো مشار اِلَيْه مُبْتَدَأ হয়েছে, আর لِاقتران -এর, এবং مُضَاف اِلَيْه হলো الجملة ও مُضَاف , এখন مُضَاف اِلَيْه ও مُضَاف মিলে مُرَكَّب اِضَافِى হয়ে مَضمون পুনরায় مُضَاف اِلَيْه হয়েছে مُضَاف আর أَوْقَات হলো حَرْف جَار আর باء -এর, بأوقاتها -এর, এবং اقتران -এর, اِسْم হলো اَلَّتي আর ها হলো مُضَاف اِلَيْه ; مُضَاف اِلَيْه ও مُضَاف মিলে مُرَكَّب اِضَافِى হয়ে مَوْصُوْف হয়েছে, আর هي হলো مَوْصُوْل আর الضحى এবং حَرْف عَطْف হলো وَاو আর مَعْطُوف عَلَيه হলো اَلصَّبَاح এবং مَعْطُوف عَلَيه، مَعْطُوف ثَانِى হলো المساء আর حَرْف عَطْف হলো واو আর مَعْطُوف أَوَّل কে নিয়ে مَعْطُوف হলো هي এর, خَبَر ও مُبْتَدَأ, جُمْلَة اِسْمية خبرية হয়ে صلة হলো مَوْصُوْل এর, صلة ও موصول মিলে مُتَعَلِّق হয়েছে اِفْتِران এর, أَوْقَاتها এর, صِفَت ও مَوْصُوْف মিলে مَجْرُور হয়েছে, جَار ও مَجْرُور মিলে صَفت হলো -এর সাথে, مُضَاف اِلَيْه ও مُتَعَلِّق কে নিয়ে مَجْرُور হয়েছে لَام এর, جَار ও مَجْرُور তার اِقْتِران مَصْدَر مُضَاف মিলে متعلق হয়েছে ثابتة উহ্য فِعْل -এর সাথে; তার মাঝে ضَمِيْر হলো هو ; فَاعِل محذوف ; شِبْه فِعْل তার شِبْه جُمْلَة اِسْمية خبرية হয়ে خَبَر হয়েছে, مُبْتَدَأ ও خَبَر মিলে مُتَعَلِّق ও فَاعِل কে নিয়ে جُمْلَة فِعْلية خبرية হয়েছে।

قَوْلُهُ : نَحْوُ أَصْبَحَ زَيْدٌ غَنِيًّا .

তারকীব : ২. এখানে نَظِيره হলো مُبْتَدَأ যা উহ্য আছে আর نَحو হলো مُضَاف এবং أَصْبَحَ হলো فِعْل نَاقِص আর زَيْد হলো তার اِسْم এবং غَنِيًّا হলো তার خَبَر ; এখন فِعْل نَاقِص তার اِسْم ও خَبَر কে নিয়ে جُمْلَة فِعْلية خبرية হয়ে مُبْتَدَأ مَحْذوف -এর, مُضَاف اِلَيْه ও مُضَاف মিলে مُرَكَّب اِضَافِى হয়ে خَبَر হয়েছে نَحْو এর, مُضَاف اِلَيْه হয়েছে مُضَاف ও مُبْتَدَأ মিলে جُمْلَة اِسْمية خبرية হয়েছে।

وَ السَّادِسُ ظَلَّ، وَ السَّابِعُ بَاتَ، وَهُمَا لِاقْتِرَانِ مَضْمُوْنِ الْجُمْلَةِ بِوَقْتَيْهِمَا هِيَ النَّهَارُ وَاللَّيْلُ، فَظَلَّ لِاقْتِرَانِ مَضْمُوْنِ الْجُمْلَةِ بِالنَّهَارِ، وَبَاتَ لِاقْتِرَانِ مَضْمُوْنِ الْجُمْلَةِ بِاللَّيْلِ، نَحْوُ ظَلَّ زَيْدٌ كَاتِبًا اَيْ حَصَلَ كِتَابَتُهُ فِي النَّهَارِ وَبَاتَ زَيْدٌ نَائِمًا اَيْ حَصَلَ نَوْمُهُ فِي اللَّيْلِ، وَقَدْ تَكُوْنَانِ بِمَعْنٰى صَارَ، مِثْلُ ظَلَّ الصَّبِيُّ بَالِغًا وَبَاتَ الشَّابُّ شَيْخًا، وَالثَّامِنُ مَا دَامَ، وَهِيَ لِتَوْقِيْتِ شَيْءٍ بِمُدَّةِ ثُبُوْتِ خَبَرِهَا لِاسْمِهَا، فَلَا بُدَّ مِنْ اَنْ يَكُوْنَ قَبْلَهَا جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ اَوِ اسْمِيَّةٌ، نَحْوُ اجْلِسْ مَا دَامَ زَيْدٌ جَالِسًا، وَزَيْدٌ قَائِمٌ مَا دَامَ عَمْرٌو قَائِمًا.

وَ التَّاسِعُ مَا زَالَ، وَ الْعَاشِرُ مَا بَرِحَ، وَ الْحَادِيْ عَشَرَ مَا انْفَكَّ، وَ الثَّانِيْ عَشَرَ مَا فَتِئَ، وَقَدْ يُقَالُ مَا فَتَأَ وَمَا اَفْتَأَ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْ هٰذِهِ الْأَفْعَالِ الْأَرْبَعَةِ لِدَوَامِ ثُبُوْتِ خَبَرِهَا لِاسْمِهَا مُذْ قَبِلَهُ، وَيَلْزَمُهَا النَّفْيُ، مِثْلُ مَا زَالَ زَيْدٌ عَالِمًا وَمَا بَرِحَ زَيْدٌ صَائِمًا وَمَا انْفَكَّ بَكْرٌ عَاقِلًا وَمَا فَتِئَ عَمْرٌو فَاضِلًا،

অনুবাদ: [أَفْعَالِ نَاقِصَة -এর] ষষ্ঠটি হচ্ছে ظَلَّ সপ্তমটি হচ্ছে بَاتَ এবং এ দু'টি শব্দ مَضْمُوْن جُمْلَة তথা বাক্যের ভাবার্থকে তাদের সময়ের সাথে সংযুক্ত করার জন্য ব্যবহার হয়। তা হলো, দিন ও রাত। সুতরাং ظَلَّ টা বাক্যের ভাবার্থকে দিনের সাথে মিলানোর জন্য আসে। আর بَاتَ টা বাক্যের ভাবার্থকে রাতের সাথে মিলানোর জন্য আসে। যেমন- ظَلَّ زَيْدٌ كَاتِبًا [যায়েদ দিনের বেলায় লেখক হয়ে গেল]। অর্থাৎ তার লিখন দিনের বেলায় অর্জন হয়েছে। بَاتَ زَيْدٌ نَائِمًا [যায়েদ রাতের বেলায় ঘুমিয়েছে]। অর্থাৎ, তার নিদ্রা রাতের বেলায় অর্জিত হয়েছে। কখনো এ দু'টি صَارَ -এর অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন- ظَلَّ الصَّبِيُّ بَالِغًا [শিশু প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে গেল]। بَاتَ الشَّابُّ شَيْخًا [যুবক বৃদ্ধ হয়ে গেল]। অষ্টমটি হলো مَا دَامَ -এটা তার اِسْم -এর জন্য তার خَبَر -এর স্থায়িত্বকাল পর্যন্ত কোনো বিষয়ের সময়-সীমা বর্ণনা করার জন্য ব্যবহৃত হয়। সুতরাং এর শুরুতে একটি বাক্য হওয়া আবশ্যক। চাই তা جُمْلَة فِعْلِية হোক বা جُمْلَة اِسْمِية হোক। যেমন- اِجْلِسْ مَا دَامَ زَيْدٌ جَالِسًا [যায়েদ যতক্ষণ পর্যন্ত বসে থাকবে তুমিও ততক্ষণ পর্যন্ত বসে থাক]। زَيْدٌ قَائِمٌ مَا دَامَ عَمْرٌو قَائِمًا [যায়েদ দণ্ডায়মান যতক্ষণ পর্যন্ত আমর দাঁড়িয়ে থাকবে]। নবম হলো مَا زَالَ দশম হলো مَا بَرِحَ একাদশ হলো مَا انْفَكَّ এবং দ্বাদশ হলো مَا فَتِئَ এবং এটিকে কখনো مَا فَتَأَ এবং مَا افْتَأَ-ও বলা হয়। এই চারটি فِعْل -এর প্রত্যেকটির اِسْم -এর জন্য তখন থেকে তার خَبَر -এর সার্বক্ষণিক স্থায়িত্ব বুঝাবে যখন হতে اِسْم টি তার خَبَر কে গ্রহণ করেছে এবং এগুলোর সাথে نَفْي সংযুক্ত হওয়া আবশ্যক। যেমন- مَا زَالَ زَيْدٌ عَالِمًا [যায়েদ সর্বদাই জ্ঞানী]। مَا بَرِحَ زَيْدٌ صَائِمًا [যায়েদ সর্বদাই রোজাদার]। مَا انْفَكَّ بَكْرٌ عَاقِلًا [বকর সর্বদাই বুদ্ধিমান]। مَا فَتِئَ عَمْرٌو فَاضِلًا [আমর সর্বদাই পণ্ডিত]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

৬. ظَلَّ -এর আলোচনা : أَفْعَال ناقصة -এর মধ্যে ظَلَّ -এর অবস্থান ৬ষ্ঠ। এটা بَاب سَمِعَ হতে ব্যবহার হয়। তার রূপান্তর এভাবে যে, ظَلَّ يَظَلُّ ظَلُوْلًا অর্থ হলো, দিনে ছিল বা দিনে হলো। এ فِعْل টি বাক্যের বিষয়বস্তুকে স্বীয় সময় [দিন]-এর সাথে মিলানোর জন্য ব্যবহার হয়। যেমন- ظَلَّ زَيْدٌ كَاتِبًا অর্থ- যায়েদ দিনে লেখক হয়ে গেল। এখানে ظَلَّ টি বাক্যের বিষয় বস্তু كِتَابَةُ زَيْدٍ তথা যায়েদের লিখনকে দিনের সাথে সংযুক্ত করে দিয়েছে।

ظَلَّ টি সাধারণত نَاقِصَة অর্থে ব্যবহার হয়। নাহুবিদ ইবনে মালেক বলেন- ظَلَّ টি تَامَّة -ও হয় যেমন- ظَلَّ النَّهَارُ [দিন হলো] এবং এটা مَا دَامَ ও مَا زَالَ অর্থেও ব্যবহার হয়। তবে সাধারণত ظَلَّ টি উপরে বর্ণিত অর্থটি ব্যতীত صَارَ -এর অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন- ظَلَّ الصَّبِيُّ بَالِغًا -এর অর্থ হলো, صَارَ الصَّبِيُّ بَالِغًا [শিশু প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে গেছে]। এখানে ظَلَّ টি صَارَ -এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে।

৭. بَاتَ -এর আলোচনা : أَفْعَال ناقصة -এর মধ্যে بَاتَ -এর অবস্থান ৭ম। এটা بَاب ضَرَبَ হতে ব্যবহার হয়। যেমন, بَاتَ - يَبِيْتُ - بَيْتُوْتَةً বা بَيْتًا বা بَيَاتًا অর্থ- রাতে ছিল বা রাতে হলো। এ فِعْل টি نَاقِصَة অর্থে ব্যবহৃত হয়। কারো কারো মতে এটি تَامَّة ও হয়। যেমন- بَاتَ الْقَوْمُ [সম্প্রদায় রাত অতিবাহিত করেছে]। এখানে بَاتَ টি تَامَّة হয়েছে।

এবং بَاتَ টি স্বীয় বাক্যের ভাবার্থকে স্বীয় সময় অর্থাৎ রাতের সাথে সংযুক্ত করার জন্য ব্যবহার হয়। যেমন- بَاتَ زَيْدٌ نَائِمًا [যায়েদ সমস্ত রাত ঘুমিয়ে কাটিয়েছে]।

এবং কখনো কখনো بَاتَ টি صَارَ -এর অর্থেও ব্যবহার হয়। যেমন- بَاتَ الشَّابُّ شَيْخًا [যুবক বৃদ্ধ হয়ে গেল]। এখানে بَاتَ টি صَارَ -এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে।

৮. مَا دَامَ -এর আলোচনা : أَفْعَال ناقصة -এর মধ্যে مَا دَامَ -এর অবস্থান ৮ম। এর অর্থ হলো, যে পর্যন্ত। এটা তার خَبَر কে فَاعِل -এর জন্য নির্দিষ্ট সময়ের সাথে অন্য কোনো বিষয়ের সময় সীমা বেঁধে দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। এ কারণে তার পূর্বে একটি বাক্য হওয়া আবশ্যক। চাই তা جُمْلَة فِعْلِية হোক বা جُمْلَة اِسْمِية হোক। কেননা, مَا دَامَ হলো, ظرف যা সর্বদাই অন্যের সাথে সম্পৃক্ত থাকে। যেমন- اِجْلِسْ مَا دَامَ زَيْدٌ جَالِسًا [যায়েদ বসে থাকা পর্যন্ত তুমি বসে থাক]। এটা হলো مَا دَامَ -এর পূর্বের বাক্যটি جُمْلَة فِعْلِية হওয়ার উদাহরণ এবং زَيْدٌ قَائِمٌ مَا دَامَ عَمْرٌو قَائِمًا [যায়েদ দণ্ডায়মান যতক্ষণ পর্যন্ত আমর দাঁড়িয়ে থাকবে]। এটি مَا دَامَ -এর শুরুতে جُمْلَة اِسْمِية হওয়ার উদাহরণ।

৯. مَا زَالَ -এর আলোচনা : أَفْعَال ناقصة -এর মধ্যে مَا زَالَ -এর অবস্থান ৯ম। এটা زَالَ - يَزَالُ হতে خَافَ - يَخَافُ -এর ওজনে আসলে أَفْعَال نَاقِص -এর অন্তর্ভুক্ত হবে। আর زَالَ - يَزُوْلُ অর্থাৎ بَاب نَصَرَ হতে আসলে نَاقِص হবে না। এর মূলরূপ زَالَ ; এর সাথে مَا যুক্ত করে مَا زَالَ বানানো হয়েছে। যেমন- مَا زَالَ زَيْدٌ عَالِمًا [যায়েদ সর্বদাই জ্ঞানী]।

১০. مَا بَرِحَ -এর আলোচনা : أَفْعَال ناقصة -এর মধ্যে مَا بَرِحَ -এর অবস্থান ১০তম। এটা سَمِعَ -এর ওজনে ব্যবহৃত হয়। যার অর্থ হলো زَالَ عَنْ مَكَانِهِ [সে তার স্থান হতে পদস্খলিত হয়েছে]। এর মূল بَرِحَ, এর সাথে مَا যোগ করে مَا بَرِحَ বানানো হয়েছে। এটা تَامَّة ও نَاقِصَة উভয়ের জন্যই ব্যবহার হয়।

১১. مَا فَتِئَ -এর আলোচনা : أَفْعَال ناقصة -এর মধ্যে مَا فَتِئَ -এর অবস্থান ১১তম। এটাও سَمِعَ -এর ওজনে ব্যবহৃত। এর মূল ছিল فَتِئَ কিন্তু এর প্রথমে একটি مَا যোগ করে مَا فَتِئَ বানানো হয়েছে। এটা সর্বদাই نَاقِصَة -এর জন্য ব্যবহার হয়। এটাকে مَافَتَأَ এবং مَا أَفْتَأَ -ও পাঠ করা যায়।

১২. مَا انْفَكَّ -এর আলোচনা : مَا انْفَكَّ -এর মধ্যে أَفْعَال ناقصة -এর অবস্থান ১২তম। এটার অর্থ হলো مَا انْفَصَلَ [সে পৃথক হয়নি]। এটি تَامَّة ও نَاقِصَة উভয় অর্থেই ব্যবহার হয়। مَا انْفَكَّ টি কখনো مِنْ -এর সাথে ব্যবহার হয়। যেমন– مَا يَنْفَكُّ مِنْ هٰذَا الْأَمْرِ অর্থ– সে এ কাজে সর্বদাই ব্যাপৃত আছে।

এ চারটি فِعْل যখন থেকে আপন خَبَر কে গ্রহণ করে, তখন থেকেই তার اِسْم কে তার জন্য দীর্ঘকাল স্থায়ী রূপে বুঝিয়ে থাকে। যেমন–

مَا بَرِحَ زَيْدٌ صَائِمًا [যায়েদ সর্বদাই রোজাদার ছিল]। مَا زَالَ زَيْدٌ عَالِمًا [যায়েদ সর্বদাই জ্ঞানী ছিল]।

مَا انْفَكَّ زَيْدٌ عَاقِلًا [যায়েদ সর্বদাই বুদ্ধিমান ছিল]। مَا فَتِئَ عَمْرٌو فَاضِلًا [আমর সর্বদাই মর্যাদাবান ছিল]।

বিঃ দ্রঃ এ চারটি فِعْل -এর জন্য نَفى حَرْف তথা না-বোধক অব্যয় আবশ্যক। কেননা, এগুলোর মধ্যে প্রথম থেকেই نَفْى বা না-সূচক অর্থ বিদ্যমান রয়েছে। কাজেই একে হ্যাঁ বাচকের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে হলে এর শুরুতে একটি نَفْى حَرْف আনতে হবে। যাতে করে দুই نَفْى মিলে إِثْبَات বা হ্যাঁ-বাচকে রূপান্তরিত হয়ে যায়। যেমন– زَالَ অর্থ– সে দূর হয়ে গেছে। আর مَا زَالَ অর্থ– সে সর্বদা আছে।

ইবারতের তারকীবসমূহ

তারকীব : ১. قَوْلُهُ : وَهِيَ لِتَوْقِيْتِ شَيْءٍ بِمُدَّةِ ثُبُوْتِ خَبَرِهَا لِاسْمِهَا

مَصْدر تَوْقِيْت আর حَرْف جَار হলো لَام -এর لِتَوْقِيْتِ এবং مُبْتَدَأ হলো هِي আর حَرْف عَطْف হলো واو ثبوت এবং مُضَاف হলো مُدَّة আর حَرْف جَار হলো باء এর بمدة এবং مُضَاف اِلَيْه হলো شيء এবং مُضَاف হলো مضاف مصدر হয়েছে এবং خَبَر হলো مُضَاف اِلَيْه হয়ে مُضَاف এবং ضمير هَا হলো مُضَاف اِلَيْه এবং مُضَاف و مُضَاف , مُضَاف اِلَيْه এবং ضمير هَا হলো مُضَاف এবং اِسْم আর حَرْف جَار হলো لام -এর لِاسْمِهَا مصدر مضاف ,এর- ثبوت হয়েছে مُتَعَلِّق মিলে مَجْرُور ও جَار মিলে مَجْرُور হয়ে مُرَكَّب اِضَافِي اِلَيْه মিলে তার مضاف اليه ও مضاف মিলে مركب اضافي হয়ে مدة এর مضاف। مضاف اليه ও مضاف মিলে مُتَعَلِّق কে مُضَاف اِلَيْه ও مَصْدَر مُضَاف তার تَوْقِيْت , توقيت এর متعلق হয়েছে مجرور ও جار। مجرور নিয়ে مَجْرُور হয়ে لام হলো مُتَعَلِّق হলো مَجْرُور ও جَار ,এর- مستعملة شِبْه فِعْل -এর সাথে مركب اضافي যা উহ্য আছে, তার মাঝে شِبْه فِعْل তার نائب فَاعِل , نائب ضَمِيْر هي হলো مُتَعَلِّق কে নিয়ে شِبْه جُمْلَة হয়ে خَبَر হয়েছে, مُبْتَدَأ ও خَبَر মিলে جُمْلَة اِسْمية خبرية হয়েছে।

তারকীব : ২. قَوْلُهُ : نَحْوُ اِجْلِسْ مَا دَامَ زَيْدٌ جَالِسًا وَزَيْدٌ قَائِمٌ مَا دَامَ عَمْرٌو قَائِمًا

এখানে উহ্য ضَمِيْر হলো أنت হলো فِعْل তার মাঝে مُبْتَدَأ আর نَحْو হলো مُضَاف এবং اجلس হলো نَظِيْره فِعْل نَاقِص এবং زَيْد হলো اِسْم نَاقِص আর جَالِسًا হলো خَبَر نَاقِص ; তার مَا دَامَ আর فَاعِل হলো فِعْل نَاقِص , مفعول فيه ও فاعل ও فعل এর- جملة فعلية إنشائية মিলে مفعول فيه ও فاعل ও فعل হয়ে جُمْلَة فِعْلية خبرية হয়ে خَبَر ও اِسْم কে নিয়ে شِبْه فِعْل এবং তার মাঝে مَعْطُوف عَلَيه আর وَاو হলো حَرْف عَطْف এবং زيد হলো مُبْتَدَأ আর قائم হলো قَائِمًا এবং اِسْم نَاقِص আর عمرو হলো فِعْل نَاقِص আর مَا دَامَ হলো فَاعِل هو ضَمِيْر ; خَبَر نَاقِص হলো قَائِمًا ; فِعْل ও فَاعِل তার شِبْه فِعْل ,এর- قائم হলো مَفْعُول فيه হয়ে جُمْلَة فِعْلية خبرية হয়ে خَبَر ও اِسْم কে নিয়ে نَاقِص তার خَبَر হয়ে شِبْه جُمْلَة হয়েছে خَبَر ও مُبْتَدَأ এর, مُبْتَدَأ ও خَبَر মিলে جُمْلَة اِسْمية خبرية হয়ে مَعْطُوف عَلَيه ,এর- نَحْو হলো مُضَاف اِلَيْه ও مُضَاف মিলে مَعْطُوف হয়েছে, مَعْطُوف ও مَعْطُوف اِلَيْه মিলে مُضَاف হয়েছে خَبَر হয়েছে ও مُبْتَدَأ মিলে خَبَر ও مُبْتَدَأ محذوف -এর, جُمْلَة اِسْمية خبرية হয়ে مُرَكَّب اِضَافِي হয়েছে।

وَالثَّالِثَ عَشَرَ لَيْسَ، وَهِيَ لِنَفْيِ مَضْمُوْنِ الْجُمْلَةِ فِيْ زَمَانِ الْحَالِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: فِيْ كُلِّ زَمَانٍ مِثْلُ لَيْسَ زَيْدٌ قَائِمًا.

وَاعْلَمْ أَنَّ تَقْدِيْمَ أَخْبَارِ هٰذِهِ الْأَفْعَالِ عَلٰى أَسْمَائِهَا جَائِزٌ بِإِبْقَاءِ عَمَلِهَا، مِثْلُ كَانَ قَائِمًا زَيْدٌ، وَعَلٰى هٰذَا الْقِيَاسِ فِيْ الْبَوَاقِيْ، وَأَيْضًا تَقْدِيْمُ أَخْبَارِهَا عَلٰى نَفْسِهَا جَائِزٌ سِوٰى لَيْسَ وَالْأَفْعَالِ الَّتِيْ كَانَ فِيْ أَوَائِلِهَا مَا، مِثْلُ قَائِمًا كَانَ زَيْدٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: تَقْدِيْمُ الْأَخْبَارِ عَلٰى هٰذِهِ الْأَفْعَالِ أَيْضًا جَائِزٌ سِوٰى مَا دَامَ.

أَمَّا تَقْدِيْمُ أَسْمَائِهَا عَلَيْهَا فَغَيْرُ جَائِزٍ، لِأَنَّ أَسْمَائَهَا فَاعِلُهَا، وَالْفَاعِلُ لَا يَجُوْزُ تَقْدِيْمُهُ عَلَى الْفِعْلِ.

وَاعْلَمْ أَنَّ حُكْمَ مُشْتَقَّاتِ هٰذِهِ الْأَفْعَالِ كَحُكْمِ هٰذِهِ الْأَفْعَالِ فِي الْعَمَلِ.

অনুবাদ: এবং ত্রয়োদশ হচ্ছে لَيْسَ এটা বর্তমানকালে বাক্যের ভাবার্থকে نَفْى তথা নাবোধক করার জন্য ব্যবহৃত হয়। কেউ কেউ বলেন, প্রত্যেক কালেই (نفى করার জন্য ব্যবহৃত হয়)। যেমন- لَيْسَ زَيْدٌ قَائِمًا [যায়েদ দাঁড়ানো নয়]।

তুমি জেনে রাখ যে, এ সকল فِعْل গুলোর আমল বাকি রেখে এগুলোর خَبَر কে তার اِسْم -এর উপর مقَدَّم করা জায়েজ। যেমন- كَانَ قَائِمًا زَيْدٌ [যায়েদ দণ্ডায়মান ছিল]। এভাবে অবশিষ্ট فِعْل সমূহের خَبَر -এর ব্যবহার হবে। তদ্রূপ এ فِعْل সমূহের أَخْبَار কে স্বয়ং فِعْل সমূহের উপরও مُقَدَّم করা জায়েজ। لَيْسَ এবং যে সকল فِعْل -এর শুরুতে مَا আছে সেগুলো ব্যতীত। যেমন- قَائِمًا كَانَ زَيْدٌ [যায়েদ দণ্ডায়মান ছিল]। কেউ কেউ বলেন- مَا دَامَ ব্যতীত অন্যান্য فِعْل সমূহের উপর তার خَبَر কে مُقَدَّم করা বৈধ, তবে তার اِسْم কে তার উপর مُقَدَّم করা বৈধ নয়। কেননা, উল্লিখিত فِعْل গুলোর اِسْم সমূহ فَاعِل -এর মতো, আর فَاعِل কে فِعْل -এর উপর مُقَدَّم করা অবৈধ। আর তুমি জেনে রাখ যে, এ সকল فِعْل সমূহের مُشْتَقَّات তথা ক্রিয়া হতে উৎপন্ন সীগাহসমূহের বিধানও আমলের ক্ষেত্রে এ فعل সমূহের মতোই হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

১৩. لَيْسَ -এর আলোচনা : أَفْعَال ناقصة -এর মধ্যে لَيْسَ -এর অবস্থান ১৩তম। এর অর্থ হলো, নেই বা নয়। এটি হলো, أَفْعَال نَاقِصَة -এর সর্বশেষ فِعْل; এটা বর্তমানকালে বাক্যের ভাবার্থকে نَفْى করার জন্য ব্যবহার হয়। যেমন- لَيْسَ زَيْدٌ قَائِمًا [বর্তমানে যায়েদ দণ্ডায়মান নয়]। এখানে لَيْسَ টি مَضْمُوْن جُمْلَة কে نَفْى করেছে।

কোনো কোনো নাহুবিদ মনে করেন যে, لَيْسَ দ্বারা যে বাক্যের ভাবার্থকে نَفْى করা হয় সেটা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সর্বকালেই হতে পারে। কাজেই لَيْسَ زَيْدٌ حَاضِرًا -এর অর্থ যায়েদ অতীতে ছিল না, বর্তমানে নেই এবং ভবিষ্যতেও থাকবে না। এ সকল অর্থই হতে পারে।

উল্লেখ্য যে, গ্রন্থকার ১৩টি أَفْعَال نَاقِصَة -এর বর্ণনা শেষ করে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

১. তিনি বলেছেন যে, أَفْعَال نَاقِصَة -এর خَبَر তার اِسْم -এর উপর مُقَدَّم করা বৈধ এবং এতে করে অর্থে ও আমলে কোনরূপ বিঘ্নতা ঘটবে না। যেমন- كَانَ قَائِمًا زَيْدٌ [যায়েদ দণ্ডায়মান ছিল]। এখানে قَائِمًا হলো, خَبَر আর زَيْدٌ হলো, اِسْم এবং خَبَر টা তার اِسْم -এর উপর مُقَدَّم হওয়া সত্ত্বেও আমলের ক্ষেত্রে কোনোরূপ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়নি।

২. তিনি আরো বলেছেন যে, স্বয়ং أَفْعَال نَاقِصَة -এর উপর তার خَبَر কে مُقَدم করা বৈধ, তবুও আমলের ক্ষেত্রে কোনোরূপ অসুবিধা হবে না। যেমন- قَائِمًا كَانَ زَيْدٌ [যায়েদ দণ্ডায়মান ছিল]। তবে এ হুকুমটি لَيْسَ, مَا دَامَ, مَا بَرِحَ, مَا فَتِئَ ও مَا انْفَكَّ -এর মধ্যে প্রযোজ্য নয়। কিন্তু কেউ কেউ বলেন যে, শুধুমাত্র مَا دَامَ এর উপর তার خَبَر টা مُقَدَّم হতে পারে না।

কিন্তু أَفْعَال نَاقِصَة -এর خَبَر -এর ন্যায় তার اِسْم টা أَفْعَال نَاقِصَة -এর উপর مُقَدَّم হতে পারে না। কেননা, أَفْعَال نَاقِصَة -এর اِسْم হলো তার فَاعِل স্বরূপ আর فَاعِل স্বয়ং তার فِعْل -এর উপর مُقَدَّم হতে পারে না। এ জন্য এর اِسْم টা তার উপর مُقَدَّم হতে পারে না।

৩. أَفْعَال نَاقِصَة -এর مُشْتَقَّات তথা এ فِعْل সমূহ হতে নির্গত সীগার হুকুম বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন যে, তার مُشْتَقَّات -এর হুকুমও এরূপই হবে। চাই তার مُشْتَقَّات টা مَاضِي হোক বা مُضَارِع হোক বা أَمْر হোক বা نَهْى হোক, সকলের একই হুকুম। তবে لَيْسَ টা مَاضِى ছাড়া এবং مَا زَالَ ও مَا دَامَ এবং তার সমার্থবোধক শব্দ مَاضِى ও مُضَارِع ছাড়া অন্য কোনো সীগায় রূপান্তর হয় না।

أَيْضًا -এর বিশ্লেষণ : এটা اُضْ فِعْل -এর مَفْعُوْل مُطْلَق এবং কখনো أَيْضًا কে مَصْدَر রূপে اِسْم فَاعِل হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কেউ কেউ বলেন যে, أَيْضًا টি اُضْ এর مَفْعُوْل مُطْلَق হয়েছে। যার মাঝে একটি সর্বনাম উহ্য রয়েছে যা اَلْجَوَاز -এর প্রতি প্রত্যাবর্তিত হবে। অর্থাৎ اُضْ اَلْجَوَازُ أَيْضًا।

ইবারতের তারকীবসমূহ

তারকীব : ١. قَوْلُهٗ : وَهِيَ لِنَفْيِ مَضْمُوْنِ الْجُمْلَةِ فِيْ زَمَانِ الْحَالِ

وَاو হলো عَاطِفَة আর هِيَ হলো مُبْتَدَأ এবং لِنَفْي হলো لَام এর- حَرْف جَار এবং نَفْي হলো مصدر مُضَاف আর مضمُوْن হলো مَضْمُوْن مُضَاف তার اِلَيْه হলো اَلْجُمْلَة আর مُضَاف হয়ে مُضَاف اِلَيْه কে مُضَاف নিয়ে مركب اضافی হয়ে مُرَكَّب اِضَافِی হলো نفي এর- مضاف اليه তার مضاف اليه কে নিয়ে مضاف হয়ে مُضَاف اِلَيْه এবং الْحال হলো زمان আর مُضَاف এবং فِيْ হলো حَرْف جَار এর- موصوف হয়ে مُضَاف অতঃপর شِبْه ,الثابت ছে مُتَعَلِّق মিলে مَجْرُور ও جَار ,مَجْرُور হয়েছে, مُرَكَّب হয়ে اِضَافِی মিলে مُضَاف اِلَيْه ও جار ও مجرور মিলে صفت ও موصوف । صفت হয়েছে جُمْلَة شِبْه হয়ে مُتَعَلِّق ও فَاعِل তার فِعْل مجرور মিলে متعلق হলো ও نائب فاعل তার شبه فعل এর সাথে مستعملة হলো متعلق মিলে جملة شبه হয়ে خَبَر হলো هِيَ এর, مُبْتَدَأ ও خَبَر মিলে خبرية اِسْمية ছে جُمْلَة হয়েছে ।

তারকীব : ٢. قَوْلُهٗ : مِثْلُ لَيْسَ زَيْدٌ قَائِمًا

এখানে উহ্য نَظِيْره হলো مُبْتَدَأ مَحْذُوف আর مُضَاف টা مِثْلُ এবং زَيْدٌ হলো فِعْل نَاقِص হলো لَيْس؛ এবং اِسْم نَاقِص হলো قائمًا আর خَبَر نَاقِص ; فِعْلية خبرية ছে جُمْلَة হয়ে مُضَاف اِلَيْه হলো خَبَر ও اِسْم তার فِعْل نَاقِص কে নিয়ে خَبَر ও مُبْتَدَأ ,এর, مُبْتَدَأ مَحْذُوْف হলো خَبَر হয়ে مُرَكَّب اِضَافِی মিলে مُضَاف اِلَيْه ও مُضَاف- এর, مِثْل মিলে خَبَر ও مُبْتَدَأ ছে جُمْلَة اِسْمية خبرية ।

তারকীব : ٣. قَوْلُهٗ : وَاعْلَمْ أَنَّ تَقْدِيْمَ أَخْبَارِ هٰذِهِ الْأَفْعَالِ عَلٰى أَسْمَائِهَا جَائِزٌ بِإِبْقَاءِ عَمَلِهَا

এখানে وا হলো اِسْتينافيه এবং أَنَّ হলো فَاعِل এবং انت হলো ضَمِيْر হলো فِعْل اِعْلَمْ ; حَرْف مُشَبه এবং اِسْم اِشَارة موصوف হলো هٰذِه আর مُضَاف হলো أَخْبَار আর مَصْدر مُضَاف হলো تَقْدِيم এবং بِالفِعْل مُضَاف ও مُضَاف ,এর, أَخْبَار হলো مُضَاف اِلَيْه মিলে مُشَار اِلَيْه ও اِسْم اِشَارة ; مُشَارٌ اِلَيْه صفت হলো اَلْأَفْعَال -এর- أَسْمَائِهَا আর حَرْف جَار হলো عَلٰى ,এর, تقديم হলো مُضَاف اِلَيْه এর- مُرَكَّب اِضَافِی হয়ে পুনরায় مُضَاف اِلَيْه মিলে مُضَاف ও مُضَاف , مُضَاف اِلَيْه আর যমীর ها হলো مُضَاف আর أَسْمَاء হলো على- مُتَعَلِّق ও مُضَاف اِلَيْه তার مصدر مُضَاف ,এর সাথে- تقديم হয়েছে مُتَعَلِّق মিলে مَجْرُور ও جَار ; مجرور এর بِإِبْقَاء আর حَرْف جَار হলো باء এর- مركب اضافی হয়ে اِسْم ان আর شِبْه فِعْل হলো جائِزٌ এবং إبقاء কে নিয়ে مُضَاف اِلَيْه ও مُضَاف , مُضَاف اِلَيْه হলো عَمَلِهَا এবং مُضَاف হলো عمل এর- مُضَاف اِلَيْه আর যমীর ها হলো مُضَاف এবং مُرَكَّب اِضَافِی হয়ে পুনরায় مُضَاف اِلَيْه মিলে مُضَاف ও مُضَاف ,এর, إِبْقَاء হয়েছে مُضَاف اِلَيْه হয়ে مُرَكَّب اِضَافِی মিলে مُضَاف اِلَيْه ও مُضَاف ছে, مَجْرُور হয়েছে, جَار ও مَجْرُور মিলে مُتَعَلِّق হয়েছে جَائِز -এর সাথে, তার মাঝে ضَمِيْر هو হলো فَاعِل , شِبْه جُمْلَة اِسْمية خبرية ছে جُمْلَة হয়েছে, خَبَر اِنَّ ও اِسْم তার اِنَّ , خَبَر اِنَّ হয়ে شِبْه جُمْلَة কে নিয়ে خَبَر ও مُتَعَلِّق ও فَاعِل তার فِعْل হয়ে مَفْعُول হলো اِعْلَم ,এর, فِعْل ও فَاعِل তার مَفْعُول কে নিয়ে فِعْلية انشائية ছে جُمْلَة হয়েছে ।

তারকীব : ৪. قَوْلُهُ : مِثْلُ كَانَ قَائِمًا زَيْدٌ

এখানে উহ্য نَظِيره হলো فِعْل نَاقِص আর قَائِما হলো جُمْلَة فِعْلية خبرية কে নিয়ে خَبَر مُقَدم ও اِسْم তার فِعْل نَاقِص ; اِسْم ناقص خَبَر ناقص مُقَدم হয়ে زَيْدٌ হলো مُبْتَدَأ محذوف হলো خَبَر হয়ে مُرَكَّب اِضَافِى মিলে مُضَاف اِلَيْه ও مُضَاف -এর, مثل হলো مُضَاف اِلَيْه -এর, مُبْتَدَأ ও خَبَر মিলে جُمْلَة اِسْمية خبرية হয়েছে।

তারকীব : ৫. قَوْلُهُ : وَعَلٰى هٰذَا الْقِيَاسِ فِى الْبَوَاقِيْ

এখানে واو হলো عاطفة আর عَلٰى হলো حَرْف جَار এবং هذا হলো موصوف اِسْم اِشَارة আর اَلْقِياس হলো مُشَار اِلَيْه ও اِسْم اِشَارة ; مُشَار اِلَيْه মিলে مَجْرُور হয়েছে عَلٰى হরফে জার-এর। مَجْرُور ও جَار মিলে مُتَعَلِّق হয়েছে قِسْ -এর সাথে যা উহ্য فِعْل ; তার ضَمِيْر হলো فَاعِل এবং فِىْ হলো حَرْف جَار আর الْبَوَاقِيْ হলো مَجْرُور ; جَار ও مَجْرُور মিলে مُتَعَلِّق ثانى হয়েছে قس -এর সাথে, فِعْل তার فَاعِل ও উভয় مُتَعَلِّق কে নিয়ে جُمْلَة فِعْلية انشائية হয়েছে।

তারকীব : ৬. قَوْلُهُ : مِثْلُ قَائِمًا كَانَ زَيْدٌ

এখানে উহ্য نَظِيْره হলো فِعْل نَاقِص আর مُبْتَدَأ مَحْذوف হলো مُضَاف এবং مِثْلُ হলো خَبَر ناقص مُقَدم আর كَانَ হলো جُمْلَة فِعْلية خبرية কে নিয়ে خَبَر مُقَدم ও اِسْم তার فِعْل نَاقِص , اِسْم نَاقِص এবং زَيْدٌ হলো مُبْتَدَأ مَحْذوف হয়ে خَبَر হলো مُرَكَّب اِضَافِى হয়ে مُضَاف اِلَيْه ও مُضَاف মিলে مُضَاف اِلَيْه হয়েছে مثل -এর, خَبَر ও مُبْتَدَأ মিলে جُمْلَة اِسْمية خبرية হয়েছে।

অনুশীলনী

১. أَفْعَال نَاقِصَة কাকে বলে? তা কয়টি ও কী কী উদাহরণসহ লিখ।

২. أَفْعَال نَاقِصَة -এর আমল কী এবং তার নামকরণের স্বার্থকতা আলোচনা কর।

৩. كَانَ কত প্রকার ও কী কী বিস্তারিত লিখ।

৪. তারকীব কর : وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ نَاقِصَةً لِأَنَّهَا لَاتَكُوْنُ بِمُجَرَّدِ الْفَاعِلِ كَلَامًا تَامًّا

৫. صَارَ সম্পর্কে যা জান লিখ।

৬. لَيْسَ - مَا دَامَ - أَمْسٰى - ظَلَّ ও بَاتَ সম্পর্কে আলোচনা কর।

৭. أَفْعَال نَاقِصَة -এর خَبَر ও اِسْم কে مُقَدَّم করা যায় কী না বিস্তারিত লিখ।

৮. أَفْعَال نَاقِصَة -এর مُشْتَقَّات -এর হুকুম বিস্তারিত লিখ।

৯. তারকীব কর : وَعَلٰى هٰذَا الْقِيَاسِ فِى الْبَوَاقِيْ

اَلنَّوْعُ الْحَادِيْ عَشَرَ : একাদশ প্রকার

أَفْعَالُ الْمُقَارَبَةِ [নৈকট্যজ্ঞাপক ক্রিয়াসমূহ]

أَفْعَالُ الْمُقَارَبَةِ وَاِنَّمَا سُمِّيَتْ بِهٰذَا الاِسْمِ لِاَنَّهَا تَدُلُّ عَلَى الْمُقَارَبَةِ، وَهِيَ اَرْبَعَةٌ، اَلْاَوَّلُ عَسٰى وَهُوَ فِعْلٌ مُتَصَرِّفٌ لِدُخُوْلِ تَاءِ التَّأْنِيْثِ السَّاكِنَةِ فِيْهِ، نَحْوُ عَسَتْ، وَغَيْرُ مُتَصَرِّفٍ؛ إِذْ لَا يُشْتَقُّ مِنْهُ مُضَارِعٌ وَاسْمَا فَاعِلٍ وَمَفْعُوْلٍ وَاَمْرٌ وَنَهْيٌ مَثَلًا، وَعَمَلُهُ عَلٰى نَوْعَيْنِ، اَلْاَوَّلُ اَنْ يَرْفَعَ الاِسْمَ وَهُوَ فَاعِلُهُ، وَيَنْصِبَ الْخَبَرَ وَيَكُوْنُ خَبَرُهُ فِعْلًا مُضَارِعًا مَعَ اَنْ، وَحِيْنَئِذٍ يَكُوْنُ بِمَعْنٰى قَارَبَ، نَحْوُ عَسٰى زَيْدٌ اَنْ يَّخْرُجَ، فَزَيْدٌ مَرْفُوْعٌ بِاَنَّهُ اِسْمُهُ وَفَاعِلُهُ، وَاَنْ يَّخْرُجَ فِيْ مَوْضِعِ النَّصْبِ بِاَنَّهُ خَبَرُهُ بِمَعْنٰى قَارَبَ زَيْدٌ الْخُرُوْجَ.

وَيَجِبُ اَنْ يَّكُوْنَ خَبَرُهُ مُطَابِقًا لِاسْمِهِ فِي الْاِفْرَادِ وَالتَّثْنِيَةِ وَالْجَمْعِ وَالتَّذْكِيْرِ وَالتَّأْنِيْثِ، نَحْوُ عَسٰى زَيْدٌ اَنْ يَّقُوْمَ وَعَسَى الزَّيْدَانِ اَنْ يَّقُوْمَا وَعَسَى الزَّيْدُوْنَ اَنْ يَّقُوْمُوْا.

অনুবাদ: [একাদশ প্রকার] أَفْعَال مقاربة তথা নৈকট্যজ্ঞাপক ক্রিয়াসমূহ। নিশ্চয় এগুলোকে এ নামে নামকরণ করা হয়েছে। কেননা, এগুলো مقاربة তথা নৈকট্যতা বুঝায়। এগুলো হলো চারটি। প্রথমটি عَسٰى এটি রূপান্তরিত একটি ক্রিয়া, কারণ তার মাঝে সাকিনযুক্ত تَاء تَأْنِيْث প্রবেশ করেছে। যেমন- عَسَتْ, এবং অন্যদিকে তা অরূপান্তরযোগ্য। কেননা তার থেকে مُضَارِع ও فَاعل - مَفْعُوْل -এর اِسْم - أَمْر - نَهى ইত্যাদি فِعْل বা সীগাহ বের হয় না। তার আমল হলো দু'প্রকার। ১. তা اِسْم -কে رَفْع দিবে এবং সেটি তার فَاعِل হবে এবং خَبَر -কে نَصْب দিবে এবং তার خَبَر টা أن যুক্ত مُضَارِع فِعْل হবে। তখন তা قَارَبَ তথা নিকটবর্তীর অর্থ প্রদান করবে। যেমন- عَسٰى زَيْدٌ اَنْ يَّخْرُجَ অর্থ- অচিরেই যায়েদ বের হবে। সুতরাং যায়েদ مَرْفُوْع হয়েছে। কেননা তা (عَسٰى ক্রিয়া)-এর اسم এবং তার فاعل এবং يَّخْرُجَ اَنْ টা نَصْب -এর স্থানে রয়েছে। কেননা তা [عَسٰى ক্রিয়ার] خَبَر , তখন অর্থ হবে قَارَبَ زَيْدٌ الْخُرُوْجَ অর্থাৎ যায়েদের বের হওয়াটা নিকটবর্তী হলো।

এবং তার خَبَر টা তার اِسْم অনুযায়ী হওয়াটা অবশ্যই জরুরি। একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন এবং পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গের ক্ষেত্রে। যেমন- عَسٰى زَيْدٌ اَنْ يَّقُوْمَ [অচিরেই যায়েদ দণ্ডায়মান হবে]। عَسَى الزَّيْدَانِ اَنْ يَّقُوْمَا অচিরেই উভয় যায়েদ দাঁড়াবে। عَسَى الزَّيْدُوْنَ اَنْ يَّقُوْمُوْا [অচিরেই সকল যায়েদ দণ্ডায়মান হবে]।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

عَوَامِل سَمَاعِيَّة -এর তেরো প্রকারের মধ্যে একাদশ প্রকার হলো أَفْعَال مقاربة তথা নৈকট্যবোধক ক্রিয়া।

مقاربة এটা قُرْبٌ মাদ্দা হতে নির্গত بَاب مُفَاعَلَة -এর মাসদার। এর অর্থ হলো, নিকটবর্তী হওয়া।

ইলমে নাহুর পরিভাষায় أَفْعَال مقاربة এমন কতিপয় فِعْل কে বলা হয়, যা নিকটকালে কোনো কাজ হওয়া বা করাকে বুঝায় কিংবা যে সকল فِعْل স্বীয় فَاعِل কে خَبَر -এর নিকটবর্তী করে দেয় তাকে أَفْعَال مقاربة বলে।

أَفْعَال مقاربة হলো ৪টি। ১. عَسٰى ২. كَادَ ৩. كَرَبَ ৪. أَوْشَكَ

এ চারটি فِعْل আবার তিন ভাগে বিভক্ত।

১. এমন فِعْل যার اِسْم -এর জন্য তার خَبَر টা অর্জিত হওয়ার আশা করা হয়। যেমন- عَسَى اللهُ اَنْ يُّدْخِلَنِي الْجَنَّةَ [আশা করি, আল্লাহ আমাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন]। عَسَى النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يَّشْفَعَ لِي [আশা করি, মহানবী ﷺ আমার জন্য সুপারিশ করবেন]। এখানে أَفْعَال مقاربة -এর فِعْل -টি اسم -এর জন্য তার خَبَر টা অর্জিত হওয়ার আশা করা হয়েছে।

২. কোনো কোনো فِعْل - شُرُوْع অর্থাৎ কার্যক্রম শুরু করা ও أَخْذ অর্থাৎ গ্রহণ করা অর্থ প্রদান করে। যেমন- طَفِقَ زَيْدٌ اَنْ يَّخْرُجَ [যায়েদ অতি শীঘ্রই বের হওয়া শুরু করল]। এখানে طَفِقَ - فِعْل টি أَخْذ ও شُرُوْع কে বুঝিয়েছে।

৩. কোনো কোনো فِعْل সরাসরি আপন خَبَر কে فَاعِل -এর নিকটবর্তী করে দেয়। যেমন- كَادَ زَيْدٌ اَنْ يَّخْرُجَ [যায়েদের বহির্গমন খুবই নিকটবর্তী]। এখানে كَادَ فِعْل টি তার خَبَر -কে তার اِسْم -এর নিকটবর্তী করে দিয়েছে।

أَفْعَال مقاربة -এর আমল : এই فِعْل গুলো جُمْلَة اِسْمية -এর শুরুতে এসে তার اِسْم কে رَفْع প্রদান করে এবং خَبَر কে نَصْب প্রদান করে। যেমন- عَسٰى زَيْدٌ اَنْ يَخْرُجَ, তবে এর خَبَر টা সাধারণত اَنْ যুক্ত فِعْل مُضَارِع হয়।

عَسٰى -এর আলোচনা : এটি শুধুমাত্র مَاضِى -এর দু'টি সীগাহ অর্থাৎ وَاحِد مُذَكَّر غَائِب ও وَاحِد مُؤَنَّث غَائِب -এর জন্যই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এছাড়া عَسٰى হতে অন্য কোনো রূপান্তর হয় না। কাজেই عَسٰى হতে مُضَارِع বা اِسْم مَفْعُوْل বা اِسْم فَاعِل বা أَمْر বা نَهْى ইত্যাদি সীগাহ পাওয়া অসম্ভব।

عَسٰى -এর আমল : এর আমল দু'ধরনের-

১. এটা তার اِسْم কে فَاعِل হিসেবে رَفع প্রদান করবে এবং এর خَبَر টি اَنْ যুক্ত فِعْل مُضَارع হবে ও نَصْب -এর স্থানে পতিত হবে। এমতাবস্থায় عَسٰى টি قَارَبَ তথা 'নিকটবর্তী হলো' অর্থে ব্যবহার হবে। যেমন- عَسٰى زَيْدٌ اَنْ يَّخْرُجَ অর্থ- যায়েদ বের হওয়ার নিকটবর্তী হলো।

এ উপমার মাঝে عَسٰى তার اِسْم زَيْدٌ - কে فَاعِل হিসেবে رَفْع প্রদান করেছে এবং اَنْ يَّخْرُجَ বা فِعل مُضَارع টা اَنْ যুক্ত হয়ে তার [عَسٰى ক্রিয়ার] خَبَر হয়েছে ও نَصْب -এর স্থানে পতিত হয়েছে। অতএব عَسٰى زَيْدٌ اَنْ يَّخْرُجَ অর্থ হলো, قَارَبَ زَيْدُنِ الْخُرُوْجَ অর্থ- যায়েদ বের হওয়ার নিকটবর্তী হলো।

২. مُتَأَخِّرِيْن নাহ্বীদের মতানুসারে এটি كَانَ -এর মতো اِسْم কে رَفْع দিবে এবং خَبَر কে نَصْب দিবে।

- নাহুবিদ সিবওয়াইহির নিকট عَسٰى -এর خَبَر টি اَنْ যুক্ত فِعْل مُضَارع হবে। এ কথাটি বিশুদ্ধ নয়।
- আবার কেউ কেউ বলেন যে, اَنْ টি অতিরিক্ত হিসেবে ব্যবহার হয়েছে।
- কেউ কেউ বলেন- فِعْل مُضَارِع -এর সাথে اَنْ যুক্ত হলে তা مَفْعُوْل -এর সাদৃশ্য হয়ে যায়। তখন عَسٰى -এর خَبَر টি كَانَ এর خَبَر -এর ন্যায় থাকে না।

عَسٰى -এর خَبَر -এর বিধান : عَسٰى -এর خَبَر -এর বিধান হলো, এটা তার اِسْم -এর সাথে وَاحِد [একবচন] تَثْنِيَه [দ্বিবচন] جَمْع [বহুবচন] এবং مُذَكَّر [পুংলিঙ্গ] ও مُؤَنَّث [স্ত্রী লিঙ্গ] -এর ক্ষেত্রে একই রকম হবে। অর্থাৎ اِسْم টি مُذَكَّر হলে خَبَر টিও مُذَكَّر হবে, اِسْم টি مُؤَنَّث হলে خَبَر টিও مُؤَنَّث হবে। اِسْم টি وَاحِد হলে خَبَر টিও وَاحِد হবে ইত্যাদি। যেমন–

(١) عَسٰى زَيْدٌ اَنْ يَقُوْمَ (٢) عَسٰى الزَّيْدَانِ اَنْ يَقُوْمَا (٣) عَسٰى الزَّيْدُوْنَ اَنْ يَقُوْمُوْا (٤) عَسَتْ هِنْدٌ اَنْ تَقُوْمَ (٥) عَسَتِ الْهِنْدَانِ اَنْ تَقُوْمَا (٦) عَسَتِ الْهِنْدَاتُ اَنْ يَقُمْنَ -

উল্লিখিত উপমাগুলোর মাঝে লিঙ্গ ও বচনের ক্ষেত্রে خَبَر টি তার اِسْم অনুযায়ী হয়েছে।

মূলত عَسٰى -এর خَبَر টা ঐ সময় পর্যন্ত তার اِسْم -এর অনুযায়ী হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত اِسْم ظَاهِر টা اِسْم হবে। আর যদি তা اِسْم ضَمِيْر হয়, তবে তখন সামঞ্জস্যতা শর্ত নয়।

ইবারতের তারকীবসমূহ

তারকীব : ١. قَوْلُهٗ : نَحْوُ عسٰى زَيْدٌ اَنْ يَخْرُجَ

এখানে উহ্য نَظِيْرُه হলো مُبْتَدَأ مَحْذوف আর نَحْو হলো مُضَاف আর عَسٰى হলো أَفْعَال مقاربة এবং زَيْدٌ হলো فَاعِل তার فِعْل ; فَاعِل হলো هو ضَمِيْر এবং يَخْرُج হলো فِعْل আর তার মাঝে حرف مصدر হলো اَنْ আর اِسْم কে নিয়ে اسمية إنشائية হয়েছে عَسٰى তার اِسْم ও خَبَر কে নিয়ে جُمْلَة فِعْلية হয়ে خَبَر হয়েছে, عَسٰى-এর جُمْلَة اسمية হয়ে مُبْتَدَأ محذوف হলো خَبَر হয়ে مُرَكَّب اِضَافِى মিলে مُضَاف اِلَيْه ও مُضَاف, -এর نحو হলো مُضَاف اِلَيْه -এর, مُبْتَدَأ ও خَبَر মিলে جُمْلَة اِسْمية خبرية হয়েছে।

তারকীব : ٢. قَوْلُهٗ : وَيَجِبُ اَنْ يَكُوْنَ خَبَرُه مُطَابِقًا لِاِسْمِهٖ فِى الْاِفْرَادِ وَالتَّثْنِيَةِ وَالْجَمْعِ وَالتَّذْكِيْرِ وَالتَّأْنِيْثِ.

خَبَرُه -এর فِعْل نَاقِص হলো يَكُوْن আর حرف مصدر হলো اَنْ এবং فِعْل হলো يَجِبُ আর عَاطِفَة হলো واو -এর يَكُوْن হয়ে مركب اِضَافى হলো مُضَاف اِلَيْه ও مُضَاف ; مُضَاف اِلَيْه ه যমীর এবং مُضَاف হলো خَبَر আর جَار হলো لام -এর لِاِسْمِهٖ আর فَاعِل হলো هو ضَمِيْر তার মাঝে شِبْه فِعْل হলো مُطَابِقًا আর اِسْم হয়েছে, আর مَجْرُور হয়ে مُرَكَّب اِضَافِى মিলে مُضَاف اِلَيْه ও مُضَاف ; مُضَاف اِلَيْه ه যমীর এবং مُضَاف হলো اِسْم আর اَلْاِفْرَاد হয়েছে, حَرْف جَار আর فِىْ হলো مُتَعَلِّق -এর সাথে এবং مطابقا হলো أول مَجْرُور ও جَار মিলে حَرْف عَطْف হলো واو এবং مَعْطُوف হলো اَلتَّثْنِيَة আর حَرْف عَطْف হলো واو এবং مَعْطُوف عَلَيه আর حَرْف হলো وَاو এবং مَعْطُوف হলো اَلتَّذْكِيْر আর حَرْف عَطْف হলো وَاو এবং مَعْطُوف ثَالِث হলো اَلْجَمْع আর حَرْف হলো وَاو এবং مَعْطُوف ثَانِى হলো اَلتَّأْنِيْث আর عَطْف -এর, فِىْ হয়েছে مَجْرُور হয়েছে مَعْطُوف তার সকল مَعْطُوف কে নিয়ে مَجْرُور; مَعْطُوف عَلَيه; مَعْطُوف رابع হলো شِبْه فِعْل, -এর مُطَابِقًا হয়েছে مُتَعَلِّق তার شِبْه فِعْل ও فَاعِل ও উভয় কে নিয়ে مُتَعَلِّق ثَانِي মিলে مَجْرُور ও جَار بِتَأْوِيْل مصدر হয়ে جُمْلَة فِعْلية خبرية হয়ে خَبَر ও اِسْم তার فِعْل نَاقِص কে নিয়ে خَبَر হয়ে جُمْلَة -এর, يَكُون হয়ে فَاعِل হলো يَجِب এর, فِعْل ও فَاعِل মিলে جُمْلَة فِعْلية خبرية হয়েছে।

وَعَسَتْ هِنْدٌ اَنْ تَقُوْمَ وَعَسَتِ الْهِنْدَانِ اَنْ تَقُوْمَا وَعَسَتِ الْهِنْدَاتُ اَنْ يَّقُمْنَ، وَهٰذَا اَيْ كَوْنُ الْخَبَرِ مُطَابِقًا لِلْفَاعِلِ اِذَا كَانَ الْفَاعِلُ اسْمًا ظَاهِرًا، اَمَّا اِذَا كَانَ مُضْمَرًا فَلَيْسَتِ الْمُطَابَقَةُ بَيْنَهُمَا شَرْطًا .

وَالنَّوْعُ الثَّانِيْ مِنَ النَّوْعَيْنِ الْمَذْكُوْرَيْنِ اَنْ يَّرْفَعَ الْاِسْمَ وَحْدَهُ، وَذٰلِكَ اِذَا كَانَ اسْمُهُ فِعْلًا مُضَارِعًا مَعَ اَنْ، فَيَكُوْنُ الْفِعْلُ الْمُضَارِعُ مَعَ اَنْ فِيْ مَحَلِّ الرَّفْعِ بِاَنَّهُ اسْمُهُ، وَيَكُوْنُ عَسٰى حِيْنَئِذٍ بِمَعْنٰى قَرُبَ، مِثْلُ عَسٰى اَنْ يَّخْرُجَ زَيْدٌ اَيْ قَرُبَ خُرُوْجُهُ، فَلَا يَحْتَاجُ فِيْ هٰذَا الْوَجْهِ اِلَى الْخَبَرِ بِخِلَافِ الْوَجْهِ الْاَوَّلِ، لِاَنَّهُ لَا يَتِمُّ الْمَقْصُوْدُ فِيْهِ بِدُوْنِ الْخَبَرِ، فَيَكُوْنَ الْاَوَّلُ نَاقِصًا وَالثَّانِيْ تَامًّا -

---

অনুবাদ: عَسَتْ هِنْدٌ اَنْ تَقُوْمَا [অচিরেই হিন্দা দাঁড়াবে]। عَسَتِ الْهِنْدَانِ اَنْ تَقُوْمَا [অচিরেই উভয় হিন্দা দণ্ডায়মান হবে]। عَسَتِ الْهِنْدَاتُ اَنْ يَقُمْنَ [অচিরেই সকল হিন্দা দণ্ডায়মান হবে]। এবং এটা অর্থাৎ خَبَر টা فَاعِل-এর অনুযায়ী হবে যখন فَاعِل টা اِسْم ظَاهِر হবে। সুতরাং যখন فَاعِل টা اِسْم مضمر হবে, তখন উভয়ের মাঝে সামঞ্জস্যতা রক্ষা করা শর্ত নয়।

উল্লিখিত দু'প্রকারের মধ্যে দ্বিতীয় প্রকার হলো যে, তা শুধুমাত্র اِسْم কে رَفْع দিবে। এটা ঐ সময় যখন তার اِسْم টা اَنْ-এর সাথে فِعْل مُضَارِع হবে। সুতরাং اَنْ যুক্ত فِعْل مُضَارِع টা তখন رَفْع-এর স্থানে পতিত হবে। কেননা তা তার اِسْم, আর তখন عَسٰى টা قَرُبَ-এর অর্থে ব্যবহার হবে। যেমন- عَسٰى اَنْ يَخْرُجَ زَيْدٌ অর্থাৎ قَرُبَ خُرُوْجُهُ [যায়েদের বের হওয়া নিকটবর্তী হলো]। সুতরাং এ ক্ষেত্রে সে خَبَر-এর মুখাপেক্ষী হবে না। এটা প্রথম অবস্থার বিপরীত। কেননা সে অবস্থাতে خَبَر ব্যতীত উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে না। সুতরাং প্রথমটি نَاقِص তথা অসম্পূর্ণ হবে। আর দ্বিতীয়টি تَام তথা পরিপূর্ণ হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

عَسٰى-এর দ্বিতীয় আমল হলো, এটা শুধু তার اِسْم কে رَفْع দিবে। তবে তখন তার اِسْم টা اَنْ যুক্ত فِعْل مُضَارِع হবে এবং তা رَفْع-এর স্থানে পতিত হবে; তখন عَسٰى টি قَرُبَ-এর অর্থে ব্যবহার হবে। যেমন- عَسٰى اَنْ يَخْرُجَ زَيْدٌ অর্থ হলো, قَرُبَ خُرُوْجُهُ অর্থাৎ যায়েদের বের হওয়া নিকটবর্তী হলো। এখানে عَسٰى টি তার اِسْم কে [যা اَنْ যুক্ত فِعْل مُضَارِع হয়েছে] محل হিসেবে رَفْع দিয়েছে এবং عَسٰى টি قَرُبَ-এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, উপরিউক্ত আলোচনার দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, عَسٰى টি দু'ধরনের-

١. عَسٰى تَامَّة

٢. عَسٰى نَاقِصَة

عَسٰى تَامَّة হলো, যা তার اِسْم কে নিয়ে পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে এবং তার خَبَر -এর কোনো প্রয়োজন হয় না। যেমন- عَسٰى اَنْ يَخْرُجَ زَيْدٌ

عَسٰى نَاقِصَة হলো, যা তার اِسْم ও خَبَر উভয়ের প্রতি মুখাপেক্ষী হয়। যেমন- عَسٰى زَيْدٌ اَنْ يَخْرُجَ

নাহবী ইবনুল মালিক বলেন- عَسٰى টা সর্বদাই نَاقِصَة হয় এবং عَسٰى اَنْ يَخْرُجَ زَيْدٌ বাক্যের মধ্যে اَنْ টা فِعْل مُضَارِع সহ خَبَر এর স্থলাভিষিক্ত হয়েছে।

ইবারতের তারকীবসমূহ

١. قَوْلُهٗ وَهٰذَا اَىْ كَوْنُ الْخَبَرِ مُطَابِقًا لِلْفَاعِلِ اِذَا كَانَ الْفَاعِلُ اِسْمًا ظَاهِرًا

তারকীব : اَلْخَبَر এবং مَصْدر مضاف হলো كَوْنُ এবং حَرْف تَفْسِيْر হলো اَىْ আর مُفَسَّر হলো هٰذَا আর مُسْتَأْنَفَة হলো واو لام- এর لِلْفَاعِلِ আর فَاعِل হলো هو ضَمِيْر আর তার মাঝে شِبْه فِعْل হলো مُطَابِقًا , আর مُضَاف اِلَيْه হলো شِبْه فِعْل- এর সাথে مُطَابِقًا আর حَرْف جَار হলো اَلْفَاعِل আর مَجْرُور ও جَار , مَجْرُور মিলে مُتَعَلِّق হয়েছে خَبَر ও مضاف اليه কে নিয়ে مُتَعَلِّق ও فَاعِل তার مصدر مضاف তার جُمْلَة شِبْه হয়ে خَبَر হয়েছে, مركب মিলে اضافي تفسير ও مفسر। تفسير হয়ে اَذَا হলো ظرف مضاف এবং اسم كَانَ হলো فِعْل نَاقِص আর خَبَر كَانَ মিলে صِفَت ও مَوْصُوْف , صِفَت হলো ظَاهِرًا আর مَوْصُوْف হলো اِسْما এবং اِسْم হলো اَلْفَاعِلُ হলো, كان তার اِسْم ও خَبَر কে নিয়ে جُمْلَة فِعْلية خبرية হয়ে بتاويل مفرد হয়ে مضاف اليه। مضاف ও شبه فعل তার شبه جملة متعلق ও فاعل মিলে متعلق হয়ে ظرف হয়েছে كائن এর সাথে مركب اضافى اليه মিলে خبر ও مبتدا। خبر মিলে جملة اسمية خبرية হয়েছে।

٢. قَوْلُهٗ : النَّوْعُ الثَّانِي مِنَ النَّوْعَيْنِ المَذْكُوْرَيْنَ اَنْ يَرْفَعَ الْاِسْم وَحْدَهٗ

তারকীব : اَلنَّوْعَيْنِ হলো مَوْصُوْف আর اَلثَّانِىْ হলো صِفَت أَوَّل আর مِنْ হলো حَرْف جَار আর اَلنَّوْعُ হলো مَوْصُوْف আর اَلْمَذْكُوْرَيْنِ হলো صِفَت مَجْرُور ও جَار, এর- من حَرْف جَار হলো مَجْرُور মিলে صِفَت ও مَوْصُوْف، شِبْه فِعْل , نائب فَاعِل হলো ضَمِيْر এবং তার شِبْه فعل এবং اَلْمَعْدُوْدُ হলো مُتَعَلِّق- এর সাথে যা উহ্য তার نائب فَاعِل ও مُتَعَلِّق- কে নিয়ে جُمْلَة شِبْه হয়ে صِفَت ثَانِى হয়েছে, مَوْصُوْف তার উভয় صِفَت কে নিয়ে مُبْتَدَأ হয়েছে, আর اَنْ হলো فِعْل তার মাঝে ضَمِيْر এবং فَاعِل হলো هو এবং يَرْفَعَ حرف المصدر এবং وَحْدَهٗ- এর وحد হলো مُضَاف আর يمير ه হলো مُضَاف اِلَيْه , مُضَاف ও اَلْاِسْم হলো ذو الحال এবং ; حَال ও ذُوالْحال মিলে حَالِية جُمْلَة হয়ে به مَفْعُول হলো, مُضَاف اِلَيْه মিলে مُرَكَّب اِضَافِى হয়ে خبر হয়েছে, جُمْلَة فِعْلية خبرية হয়ে جُمْلَة তার فِعْل ও فَاعِل به ও مَفْعُول কে নিয়ে مُبْتَدَأ ও خَبَر মিলে جُمْلَة اِسْمية خَبَرِيَّة গঠিত হলো।

তারকীব : ৩. قَوْلُهُ : مِثْلُ عَسٰى اَنْ يَخْرُجَ زَيْدٌ اَىْ قَرُبَ خُرُوْجُهُ

এখানে نَظِيْره হলো مُبْتَدَأ যা উহ্য আছে আর مِثْلُ হলো مُضَاف আর عَسٰى হলো فِعْل مقاربة এবং اَنْ হলো جُمْلَة فِعْلية আর يَخْرُج হলো فِعْل তার فَاعِل কে নিয়ে حرف مَصْدرِية আর زَيْدٌ হলো فَاعِل ; فِعْل তার فَاعِل কে নিয়ে جُمْلَة فِعْلية হয়ে بتَأْوِيل مَصْدر হয়ে خبرية হয়েছে ,عَسٰى- এর فِعْل عَسٰى তার فَاعِل হয়ে جُمْلَة فِعْلية হয়েছে ,خُرُوْجُهُ- এর مُضَاف হলো خُرُوْج আর قَرُبَ হলো فِعْل এবং حَرْف تَفْسِيْر হলো اَىْ مفسر আর انشائية হয়ে مُضَاف اِلَيْه হলো ه আর যমীর , مُضَاف و مُضَاف اِلَيْه মিলে مُضَاف اِضَافِى হয়ে مُرَكَّب হলো فَاعِل হয়ে قَرُبَ এর, فِعْل তার فَاعِل কে নিয়ে جُمْلَة فِعْلية خبريه হয়ে تفسير ও مفسر ,تفسير হয়েছে, مُضَاف اِلَيْه মিলে مُضَاف হয়েছে ও مُبْتَدَأ ,এর مُبْتَدَأ محذوف হলো خَبَر হয়ে مُرَكَّب اِضَافِى মিলে مُضَاف اِلَيْه ও مُضَاف ,এর- مثل خَبَر মিলে جُمْلية اِسْمية خبرية হয়েছে ।

তারকীব : ৪.

قَوْلُهُ فَلَا يَحْتَاجُ فِىْ هٰذَا الْوَجْهِ اِلَى الْخَبَرِ بِخِلَافِ الْوَجْهِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ لَا يَتِمُّ الْمَقْصُوْدُ فِيْهِ بِدُوْنِ الْخَبَرِ .

এর- فَلَا يَحْتَاجُ এর ذو الحال হলো هو ضَمِيْر আর فِعْل হলো لَا يَحْتَاج ; তার মাঝে تعقيبيه হলো ফা আর لَا يَحْتَاج হলো مُتَعَلِّق أَوَّل মিলে مَجْرُور ও جَار , مَجْرُور হলো هٰذَا الْوَجْه আর حَرْف جَار হলো فِىْ এর, এবং হলো مُتَعَلِّق ثَانِى মিলে مَجْرُور ও جَارْ , مَجْرُور হলো اَلْخَبَر আর حَرْف جَار হলো اِلَى এর, الوَجْهِ এর- بخلَافِ ,يَحْتاج এর- এর باء হলো جَارْ حَرْف আর خِلَاف হলো مُضَاف যা مَصْدر হয়েছে এবং ه আর حَرْف مُشَبَّه بِالفِعْل হলো أَنَّ আর حَرْف جَارْ হলো لَام এর- لِأَنَّهُ আর مُضَاف .اِلَيْه تا الْأَوَّلِ যমীর হলো ضمير هو হলো فِعْل المقصود আর فِعْل হলো لَا يَتِمُّ এবং اِسْم أَنَّ , তাতে বিদ্যমান شِبْه فِعْل ; مُتَعَلِّق তার نائب شِبْه فِعْل এর- اَلْمَقْصُوْدُ সাথে مَجْرُور ও جَارْ হলো فِيْهِ আর , نائب فاعل حَرْف হলো باء এর- بدُونِ ,আর এর- لَا يَتِم হয়েছে فَاعِل হয়ে شِبْه جُمْلَة এর- مُتَعَلِّق ও فاعل مُرَكَّب মিলে مُضَاف اِلَيْه ও مُضَاف ; مُضَاف اِلَيْه হলো اَلْخَبَرِ আর مُضَاف دُوْن আর جَارْ مُتَعَلِّق ও فَاعِل তার فِعْل ,এর- لَايَتِم হলো مُتَعَلِّق মিলে مَجْرُور ও جَارْ , مَجْرُور হয়ে اِضَافى কে নিয়ে جُمْلَة اِسْمية خبرية হয়ে جُمْلَة فِعْلية خبرية হয়েছে, أَنَّ তার اِسْم ও خَبَر কে নিয়ে خَبَر أَنَّ হয়েছে, خِلَاف مَصْدَر ,এর- خلاف এর, لَامْ হলো متعلق হলো মাসদার مَجْرُوْر ও جَارْ মিলে مجْرور مَجْرُور بتاويل مفرد হলো كائنا উহ্য এর, مُضَاف তার اِلَيْه مُتَعَلِّق হলো مَجْرُور ও جَارْ , مجرور মিলে مُتَعَلِّق ও مُضَاف ,এর- فعل شبه ও فاعل তার فِعْل । فاعل ذو الحال ও حال ,حال হয়েছে, شبه جملة হয়ে متعلق ও فاعل মিলে فاعل হয়েছে তার فَاعِل ও তিন مُتَعَلِّق হয়েছে ,এর- جُمْلَة فِعْلية خبرية ।

وَالثَّانِيْ كَادَ، وَهُوَ يَرْفَعُ الِاسْمَ وَيَنْصِبُ الْخَبَرَ، وَخَبَرُهٗ فِعْلٌ مُضَارِعٌ بِغَيْرِ اَنْ وَقَدْ يَكُوْنُ مَعَ اَنْ تَشْبِيْهًا لَهٗ بِعَسٰى، مِثْلُ كَادَ زَيْدٌ يَجِيْءُ، فَزَيْدٌ مَرْفُوْعٌ بِاَنَّهٗ اسْمُ كَادَ وَيَجِيْءُ فِيْ مَحَلِّ النَّصْبِ بِاَنَّهٗ خَبَرُهٗ، مَعْنَاهُ قَرُبَ مَجِيْءُ زَيْدٍ، وَحُكْمُ بَاقِي الْمُشْتَقَّاتِ مِنْ مَصْدَرِهٖ كَحُكْمِ كَادَ، مِثْلُ لَمْ يَكَدْ زَيْدٌ يَجِيْءُ وَلَا يَكَادُ زَيْدٌ يَجِيْءُ.

وَاِنْ دَخَلَ عَلٰى كَادَ حَرْفُ النَّفْيِ فَفِيْهِ خِلَافٌ، قَالَ بَعْضُهُمْ: اِنَّ حَرْفَ النَّفْيِ فِيْهِ مُطْلَقًا يُفِيْدُ مَعْنَى النَّفْيِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: اِنَّهٗ لَايُفِيْدُهٗ بَلِ الْاِثْبَاتُ بَاقٍ عَلٰى حَالِهٖ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: اِنَّهٗ لَايُفِيْدُ النَّفْيَ فِي الْمَاضِيْ وَفِي الْمُسْتَقْبَلِ يُفِيْدُهٗ -

---

অনুবাদ: এবং দ্বিতীয় ক্রিয়াটি হলো كَادَ, এটা اِسْم কে رَفْع দিবে আর خَبَر কে نَصْب দিবে এবং তার خَبَر টা اَنْ টা বিহীন فِعْل مُضَارِع হবে। কখনো عَسٰى -এর সাদৃশ্য হওয়ার কারণে তার خَبَر টা اَنْ যুক্ত হয়। যেমন- كَادَ زَيْدٌ يَجِيْءُ [যায়েদ অচিরেই আসবে]। সুতরাং زَيْدٌ টা رَفْع যুক্ত হয়েছে, কারণ এটা كَادَ -এর اِسْم। আর يَجِيْءُ টা نَصْب -এর স্থানে হয়েছে, কারণ এটা তার خَبَر। তার অর্থ হলো, যায়েদের আগমন নিকটবর্তী হয়েছে। كَادَ -এর ক্রিয়ামূল হতে নির্গত অন্যান্য পদ সমূহের হুকুম كَادَ -এর মতোই। যেমন- لَمْ يَكَدْ زَيْدٌ يَجِيْءُ [যায়েদের আগমন নিকটবর্তী হয়নি]। এবং لَا يَكَادُ زَيْدٌ يَجِيْءُ [যায়েদের আগমন নিকটবর্তী নয়]।

যদি كَادَ -এর উপর حَرْف نَفْى প্রবিষ্ট হয়, তবে এতে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন যে, حرف نفى -টা তার মাঝে مطلق না বোধকের অর্থ প্রদান করবে। কেউ বলেছেন যে, حرْف نَفْى না বোধকের অর্থ প্রদান করবে না; বরং اِثْبَات -টি স্বীয় অবস্থাতেই বিদ্যমান থাকবে। কেউ কেউ বলেছেন যে, مَاضِى -এর মধ্যে কোনো نَفْى -এর অর্থ প্রদান করবে না, তবে مُسْتَقْبَل -এর মধ্যে نَفْى -এর অর্থ প্রদান করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

كَادَ -এর আলোচনা : أَفْعَال مقاربة টির মধ্যে كَادَ -এর অবস্থান হলো দ্বিতীয়। এর রূপান্তর হলো - كَادَ - يَكَادُ - وَمَكَادَةً - كَيْدُوْدَةً - كَيْدًا এটা কেবলমাত্র مَاضِى ও مُضَارِع তে রূপান্তরিত হয়। আল্লামা আসমায়ী বলেন যে, كَادَ কখনো কখনো اِسْم فَاعِل -এর সীগাতেও ব্যবহার হয়।

كَادَ-এর আমল : এটা তার اِسْم কে رَفْع দেয় এবং خَبَر কে نَصْب দেয়। তবে তার خَبَر টা اَنْ বিহীন فِعْل مُضَارِع হবে। যেমন- كَادَ زَيْدٌ يَجِيء ; তবে কখনো কখনো عَسٰى -এর সাথে সাদৃশ্য হওয়ার কারণে اَنْ যুক্ত হয়ে থাকে।

كَادَ -এর مُشْتَقَّات -এর হুকুম : এর থেকে নির্গত সীগাহ সমূহের হুকুমও كَادَ এর মতোই অর্থাৎ সেগুলোও اِسْم কে خَبَر ও رَفْع কে نَصْب দিবে। যেমন- لَا يَكَادُ زَيْدٌ يَجِيءُ বা لَمْ يَكَدْ زَيْدٌ يَجِيءُ

كَادَ -এর শুরুতে حَرْف نَفْى আসলে তার হুকুম : এ ব্যাপারে তিনটি মত রয়েছে-

১. যদি এর শুরুতে حَرْف نَفْى আসে তবে مُطْلَقًا না বোধকের অর্থ দিবে।

২. যদি এর প্রারম্ভে حَرْف نَفْى যুক্ত হয় তবে مُطْلَقًا না বোধকের অর্থ দিবে না বরং হ্যাঁ বোধক বাক্যই বিদ্যমান থাকবে।

৩. কেউ কেউ বলেছেন যে, এর শুরুতে যদি حَرْف نَفْى আসে তবে مَاضِى -এর মধ্যে কোনরূপ অর্থের পরিবর্তন করবে না বরং مُضَارِع -এর মধ্যে نَفْى -এর অর্থ প্রদান করবে।

ইবারতের তারকীবসমূহ

তারকীব : ১. قَوْلُهُ : مِثْلُ كَادَ زَيْدٌ يَجِيْءُ

এখানে نَظِيره হলো مُبْتَدَأ যা উহ্য আছে। আর مِثْلُ হলো مُضَاف এবং كَادَ হলো مقاربة فِعْل আর زَيْدٌ হলো اِسْم আর يَجِيْءُ হলো فِعْل ; তার মাঝে هو ضَمِيْر হলো فَاعِل তার فِعْل؛ فَاعِل কে নিয়ে خبرية فِعْلية جُمْلَة হয়ে كَادَ তার اِسْم ও خَبَر কে নিয়ে خبرية جملة اسمية হয়ে مُضَاف اِلَيْه হয়েছে এর, مِثْل ও مُضَاف اِلَيْه ও مُضَاف, خَبَر মিলে مُرَكَّب اِضَافِى হয়ে خَبَر হলো উহ্য مُبْتَدَأ -এর, مُبْتَدَأ ও خَبَر মিলে خبرية اِسْمية جُمْلَة হয়েছে।

তারকীব : ২. قَوْلُهُ : مَعْنَاهُ قَرُبَ مَجِيْءُ زَيْدٍ

مَعْنَاهُ -এর مُضَاف হলো مُضَاف আর যমীর هُ হলো مُضَاف اِلَيْه ও مُضَاف ; مُرَكَّب اِضَافِى মিলে مُضَاف اِلَيْه ও مُضَاف , مُضَاف اِلَيه হয়ে قَرُبَ আর فِعْل হলো مَجِيْءُ এবং فِعْل হলো مُضَاف আর زَيْد হলো مُبْتَدَأ মিলে خَبَر ও مُبْتَدَأ, خَبَر হয়ে خَبَر হয়েছে, فَاعِل হয়ে جُمْلَة فِعْلية خبرية হয়েছে, فَاعِل ও فِعْل মিলে جُمْلَة اِسْمية خبرية হয়েছে।

তারকীব : ৩. قَوْلُهُ : قَالَ بَعْضُهُمْ اِنَّهُ لَا يُفِيْدُهُ بَلِ الْإِثْبَاتُ بَاقٍ عَلٰى حَالِهِ

بَعْضُهُمْ -এর مُضَاف হলো مُضَاف আর যমীর هُمْ হলো مُضَاف اِلَيْه ও مُضَاف , فِعْل আর قَالَ মিলে فَاعِل হয়ে قول হয়েছে। এবং اِنَّهُ -এর اِنَّ হলো هو ضَمِيْر আর যমীর هُ হলো اِسْم اِنَّ এবং لَا يُفِيْدُهُ- এর لَا يُفِيْد হলো فِعْل আর তার মাঝে উহ্য حَرْف مُشَبَّه بِالْفِعْل হলো فَاعِل আর যমীর ه হলো مَفْعُول به ও فَاعِل তার فِعْل , مَفْعُول به কে নিয়ে خبرية فِعْلية جُمْلَة হয়ে اِنَّ ও اِسْم তার خَبَر কে নিয়ে خبرية جملة اسمية হয়ে مُضَاف اِلَيْه হয়েছে এর, مِثْل ও مُضَاف ও خَبَر মিলে مُرَكَّب اِضَافِى হয়ে خَبَر হলো উহ্য مُبْتَدَأ -এর, مُبْتَدَأ ও خَبَر মিলে خبرية اِسْمية جُمْلَة হয়েছে।

তারকীব : ৩. قَوْلُهُ : قَالَ بَعْضُهُمْ اِنَّهُ لَا يُفِيْدُهُ بَلِ الْإِثْبَاتُ بَاقٍ عَلٰى حَالِهِ

مُضَاف اِلَيْه ও مُضَاف , مُضَاف اِلَيْه আর যমীর هُمْ হলো مُضَاف আর بَعْض হলো بَعْضُهُمْ -এর فِعْل হলো قَالَ মিলে فَاعِل হয়ে قول হয়েছে। এবং اِنَّهُ -এর اِنَّ হলো هو ضَمِيْر আর যমীর هُ হলো اِسْم اِنَّ এবং لَا يُفِيْدُهُ- এর لَا يُفِيْد হলো فِعْل আর তার মাঝে উহ্য حَرْف مُشَبَّه بِالْفِعْل হলো فَاعِل আর যমীর ه হলো مَفْعُول به ও فَاعِل তার فِعْل , مَفْعُول به কে নিয়ে خبرية فِعْلية جُمْلَة হয়ে اِنَّ ও اِسْم তার خَبَر কে নিয়ে خبرية جملة اسمية হয়ে مُضَاف اِلَيْه হয়েছে এর, مِثْل ও مُضَاف ও خَبَر মিলে مُرَكَّب اِضَافِى হয়ে خَبَر হলো উহ্য مُبْتَدَأ -এর, مُبْتَدَأ ও خَبَر মিলে خبرية اِسْمية جُمْلَة হয়েছে।

وَالثَّالِثُ كَرَبَ : وَهُوَ يَرْفَعُ الِاسْمَ وَ يَنْصِبُ الْخَبَرَ، وَخَبَرُهُ يَجِيءُ فِعْلًا مُضَارِعًا دَائِمًا بِغَيْرِ أَنْ، نَحْوُ كَرَبَ زَيْدٌ يَخْرُجُ، والرَّابِعُ أَوْشَكَ وَهُوَ يَرْفَعُ الِاسْمَ وَيَنْصِبُ الْخَبَرَ، وَخَبَرُهُ فِعْلٌ مُضَارِعٌ مَعَ أَنْ أَوْ بِغَيْرِ أَنْ، مِثْلُ أَوْشَكَ زَيْدٌ أَنْ يَجِيءَ أَوْ يَجِيءَ

وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِنَّ أَفْعَالَ الْمُقَارَبَةِ سَبْعَةٌ، هٰذِهِ الْأَرْبَعَةُ الْمَذْكُوْرَةُ وَجَعَلَ وَطَفِقَ وَأَخَذَ، وَهٰذِهِ الثَّلَاثَةُ مُرَادِفَةٌ لِكَرَبَ وَمُوَافِقَةٌ لَهُ فِي جَمِيْعِ الِاسْتِعْمَالِ -

---

অনুবাদ: এবং তৃতীয় হচ্ছে كَرُبَ এটাও স্বীয় اِسْم কে رَفْع প্রদান করে এবং خَبَر কে نَصْب প্রদান করে। তার خَبَر টা সর্বদাই أَنْ ছাড়া فِعْل مُضَارِع হয়। যেমন- كَرَبَ زَيْدٌ يَخْرُجُ [যায়েদের বহির্গমন নিকটবর্তী হয়েছে]।

আর চতুর্থ হলো أَوْشَكَ তা তার اِسْم কে رَفْع দেয় এবং তার خَبَر কে نَصْب দেয়। তার خَبَر টা أَنْ -এর সাথে فِعْل مُضَارِع হয় অথবা أَنْ বিহীন হয়। যেমন- أَوْشَكَ زَيْدٌ يَجِيْءُ বা أَوْشَكَ زَيْدٌ أَنْ يَجِيْءَ [যায়েদের আগমন নিকটবর্তী হয়েছে]।

কেউ কেউ বলেন أَفْعَال مُقَارَبَة হলো মোট ৭টি। উপরে উল্লিখিত চারটি ও أَخَذَ - طَفِقَ - جَعَلَ ; আর এ তিনটি كَرُبَ -এর مُرَادِف [সমার্থবোধক] এবং সকল প্রকারের ব্যবহারেও তা كَرُبَ -এর মতো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

كَرَبَ -এর আলোচনা : أَفْعَال مقاربة এর তৃতীয়টি হলো كَرَبَ। এটা তার اِسْم -কে رَفْع দেয় এবং خَبَر -কে نَصْب দেয়। তবে এর خَبَر টা সর্বদাই أَنْ বিহীন فِعْل مُضَارِع হবে। যেমন- كَرُبَ زَيْدٌ يَخْرُجُ [যায়েদের বের হওয়া নিকটবর্তী হয়েছে]। এখানে كَرَبَ এসে তার اِسْم - زَيْدٌ -কে رَفْع প্রদান করেছে এবং তার خَبَر - يَخْرُجُ -এর মধ্যে مَحَل হিসেবে نَصْب প্রদান করেছে।

أَوْشَكَ -এর আলোচনা : أَفْعَال مُقَارَبَة -এর চতুর্থটি হলো أَوْشَكَ। এটাও اِسْم -কে رَفْع দেয় এবং তার خَبَر -কে نَصْب দেয়। তবে এর خَبَر টা فِعْل مُضَارِع হবে এবং فِعْل مُضَارِع হয়ে أَنْ -এর সাথেও হতে পারে, আবার أَنْ বিহীনও হতে পারে। যেমন- أَوْشَكَ زَيْدٌ يَجِيْءُ অথবা أَوْشَكَ زَيْدٌ أَنْ يَجِيْءَ [যায়েদের আগমন নিকটবর্তী হয়েছে]।

وَقَالَ بَعْضُهُمْ الخ বলে মুসান্নিফ (র.) বলেছেন, পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, أَفْعَال مُقَارَبَة হলো চারটি, তবে কেউ কেউ বলেছেন, أَفْعَال مُقَارَبَة হলো মোট ৭ টি। তা হলো ১. عَسٰى ২. كَادَ ৩. كَرَبَ ৪. أَوْشَكَ ৫. جَعَلَ ৬. طَفِقَ ৭. أَخَذَ ; তবে أَخَذَ ও جَعَلَ - طَفِقَ এ তিনটি অর্থগত ও ব্যবহারিক গত দিক থেকে كَرُبَ -এর মতোই। যেমন- جَعَلَ زَيْدٌ يَخْرُجُ অর্থ- كَرَبَ زَيْدٌ يَخْرُجُ [যায়েদের বহির্গমন নিকটবর্তী হয়েছে]।

ইবারতের তারকীবসমূহ

তারকীব : ১. قَوْلُهُ : نَحْوُ كَرَبَ زَيْدٌ يَخْرُجُ

এখানে উহ্য নযিরে হলো نَحْوُ ; مُبْتَدَأ محذوف হলো مُضَاف আর كَرَبَ হলো مقاربة فِعْل আর زَيْدٌ হলো তার خَبَر হয়ে جُمْلَة فِعْلية হয়েছে, তার ضَمِيْر হলো فَاعِل, فِعْل তার فَاعِل কে নিয়ে جُمْلَة فِعْلية হয়ে خَبَر হয়েছে, اِسْم এবং يَخْرُجُ হলো فِعْل ; তার مُضَاف إِلَيْه হয়েছে مُضَاف হয়েছে نحو এর, مُضَاف ও خَبَر ও اِسْم তার كرب কে নিয়ে جُمْلَة فِعْلية হয়ে مُضَاف إِلَيْه ও مُضَاف মিলে خَبَر হয়ে مُرَكَّب إِضَافِي হয়েছে, مُبْتَدَأ ও خَبَر মিলে جُمْلَة اِسْمية হয়েছে।

তারকীব : ২. قَوْلُهُ : مِثْلُ أَوْشَكَ زَيْدٌ يَجِيْءُ

এখানে উহ্য نَظِيْره হলো مُبْتَدَأ محذوف আর مِثْلُ হলো مُضَاف আর أَوْشَكَ হলো مقاربة فِعْل আর زَيْدٌ হলো তার خَبَر হয়ে جُمْلَة فِعْلية হয়েছে- فَاعِل তার فِعْل; فَاعِل হলো ضَمِيْر তার فِعْل ; فِعْل হলো يَخْرُجُ এবং اِسْم হয়েছে, كرب তার اِسْم ও خَبَر -কে নিয়ে جُمْلَة فِعْلية হয়ে مُضَاف إِلَيْه হয়েছে مثل এর, مُضَاف ও مُضَاف إِلَيْه মিলে خَبَر হয়ে مُرَكَّب إِضَافِي হলো, مُبْتَدَأ ও خَبَر মিলে جُمْلَة اِسْمية হয়েছে।

তারকীব : ৩. قَوْلُهُ : مِثْلُ أَوْشَكَ زَيْدٌ انْ يَجِيْءَ

এখানে উহ্য نظيره হলো مُبْتَدَأ محذوف আর مثلُ হলো مُضَاف আর أَوْشَكَ হলো مقاربة فِعْل আর زَيْدٌ হলো তার اِسْم এবং أَنْ হলো حرف مصدرية আর يَجِيْءَ হলো فِعْل এবং তার ضَمِيْر হলো فَاعِل ; فَاعِل তার فِعْل - কে নিয়ে جُمْلَة فِعْلية হয়ে مصدر হয়েছে, أن হরফুল মাসদার ও মাসদার মিলে خبر হয়েছে। فِعْل مقاربة তার مُضَاف إِلَيْه ও مُضَاف মিলে مُرَكَّب ও اِسْم -কে নিয়ে جُمْلَة فِعْلية হয়ে مُضَاف إِلَيْه হলো مثل এর, مُضَاف -এর, مُبْتَدَأ ও خَبَر মিলে جُمْلَة اِسْمية হয়েছে। مُبْتَدَأ হয়ে خَبَر হলো

অনুশীলনী

১. أَفْعَال مُقَارَبَة কয়টি ও কী কী মতভেদসহ লিখ।

২. أَفْعَال مُقَارَبَة কে কেন أَفْعَال مُقَارَبَة বলা হয় বুঝিয়ে লিখ।

৩. أَفْعَال مُقَارَبَة -এর আমল বিস্তারিতভাবে গুছিয়ে লিখ।

৪. أَفْعَال مُقَارَبَة -এর فِعْل সমূহ অন্যান্য فِعْل -এর ন্যায়। مَاضِي - مُضَارِع - اَمْر - نَهِى ইত্যাদিতে রূপান্তর হয় কি না বিস্তারিত লিখ।

৫. عَسٰى -এর প্রকারভেদ বুঝিয়ে লিখ।

৬. তারকীব কর :

فَلَا يَحْتَاجُ فِيْ هٰذَا الْوَجْهِ إِلَى الْخَبَرِ بِخِلَافِ الْوَجْهِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ لَا يَتِمُّ الْمَقْصُوْدُ فِيْهِ بِدُوْنِ الْخَبَرِ –

اَلنَّوْعُ الثَّانِيْ عَشَرَ : দ্বাদশ প্রকার

أَفْعَالُ الْمَدْحِ وَالذَّمِّ [প্রশংসা ও নিন্দাজ্ঞাপক ক্রিয়াসমূহ]

أَفْعَالُ الْمَدْحِ وَالذَّمِ : وَهِيَ أَرْبَعَةٌ : اَلْأَوَّلُ نِعْمَ : أَصْلُهُ نَعِمَ بِفَتْحِ الْفَاءِ وَكَسْرِ الْعَيْنِ، فَكُسِرَتِ الْفَاءُ اِتِّبَاعًا لِلْعَيْنِ ثُمَّ أُسْكِنَتِ الْعَيْنُ لِلتَّخْفِيْفِ فَصَارَ نِعْمَ، وَهُوَ فِعْلُ مَدْحٍ.

وَفَاعِلُهُ قَدْ يَكُوْنُ اسْمَ جِنْسٍ مُعَرَّفًا بِاللَّامِ، مِثْلُ نِعْمَ الرَّجُلُ زَيْدٌ، فَالرَّجُلُ مَرْفُوْعٌ بِأَنَّهُ فَاعِلُ نِعْمَ، وَزَيْدٌ مَخْصُوْصٌ بِالْمَدْحِ مَرْفُوْعٌ بِأَنَّهُ مُبْتَدَأٌ وَنِعْمَ الرَّجُلُ خَبَرُهُ مُقَدَّمٌ عَلَيْهِ، أَوْ مَرْفُوْعٌ بِأَنَّهُ خَبَرُ مُبْتَدَإٍ مَحْذُوْفٍ وَهُوَ الضَّمِيْرُ، تَقْدِيْرُهُ نِعْمَ الرَّجُلُ هُوَ زَيْدٌ، فَيَكُوْنُ عَلَى التَّقْدِيْرِ الْأَوَّلِ جُمْلَةً وَاحِدَةً وَعَلَى التَّقْدِيْرِ الثَّانِيْ جُمْلَتَيْنِ -

---

অনুবাদ: দ্বাদশ প্রকার أَفْعَال مَدْح وَ ذَمّ তথা প্রশংসা ও নিন্দাজ্ঞাপক ক্রিয়ার বর্ণনা। এগুলো মোট ৪টি। প্রথমটি হলো نِعْم তার মূল ছিল نَعِمَ ফা কালিমা তথা نُوْن -এ যবর এবং আইন কালিমা তথা عَيْن -এ যের দ্বারা। অতঃপর عَيْن كَلِمَة কে فَاء كَلِمَة -এর অনুসরণে যের দেওয়া হয়েছে। এরপর সহজ করার জন্য عَيْن كَلِمَة কে সাকিন করা হয়েছে; ফলে نِعْمَ হয়েছে। এটা فِعْل مَدْح তথা প্রশংসা জ্ঞাপক ক্রিয়া।

(১) তার فَاعِل টা কখনো اسم جنس لامِ تعريف যুক্ত হয়। যেমন- نِعْمَ الرَّجُلُ زَيْدٌ [যায়েদ কতই না ভালো লোক]। সুতরাং رَجُلْ টা رَفْع যুক্ত হয়েছে। কেননা এটা نِعْمَ -এর فَاعِل এবং زَيْدٌ হলো مَخْصُوْص بِالْمَدْح এটাও رَفْع যুক্ত হয়েছে। কেননা এটা مُبْتَدَأ এবং نِعْمَ الرَّجُلُ হলো তার خَبَر যা তার উপর مُقَدَّم হয়েছে। অথবা رَفْع যুক্ত হয়েছে এ কারণে যে এটা مُبْتَدَأ مَحْذُوف -এর خَبَر, আর উহ্য مُبْتَدَأ হলো ضَمِيْر [তথা هُوَ], এর মূল ইবারত হলো نِعْمَ الرَّجُلُ هُو زَيْدٌ ; সুতরাং প্রথম রীতি অনুযায়ী একটি বাক্য হবে। আর দ্বিতীয় রীতি অনুযায়ী দু'টি বাক্য হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

أَفْعَال مَدْح وَذَم -এর দ্বাদশ প্রকার হলো عَوَامِل سَمَاعِيَة।

أَفْعَال مَدْح وَ ذَم -এর পরিচয় : مَدْح -এর مِيْم -এর উপর যবর এবং دَال -এর উপর হবে সাকিন। এর অর্থ হলো প্রশংসা করা। আর ذم -এর ذَال -এর উপর যবর এবং مِيْم -এর উপর তাশদীদ হবে। এর অর্থ হলো নিন্দা করা।

أَفْعَال مَدْح وَ ذَم -এর পারিভাষিক অর্থ : পরিভাষায় أَفْعَالُ الْمَدْحِ وَالذَّم এমন فِعْل -কে বলা হয় যার দ্বারা কোনো বস্তুর বা ব্যক্তির বা কোনো কিছুর প্রশংসা বা নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়।

حَبَّذَا .৪ سَاءَ .৩ بِئْسَ .২ نِعْمَ .১ أَفْعَالُ الْمَدْحِ وَالذَّمِّ এর সংখ্যা : أَفْعَالُ الْمَدْحِ وَالذَّمِّ হলো ৪টি।

১. نِعْم -এর বর্ণনা : أَفْعَالُ الْمَدْحِ وَالذَّمِّ -এর প্রথমটি হলো نِعْمَ -এটা মূলত ছিল نَعِمَ ; নূনে যবর এবং আইনে যের। অতঃপর عَيْن -এর অনুসরণে نُوْن -এর যবরকে যের দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। এরপর সহজ করার জন্য عَيْن -কে সাকিন করে দেওয়া হয়েছে, ফলে نِعْمَ হয়েছে।

নাহুবিদ সীবাওয়াইহ বলেন যে, আহলে আরবগণ نِعْمَ কে তিনভাবে পড়ার উপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

১. نَعِمَ অর্থাৎ نون -এর উপর যবর এবং عين -এর নিচে যের আর ميم -এর উপর যবর।

২. نَعْمَ অর্থাৎ نون -এর উপর যবর আর عين সাকিন এবং ميم -এর উপর যবর।

৩. نِعِمَ অর্থাৎ نون -এর নিচে যের এবং عين -এর নিচেও যের আর ميم -এর উপর যবর।

উল্লেখ্য যে, أَفْعَال مَدْح وَذَم -এর পর যে اِسْم টিকে উল্লেখ করা হয় তাকে مَخْصُوْص بِالذَّم বা مَخْصُوْص بِالْمَدْح বলা হয়। যেখানে نِعْم [প্রশংসার] فِعْل কে আনা হবে, তার পরবর্তী ইসমকে مَخْصُوْص بِالْمَدْح বলা হয় আর যেখানে سَاءَ (নিন্দার) فِعْل কে আনা হবে, তার পরবর্তী اِسْم কে مَخْصُوْص بِالذَّمِّ বলা হবে।

نِعْم -এর فَاعِل ব্যবহারের কতিপয় নীতি :

প্রথম নীতি : نِعْم -এর فَاعِل টা কখনো أَلِف لَام বিশিষ্ট اِسْم جِنْس হয়। যেমন– نِعْمَ الرَّجُلُ زَيْدٌ [যায়েদ কতই না ভাল ব্যক্তি]। আর এখানে اَلرَّجُلُ হলো نِعْم -এর فَاعِل যা أَلِف لَام বিশিষ্ট اِسْم جِنْس হয়েছে। আর اَلرَّجُلُ টা فَاعِل হওয়ার কারণে رَفْع যুক্ত হয়েছে। زَيْدٌ হলো مَخْصُوْص بِالْمَدْح যা مُبْتَدَأ হওয়ার কারণে رفع যুক্ত হয়েছে। তার خَبَر হলো نِعْمَ الرَّجُلُ যা তার উপর مُقَدَّم হয়েছে।

অথবা زَيْدٌ টা خَبَر হওয়ার কারণে ضَمَّة যুক্ত হয়েছে। তার مُبْتَدَأ হলো هُوَ যা زَيْدٌ -এর পূর্বে উহ্য আছে। তবে এর মূল ইবারত হবে نِعْمَ الرَّجُلُ هُوَ زَيْدٌ আর এ ক্ষেত্রে এটি দু'টি বাক্য হবে। অর্থাৎ نِعْمَ الرَّجُلُ হলো প্রথম বাক্য আর هُوَ زَيْدٌ হলো দ্বিতীয় বাক্য।

ইবনে জারীরসহ অধিকাংশ নাহুবিদ এ মতকেই গ্রহণ করেছেন। তবে নাহুবিদ ইবনে উসফুর বলেন– زَيْدٌ শব্দটি হলো مُبْتَدَأ আর তার خَبَر -টি উহ্য। তখন মূল ইবারত হবে نِعْمَ الرَّجُلُ زَيْدٌ مَمْدُوْحٌ

ইবারতের তারকীবসমূহ

তারকীব : ১. قَوْلُهُ : مِثْلُ نِعْمَ الرَّجُلُ زَيْدٌ

এখানে উহ্য হলো مُبْتَدَأ محذوف আর مِثْلُ হলো مُضَاف এবং نِعْمَ হলো فِعْل مدح আর اَلرَّجُلُ হলো فَاعِل مدح ; এখন فَاعِل ও فِعْل مدح মিলে جُمْلَة فِعْلية انشائية হয়ে خَبَر مقدم হয়েছে, আর زَيْدٌ হলো مُبْتَدَأ, مُبْتَدَأ ও خَبَر مقدم মিলে جُمْلَة اِسْمية انشائية হয়ে مُضَاف إِلَيْه হয়েছে এর, مثل مُضَاف ও مُضَاف, এর مُبْتَدَأ, مُبْتَدَأ ও خَبَر মিলে جُمْلَة اِسْمية خَبَرِيَّة হয়ে خَبَر হলো مُبْتَدَأ, مُبْتَدَأ ও خَبَر মিলে مُرَكَّب إِضَافِي হয়েছে।

তারকীব : ২. قَوْلُهُ : مِثْلُ نِعْمَ الرَّجُلُ هُوَ زَيْدٌ

এখানে উহ্য হলো مُبْتَدَأ محذوف আর مِثْلُ হলো مُضَاف আর نِعم হলো فِعْل مدح আর اَلرَّجُلُ হলো فَاعِل مدح ; فَاعِل ও فِعْل مدح মিলে جُمْلَة فِعْلية انشائية হয়ে خَبَر হলো مُبْتَدَأ, আর هُوَ হলো مبدل منه আর زَيْدٌ হলো مُبْتَدَأ, مُبْتَدَأ ও خَبَر মিলে جُمْلَة اِسْمية হয়ে بدل ও مبدل منه , بدل মিলে مُضَاف إِلَيْه হলো مثل এর, مُضَاف ও مُضَاف إِلَيْه, এর مُبْتَدَأ, مُبْتَدَأ ও خَبَر মিলে جُمْلَة اِسْمية خَبَرِيَّة হয়ে خَبَر হলো مُبْتَدَأ محذوف এর, مُبْتَدَأ ও خَبَر মিলে مُرَكَّب إِضَافِي হয়েছে।

وَقَدْ يَكُوْنُ فَاعِلُهُ اسْمًا مُضَافًا إِلَى الْمُعَرَّفِ بِاللَّامِ، نَحْوُ نِعْمَ صَاحِبُ الرَّجُلِ زَيْدٌ، وَقَدْ يَكُوْنُ ضَمِيْرًا مُسْتَتِرًا مُمَيَّزًا بِنَكِرَةٍ مَنْصُوْبَةٍ، مِثْلُ نِعْمَ رَجُلًا زَيْدٌ، والضَّمِيْرُ الْمُسْتَتِرُ عَائِدٌ إِلَى مَعْهُوْدٍ ذِهْنِيٍّ، وَقَدْ يُحْذَفُ الْمَخْصُوْصُ إِذَا دلَّ عَلَيْهِ قَرِيْنَةٌ، مِثْلُ نِعْمَ الْعَبْدُ أَيُّوْبُ وَالْقَرِيْنَةُ سِيَاقُ الْآيَةِ -

وَشَرْطُ الْمَخْصُوْصِ أَنْ يَّكُوْنَ مُطَابِقًا لِلْفَاعِلِ فِي الْإِفْرَادِ وَالتَّثْنِيَةِ وَالْجَمْعِ وَالتَّذْكِيْرِ وَالتَّأْنِيْثِ، مِثْلُ نِعْمَ الرَّجُلُ زَيْدٌ، ونِعْمَ الرَّجُلَانِ الزَّيْدَانِ، وَنِعْمَ الرِّجَالُ الزَّيْدُوْنَ، وَنِعْمَتِ الْمَرْأَةُ هِنْدٌ، وَنِعْمَتِ الْمَرْأَتَانِ الْهِنْدَانِ، وَنِعْمَتِ النِّسَاءُ الْهِنْدَاتُ -

---

অনুবাদ: (২) কখনো نِعْمَ -এর فَاعِل টা এমন اِسْم হবে যা أَلِف لَام যুক্ত مَعْرِفَة -এর দিকে مُضَاف اِسْم হবে। যেমন- نِعْمَ صَاحِبُ الرَّجُلِ زَيْدٌ [যায়েদ লোকটির কতই না ভাল সঙ্গী]। (৩) কখনো কখনো এর فَاعِل টা ضَمِيْر مُسْتَتِر مُمَيَّز بِنَكِرَة مَنْصُوْبَة তথা একটি উহ্য ضمير হয়, যা ممیز হয় এবং তার تمييز আনা হয় একটি نَصْب বিশিষ্ট اِسْم نَكِرَة -এর মাধ্যমে। যেমন- نِعْمَ رَجُلًا زَيْدٌ [পুরুষ হিসেবে যায়েদ কতই না উত্তম]। এবং উহ্য ضَمِيْر টি مَعْهُوْد ذِهْنِي তথা বক্তার স্মৃতিতে নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির দিকে প্রত্যাবর্তনশীল হবে। কখনো قرينة مَخْصُوْص بِالْمَدْح [প্রশংসিত পদ] কে হজফ করা হয়। যখন কোনো এর উপর দালালত করে। যেমন- نِعْمَ الْعَبْدُ أَيُّوْبُ অর্থাৎ نِعْمَ الْعَبْدُ [আইয়ূব কতইনা উত্তম বান্দা। এখানে قَرِيْنَة হলো আয়াতের বচন ভঙ্গি।

مَخْصُوْص بِالْمَدْح -এর জন্য শর্ত হলো যে, তা وَاحِد [একবচন] تَثْنِيَه [দ্বিবচন] جَمْع [বহুবচন] এবং مُؤَنَّث ও مُذَكَّر -এর ক্ষেত্রে তার فَاعِل অনুযায়ী হবে। যেমন-

১. نِعْمَ الرَّجُلُ زَيْدٌ [যায়েদ কতইনা উত্তম ব্যক্তি]।

২. نِعْمَ الرَّجُلَانِ الزَّيْدَانِ [উভয় যায়েদ কতইনা উত্তম ব্যক্তি]।

৩. نِعْمَ الرِّجَالُ الزَّيْدُوْنَ [সকল যায়েদ কতইনা উত্তম ব্যক্তি]।

(উপরিউক্ত উপমাগুলোর মধ্যে فِعْل مَدْح -এর فَاعِل টা مُذَكَّر হয়েছে বিধায় তার مَخْصُوْص بِالْمَدْح টাও مُذَكَّر হয়েছে এবং وَاحِد - تثنِيَة - جَمْع -এর ক্ষেত্রে فَاعِل مَدْح ও مَخْصُوْص بِالْمَدْح একই রকম হয়েছে।)

১. نِعْمَتِ الْمَرْأَةُ هِنْدٌ [হিন্দা কতইনা উত্তম মহিলা]।

২. نِعْمَتِ الْمَرْأَتَانِ هِنْدَانِ [উভয় হিন্দা কতইনা উত্তম মহিলা]।

৩. نِعْمَتِ النِّسَاءُ هِنْدَاتٌ [সকল হিন্দা কতইনা উত্তম মহিলা]।

এ উপমাগুলোর মধ্যে فَاعِل مَدْح টা مُؤَنَّث হওয়ায় مَخْصُوْص بِالْمَدْح টাও مُؤَنَّث হয়েছে এবং وَاحِد - جَمْع ও تَثْنِيَة -এর ক্ষেত্রে فَاعِل مَدْح ও مَخْصُوْص بِالْمَدْح -একই রকম হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

نِعْمَ -এর فَاعِل ব্যবহারের দ্বিতীয় নীতি : نِعْمَ -এর فَاعِل টা কখনো بِاللَّام مُعَرَّف -এর দিকে مُضَاف হবে। যেমন- نِعْمَ صَاحِبُ الرَّجُلِ زَيْدٌ [যায়েদ লোকটির কতই না উত্তম সাথি]। এখানে صَاحِب হলো فَاعِل যা اَلرَّجُلِ -এর দিকে مُضَاف হয়েছে। আর اَلرَّجُل টা بِاللَّام مُعَرَّف হয়েছে এবং زَيْدٌ টা مَخْصُوْص بِالْمَدْح হয়েছে।

نِعْمَ -এর فَاعِل ব্যবহারের তৃতীয় নীতি : نِعْم এর فَاعِل টি একটি উহ্য ضَمِيْر হবে যা مُمَيِّز হিসেবে আসে এবং তার تَمْيِيْز টি مَنْصُوْب نَكِرَة হয়। যেমন- نِعْمَ رَجُلًا زَيْدٌ [যায়েদ পুরুষ হিসেবে ভালো]। এখানে نِعْمَ -এর فَاعِل একটি উহ্য ضَمِيْر হয়েছে। যা مميّز এবং رَجُلًا ইসমে নাকিরাটি হলো تمييز।

কখনো কখনো قَرِيْنَة পাওয়া যাওয়ার কারণে مَخْصُوْص بِالْمَدْح -কে বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়। যেমন- نِعْمَ الْعَبْدُ এর মূল হলো نِعْمَ الْعَبْدُ اَيُّوْبُ [আইয়ুব কতইনা উত্তম বান্দা। এখানে اَيُّوْبُ হলো مَخْصُوْص بِالْمَدْح যাকে قَرِيْنَة -এর কারণে বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে। আর قَرِيْنَة টা হলো কুরআনের আয়াতের বর্ণনা ভঙ্গি।

مَخْصُوْص بِالْمَدْح -এর ব্যবহারের নীতি : نِعْمَ -এর مَخْصُوْص بِالْمَدْح টা সর্বদা تَثْنِيَة - وَاحِد ও جَمْع এবং مُذَكَّر ও مُؤَنَّث -এর ক্ষেত্রে তার فَاعِل অনুযায়ী হবে। যার উদাহরণ ও বিবরণ বঙ্গানুবাদের শেষ অংশে করা হয়েছে।

ইবারতের তারকীবসমূহ

তারকীব : ১. قَوْلُهٗ : نَحْوُ نِعْمَ صَاحِبُ الرَّجُلِ زَيْدٌ

এখানে نظيره হলো مُبْتَدَأ যা উহ্য রয়েছে, আর نحو হলো مُضَاف ; نِعْمَ হলো فِعْل مَدْح আর صَاحِبُ হলো فَاعِل এবং اَلرَّجُلِ হলো مُضَاف إِلَيْه ও مُضَاف ; مُضَاف إِلَيْه মিলে مُرَكَّب إِضَافِي হয়ে فَاعِل হয়েছে نعم -এর, فِعْل مدح তার فَاعِل কে নিয়ে جُمْلَة فِعْلية انشائية হয়ে خَبَر مقدم আর زَيْدٌ হলো مُبْتَدَأ , مُبْتَدَأ তার خَبَر مقدم কে নিয়ে جُمْلَة اِسْمية انشائية হয়েছে نحو এর, مُضَاف إِلَيْه ও مُضَاف মিলে مُرَكَّب إِضَافِي হয়ে خَبَر হলো مُبْتَدَأ محذوف এর, مُبْتَدَأ ও خَبَر মিলে جُمْلَة اِسْمية خبرية হয়েছে।

তারকীব : ২. قَوْلُهٗ : مِثْلُ نِعْمَ رَجُلًا زَيْدٌ

এখানে উহ্য مثاله হলো مُبْتَدَأ محذوف আর مِثْلُ হলো مُضَاف এবং نِعْمَ হলো فِعْل مدح তার মাঝে উহ্য ضَمِيْر هو হলো مميز আর رَجُلًا হলো تمييز এখন تمييز ও مميز মিলে فَاعِل হয়েছে, আর نعم তার فَاعِل কে নিয়ে جُمْلَة فِعْلية جملية اِسْمية হয়ে خَبَر مقدم এবং زَيْدٌ হলো مُبْتَدَأ , مُبْتَدَأ তার خَبَر مقدم কে নিয়ে مُبْتَدَأ خَبَر হলো مُرَكَّب إِضَافِي হয়ে إِلَيْه انشائية এর, مُضَاف إِلَيْه ও مُضَاف মিলে مصاف اِلَيْه হলো مُضَاف مثل এর, مُبْتَدَأ ও خَبَر মিলে جُمْلَة اِسْمية خبرية হয়েছে। محذوف

وَالثَّانِيْ بِئْسَ، وَهُوَ فِعْلُ ذَمٍّ، أَصْلُهُ بَئِسَ مِنْ بَابِ عَلِمَ، فَكُسِرَتِ الْفَاءُ لِتَبْعِيَّةِ الْعَيْنِ ثُمَّ أُسْكِنَتِ الْعَيْنُ تَخْفِيْفًا، فَصَارَتْ بِئْسَ، وَفَاعِلُهُ أَيْضًا أَحَدُ الْأُمُوْرِ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُوْرَةِ فِيْ نِعْمَ، وحُكْمُ الْمَخْصُوْصِ بِالذَّمِّ كَحُكْمِ الْمَخْصُوْصِ بِالْمَدْحِ فِيْ جَمِيْعِ الْأَحْكَامِ الْمَذْكُوْرَةِ، مِثْلُ بِئْسَ الرَّجُلُ زَيْدٌ وَبِئْسَ صَاحِبُ الرَّجُلِ زَيْدٌ وَبِئْسَ رَجُلًا زَيْدٌ وَبِئْسَ الرَّجُلَانِ الزَّيْدَانِ وَبِئْسَ الرِّجَالُ الزَّيْدُوْنَ وَبِئْسَتِ الْمَرْأَةُ هِنْدٌ وَبِئْسَتِ الْمَرْأَتَانِ الْهِنْدَانِ وَبِئْسَتِ النِّسَاءُ الْهِنْدَاتُ.

وَالثَّالِثُ سَاءَ وَهُوَ مُرَادِفٌ لِبِئْسَ وَمُوَافِقٌ لَهُ فِيْ جَمِيْعِ وُجُوْهِ الْاِسْتِعْمَالِ -

---

অনুবাদ:[أَفْعَال المدح والذم -এর] দ্বিতীয় ক্রিয়াটি হচ্ছে بِئْسَ, এটা হলো فِعْل ذَم বা নিন্দাজ্ঞাপক ক্রিয়া। এটার আসল রূপ হলো بَئِسَ বাবে عَلِمَ হতে। অতঃপর كَلِمَة كে فَاء كَلِمَة -এর عَيْن كَلِمَة -এর অনুসরণে كَسْرَة [যের] দেওয়া হয়েছে। এরপর সহজ করার জন্য; عَيْن كَلِمَة কে সাকিন করা হয়েছে ফলে بِئْسَ হয়েছে। তার فَاعِل হলো نِعْم -এর মধ্যে উল্লিখিত তিনটি বিষয়ের যে কোনো একটি। بِئْسَ -এর হুকুম مَخْصُوْص بِالْمَدْح -এর উল্লিখিত সকল হুকুমের ন্যায়। যেমন- بِئْسَ الرَّجُلُ زَيْدٌ [যায়েদ কতই না মন্দ লোক!] এবং بِئْسَ صَاحِبُ الرَّجُلِ زَيْدٌ [লোকটির সাথি যায়েদ কতই না মন্দ!] এবং بِئْسَ رَجُلًا زَيْدٌ [যায়েদ পুরুষ হিসেবে কতইনা মন্দ] আর। بِئْسَ الرَّجُلَانِ الزَّيْدَانِ [উভয় যায়েদ কতইনা মন্দ লোক]। بِئْسَ الرِّجَالُ الزَّيْدُوْنَ [সকল যায়েদ কতইনা মন্দ লোক]। بِئْسَتِ الْمَرْأَةُ هِنْدٌ [হিন্দা কতইনা মন্দ মহিলা]। بِئْسَتِ الْمَرْأَتَانِ الْهِنْدَانِ [উভয় হিন্দা কতইনা খারাপ মহিলা]। بِئْسَتِ النِّسَاءُ الْهِنْدَاتُ [সকল হিন্দা কতইনা খারাপ মহিলা]।

أَفْعَال مَدْح وَذَم -এর তৃতীয় ক্রিয়াটি হলো سَاءَ, এটা بِئْس এর সমার্থক এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় তার অনুরূপ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

بِئْسَ -এর বর্ণনা : أَفْعَال المدح والذم -এর দ্বিতীয়টি হলো بِئْس, এর فَاعِل টা তিনভাবে ব্যবহার হতে পারে।

১. فَاعِل টা اِسْم جِنْس مُعَرَّف بِاللَّام হবে। যেমন- بِئْسَ الرَّجُلُ زَيْدٌ [যায়েদ কতইনা মন্দ লোক]। এখানে بِئْسَ الرَّجُلُ হলো اِسْم جِنْس যা فَاعِل হয়েছে এবং مُعَرَّف بِاللَّام হয়েছে।

২. فَاعِل টা مُعَرَّف بِاللَّام -এর দিকে مُضَاف হবে। যেমন- بِئْسَ صَاحِبُ الرَّجُلِ زَيْدٌ [যায়েদ লোকটির কতইনা মন্দ সাথি]। এখানে صَاحِب হলো بِئْسَ -এর فَاعِل যা الرَّجُل -এর দিকে مُضَاف হয়েছে।

৩. فَاعِل টা উহ্য যমীর হবে এবং তার تَمْيِيْز টা مَنْصُوْبَة نَكِرَة হবে। যেমন- بِئْسَ رَجُلًا زَيْدٌ [যায়েদ পুরুষ হিসেবে কতইনা মন্দ]। এখানে بِئْس -এর فَاعِل হয়েছে উহ্য ضَمِيْر যার تَمْيِيْز হয়েছে مَنْصُوْبَة نَكِرَة অর্থাৎ رَجُلًا ;

مَخْصُوْص بِالذَّمِّ -এর ব্যাবহার নীতি : بِئْسَ -এর مَخْصُوْص بِالذَّمِّ টা সর্বদা تَثْنِيَة - وَاحِد ও جَمع এবং مُذَكَّر ও مُؤَنَّث -এর ক্ষেত্রে তার فَاعِل -এর অনুসারী হবে। যেমন–

১. بِئْسَ الرَّجُلُ زَيْدٌ [যায়েদ কতইনা মন্দ লোক]।

২. بِئْسَ الرَّجُلَانِ الزَّيْدَانِ [উভয় যায়েদ কতইনা মন্দ লোক]।

৩. بِئْسَ الرِّجَالُ الزَّيْدُوْنَ [সকল যায়েদ কতইনা মন্দ লোক]।

উপরিউক্ত উপমাগুলোর মাঝে مَخْصُوْص بِالذَّمِّ টা তার فَاعِل -এর অনুসরণে مُذَكَّر হয়েছে এবং বচনের ক্ষেত্রেও তার فَاعِل -এর পূর্ণ অনুসারী হয়েছে।

৪. بِئْسَتِ الْمَرْأَةُ هِنْدُ [হিন্দা কতইনা খারাপ মহিলা]।

৫. بِئْسَتِ الْمَرْأَتَانِ الْهِنْدَانِ [উভয় হিন্দা কতই না খারাপ মহিলা]।

৬. بِئْسَتِ النِّسَاءُ الْهِنْدَاتُ [সকল হিন্দা কতইনা মন্দ মহিলা]।

এ উপমাগুলোর মাঝে بِئْسَ -এর فَاعِل টা مُؤَنَّث হওয়ায় তার مَخْصُوْص بِالذَّمِّ টাও مُؤَنَّث হয়েছে এবং বচনের ক্ষেত্রেও সেটা তার فَاعِل -এর পূর্ণাঙ্গ অনুসারী হয়েছে।

কখনো قَرِيْنَة পাওয়া যাওয়ার কারণে بِئْسَ -এর مَخْصُوْص بِالذَّمِّ কে বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়। যেমন– بِئْسَ الرَّفِيْقُ [কতইনা নিকৃষ্ট বন্ধু]। এর মূল ইবারত হলো– بِئْسَ الرَّفِيْقُ الشَّيْطَانُ [শয়তান কতইনা নিকৃষ্ট বন্ধু]। এখানে قَرِيْنَة -এর কারণে اَلشَّيْطَانُ যা مَخْصُوْص بِالذَّمِّ তাকে বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে।

سَاءَ -এর বর্ণনা : أَفْعَالُ الْمَدْحِ وَالذَّمِّ -এর তৃতীয়টি হলো سَاءَ ; এ فِعْل টি অর্থ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে সর্বাবস্থায়ই بِئْسَ -এর ন্যায় হবে। যেমন– سَاءَ الرَّجُلُ زَيْدٌ এর অর্থ– بِئْسَ الرَّجُلُ زَيْدٌ -এর মতোই, অর্থাৎ কতইনা মন্দলোক যায়েদ। কাজেই سَاءَ সম্পর্কে আর কোনো বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নেই।

ইবারতের তারকীবসমূহ

তারকীব : ১. قَوْلُهُ : وَحُكْمُ الْمَخْصُوْصِ بِالذَّمِّ كَحُكْمِ الْمَخْصُوْصِ بِالْمَدْحِ فِيْ جَمِيْعِ الْأَحْكَامِ الْمَذْكُوْرَةِ - هو ضمير ও وَاو হলো مُسْتَأْنِفَة বা عاطفة আর حُكْمُ হলো مُضَاف এবং اَلْمَخْصُوْصِ হলো شِبْه فِعْل ; তার মাঝে مُضَاف إِلَيْه আর حُكْمِ -এর مُضَاف إِلَيْه ও مُضَاف মিলে مُبْتَدَأ হয়ে مُرَكَّب إِضَافِي এবং كَحُكْمِ -এর كاف হলো حَرْف حكم এর, مُضَاف ও مُضَاف إِلَيْه মিলে مُتَعَلِّق হয়েছে بالمدح -এর باء হলো حَرْف جَارْ আর اَلْمَدْحِ হলো مَجْرُور ; مَجْرُور ও جَارْ মিলে مُتَعَلِّق হয়েছে المخصوص -এর متعلق ও نائب فاعل তার شبه جملة মিলে شبه হয়ে مضاف اليه হয়েছে। مضاف اليه ও مضاف মিলে جميع আর حَرْف جَارْ হলো فِيْ এর এবং مماثل متعلق হয়েছে اول ও جار মিলে مجرور হয়ে مركب اضافى হলো مُضَاف إِلَيْه আর اَلْأَحْكَام হলো مَوْصُوْف আর اَلْمَذْكُوْرَةِ হলো صِفَة ; صِفَة ও مَوْصُوْف মিলে مُضَاف হয়েছে جميع এর, في হলো مُرَكَّب إِضَافِي মিলে مُضَاف إِلَيْه ও مُضَاف, مَجْرُور ও جَارْ মিলে مَجْرُور এর, যা ঊহ্য فِعْل ; তার মাঝে ضَمِيْر হলো فَاعِل ; شِبْه فِعْل তার فَاعِل ও উভয় مماثل এর, مُتَعَلِّق ثانى -কে নিয়ে جُمْلَة اِسْمية خبرية হয়ে خَبَر হলো مُبْتَدَأ -এর, مُبْتَدَأ ও خَبَر মিলে مُتَعَلِّق হয়েছে।

وَالرَّابِعُ حَبَّ بِفَتْحِ الْفَاءِ أَوْضَمِّهَا، أَصْلُهُ حَبُبَ بِضَمِّ الْعَيْنِ، فَأُسْكِنَتِ الْبَاءُ الْأُوْلٰى وَأُدْغِمَتْ فِي الثَّانِيَةِ عَلَى اللُّغَةِ الْأُوْلٰى، أَوْنُقِلَتْ ضَمَّتُهَا إِلَى الْحَاءِ وَأُدْغِمَتِ الْبَاءُ فِي الْبَاءِ عَلَى اللُّغَةِ الثَّانِيَةِ، وَحَبَّ لَا يَنْفَصِلُ عَنْ ذَا فِي الْاِسْتِعْمَالِ، وَلِهٰذَا يُقَالُ فِي تَقْرِيْرِ الْأَفْعَالِ حَبَّذَا، وَهُوَ مُرَادِفٌ لِنِعْمَ، وَفَاعِلُهُ ذَا وَالْمَخْصُوْصُ بِالْمَدْحِ مَذْكُوْرٌ بَعْدَهُ، وَإِعْرَابُهُ كَإِعْرَابِ مَخْصُوْصِ نِعْمَ فِي الْوَجْهَيْنِ الْمَذْكُوْرَيْنِ، لٰكِنَّهُ لَا يُطَابِقُ فَاعِلَهُ فِي الْوُجُوْهِ الْمَذْكُوْرَةِ، مِثْلُ حَبَّذَا زَيْدٌ وَحَبَّذَا الزَّيْدَانِ وَحَبَّذَا الزَّيْدُوْنَ، وَحَبَّذَا هِنْدٌ وَحَبَّذَا الْهِنْدَانِ وَحَبَّذَا الْهِنْدَاتُ، وَيَجُوْزُ أَنْ يَكُوْنَ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ اِسْمٌ مُوَافِقٌ لَهُ مَنْصُوْبًا عَلَى التَّمْيِيْزِ أَوْ عَلَى الْحَالِ، مِثْلُ حَبَّذَا رَجُلًا زَيْدٌ وَحَبَّذَا رَاكِبًا زَيْدٌ وَحَبَّذَا زَيْدٌ رَجُلًا وَحَبَّذَا زَيْدٌ رَاكِبًا، وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَجُوْزُ التَّصَرُّفُ فِي هٰذِهِ الْأَفْعَالِ غَيْرَ إِلْحَاقِ التَّاءِ فِيْهَا، وَلِهٰذَا سُمِّيَتْ هٰذِهِ الْأَفْعَالُ غَيْرَ مُتَصَرِّفَةٍ -

---

অনুবাদ: [أَفْعَالُ الْمَدْحِ وَالذَّمِّ -এর] চতুর্থটি হচ্ছে حَبَّ এবং فَاء كَلِمَة -কে যবর অথবা পেশ উভয়ভাবেই পাঠ করা যায়। তার আসল হলো حَبُبَ অর্থাৎ عَيْن كَلِمَة টি ضَمَّة বিশিষ্ট। প্রথম باء কে সাকিন করে দ্বিতীয় باء -এর মাঝে اِدْغَام করা হয়েছে [ফলে حَبَّ হয়েছে] এটা হলো প্রথম গঠননীতি অনুসারে। অথবা তার ضَمَّة কে حَاء -এর দিকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে এবং باء কে باء এর মধ্যে اِدْغَام করা হয়েছে [ফলে حُبَّ হয়েছে।] এটা হলো দ্বিতীয় গঠনরীতি অনুসারে। ব্যবহারের ক্ষেত্রে حَبَّ টা ذَا হতে পৃথক হয় না। এ জন্য এ فِعْل -টিকে বর্ণনা করার সময় حَبَّذَا রূপেই বর্ণনা করা হয়। আর এটা نِعْمَ এর সমার্থবোধক এবং তার فَاعِل হলো ذَا এবং مَخْصُوْص بِالْمَدْح কে তার পরে উল্লেখ করা হয় এবং তার اِعْرَاب উল্লিখিত উভয় অবস্থায় نِعْم -এর مَخْصُوْص -এর اِعْرَاب -এর ন্যায়। কিন্তু তার فَاعِل -এর সাথে مَخْصُوْص بِالْمَدْح -টা উল্লিখিত অবস্থা অনুযায়ী হবে না। যেমন- حَبَّذَا زَيْدٌ [যায়েদ উত্তম]। حَبَّذَا الزَّيْدَانِ [উভয় যায়েদ উত্তম]। حَبَّذَا الزَّيْدُوْنَ [সকল যায়েদ উত্তম]। حَبَّذَا هِنْدٌ [হিন্দা উত্তম]। حَبَّذَا الْهِنْدَانِ [উভয় হিন্দা উত্তম]। حَبَّذَا الْهِنْدَاتُ [সকল হিন্দা উত্তম]। এবং তার [مَخْصُوْص حَبَّذَا] -এর পূর্বে বা পরে এমন একটি اِسْم হওয়া বৈধ যা তার সাদৃশ্য হবে এবং যা تَمْيِيْز কিংবা حَال -এর ভিত্তিতে مَنْصُوْب হবে। যেমন- حَبَّذَا رَجُلًا زَيْدٌ [যায়েদ পুরুষ হিসেবে উত্তম]। حَبَّذَا رَاكِبًا زَيْدٌ [আরোহী হিসেবে যায়েদ উত্তম]। حَبَّذَا زَيْدٌ رَجُلًا [পুরুষ অবস্থায় যায়েদ উত্তম] وَحَبَّذَا زَيْدٌ رَاكِبًا [আরোহী অবস্থায় যায়েদ উত্তম]।

জেনে রেখ যে, এ সকল فِعْل গুলোর মধ্যে تَاء سَاكِنَة যুক্ত করা ব্যতীত অন্য কোনো রূপান্তর বৈধ নয়। আর এ জন্যই এ فِعْل গুলোকে غَيْر مُتَصَرِّفَة তথা রূপান্তরহীন فِعْل বলে নামকরণ করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

حَبَّ -এর বর্ণনা : أَفْعَال المدح والذم -এর চতুর্থটি হলো حَبَّ ; حَبَّ -কে দু'ভাবে পড়া যায়-

১. حَبَّ অর্থাৎ فَاء كَلِمَة -তে যবর দিয়ে।

২. حُبَّ অর্থাৎ فَاء كَلِمَة -তে পেশ দিয়ে।

নাহুবিদ ইবনে হাজেব বলেন- حَبَّ কে حَبَّ ব্যতীত অন্য কোনোভাবে পাঠ করা যায় না; বরং এর শেষে একটি ذَا যোগ করা একান্তই জরুরি। যে ذا -টা وَاحِد - تَثْنِيَة - جَمْع এবং مُؤَنَّث ও مُذَكَّر - সকল ক্ষেত্রেই অপরিবর্তিত থাকবে। যেমন- حَبَّذَا زَيْدٌ - حَبَّذَا الزَّيْدَانِ ইত্যাদি।

حَبَّذَا টি حَبَّ الشَّيْءُ অর্থে ব্যবহৃত। নাহুবিদ মুবাররাদ ও ইবনে সিরাজের মতানুযায়ী حَبَّ -এর সাথে ذَا যোগ করার পর তার فِعْلِيَت টা রহিত হয়ে যায়। তাই حَبَّذَا -এর ذَا টা مُبْتَدَأ হতে পারে। তখন এর مَخْصُوص তার خَبَر হবে। যেমন- حَبَّذَا زَيْدٌ অর্থ হলো اَلْمَحْبُوْبُ هُو زَيْدٌ অর্থাৎ প্রিয় লোকটি সে যায়েদ।

উল্লেখ্য যে, حَبَّذَا এর مَخْصُوص -এর আগে অথবা পরে فَاعِل -এর ন্যায় এমন কোনো اِسْم نَكِرَة ও হতে পারে যা تَمْيِيْز অথবা حَال -এর ভিত্তিতে نَصْب হবে। যেমন- حَبَّذَا رَجُلًا زَيْدٌ এবং حَبَّذَا رَاكِبًا زَيْدٌ প্রথম উপমাতে رَجُلًا টা تَمْيِيْز হিসেবে এবং দ্বিতীয় উপমাতে رَاكِبًا টা حَال হিসেবে مَنْصُوْب হয়েছে এবং এ اِسْم দু'টি مَخْصُوص -এর পূর্বে এসেছে।

জেনে রাখা দরকার যে, أَفْعَال المدح والذم টা কোনো প্রকার রূপান্তর হয় না। শুধু মাত্র تَاء تَأْنِيْث -এর সাথে সংযুক্ত হয়। অর্থাৎ سَاءَت - بِئْسَتْ - نِعْمَتْ ও حَبَّذَتْ বলা যাবে, অন্য কিছু বলা যাবে না। আর এ কারণেই একে غَيْر مُتَصَرِّفَة বলা হয়।

ইবারতের তারকীবসমূহ

তারকীব : ১. قَوْلُهُ : وَإِعْرَابُهُ كَإِعْرَابِ مَخْصُوْصِ نِعْمَ فِي الْوَجْهَيْنِ الْمَذْكُوْرَيْنِ

مُضَاف إِلَيْه ও مُضَاف; مُضَاف إِلَيْه হলো مُضَاف আর যমীর ه হলো إِعْرَاب; وَاو হলো حَرْف عَطْف এবং مُرَكَّب إِضَافِي মিলে مُبْتَدَأ হয়ে مُرَكَّب আর كاف হলো حَرْف جَارْ আর إِعْرَاب হলো مُضَاف এবং مَخْصُوْص হলো موصوف এবং نِعْمَ হলো مُضَاف إِلَيْه ও مُضَاف إِلَيْه অতঃপর সকল مُضَاف إِلَيْه ও مُضَاف মিলে مُرَكَّب إِضَافِي হয়ে مُضَاف হয়েছে, এবং فِي হলো حَرْف جَارْ আর اَلْوَجْهَيْنِ হলো مَوْصُوْف এবং اَلْمَذْكُوْرَيْنِ ; صِفَة ও مَوْصُوْف মিলে صِفَة হয়েছে, مَجْرُور ও جَارْ মিলে متعلق হয়েছে الكائن -এর সাথে। ও فاعل شبه فعل তার مَجْرُور ও جار মিলে متعلق হয়েছে, مجرور ও صفت মিলে صفت ও موصوف হয়েছে। مجرور ও جار মিলে متعلق হয়েছে, مُبْتَدَأ ও خَبَر মিলে جُمْلَة اِسْمية হয়েছে। شِبْه جُمْلَة হয়ে خَبَر হলো مُبْتَدَأ -এর সাথে, مسائل -কে নিয়ে مُتَعَلَّق ও উভয় شِبْه فِعْل তার فاعل ও

তারকীব : ২. قَوْلُهُ : مِثْلُ حَبَّذَا زَيْدٌ

এখানে উহ্য نظيره হলো مُبْتَدَأ محذوف আর مثل হলো مضاف আর حَبَّذَا-এর حَبَّ হলো فِعْل আর ذا হলো خَبَر مقدم ও مُبْتَدَأ , مُبْتَدَأ হলো زَيْد আর خَبَر مقدم হয়ে جُمْلَة فِعْلية انشائية فَاعِل ও فِعْل ; فَاعِل মিলে مُرَكَّب إِضَافِي হয়ে مُضَاف إِلَيْه ও مُضَاف, এর مثل হলো مُضَاف إِلَيْه হয়ে جُمْلَة اِسْمية انشائية হয়েছে। مُبْتَدَأ محذوف হলো خَبَر এর, مُبْتَدَأ ও خَبَر মিলে جُمْلَة اِسْمية خبرية হয়েছে।

তারকীব : ৩. قَوْلُهُ : وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَجُوْزُ التَّصَرُّفُ فِيْ هٰذِهِ الْأَفْعَالِ غَيْرَ إِلْحَاقِ التَّاءِ فِيْهَا

أَنَّ-এর أَنَّهُ আর فَاعِل হলো أنت ضَمِيْر এবং তার মাঝে فِعْل হলো اِعْلَمْ এবং عاطفة বা مُسْتَأْنِفَة হলো واو হলো مصدر হলো اَلتَّصَرُّفُ আর فِعْل হলো لَا يَجُوْزُ আর اِسْم أَنَّ হলো حرف مشبه بالفِعْل আর যমীর ، ও اِسم إِشَارة ، مُشَار إِلَيْه صفت হলো اَلْأَفْعَالِ এবং اِسم إِشَارة موصوف হলো هٰذِهِ আর حَرْف جَارْ হলো فِيْ مصدر, তার التصرف-এর সাথে, مَجْرُور হয়েছে, جَارْ ও مَجْرُور মিলে مُتَعَلِّق হয়েছে مُشَار إِلَيْه মিলে مُتَعَلِّق কে নিয়ে مُضَاف হলো مُضَاف إِلَيْه আর اِلْحَاقِ হলো مصدر আর غَيْرَ হলো مستثنى منه আর اَلتَّاءِ হলো مُتَعَلِّق মিলে مَجْرُور ও جَارْ؛ مَجْرُور হলো ها আর حَرْف جَارْ হলো فِيْ-এর فِيهَا এবং مُضَاف إِلَيْه مستثنى منه ، হয়ে مُرَكَّب إِضَافِي-কে নিয়ে مُتَعَلِّق ও مُضَاف إِلَيْه তার مَصْدر مُضَاف, إلحاق-এর সাথে, خَبَر أَنَّ হয়ে جملة فعلية خبرية-কে নিয়ে فَاعِل তার فعل, لَا يجوز হলো فاعل মিলে مستثنى ও مستثنى হয়েছে, فِعْل, اعلم এর مَفْعُول به হয়েছে بتاويل مفرد جُمْلَة اِسْمية خبرية হয়ে خَبَر ও اِسْم তার أَنَّ-কে নিয়ে جُمْلَة فِعْلية انشائية হয়েছে। مفعول به ও فَاعِل امر তার

অনুশীলনী

১. أَفْعَال المدح والذم -এর সংজ্ঞা দাও? সেগুলো কয়টি ও কী কী লিখ।

২. نِعْم -এর আমল বর্ণনা কর।

৩. فَاعِل نِعْم -এর ব্যবহারের নীতি কয়টি ও কী কী লিখ।

৪. مَخْصُوْص بِالْمَدْح -এর ব্যবহারের নিয়ম সুন্দর করে সাজিয়ে লিখ।

৫. بِئْسَ ও سَاء সম্পর্কে যা জান লিখ।

৬. حَبَّذَا -এর বিশ্লেষণ কর।

৭. তারকীব কর :

وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَايَجُوْزُ التَّصَرُّفُ فِيْ هٰذِهِ الْأَفْعَالِ غَيْرَ إِلْحَاقِ التَّاءِ فِيْهَا.

اَلنَّوْعُ الثَّالِثَ عَشَرَ : ত্রয়োদশ প্রকার

أَفْعَالُ الْقُلُوْبِ [আফ'আলে কুলূব]

أَفْعَالُ الْقُلُوْبِ وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ بِهَا لِأَنَّ صُدُوْرَهَا مِنَ الْقَلْبِ، وَلَا دَخَلَ فِيْهِ لِلْجَوَارِحِ، وتُسَمّٰى أَفْعَالَ الشَّكِّ وَالْيَقِيْنِ أَيْضًا، لِأَنَّ بَعْضَهَا لِلشَّكِّ وَبَعْضَهَا لِلْيَقِيْنِ، وَهِيَ تَدْخُلُ عَلَى الْمُبْتَدَأِ وَالْخَبَرِ، وَتَنْصِبُهُمَا مَعًا بِأَنْ يَّكُوْنَا مَفْعُوْلَيْنِ لَهَا، وَهِيَ سَبْعَةٌ، ثَلٰثَةٌ مِنْهَا لِلشَّكِّ، وَثَلٰثَةٌ مِنْهَا لِلْيَقِيْنِ، وَوَاحِدٌ مِنْهَا مُشْتَرِكٌ بَيْنَهُمَا، أَمَّا الثَّلٰثَةُ الْأُوْلٰى فَحَسِبْتُ وَظَنَنْتُ وَخِلْتُ مِثْلُ حَسِبْتُ زَيْدًا فَاضِلًا وَظَنَنْتُ بَكْرًا نَائِمًا وَخِلْتُ خَالِدًا قَائِمًا، وَظَنَنْتُ إِذَا كَانَ مُشْتَقًّا مِنَ الظِّنَّةِ بِمَعْنَى التُّهْمَةِ لَمْ يَقْتَضِ الْمَفْعُوْلَ الثَّانِيَ، مِثْلُ ظَنَنْتُ زَيْدًا أَيْ اِتَّهَمْتُهُ - وَأَمَّا الثَّلَاثَةُ الثَّانِيَةُ فَعَلِمْتُ وَرَأَيْتُ وَوَجَدْتُ، مِثْلُ عَلِمْتُ زَيْدًا أَمِيْنًا وَرَأَيْتُ عَمْرًا فَاضِلًا وَوَجَدْتُ الْبَيْتَ رَهِيْنًا،

অনুবাদ: ত্রয়োদশ প্রকার أَفْعَال قُلُوْب -এর বর্ণনা। এ গুলোকে أَفْعَال قُلُوْب বলে নামকরণ করার কারণ হলো এদের উৎপত্তি অন্তর হতে। এতে বাহ্যিক অঙ্গের কোনো হাত নেই। একে أَفْعَالُ الشَّكِّ ও أَفْعَالُ الْيَقِيْنِ -ও বলা হয়। কেননা, এদের কতক شك তথা সন্দেহের জন্য ব্যবহার হয় আর কতক يَقِيْن তথা দৃঢ় প্রত্যয়ের জন্য ব্যবহার হয়। আর এগুলো مُبْتَدَأ ও خَبَر -এর উপর প্রবেশ করে এবং উভয়কে একসাথে نَصْب প্রদান করে। কারণ উভয়টাই এগুলোর مَفْعُوْل হয়। أَفْعَال قلوب মোট সাতটি। এগুলোর তিনটি হলো شَكّ তথা সন্দেহের জন্য আর তিনটি হলো يَقِيْن তথা দৃঢ় প্রত্যয়ের জন্য আর একটি مُشْتَرِك তথা উভয় অর্থের মাঝে দ্ব্যর্থক। প্রথম তিনটি হলো حَسِبْتُ - ظَنَنْتُ ও خِلْتُ যেমন- حَسِبْتُ زَيْدًا فَاضِلًا [আমি যায়েদকে পণ্ডিত মনে করেছি]। ظَنَنْتُ بَكْرًا نَائِمًا [আমি বকরকে ঘুমন্ত ধারণা করেছি]। خِلْتُ خَالِدًا قَائِمًا [আমি খালেদকে দণ্ডায়মান খেয়াল করেছি]। ظَنَنْتُ যখন ظِنَّة হতে উৎপন্ন হয়ে ব্যবহার হয়, যার অর্থ- تُهْمَة [অপবাদ দেওয়া] তখন এটা দ্বিতীয় مَفْعُوْل কে চায় না। যেমন- ظَنَنْتُ زَيْدًا অর্থ হলো اِتَّهَمْتُهُ [আমি তাকে অপবাদ দিয়েছি]।

আর দ্বিতীয় তিনটি হলো عَلِمْتُ - رَأَيْتُ ও وَجَدْتُ যেমন- عَلِمْتُ زَيْدًا أَمِيْنًا [আমি যায়েদকে বিশ্বস্ত জানলাম]। رَأَيْتُ عَمْرًا فَاضِلًا [আমি আমরকে বিজ্ঞজন ভাবলাম]। وَجَدْتُ الْبَيْتَ رَهِيْنًا [আমি ঘরটি বন্ধক পেলাম]।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

أَفْعَالُ الْقُلُوْبِ -এর পরিচয় : قُلُوْب এটা قَلْب -এর বহুবচন, অর্থ হলো অন্তকরণ বা হৃদয়। এখন أَفْعَالُ الْقُلُوْبِ অর্থ হলো, হৃদয় হতে উৎসারিত ক্রিয়াসমূহ। যাকে বিশ্বাস ও সন্দেহবোধক ক্রিয়া পদ নামে অভিহিত করা হয়েছে। নাহুবিদদের পরিভাষায় أَفْعَال قلوب বলা হয় এমন সকল فِعْل কে যা মনে দৃঢ় বিশ্বাস বা সন্দেহ ইত্যাদি প্রকাশ করে।

أَفْعَال قُلُوْب নামকরণ : أَفْعَال قُلُوْب -এর মধ্যে মনের দৃঢ় বিশ্বাস ও ধারণার অর্থ পাওয়া যায়; এবং এগুলোর সম্পর্ক শুধু মনের সাথে হয়ে থাকে, বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে এদের কোনো সম্পর্ক নেই। তাই এ فِعْل গুলোকে أَفْعَال قُلُوْب বলে নামকরণ করা হয়েছে।

أَفْعَال قُلُوْب সংখ্যা : أَفْعَال قُلُوْب হলো মোট ৭ টি। এগুলোর উপমা দিতে গিয়ে مَاضِي -এর وَاحِد مُتَكَلِّم -এর সীগাহ উল্লেখ করা হয়েছে।

১. حَسِبْتُ ২. ظَنَنْتُ ৩. خِلْتُ ৪. عَلِمْتُ ৫. رَأَيْتُ ৬. وَجَدْتُ ৭. زَعَمْتُ

এর প্রথম তিনটি অর্থাৎ حَسِبْتُ ও ظَنَنْتُ - خِلْتُ টা شَكّ তথা সন্দেহের জন্য ব্যবহার হয়। আর দ্বিতীয় তিনটি অর্থাৎ عَلِمْتُ ও وَجَدْتُ - رَأَيْتُ টা يَقِيْن তথা দৃঢ় প্রত্যয়ের জন্য ব্যবহার হয়। আর শেষেরটি অর্থাৎ زَعَمْتُ টা شَكّ ও يَقِيْن উভয়ের জন্য ব্যবহার হয়। আর এ কারণেই এদেরকে أَفْعَالُ الشَّكِّ وَالْيَقِيْنِ বলে নামকরণ করা হয়েছে।

أَفْعَال قُلُوْب -এর আমল : এই فِعْل গুলো خَبَر ও مُبْتَدَأ -এর উপর প্রবেশ হয়ে উভয়টিকে তার مَفْعُوْل হিসেবে نَصْب প্রদান করবে। যেমন- حَسِبْتُ زَيْدًا فَاضِلًا [আমি যায়েদকে পণ্ডিত মনে করেছি]। এখানে حَسِبْتُ ফেয়েলটি مُبْتَدَأ ও خَبَر -এর উপর প্রবেশ হয়ে উভয়টিকে তার مَفْعُوْل হিসেবে نَصْب প্রদান করেছে।

তবে ظَنَنْتُ টা যদি اِتَّهَمْتُ অর্থে ব্যবহার হয়, তখন দ্বিতীয় مَفْعُوْل -এর প্রয়োজন হবে না। যেমন- ظَنَنْتُ زَيْدًا অর্থ হলো اِتَّهَمْتُ زَيْدًا অর্থাৎ আমি যায়েদকে অপবাদ দিয়েছি। এখানে ظَنَنْتُ টা اِتَّهَمْتُ -এর অর্থে ব্যবহার হওয়ায় তার দ্বিতীয় مَفْعُوْل -এর প্রয়োজন হয়নি।

أَفْعَال قُلُوْب -এর দ্বিতীয় প্রকার : رَأَيْتُ ، عَلِمْتُ ও وَجَدْتُ এগুলো يقين তথা নিশ্চয়তা দানের অর্থে ব্যবহৃত হয়। এগুলো مُبْتَدَأ ও خَبَر -এর শুরুতে এসে উভয়টাকে مَفْعُوْل হিসেবে نَصْب দেয়। যেমন- عَلِمْتُ زَيْدًا فَاضِلًا, কখনো কখনো عَلِمْتُ টা عَرَفْتُ এবং رَأَيْتُ টা اَبْصَرْتُ এবং وَجَدْتُ টা اَصَبْتُ -এর অর্থে ব্যবহার হয়। আর তখন এগুলোর জন্য দু'টি مَفْعُوْل -এর প্রয়োজন হয় না। যেমন- عَلِمْتُ زَيْدًا এবং فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى এবং وَجَدْتُ أَصَبْتُ ও أَبْصَرْتُ - عَرَفْتُ এখানে প্রত্যেকটির জন্য একটি করে مَفْعُوْل হয়েছে। কেননা, এগুলো এখানে الضَّالَّةَ -এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে।

ইবারতের তারকীবসমূহ

তারকীব : ١. قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ بِهَا لِأَنَّ صُدُوْرَهَا مِنَ الْقَلْبِ

إِنَّمَا হলো حرف مشبّه بالفِعْل আর ما হলো كافة বা مُسْتَأنِفَة আর إِنَّ-এর حَرْف عَطْف এবং واو হলো حَرْف جَارْ হলো باء-এর بِهَا আর نَائِب فَاعِل হলো هي ضَمِيْر এবং তার মাঝে فِعْل مجهول হলো سُمِّيَتْ আর যমীর হলো هَا আর لِأَنَّ-এর لَام হলো حَرْف, سميت مُتَعَلِّق হয়েছে اول মিলে مَجْرُور ও جَارْ ; مَجْرُوْر হলো صُدُوْرَ আর مُضَاف হলো إِلَيْه এবং যমীর هَا হলো مُضَاف আর أَنَّ হলো حرف مشبه بالفِعْل অতঃপর جَارْ , مَجْرُور হলো اَلْقلْب আর حَرْف جَارْ হলো مِنْ এবং إِسْم أَنَّ হয়ে مُرَكَّب إِضَافِي মিলে مُضَاف إِلَيْه ও مُضَاف شِبْه فِعْل ; فَاعِل হলো ضَمِيْر-এর সাথে যা উহ্য فِعْل এবং তার شِبْه হলো نَاشِئٌ-এর সাথে, سمّيت مُتَعَلِّق মিলে مَجْرُور ও جَارْ তার مَجْرُور হয়ে جُمْلَة اِسْمية خبرية হয়েছে, أنّ তার إِسْم ও خَبَر কে নিয়ে خَبَر أَنَّ-কে নিয়ে مُتَعَلِّق ও فَاعِل نَائِب তার فِعْل مجهول, سمّيت হলো مُتَعَلِّق ثانى মিলে مَجْرُور ও جَارْ-এর সাথে, لام হল এর, بتاويل مفرد ও উভয় مُتَعَلِّق কে নিয়ে جُمْلَة فِعْلية خبرية হয়েছে।

তারকীব : ٢. قَوْلُهُ : وَهِيَ تَدْخُلُ عَلَى الْمُبْتَدَإِ وَالْخَبَرِ وَتَنْصِبُهُمَا مَعًا بِأَنْ يَكُوْنَا مَفْعُوْلَيْنِ لَهَا

عَلَى হলো عاطفة আর وَاو হলো فَاعِل আর هِيَ হলো هي ضَمِيْر এবং তার মাঝে فِعْل হলো تَدْخُلُ এবং مُبْتَدَأ আর , مَعْطُوف হলো اَلْخَبَر আর حَرْف عَطْف এবং وَاو হলো مَعْطُوف عَلَيه আর اَلْمُبْتَدَأ হলো حَرْف جَارْ, تدخل-এর সাথে, مُتَعَلِّق মিলে مَجْرُور হয়েছে, جَارْ ও مَجْرُور মিলে مَعْطُوف ও مَعْطُوف عَلَيه তার تَنْصِبُهُمَا আর حَرْف عَطْف হলো واو ; مَعْطُوف عَلَيه হয়ে جُمْلَة فِعْلية خبرية ও فَاعِل مُتَعَلِّق কে নিয়ে فِعْل হলো تنصب-এর, مَفْعُول به আর مَعًا হলো هما , যমীর فَاعِل هي হলো ضَمِيْر এবং তার মাঝে উহ্য فِعْل-এবং, تنصب-এর مَفْعُول معه আর مَفْعُول হলো أن হলো مصدرية ; حرف আর حَرْف جَارْ হলো باء-এর بِأَنْ-এবং, يَكُوْنَا হলো نَاقِص فِعْل আর তার শেষে ضَمِيْر হলো الف تثنية এবং إِسْم হলো مفعُوْلَيْنِ এবং فِعْل হলো شِبْه আর لَهَا-এর لام হলো حَرْف জَارْ এবং যমীর هَا হলো مَجْرُور , جَارْ ও مَجْرُور মিলে مُتَعَلِّق হলো مفعولين-এর সাথে, مُتَعَلِّق ও فاعل তার فِعْل, شِبْه হয়ে جملة شبه خَبَر হয়েছে, فِعْل نَاقِص তার إِسْم ও خَبَر কে নিয়ে خَبَر مَجْرُور হয়ে جُمْلَة اسميّه خبرية হয়েছে, باء এর, مَفْعُول ও فَاعِل তার فِعْل, تنصب-এর সাথে, مُتَعَلِّق হয়েছে مَجْرُور ও جَارْ মিলে مَعْطُوف ও مَعْطُوف عَلَيه , مَعْطُوف হয়ে جُمْلَة فِعْلية خبرية হয়েছে, مُتَعَلِّق কে নিয়ে معطوفة جملة হয়েছে।

তারকীব : ٣. قَوْلُهُ : مِثْلُ حَسِبْتُ زَيْدًا فَاضِلًا

এখানে উহ্য مُبْتَدَأ محذوف হলো نظيره আর مثل হলো مُضَاف এবং حَسِبْتُ হলো فِعْل আর তার শেষে تُ مَفْعُول ও فاعل তার فِعْل; مَفْعُول ثانى হলো فَاضِلًا আর مَفْعُول أول হলো زَيْدًا এবং فَاعِل হলো ضَمِيْر কে নিয়ে مُرَكَّب إِضَافِي হয়ে مُضَاف إِلَيْه হয়ে جُمْلَة فِعْلية خبرية হলো مثل, এর, مُضَاف ও مُضَاف إِلَيْه মিলে مُبْتَدَأ محذوف হলো مُبْتَدَأ এর, خَبَر ও خَبَر মিলে جُمْلَة اِسْمية خبرية হয়েছে।

وَعَلِمْتُ قَدْ يَجِيءُ بِمَعْنٰى عَرَفْتُ، نَحْوُ عَلِمْتُ زَيْدًا أَيْ عَرَفْتُهُ، وَرَأَيْتُ قَدْ يَكُوْنُ بِمَعْنٰى أَبْصَرْتُ، كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى، وَوَجَدْتُ قَدْ يَكُوْنُ بِمَعْنٰى أَصَبْتُ، مِثْلُ وَجَدْتُ الضَّالَّةَ أَيْ أَصَبْتُهَا، فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ هٰذِهِ الْمَعَانِيْ لَا يَقْتَضِيْ إِلَّا مُتَعَلِّقًا وَاحِدًا، فَلَا يَتَعَدّٰى إِلَّا إِلٰى مَفْعُوْلٍ وَاحِدٍ، وَالْوَاحِدُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَهُمَا هُوَ زَعَمْتُ، مِثْلُ زَعَمْتُ اللّٰهَ غَفُوْرًا، فَهُوَ لِلْيَقِيْنِ، وَزَعَمْتُ الشَّيْطَانَ شَكُوْرًا، فَهُوَ لِلشَّكِّ، وَفِيْ هٰذِهِ الْأَفْعَالِ لَا يَجُوْزُ الْاِقْتِصَارُ عَلٰى أَحَدِ الْمَفْعُوْلَيْنِ، لِأَنَّهُمَا كَاسْمٍ وَاحِدٍ لِأَنَّ مَضْمُوْنَهُمَا مَعًا مَفْعُوْلٌ بِهٖ فِي الْحَقِيْقَةِ، وَهُوَ مَصْدَرُ الْمَفْعُوْلِ الثَّانِيْ الْمُضَافُ إِلَى الْمَفْعُوْلِ الْأَوَّلِ، إِذْ مَعْنٰى عَلِمْتُ زَيْدًا فَاضِلًا، عَلِمْتُ فَضْلَ زَيْدٍ،

অনুবাদ: عَلِمْتُ কখনো عَرَفْتُ -এর অর্থেও ব্যবহার হয়। যেমন- عَلِمْتُ زَيْدًا অর্থ- عَرَفْتُهُ [আমি তাকে চিনলাম।] رَأَيْتُ -টা কখনো اَبْصَرْتُ -এর অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন- আল্লাহর বাণী- فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى [অতঃপর চিন্তা কর, তুমি যা প্রত্যক্ষ দেখ]। আর وَجَدْتُ কখনো কখনো اَصَبْتُ অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন- وَجَدْتُ الضَّالَّةَ অর্থ- اَصَبْتُهَا [আমি হারানো বস্তু পেয়েছি]। নিশ্চয় এসব অর্থের প্রত্যেকটিই শুধু একটি مُتَعَلِّق -এর চাহিদা রাখে। তাই এরা একটি مَفْعُوْل -এর দিকেই مُتَعَدِّي হবে।

আর একটি হলো যা উভয় অর্থে [شك ও يَقِين] [দ্ব্যর্থক] ব্যবহার হয়। সেটা হচ্ছে زَعَمْتُ যেমন- زَعَمْتُ اللّٰهَ غَفُوْرًا [আমি আল্লাহকে ক্ষমাশীল রূপে বিশ্বাস করেছি]। এটি দৃঢ় প্রত্যয়ের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এবং زَعَمْتُ الشَّيْطَانَ شَكُوْرًا [আমি শয়তানকে কৃতজ্ঞ বলে ধারণা করেছি]। এটা شَكّ -এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে। এ সকল فِعْل -এর মধ্যে একটি مَفْعُوْل -এর উপর اِقْتِصَار [সীমাবদ্ধ] করা বৈধ নয়। কেননা উভয় مَفْعُوْل -টি একটি اِسْم -এর মতোই। কেননা উভয়ের ভাবার্থ প্রকৃত পক্ষে একটি مَفْعُوْل بِهٖ এবং তা দ্বিতীয় مَفْعُوْل -এর মাসদার যা প্রথম مَفْعُوْل -এর দিকে إِضَافَة করা হয়েছে। অতএব عَلِمْتُ زَيْدًا فَاضِلًا অর্থ হলো عَلِمْتُ فَضْلَ زَيْدٍ অর্থাৎ আমি যায়েদের শ্রেষ্ঠত্ব জেনেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

أَفْعَال قلوب -এর তৃতীয় প্রকার : এটি شَكّ ও يَقِين উভয়ের জন্যই ব্যবহার হয়। তা হলো زَعَمْتُ ; যেমন- زَعَمْتُ الشَّيْطَانَ شَكُوْرًا এখানে زَعَمْتُ টা يَقِيْن -এর জন্য ব্যবহার হয়েছে এবং زَعَمْتُ اللّٰهَ غَفُوْرًا এখানে زَعَمْتُ টা شَكّ -এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে।

উক্ত সাতটি فِعْل কখনো কখনো حَرْف مُشَبَّه بِالْفِعْلِ দ্বারা সূচনা করা হয়েছে এমন বাক্যের প্রারম্ভে ব্যবহার হয়। যেমন- عَلِمْتُ أَنَّ زَيْدًا قَائِمٌ

- নাহুবিদ সীবাওয়াইহ বলেন- عَلِمْتُ أَنَّ زَيْدًا قَائِمٌ -এর মধ্যে أَنَّ زَيْدًا قَائِمٌ পুরো বাক্য মিলে عَلِمْتُ -এর مَفْعُوْل হয়েছে।
- নাহুবিদ আখফাশ বলেন- এখানে عَلِمْتُ -এর দ্বিতীয় مَفْعُوْل উহ্য আছে।
  তার মূল ইবারত হবে- عَلِمْتُ أَنَّ زَيْدًا عَلِمْتُهُ قَائِمٌ
- কেউ কেউ বলেন যে, أَنَّ -এর اِسْم হলো عَلِمْتُ -এর প্রথম مَفْعُوْل আর তার خَبَر হলো عَلِمْتُ -এর দ্বিতীয় مَفْعُوْل ;

বিঃ দ্র : যদিও أَفْعَال قُلُوْب গুলোকে فِعْل مَاضِي এর সীগাহ হিসেবে দেখানো হয়েছে। কিন্তু এর অর্থ এটা নয় যে, أَفْعَال قُلُوْب -এর অন্য কোনো রূপান্তর হয় না বরং যেহেতু এগুলো হৃদয়ের সাথে সম্পর্ক রাখে আর হৃদয়ে উপলব্ধি করা যেহেতু مُتَكَلِّم -এর কাজ, তাই এখানে مُتَكَلِّم وَاحِد -এর সীগাহ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে।

এরপর মুসান্নিফ (র.) أَفْعَال قُلُوْب -এর দু'টি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন।

প্রথম বৈশিষ্ট্য : أَفْعَال قُلُوْب -এর দু'টি مَفْعُوْل হতে কোনো একটি مَفْعُوْل এর উপর اِقْتِصَار করা বৈধ নয়। কেননা উভয় مَفْعُوْل টি হলো একটি اِسْم -এর মতো। কিন্তু আল্লামা যামাখশারী ও ইবনে হাজেবের মতে, مَفْعُوْل -কে أَوَّل -কে حَذْف করা জায়েজ আছে। যেমন- সূরায়ে আলে-ইমরানে বলা হয়েছে- لَايَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ আয়াতে يَحْسَبَنَّ -এর فَاعِل হচ্ছে اَلَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ আর প্রথম مَفْعُوْل হচ্ছে তার ভাবার্থ বা بُخْلَهُم শব্দটি আর দ্বিতীয় مَفْعُوْل হচ্ছে خَيْرًا لَّهُم , তাঁদের প্রমাণ হলো- مَفْعُوْل أَوَّل হলো مُبْتَدَأ আর مُبْتَدَأ কখনো উহ্য থাকে, সে হিসেবে তাকে উহ্য রাখা হয়েছে। যেমন - بَل اَحْيَاءٌ -এর মাঝে টা مَحْذُوف আছে। এর মূলে ছিল- بَلْ هُمْ اَحْيَاءٌ

উল্লেখ্য যে, দুটি مَفْعُوْل -কে বিলুপ্ত করার ক্ষেত্রেও নাহুবিদদের মতভেদ রয়েছে। ابن عصفور ও অধিকাংশের মতে উভয় مَفْعُوْل কে এক সাথে حَذْف করা বৈধ। সীবাওয়াইহ ও ইবনে মালিকের মতে উভয়টিকে একত্রে حَذْف করা বৈধ নয়।

মোটকথা, قَرِيْنَة বিদ্যমান থাকলে حَذْف করা যায়। তবে حَذْف না করার মধ্যে যে ফায়দা রয়েছে, حَذْف করার মধ্যে সে ফায়দা নেই।

ইবারতের তারকীবসমূহ

তারকীব : ১. قَوْلُهُ : فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى

اِسْم استفهام مُبْتَدَأ এবং ذا হলো مَا আর مَاذَا হলো فَاعِل আর أُنْظُر হলো فِعْل أمر তার যমীর عَاطِفة ফاء হলো صلة جُمْلَة فِعْلية خبرية فاعل ও فعل মিলে فَاعِل অতঃপর فِعْل تَرى হলো أنت যমীর موصول হয়েছে, اِسْم موصول ذا নিজের صلة -এর সাথে মিলে مُبْتَدَأ , خَبَر -এর- ما اِسْم استفهام নিজের خَبَر -এর সাথে মিলে جُمْلَة اسمية إنشائية جملة হয়ে انظر -এর مَفْعُول به হয়েছে, فعل انظر নিজের فَاعِل ও مَفْعُول به কে নিয়ে فِعْلية انشائية হয়েছে।

فَلَوْ حُذِفَ أَحَدُهُمَا كَانَ كَحَذْفِ بَعْضِ أَجْزَاءِ الْكَلِمَةِ الْوَاحِدَةِ، وَإِذَا تَوَسَّطَتْ هٰذِهِ الْأَفْعَالُ بَيْنَ مَفْعُوْلَيْهَا أَوْ تَأَخَّرَتْ عَنْهُمَا جَازَ إِبْطَالُ عَمَلِهَا، مِثْلُ زَيْدٌ ظَنَنْتُ قَائِمٌ وَزَيْدًا ظَنَنْتُ قَائِمًا وَزَيْدٌ قَائِمٌ ظَنَنْتُ وَزَيْدًا قَائِمًا ظَنَنْتُ، فَإِعْمَالُهَا وَإِبْطَالُهَا حِيْنَئِذٍ مُتَسَاوِيَانِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ إِعْمَالَهَا أَوْلٰى عَلٰى تَقْدِيْرِ التَّوَسُّطِ وَإِبْطَالَهَا أَوْلٰى عَلٰى تَقْدِيْرِ التَّأَخُّرِ -

---

অনুবাদ: অতঃপর যদি তাদের কোনো একটিকে বিলুপ্ত করা হয়, তবে একই শব্দের কিছু অংশ বিলুপ্ত করা হলো। যদি এই فِعْل গুলো তার দুই مَفْعُوْل -এর মাঝে বা শেষে পতিত হয়, তবে তার আমল বাতিল করা বৈধ আছে। যেমন- زَيْدٌ ظَنَنْتُ قَائِمٌ [আমি যায়েদকে দণ্ডায়মান ধারণা করেছি]। زَيْدًا ظَنَنْتُ قَائِمًا , زَيْدٌ ظَنَنْتُ قَائِمٌ ও زَيْدًا قَائِمًا ظَنَنْتُ - সুতরাং এদের আমল দেওয়া ও না দেওয়া উভয়টিই সমান। কেউ কেউ বলেছেন যে, فِعْل টা উভয় مَفْعُوْل -এর মাঝে পতিত হলে আমল দেওয়া উত্তম। আর فِعْل উভয় مَفْعُوْل -এর শেষে পতিত হলে আমল না দেওয়া উত্তম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য : أَفْعَال قُلُوْب -এর فِعْل গুলো যদি তার দুই مَفْعُوْل -এর মাঝে বা শেষে আসে, তবে زَيْدًا ظَنَنْتُ قَائِمٌ বা زَيْدٌ ظَنَنْتُ قَائِمًا -এর আমল দেওয়া এবং না দেওয়া উভয়টিই বৈধ। فِعْل মাঝে হওয়ার উদাহরণ, যেমন- زَيْدًا قَائِمًا ظَنَنْتُ বা زَيْدٌ قَائِمٌ ظَنَنْتُ উভয়টিই বৈধ। শেষে হওয়ার উদাহরণ, যেমন- زَيْدٌ قَائِمٌ ظَنَنْتُ

কেউ কেউ বলেছেন যে, যদি فِعْل টা উভয় مَفْعُوْل -এর মাঝে হয়, তবে আমল দেওয়া উত্তম। আর যদি فِعْل টা উভয় مَفْعُوْل -এর শেষে হয়, তবে আমল না দেওয়াই উত্তম।

ইবারতের তারকীবসমূহ

তারকীব : ২. قَوْلُهُ فَلَوْ حُذِفَ أَحَدُهُمَا كَانَ كَحَذْفِ بَعْضِ أَجْزَاءِ الْكَلِمَةِ الْوَاحِدَةِ

هُمَا হলো مُضَاف আর يمير হলো أَحَدُ , فِعْل مجهول হলো حُذِفَ এবং حرف شرط হলো لَوْ আর تعقيبية হলো فاء فِعْل مجهول হলো نَائِب فَاعِل এর- حُذِفَ مركب اضافي হয়ে مُضَاف إِلَيْه ও مُضَاف, مُضَاف إِلَيْه তার نَائِب فَاعِل -এর সাথে মিলে فِعْل نَاقِص হলো كَانَ ; شرط হয়ে جُمْلَة فعلية خبرية আর তার মধ্যে هو يمير হলো তার مُضَاف আর بَعْض হলো مُضَاف আর حَذْف হলো , حرف جَارّ كاف; اِسْم আর أَجْزَاء হলো مُضَاف এবং الْكَلِمَة হলো مَوْصُوْف আর صِفَة হলো الْوَاحِدَة ; صِفَة ও مَوْصُوْف -এর- أجزاء مضاف মিলে مُضَاف إِلَيْه -এর- بعض , مُضَاف إِلَيْه তার بعض مُضَاف কে নিয়ে مركب اضافي হয়ে مُضَاف إِلَيْه তার أَجْزَاء , مُضَاف إِلَيْه তার حذف ; مُضَاف إِلَيْه -এর- حذف مُضَاف إِلَيْه কে নিয়ে مركب اضافي হয়ে مُضَاف إِلَيْه কে নিয়ে متعلق হয়ে ثابتا شِبْه فِعْل محذوف মিলে مَجْرُور ও جَارّ ; مَجْرُور এর جَارّ كاف مركب اضافي -এর সাথে شرط, হয়ে جزاء হয়ে جُمْلَة اسميّة خبرية হয়েছে, خَبَر ও اِسْم তার خَبَر মিলে كان; خَبَر -এর- كان হয়ে شِبْه جُمْلَة তার جزاء কে নিয়ে جُمْلَة شرطية হয়েছে।

وَإِذَا زِيْدَتِ الْهَمْزَةُ فِيْ أَوَّلِ عَلِمْتُ وَرَأَيْتُ، صَارَا مُتَعَدِّيَيْنِ إِلٰى ثَلٰثَةِ مَفَاعِيْلَ، نَحْوُ أَعْلَمْتُ زَيْدًا عَمْرًا فَاضِلًا وَأَرَيْتُ عَمْرًا خَالِدًا عَالِمًا، فَزِيْدَ فِيْهِمَا بِسَبَبِ الْهَمْزَةِ مَفْعُوْلٌ أُخَرُ لِأَنَّ الْهَمْزَةَ لِلتَّصْيِيْرِ، فَمَعْنَى الْمِثَالِ الْأَوَّلِ حَمَلْتُ زَيْدًا عَلٰى أَنْ يَّعْلَمَ عَمْرًا فَاضِلًا، وَمَعْنَى الْمِثَالِ الثَّانِيْ حَمَلْتُ عَمْرًا عَلٰى أَنْ يَّعْلَمَ خَالِدًا عَالِمًا، وَذٰلِكَ مَخْصُوْصٌ بِهٰذَيْنِ الْفِعْلَيْنِ دُوْنَ أَخَوَاتِهِمَا، وَهٰذَا مَسْمُوْعٌ مِنَ الْعَرَبِ خِلَافًا لِلْأَخْفَشِ، فَإِنَّهُ أَجَازَ زِيَادَةَ الْهَمْزَةِ فِيْ جَمِيْعِ هٰذِهِ الْأَفْعَالِ قِيَاسًا عَلٰى أَعْلَمْتُ وَأَرَيْتُ، نَحْوُ أَظْنَنْتُ وَأَحْسَبْتُ وَأَخَلْتُ وَأَوْجَدْتُ وَأَزْعَمْتُ زَيْدًا عَمْرًا فَاضِلًا، وَأَنْبَأَ وَنَبَّأَ وَأَخْبَرَ وَخَبَّرَ وَحَدَّثَ أَيْضًا تَتَعَدّٰى إِلٰى ثَلٰثَةِ مَفَاعِيْلَ. اِعْلَمْ أَنَّهُ لَايَجُوْزُ حَذْفُ الْمَفْعُوْلِ الْأَوَّلِ مِنَ الْمَفَاعِيْلِ الثَّلٰثَةِ، لٰكِنْ يَّجُوْزُ حَذْفُ الْمَفْعُوْلَيْنِ الْأَخِيْرَيْنِ مَعًا وَلَا يَجُوْزُ حَذْفُ أَحَدِهِمَا بِدُوْنِ الْاٰخَرِ كَمَا مَرَّ -

---

অনুবাদ: আর عَلِمْتُ এবং رَأَيْتُ -এর শুরুতে যদি هَمْزَه কে বৃদ্ধি করা হয়, তবে এগুলো তিন مَفْعُوْل -এর দিকে مُتَعَدِّي হবে। যেমন- أَعْلَمْتُ زَيْدًا عَمْرًا فَاضِلًا [আমি যায়েদকে জানিয়েছি যে, আমর একজন পণ্ডিত ব্যক্তি]। أَرَيْتُ عَمْرًا خَالِدًا عَالِمًا [আমি আমরকে খালেদ প্রসঙ্গে দেখিয়েছি যে, সে আলেম]। এই উপমাগুলোর শুরুতে হামযা আসার কারণে শেষে একটি مَفْعُوْل কে বৃদ্ধি করা হয়েছে। কেননা هَمْزَه টা تَصْيِيْر তথা فِعْل لَازم কে مُتَعَدِّي করার জন্য ব্যবহার হয়।

সুতরাং প্রথম উপমার অর্থ হলো, আমি যায়েদকে জানতে উদ্বুদ্ধ করেছি যে, আমর একজন পণ্ডিত। আর দ্বিতীয় উপমার অর্থ হলো, আমি আমরকে জানতে উদ্বুদ্ধ করেছি যে, খালেদ একজন আলেম। এটা কেবলমাত্র এ দু'টি فِعْل -এর-ই বৈশিষ্ট্য, অন্যান্য أَفْعَال قُلُوْب -এর নয়। এটা আরববাসীদের থেকে শ্রুত বর্ণনা। কিন্তু আখফাশ নাহবী এর পরিপন্থি মত ব্যক্ত করেছেন। তিনি اَعْلَمْتُ ও اَرَيْتُ -এর উপর কিয়াস করে অন্যান্য সকল أَفْعَال قُلُوْب -এর উপর هَمْزَه বৃদ্ধি করণকে বৈধ মনে করেন। যেমন– أَظْنَنْتُ وَ أَحْسَبْتُ وَ أَخَلْتُ وَ أَوْجَدْتُ وَ أَزْعَمْتُ زَيْدًا عَمْرًا فَاضِلًا আর أَنْبَأَ - نَبَّأَ - اَخْبَرَ - خَبَّرَ ও حَدَّثَ এগুলোও তিন مَفْعُوْل -এর দিকে مُتَعَدِّي হয়।

তুমি জেনে রাখ যে, তিন مَفْعُوْل -এর প্রথম مَفْعُوْل কে حَذْف করা বৈধ নয়। তবে শেষের দুই مَفْعُوْل কে একত্রে حَذْف করা বৈধ এবং তাদের একটিকে অপরটি ব্যতীত حَذْف করা বৈধ নয়। যেমনটি ইতঃপূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।

ইবারতের তারকীবসমূহ

তারকীব : ১. قَوْلُهُ : وَلَا يَجُوْزُ حَذْفُ أَحَدِهِمَا بِدُوْنِ الْأٰخَرِ

مُضَاف إِلَيْه হলো أَحَدِ আর مُضَاف হলো حَذْفُ আর فِعْل হলো لَا يَجُوْزُ আর حَرْف عَطْف হলো واو এবং যমীর هِمَا হলো مُضَاف إِلَيْه অতঃপর مُضَاف إِلَيْه ও مُضَاف إِلَيْه মিলে مُرَكَّب إِضَافِي হয়ে مُضَاف إِلَيْه হলো حذف এর, مُضَاف ও مُضَاف إِلَيْه মিলে مُرَكَّب إِضَافِي হয়ে فَاعِل , আর باء হলো مُضَاف إِلَيْه ও مُضَاف মিলে مُرَكَّب إِضَافِي এবং دُوْنِ হলো مُضَاف আর الْأٰخَرِ হলো مُضَاف إِلَيْه ; حرف جَارْ مُتَعَلِّق ও فَاعِل, فِعْل তার -এর সাথে لا يجوز হলো مَجْرُور ও جَارْ মিলে مُتَعَلِّق ; مَجْرُور হয়ে إِضَافِي কে নিয়ে جُمْلَة فِعْلية হয়েছে।

অনুশীলনী

১. أَفْعَال قُلُوْب কাকে বলে? এগুলো কয়টি ও কী কী লিখ।

২. أَفْعَال قُلُوْب -এর وَجْه تَسْمِيَة [নামকরণ] বর্ণনা কর।

৩. أَفْعَال قُلُوْب -এর আমল উদাহরণসহ লিখ।

৪. أَفْعَال قُلُوْب -এর অপর নাম কী? أَفْعَال قلوب -কে এ নামে নামকরণের কারণ কী বর্ণনা কর।

৫. أَفْعَال قُلُوْب -এর বৈশিষ্ট্য কয়টি ও কী কী লিখ।

৬. أَفْعَال قُلُوْب টা কখন তিন مَفْعُوْل -এর মুখাপেক্ষী হয় ও কেন?

৭. أَفْعَال قُلُوْب -এর مَفْعُوْل বিলুপ্ত করা সম্পর্কে যা জান লিখ।

৮. أَفْعَال قُلُوْب -এর আমলকে কখন বাতিল করা যায় লিখ।

৯. তারকীব কর : فَلَوْ حُذِفَ أَحَدُهُمَا كَانَ كَحَذْفِ بَعْضِ أَجْزَاءِ الْكَلِمَةِ الْوَاحِدَةِ

اَلْمَرْحَلَةُ الثَّالِثَةُ فِي الْعَوَامِلِ الْقِيَاسِيَّةِ

[তৃতীয় পর্ব, নিয়মাধীন আমিলসমূহের বর্ণনা]

اَلْعَوَامِلُ الْقِيَاسِيَّةُ سَبْعَةُ عَوَامِلَ

কিয়াসী [নিয়মাধীন] আমিলসমূহ সাতটি

اَمَّا الْقِيَاسِيَّةُ فَسَبْعَةُ عَوَامِلَ: اَلْاَوَّلُ مِنْهَا اَلْفِعْلُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ لَازِمًا اَوْمُتَعَدِّيًا مَاضِيًا كَانَ اَوْمُضَارِعًا اَمْرًا كَانَ اَوْ نَهْيًا، كُلُّ فِعْلٍ يَّرْفَعُ الْفَاعِلَ، نَحْوُ قَامَ زَيْدٌ وَضَرَبَ زَيْدٌ وَاَمَّا إِذَا كَانَ مُتَعَدِّيًا فَيَنْصِبُ الْمَفْعُوْلَ بِهٖ اَيْضًا، مِثْلُ ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًا، وَلَا يَجُوْزُ تَقْدِيْمُ الْفَاعِلِ عَلَى الْفِعْلِ بِخِلَافِ الْمَفْعُوْلِ، فَإِنَّ تَقْدِيْمَهٗ عَلَيْهِ جَائِزٌ، وَلَا يَجُوْزُ حَذْفُ الْفَاعِلِ، بِخِلَافِ الْمَفْعُوْلِ، فَإِنَّ حَذْفَهٗ جَائِزٌ، نَحْوُ ضَرَبَ زَيْدٌ -

অনুবাদ: কিয়াসী [নিয়মাধীন] আমিলসমূহ হলো ৭টি। এগুলোর প্রথমটি فِعْل [ক্রিয়া] যা مُطْلَق হবে। চাই তা لَازِم [অকর্মক] হোক অথবা مُتَعَدِّي [সকর্মক] হোক, مَاضِي [অতীতকাল বাচক ক্রিয়া] হোক অথবা مُضَارِع [বর্তমান-ভবিষ্যৎকাল বাচক ক্রিয়া] হোক, অথবা اَمْر [আদেশসূচক ক্রিয়া] হোক বা نَهِي [নিষেধাজ্ঞাসূচক ক্রিয়া] হোক। প্রত্যেকটি فِعْل [ক্রিয়া] فَاعِل -কে رَفْع দিবে। যেমন- قَامَ زَيْدٌ [যায়েদ দাঁড়িয়েছে]। ضَرَبَ زَيْدٌ [যায়েদ প্রহার করেছে]। যদি فِعْل টা مُتَعَدِّي হয়, তবে مَفْعُوْل بِهٖ -কে نَصْب দিবে। যেমন- ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًا [যায়েদ আমরকে প্রহার করেছে]। এবং فَاعِل তথা কর্তা -কে فِعْل -এর উপর مُقَدَّم করা বা فَاعِل -কে فِعْل -এর পূর্বে ব্যবহার করা বৈধ নয়। কিন্তু مَفْعُوْل -এর বিপরীত। কেননা, مفعول তথা কর্মপদকে فعل -এর উপর مقدم করা বা فعل -এর আগে ব্যবহার করা বৈধ। এবং فاعل -কে বিলুপ্ত করা বৈধ নয়। কিন্তু مفعول -এর বিপরীত। কেননা তাকে বিলুপ্ত করা বৈধ। যেমন- ضَرَبَ زَيْدٌ [যায়েদ প্রহার করেছে]।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মুসান্নিফ (র.) ইতঃপূর্বে عَوَامِل سَمَاعِيَة কে ১৩ ভাগে বিভক্ত করে তার বর্ণনা শেষ করেছেন। এখন তিনি عَوَامِل قِيَاسِيَة -এর আলোচনা শুরু করেছেন।

عوامل قياسية -এর পরিচয় : عَوَامِل -এর তাহকীক পূর্বেই করা হয়েছে। আর قِيَاسٌ হলো فِعَالٌ -এর ওজনে। এর অর্থ হলো অনুমান করা, বিচার-বিবেচনা করা। বুদ্ধি ও ব্যাখ্যার আলোকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ قِيَاس -এর অন্তর্ভুক্ত।

পরিভাষায় عَوَامِل قِيَاسِية ঐ সকল عَوَامِل -কে বলা হয় যেগুলোর প্রত্যেকটি নিয়মাধীন তথা পদ্ধতিগতভাবে আমল করে থাকে। এবং প্রত্যেকটিকেই ঐ আমলের সম্পর্কে অন্যটির উপর অনুমান করা হয়ে থাকে।

عَوَامِل قِيَاسِية -এর প্রকার : عَوَامِل قِيَاسِية মোট ৭ টি–

১. فِعْل [ক্রিয়া]। যাকে ইংরেজীতে Verb বলা হয়।

২. مَصْدَر [ক্রিয়ামূল]। যাকে ইংরেজীতে Root of Verb বলা হয়।

৩. اِسْم فَاعِل[কর্তৃকারক বিশেষ্য পদ]। যাকে ইংরেজীতে Active Participle বলা হয়।

৪. اِسْم مَفْعُوْل[কর্মকারক বিশেষ্য পদ]। যাকে ইংরেজীতে Pasive Participle বলা হয়।

৫. صِفَة مُشَبَّهَه [স্থায়ী গুণবাচক বিশেষণ পদ]। যাকে ইংরেজীতে Simple Attributive adjective বলা হয়।

৬. مُضَاف [সম্বন্ধ পদ]। যাকে ইংরেজীতে possesive case বলা হয়।

৭. اِسْم تَام[পূর্ণতাবাচক বিশেষ্য পদ]। যাকে ইংরেজীতে Complete Noun বলা হয়।

فِعْل -এর আলোচনা : فِعْل -এর শাব্দিক অর্থ হলো ক্রিয়া। পরিভাষায় فِعْل বলা হয় اَلْفِعْلُ كَلِمَةٌ تَدُلُّ عَلٰى مَعْنًى فِيْ نَفْسِهَا مُقْتَرِنَةٌ بِأَحَدِ الْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ অর্থাৎ فِعْل এমন শব্দকে বলা হয় যা তিন কালের কোনো এক কালের সাথে মিলিত হয়ে স্বীয় অর্থকে প্রকাশ করে। যেমন– نَصَرَ [সে সাহায্য করল]। يَضْرِبُ [সে প্রহার করছে বা করবে]। এখানে نَصَر শব্দটি নিজে নিজেই স্বীয় অর্থ প্রকাশ করেছে এবং স্বীয় অর্থ প্রকাশ করতে গিয়ে অতীত কালের সাথে সম্পর্ক রেখেছে; তাই এটা فعل হয়েছে। এবং يَضْرِبُ শব্দটিও স্বীয় অর্থ প্রকাশ করেছে এবং সে স্বীয় অর্থ প্রকাশ করতে গিয়ে বর্তমান বা ভবিষ্যৎ কালের সাথে সম্পর্ক রেখেছে; কাজেই এটাও فِعْل হয়েছে।

এখানে মুসান্নিফ (র.) فِعْل দ্বারা فِعْل مُطْلَق -কে বুঝিয়েছেন এবং فِعْل مُطْلَق -এর মধ্যে لَازِم যেমন– بَكٰى [সে ক্রন্দন করল]। مُتَعَدِّي যেমন– ضَرَبَ [সে প্রহার করল]। এবং اَمْر - مضارِع - مَاضِي ও نَهِي ইত্যাদি সবগুলোই অন্তর্ভুক্ত।

فِعْل -এর আমল : এই فِعْل তার فَاعِل কে সর্বদা رَفع দিবে। যেমন– قَامَ زَيْدٌ [যায়েদ দাঁড়িয়েছে]। এখানে قَامَ হলো فِعْل لَازِم ; সে তার فَاعِل - زَيْد কে رَفْع দিয়েছে। আর যদি فِعْل مُتَعَدِّي হয়, তবে فِعْل তার فَاعِل কে رَفْع দেওয়ার সাথে সাথে مَفْعُول به কেও نَصْب দিবে। যেমন– ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًوا [যায়েদ আমরকে প্রহার করেছে]। এখানে ضَرَبَ হলো فِعْل مُتَعَدِّي যা তার فَاعِل অর্থাৎ زَيْدٌ কে رَفْع প্রদান করেছে আর مَفْعُوْل بِهٖ অর্থাৎ عَمْرًوا কে نَصْب প্রদান করেছে।

উল্লিখিত উপমাতে فِعْل -টা তার فَاعِل -এর মধ্যে لَفْظًا তথা শাব্দিকভাবে আমল করেছে। আর কখনো এই عَمَل -টা مَعْنَوِى [গোপনভাবে] হতে পারে। যেমন– ضَرَبَ مُوْسٰى [মুসা প্রহার করল] قَامَ هٰؤُلَاءِ [এরা সকলেই দণ্ডায়মান হয়েছে]। এ দু'টি উপমাতে فَاعِل -এর رَفْع -টা গোপনভাবে হয়েছে। এবং فَاعِل কখনো مَحَل হিসেবেও رَفْع হতে পারে। যেমন– كَفٰى بِاللهِ [আল্লাহই যথেষ্ট]। এখানে بِاللهِ টা فَاعِل যা مَحَل হিসেবে رَفْع হয়েছে। যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে مَجْرُوْر হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, فَاعِل কখনোই فِعْل -এর উপর অহেতুক مُقَدَّم হতে পারে না, তবে مَفْعُوْل টা مُقَدَّم হতে পারে। এমনকি তিন কারণে مَفْعُوْل -টা তার فِعْل -এর উপর مُقَدَّم হওয়া বা مَفْعُوْل টা فِعْل -এর পূর্বে আসা ওয়াজিব।

১. যদি مَفْعُوْل টা صَدْرُ الْكَلَامِ বা বাক্যের প্রারম্ভকে চায়, তখন مَفْعُوْل কে مُقَدَّم করা ওয়াজিব। যেমন- مَنْ رَأَيْتُ [আমি কাকে দেখেছি?] এখানে مَنْ টা হলো مَفْعُوْل যা সর্বদা صَدْر الكلام কে চায়; বিধায় مَنْ কে فِعْل -এর পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

২ যখন فِعْل টি أَمَّا -এর جَوَاب এ فَاء جَزَائِيَّة -এর পরে উল্লিখিত হবে এবং উক্ত فِعْل এর পূর্ব بِهِ مَفْعُوْل ছাড়া অন্য কোনো مَفْعُوْل উল্লেখ হবে না। যেমন- আল্লাহর বাণী- فَأَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَر [সুতরাং ইয়াতিমের সাথে তুমি কর্কশ ব্যবহার করনা]। এখানে اَلْيَتِيْمَ যা مَفْعُوْل হয়েছে সেটা তার فِعْل -এর উপর مُقَدَّم হয়েছে।

৩. যখন مَفْعُوْل টা ضَمِيْر مُنْفَصِل হবে আর ضَمِيْر مُنْفَصِل টা যদি تَخْصِيْص -এর জন্য ব্যবহার হয়, তখন مَفْعُوْل কে فِعْل -এর উপর مُقَدَّم করা ওয়াজিব। যেমন- إِيَّاكَ نَعْبُدُ [আমরা তোমারই ইবাদত করি]। এখানে ضَمِيْر مُنْفَصِل টা تَخْصِيْص -এর জন্য ব্যবহার হওয়ায় তাকে তার فِعْل -এর উপর مُقَدَّم করা হয়েছে।

অনুরূপভাবে فَاعِل -কে বিলুপ্ত করা জায়েজ নেই, তবে قَرِيْنَة পাওয়া গেলে مَفْعُوْل কে বিলুপ্ত করা জায়েজ আছে। যেমন- شَرِبَ زَيْدٌ فَسَكِر [যায়েদ পান করল, অতঃপর সে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ল]। এখানে شَرِبَ زَيْدٌ -এর পর اَلْخَمرَ যা مَفْعُوْل তাকে বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে قَرِيْنَة পাওয়া যাওয়ার কারণে।

ইবারতের তারকীবসমূহ

তারকীব : ১. قَوْلُهُ : اَلْأَوَّلُ مِنْهَا الْفِعْلُ مُطْلَقًا

نَائِبُ ضَمِيْر হলো الْأَوَّلُ আর مِنْهَا টা جَارْ ও مَجْرُوْر মিলে مُتَعَلِّق হলো اَلْمَعْدُوْدُ -এর সাথে, তার مَوْصُوْف হলো ضَمِيْر, مَوْصُوْف -এর, صِفَة হলো شِبْه جملة তার شِبْه হয়ে فِعْل , الْفَاعِلِ ও نَائِبُ الْفَاعِلِ কে নিয়ে مُتَعَلِّق হলো اَلْفِعْلُ এবং حال হলো مُطْلَقًا এবং ذو الحال হলো حال এখন حال ও ذو الحال মিলে صِفَة مُبْتَدَأ মিলে خَبَر হয়েছে, خَبَر ও مُبْتَدَأ মিলে جُمْلَة اِسْمية خبرية হয়েছে।

তারকীব : ২. قَوْلُهُ : سَوَاءٌ كَانَ لَازِمًا أَوْ مُتَعَدِّيًا مَاضِيًا كَانَ أَوْ مُضَارِعًا أَمْرًا كَانَ أَوْ نَهْيًا

سَوَاءٌ হলো خَبَر مقدم আর كَانَ হলো فِعْل نَاقِص ; তার ضَمِيْر হলো كان -এর اِسْم এবং لَازِمًا হলো مَعْطُوف তার مَعْطُوف عَلَيه ; مَعْطُوف হলো مُتَعَدِّيًا আর حَرْف عَطْف হলো أَوْ আর مَعْطُوف عَلَيه তার مَعْطُوف কে নিয়ে مَاضِيًا হলো كان , خَبَر كان তার اِسْم ও خَبَر কে নিয়ে جُمْلَة اسمية হয়ে প্রথম মুবতাদা আর مضارعًا হলো حَرْف عَطْف এবং كَانَ হলো فِعْل نَاقِص ; তার ضَمِيْر হলো اِسْم নাকিস আর أَوْ হলো عَلَيه এবং مَعْطُوف তার مَعْطُوف কে নিয়ে خَبَر হয়েছে এবং كان তার اِسْم ও خَبَر কে নিয়ে ; مَعْطُوف عَلَيه হলো أَمْرًا এবং كَانَ হলো فِعْل نَاقِص এবং তার ضَمِيْر হলো اسمية جُمْلَة হয়ে দ্বিতীয় মুবতাদা আর مَعْطُوف عَلَيه হলো حرف عطف এবং نَهْيًا হলো مَعْطُوف ; مَعْطُوف ও مَعْطُوف عَلَيه মিলে أَوْ আর اِسْم كان তার خَبَر কে নিয়ে جُمْلَة اسمية হয়ে তৃতীয় মুবতাদা তারপর তিন মুবতাদা তার كان হয়েছে, كان তার اِسْم ও خَبَر কে নিয়ে خبرية جُمْلَة اِسْمية হয়েছে।

وَالثَّانِيْ الْمَصْدَرُ، وهُوَ اسْم حَدَثٍ اشْتُقَّ مِنْهُ الْفِعْلُ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ مَصْدَرًا لِصُدُوْرِ الْفِعْلِ عَنْه، فَيَكُوْنُ مَحَلًّا لَهُ، قَالَ الْبَصَرِيُّوْنَ : إِنَّ الْمَصْدَرَ أَصْلٌ وَالْفِعْلَ فَرْعٌ لِاسْتِقْلَالِهِ بِنَفْسِهِ وَعَدَمِ احْتِيَاجِهِ إِلَى الْفِعْلِ، بِخِلَافِ الْفِعْلِ فَإِنَّهُ غَيْرُ مُسْتَقِلٍّ بِنَفْسِهِ بَلْ مُحْتَاجٌ إِلَى الاِسْمِ. وَقَالَ الْكُوْفِيُّوْنَ : إِنَّ الْفِعْلَ أَصْلٌ والْمَصْدَرَفَرْعٌ لِإِعْلَالِ الْمَصْدَرِ بِإِعْلَالِهِ وَتَصْحِيْحِهِ بِصِحَّتِهِ، نَحْوُ قَامَ قِيَامًا، وَقَاوَمَ قِوَامًا، أُعِلَّ قِيَامًا بِقَلْبِ الْوَاوِفِيْهِ يَاءً لِقَلْبِ الْوَاوِ أَلِفًا فِيْ قَامَ وَصَحَّ قِوَامًا لِصِحَّةِ قَاوَمَ وَلَاشَكَّ أَنَّ دَلِيْلَ الْبَصَرِيِّيْنَ يَدُلُّ عَلَى أَصَالَةِ الْمَصْدَرِ مُطْلَقًا، وَدَلِيْلَ الْكُوْفِيِّيْنَ يَدُلُّ عَلَى أَصَالَةِ الْفِعْلِ فِي الْإِعْلَالِ، فَلَا تَلْزَمُ مِنْهُ أَصَالَتُهُ مُطْلَقًا، وَلَوْ كَانَ هٰذا الْقَدْرُ يَقْتَضِي الْأَصَالَةَ يَلْزَمُ أَنْ يَّكُوْنَ يَعِدُ بِالْيَاءِ وَأُكْرِمُ مُتَكَلِّمًا بِالْهَمْزَةِ أَصْلًا وَبَاقِي الْأَمْثِلَةِ فَرْعًا، وَلَا قَائِلَ بِهِ أَحَدٌ -

অনুবাদ: আর [عوامل قياسيّة-এর] দ্বিতীয়টি হলো مَصْدَر ; এটা তাৎক্ষণিক কোনো কাজ হওয়া বা করাকে বুঝায় এবং এর থেকে فِعْل নির্গত হয়। مصدر কে مَصْدَر বলে নামকরণ করা হয়েছে তার থেকে فِعْل প্রকাশ পাওয়ার কারণে। সুতরাং এটা فِعْل -এর জন্য مَحَل বা স্থান হলো। বসরাবাসীগণ বলেন, مَصْدَر হলো আসল এবং فِعْل হলো তার فَرْع তথা শাখা; সে নিজে নিজেই স্বয়ং সম্পূর্ণ হওয়ার কারণে এবং তার فِعْل -এর প্রতি অমুখাপেক্ষী হওয়ার কারণে। কিন্তু فِعْل এর বিপরীত। কেননা, তা নিজে নিজেই স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়; বরং তা اِسْم -এর দিকে মুখাপেক্ষী। আর কূফাবাসীগণ বলেন যে, নিশ্চয় فِعْل হলো আসল ও মূল আর مَصْدَر হলো তার শাখা। فِعْل -এর تَعْلِيْل হওয়ার কারণে مَصْدَر -এর মধ্যে تَعْلِيْل হয়। এবং فِعْل টা সহীহ হওয়ার কারণে مَصْدَر টাও সহীহ্ হয়। যেমন– قَامَ قِيَامًا এবং قَاوَمَ قِوَامًا ; قِيَامًا -এর মধ্যে تَعْلِيْل করা হয়েছে, তার মধ্যে وَاو টা يَاء দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে, قَامَ -এর মধ্যে وَاو টা أَلِف দ্বারা পরিবর্তন হওয়ার কারণে এবং قِوَامًا -এর মধ্যে تَعْلِيل হয়নি قَاوَمَ টা সহীহ হওয়ার কারণে। কোনো সন্দেহ নেই যে, বসরার নাহুবিদগণের দলিল مَصْدر টা مُطْلَق ভাবে আসল ও মূল হওয়ার উপর দালালত করে। আর কূফার নাহুবিদগণের দলিল تَعْلِيْل -এর ক্ষেত্রে فِعْل টা আসল হওয়ার উপর দালালত করে। সুতরাং এর দ্বারা فِعْل সর্বদিক দিয়ে মৌলিক বিষয় হওয়া অপরিহার্য নয়। আর যদি এ পরিমাণই আসল হওয়াকে প্রমাণ করত তবে يَعِدُ টা يَاء দ্বারা ও أُكْرِمُ টা هَمْزَه দ্বারা আসল হয়ে যেত এবং বাকি সাদৃশ্যসীগাগুলো তার শাখা প্রমাণিত হতো। অথচ কেউ এরূপ কথা বলেননি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

مَصْدَر -এর আলোচনা : عَوَامِل قِيَاسِيَّة -এর দ্বিতীয় প্রকার হলো : مَصْدَر এটা صَدْرٌ মূলধাতু হতে নির্গত اِسْم -এর সীগাহ। এর অর্থ হলো উৎস বা নির্গমনের স্থান। যেহেতু مَصْدَر হতে فِعْل নির্গত হয় এজন্য তাকে ظَرْف مَصْدَر বলা হয়।

مَصْدَر টা তার فِعْل -এর মতো فَاعِل ও مَفْعُوْل -এর প্রতি মুখাপেক্ষী নয়, তবে আমল করার ক্ষেত্রে তা فِعْل -এর মতোই আমল করে থাকে।

مَصْدَر -এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে মুসান্নিফ বলেন- هُوَ اِسْمُ حَدَثٍ اشْتُقَّ مِنْهُ الْفِعْلُ অর্থাৎ, তাৎক্ষণিকভাবে ঘটমান এমন কোনো اسم যার থেকে فِعْل নির্গত হয়।

أُشْتُقَّ এটা اِشْتِقَاق হতে নির্গত। এর অর্থ হলো, নির্গত হওয়া এবং এক শব্দ হতে অন্য শব্দ গঠিত হওয়া। পরিভাষায় একই মূল হতে গঠিত দু'টি শব্দের মধ্যে শব্দ ও অর্থের সামঞ্জস্য থাকাকে اِشْتِقَاق বলে।

বসরী ও কূফীদের মতভেদ :

مَصْدَر আসল না فِعْل আসল এ নিয়ে কূফার নাহবী ও বসরার নাহবীদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে।

বসরীদের অভিমত : বসরার নাহবীগণ বলেন- مصدر হলো আসল।

কূফীদের অভিমত : কূফার নাহবীদগণ বলেন যে, فِعْل হলো আসল।

বসরীদের দলিল : মাসদার হলো স্বনির্ভর। এটা স্বীয় অর্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে কারোর মুখাপেক্ষী নয় এবং সে কারো থেকে নির্গত নয়; বরং فِعْل টা مَصْدَر হতে নির্গত আর সেটা পরনির্ভরশীল এবং সর্বদা اِسْم -এর প্রতি মুখাপেক্ষী হয়। কাজেই পরনির্ভরশীল কোনো বস্তু মূল হতে পারে না। সুতরাং বুঝা গেল যে, مَصْدَر আসল আর فِعْل হলো তার فَرْع তথা শাখা।

কূফীদের দলিল : مَصْدَر এর মধ্যে تَعْلِيْل হওয়া বা না হওয়া নির্ভর করে فِعْل -এর تَعْلِيْل হওয়া বা না হওয়ার উপর। যদি فِعْل -এর মধ্যে تَعْلِيْل হয়, তবে مَصْدَر -এর মধ্যেও تَعْلِيْل হবে। যেমন- قِيَامًا -এর মধ্যে تَعْلِيْل হয়েছে قَامَ -এর মধ্যে تَعْلِيْل হওয়ার কারণে। আর যদি فِعْل -এর মধ্যে تَعْلِيْل না হয়, তবে مَصْدَر -এর মধ্যেও تَعْلِيْل হবে না। যেমন- قَوَامًا -এর মধ্যে تَعْلِيْل হয়নি قَاوَمَ -এর মধ্যে تَعْلِيْل না হওয়ার কারণে। তাঁরা আরো বলেন যে, فِعْل কখনো কখনো مَصْدَر -এর عَامِل হয়। যেমন- قَعَدْتُ قُعُوْدًا এখানে قُعُوْدًا হলো مَصْدَر এতে আমিল হয়েছে فِعْل অতএব বুঝা গেল যে, فِعْل টা আসল।

সমাধান : কূফার নাহুবিদগণের দলিল মাসদার আসল হওয়াকে খণ্ডন করতে পারে না। কেননা فِعْل -এর মধ্যে تَعْلِيْل হওয়ার কারণে مَصْدَر -এর মধ্যে تَعْلِيْل হয় এ কথাটি বিশুদ্ধ নয়; বরং تَعْلِيْل তো কেবলমাত্র صَرْفِي নিয়ম-নীতির ভিত্তিতেই হয়ে থাকে। صَرْفِي -দের নিকট এমন কোনো নীতি নেই যে, فِعْل -এর মধ্যে تَعْلِيْل হলে مَصْدَر -এর মধ্যে تَعْلِيْل হতেই হবে।

তাদের দ্বিতীয় দলিলও গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, عَامِل হলেই তা মূল হয় না। যেমন- إِنْ টা فِعْل -এর মধ্যে আমল করে তাই বলে কি إِنْ কে فِعْل -এর মূল বলা হবে? কাজেই তাদের এ যুক্তিও গ্রহণযোগ্য নয়।

আর যদি কূফীদের কথাকে মেনেও নেওয়া হয়, তাহলে يَعِدُ এবং أُكْرِمُ কে বাকি সাদৃশ্য ১৩ সীগার মূল বলা প্রয়োজন হয়, অথচ তারাও يَعِدُ এবং أُكْرِمُ কে মূল বলেন না; তাই বুঝা গেল যে فِعْل মূল নয়; বরং مَصْدَر -ই মূল, যা থেকে فِعْل নির্গত হয়।

ইবারতের তারকীবসমূহ

তারকীব : ১. قَوْلُهُ : وَهُوَ اِسْمُ حَدَثٍ اشْتُقَّ مِنْهُ الْفِعْلُ

فِعْل হলো أُشْتُقَّ , مَوْصُوْف হলো مضاف এবং اِسْم হলো مُبْتَدَأ আর هو হলো حَدَث حَرْف عَطْف واو الْفِعْلُ؛ اشتق -এর সাথে مجهول আর من হলো حَرْف جَارّ এবং যমীর ه হলো مَجْرُور ; جَارّ ও مَجْرُور মিলে فِعْل جُمْلَة فِعْلية خبرية হলো نائب فَاعِل , فِعْل مجهول ; এখন اشتق -এর نائب فَاعِل ও مُتَعَلِّق মিলে مُتَعَلِّق হয়ে صِفَة হয়েছে, مَوْصُوْف ও صِفَة মিলে مُضَاف إِلَيْه হয়েছে اِسْم -এর, مضاف ও مُضَاف إِلَيْه মিলে مركب اضافى হয়ে خَبَر হয়েছে, مُبْتَدَأ ও خَبَر মিলে جُمْلَة اِسْمية خَبَرِيَّة হয়েছে।

اِعْلَمْ أَنَّ الْمَصْدَرَ يَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِهِ، فَإِنْ كَانَ فِعْلُهُ لَازِمًا فَيَرْفَعُ الْفَاعِلَ فَقَطْ، مِثْلُ أَعْجَبَنِي قِيَامُ زَيْدٍ، وَإِنْ كَانَ مُتَعَدِّيًا فَيَرْفَعُ الْفَاعِلَ وَيَنْصِبُ الْمَفْعُوْلَ، نَحْوُ أَعْجَبَنِي ضَرْبُ زَيْدٍ عَمْرًا، فَزَيْدٌ فِي الْمِثَالَيْنِ مَجْرُوْرٌ لَفْظًا لِإِضَافَةِ الْمَصْدَرِ إِلَيْهِ وَمَرْفُوْعٌ مَعْنًى، لِأَنَّهُ فَاعِلٌ،

وَهُوَ عَلَى خَمْسَةِ أَنْوَاعٍ، أَحَدُهَا أَنْ يَّكُوْنَ مُضَافًا إِلَى الْفَاعِلِ وَيُذْكَرَ الْمَفْعُوْلُ مَنْصُوبًا، كَالْمِثَالِ الْمَذْكُوْرِ، وَثَانِيْهَا أَنْ يَّكُوْنَ مُضَافًا إِلَى الْفَاعِلِ وَلَمْ يُذْكَرِ الْمَفْعُوْلُ، نَحْوُ عَجِبْتُ مِنْ ضَرْبِ زَيْدٍ، وَثَالِثُهَا أَنْ يَكُوْنَ مُضَافًا إِلَى الْمَفْعُوْلِ حَالَ كَوْنِهِ مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُوْلِ الْقَائِمِ مَقَامَ الْفَاعِلِ، نَحْوُ عَجِبْتُ مِنْ ضَرْبِ زَيْدٍ أَيْ مِنْ أَنْ يُّضْرَبَ زَيْدٌ، وَرَابِعُهَا أَنْ يَكُوْنَ مُضَافًا إِلَى الْمَفْعُوْلِ وَيُذْكَرَ الْفَاعِلُ مَرْفُوْعًا، نَحْوُ عَجِبْتُ مِنْ ضَرْبِ اللِّصِّ الْجَلَّادُ

অনুবাদ: তুমি জেনে রাখ যে, مَصْدَر টা তার فِعْل -এর মতো আমল করবে। যদি তার فِعْل টা لَازِم হয়, তবে শুধু فَاعِل কে رَفْع দিবে। যেমন- أَعْجَبَنِي قِيَامُ زَيْدٍ [যায়েদের দাঁড়ানো আমায় আশ্চর্যান্বিত করেছে]। আর যদি তার فِعْل টা مُتَعَدِّي হয়, তবে এটা فَاعِل কে رَفْع দিবে ও مَفْعُوْل কে نَصْب দিবে। যেমন- أَعْجَبَنِي ضَرْبُ زَيْدٍ عَمْرًا [আমরকে যায়েদের প্রহার করা আমাকে আশ্চর্যান্বিত করেছে]। এখানে উভয় উপমার মধ্যে زَيْد শব্দটি لَفْظًا যের বিশিষ্ট হয়েছে তার দিকে مَصْدَر টা مُضَاف হওয়ার কারণে এবং এটা مَعْنًى পেশ বিশিষ্ট হয়েছে, যেহেতু এটা فَاعِل,

আর মাসদারের إِضَافَة পাঁচ প্রকার-

প্রথম প্রকার : মাসদারটা فَاعِل -এর দিকে مُضَاف হবে এবং مَفْعُوْل কে مَنْصُوْب হিসেবেই উল্লেখ করা হবে। যেমন উল্লিখিত উদাহরণে।

দ্বিতীয়ত প্রকার : মাসদারটা فَاعِل -এর দিকে مُضَاف হবে আর مَفْعُوْل কে উল্লেখ করা হবে না। যেমন- عَجِبْتُ مِنْ ضَرْبِ زَيْدٍ [যায়েদের প্রহার থেকে আমি আশ্চর্যান্বিত হয়েছি]।

তৃতীয় প্রকার : মাসদার টা مَفْعُوْل -এর দিকে مُضَاف হবে আর তখন مَفْعُوْل টা فَاعِل -এর قَائِم مَقَام বা প্রতিনিধি হবে। যেমন- عَجِبْتُ مِنْ ضَرْبِ زَيْدٍ [যায়েদ প্রহৃত হওয়ায় আমি আশ্চর্যান্বিত হয়েছি]। অর্থাৎ مِنْ أَنْ يُضْرَبَ زَيْدٌ [যায়েদ প্রহৃত হওয়াতে]।

চতুর্থ প্রকার : এটা مَفْعُوْل -এর দিকে مُضَاف হবে আর فَاعِل কে مَرْفُوْع হিসেবে উল্লেখ করা হবে। যেমন- عَجِبْتُ مِنْ ضَرْبِ اللِّصِّ الْجَلَّادُ [জল্লাদ চোরকে প্রহার করায় আমি আশ্চর্যান্বিত হয়েছি]।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উল্লিখিত ইবারতে মুসান্নিফ (র.) مَصْدَر -এর আমল বর্ণনা করেছেন। উল্লেখ্য যে, مَصْدَر টা দু' ধরনের- ১. مَصْدَرِ لَازِم ২. مَصْدَرِ مُتَعَدِّي

যদি مَصْدَر টা لَازِم হয়, তবে তা শুধুমাত্র তার فَاعِل কে رَفْع দিবে। যেমন- اَعْجَبَنِيْ قِيَامُ زَيْدٍ [যায়েদের দাঁড়ানো আমায় আশ্চর্যান্বিত করেছে]। এখানে قِيَام টা হলো مَصْدَر لَازِم ; এটা তার فَاعِل কে مَحَلًا পেশ দিয়েছে। আর এখানে مَصْدَر টা مُضَاف হওয়ার কারণে زَيْد -এর নিচে যের হয়েছে। আর যদি مَصْدَر টা مُتَعَدِّي হয়, তবে সে তার فَاعِل কে رَفْع দিবে এবং مَفْعُوْل কে نَصْب দিবে। যেমন- اَعْجَبَنِيْ ضَرْبُ زَيْدٍ عَمْرًا [আমরকে যায়েদের প্রহার করা আমাকে আশ্চর্যান্বিত করেছে।

এখানে ضَرْبُ টা مَصْدَر مُتَعَدِّي তাই সে زَيْد [যা তার فَاعِل] কে مَحَل হিসেবে رَفْع প্রদান করেছে। আর زَيْدٍ টা مُضَاف إِلَيْه হওয়ার কারণে لَفْظًا যের যুক্ত হয়েছে এবং عَمْرًا - مَفْعُوْل কে نَصْب দিয়েছে।

مَصْدَر -এর إِضَافَة টা পাঁচ ধরনের হতে পারে :

১. مَصْدَر টা তার فَاعِل -এর দিকে مُضَاف হবে এবং তার مَفْعُوْل টা مَنْصُوْب -এর অবস্থায় উল্লেখ থাকবে। যেমন- اَعْجَبَنِيْ ضَرْبُ زَيْدٍ عَمْرًا ; এখানে ضَرْبُ হলো مَصْدَر যা [তার فَاعِل] زَيْد -এর দিকে مُضَاف হয়েছে। আর তার [مَفْعُوْل] عَمْرًا , যা نَصْب-এর সাথে উল্লেখ রয়েছে।

২. مَصْدَر টা তার فَاعِل -এর দিকে مُضَاف হবে আর তার مَفْعُوْل টা উল্লেখ থাকবে না। যেমন- اَعْجَبَنِيْ ضَرْبُ زَيْدٍ [যায়েদের প্রহার আমায় আশ্চর্যান্বিত করেছে]। এখানে ضَرْبٌ যা مَصْدَر (এটা তার فَاعِل) زَيْد -এর দিকে مُضَاف হয়েছে। আর তার مَفْعُوْل কে উল্লেখ করা হয়নি।

৩. مَصْدَر টা তার مَفْعُوْل -এর দিকে مُضَاف হবে আর مَفْعُوْل টা তার فَاعِل -এর স্থলাভিষিক্ত হবে। যেমন- عَجِبْتُ مِنْ ضَرْبِ زَيْدٍ [যায়েদ প্রহৃত হওয়ায় আমি আশ্চর্যান্বিত হয়েছি] এখানে ضَرْبُ হলো মাসদার যা তার مَفْعُوْل -এর দিকে مُضَاف হয়েছে এবং তার مَفْعُوْل টা فَاعِل -এর স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। আর ضَرْبُ টা فِعْل مَجْهُوْل যা يُضْرَبُ -এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে।

৪. مَصْدَر টা তার مَفْعُوْل -এর দিকে مُضَاف হবে আর তার فَاعِل কে مَرْفُوْع হিসেবে উল্লেখ করা হবে। যেমন- عَجِبْتُ مِنْ ضَرْبِ اللِّصِّ الْجَلَّادُ [জল্লাদের চোরকে প্রহার করায় আমি আশ্চর্যান্বিত হয়েছি]। এখানে ضَرْبُ মাসদারটি তার مَفْعُوْل (اللِّصّ) -এর দিকে مُضَاف হয়েছে এবং اَلْجَلَّادُ (যা তার فَاعِل) -কে مَرْفُوْع হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

৫. مَصْدَر টা তার مَفْعُوْل -এর দিকে مُضَاف হবে আর তার فَاعِل টা حَذْف হয়ে যাবে। যেমন- আল্লাহর বাণী- لَايَسْأَمُ الْاِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ ; এখানে دُعَاء হলো مصدر যা তার (الخير) مَفْعُوْل -এর দিকে مُضَاف হয়েছে এবং তার فَاعِل (دُعَائِهٖ -এর ه যমীরকে) কে حذف করা হয়েছে। অর্থাৎ মূল ইবারত ছিল- لَايَسْأَمُ الْاِنْسَانُ مِنْ دُعَائِهِ الْخَيْرَ -

ইবারতের তারকীবসমূহ

তারকীব : ১. قَوْلُهٗ : نَحْوُ عَجِبْتُ مِنْ ضَرْبِ اللِّصِّ الْجَلَّادُ

এখানে উহ্য نظيره হলো فِعْل তার শেষে ت ضَمِيْر হলো عَجِبْتُ এবং نحوُ হলো مضاف আর مُبْتَدَأ محذوف হলো مُضَاف إِلَيْه مَفْعُول হলো اَللِّصّ আর مَصدر مُضَاف হলো ضَرْبِ এবং حَرْف جَارّ হলো مِنْ আর فَاعِل হলো اَلْجَلَّادُ এবং مصدر مُضَاف إِلَيْه তার فَاعِل ও مَفْعُول কে নিয়ে مركب اضافى হয়ে مَجْرُور হয়েছে, مَجْرُور ও جَارّ মিলে مُتَعَلِّق হয়েছে عجبت -এর সাথে এবং فَاعِل তার عجبت ও مُضَاف إِلَيْه ও مُضَاف মিলে مُرَكَّب কে নিয়ে مُتَعَلِّق হয়ে جُمْلَة فِعْلية خبرية হলো مُضَاف إِلَيْه -এর, نحو -এর, مُضَاف ও خَبَر মিলে مُبْتَدَأ محذوف হয়ে إِضَافِي হলো خَبَر -এর, جملة اِسْمية خبرية হয়েছে।

وَخَامِسُهَا أَنْ يَّكُوْنَ مُضَافًا إِلَى الْمَفْعُوْلِ وَيُحْذَفُ الْفَاعِلُ، نَحْوُ قَوْلِهٖ تَعَالٰى لَايَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ أَيْ مِنْ دُعَائِهِ الْخَيْرَ.

اِعْلَمْ أَنَّ هٰذِهِ الصُّوَرَ جَارِيَةٌ فِيْ مَصْدَرِ الْفِعْلِ الْمُتَعَدِّيْ، وَأَمَّا فِيْ مَصْدَرِ الْفِعْلِ اللَّازِمِ فَصُوْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وَهِيَ أَنْ يُّضَافَ إِلَى الْفَاعِلِ، نَحْوُ أَعْجَبَنِيْ قُعُوْدُ زَيْدٍ، وَفَاعِلُ الْمَصْدَرِ لَا يَكُوْنُ مُسْتَتِرًا وَلَا يَتَقَدَّمُ مَعْمُوْلُهٗ عَلَيْهِ -

অনুবাদ: পঞ্চম প্রকার : এটা مَفْعُوْل -এর দিকে مُضَاف হবে আর فَاعِل কে حَذْف করা হবে। যেমন- আল্লাহর বাণী- لَايَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ [মানুষ কল্যাণ প্রার্থনা হতে নিরাশ হয় না]। অর্থাৎ, مِنْ دُعَائِهِ الْخَيْرَ [তার কল্যাণ প্রার্থনা হতে]।

তুমি জেনে রাখ যে, এ অবস্থাগুলো প্রযোজ্য হবে مُتَعَدِّي فِعْل -এর مَصْدَر -এর ক্ষেত্রে। এবং لَازِم فِعْل -এর مَصْدَر -এর ক্ষেত্রে শুধুমাত্র একটি অবস্থা প্রযোজ্য হবে। তা হলো যে, مَصْدَر টা তার فَاعِل এর দিকে مُضَاف হওয়া। যেমন- أَعْجَبَنِيْ قُعُوْدُ زَيْدٍ [যায়েদের বসা আমায় আশ্চর্যান্বিত করেছে]। مَصْدَر -এর مُسْتَتِر টা فَاعِل (গোপন) থাকে না এবং তার مَعْمُوْل টা তার উপর مُقَدَّم হয় না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মুসান্নিফ (র.) মাসদারের আলোচনার শেষ পর্যায়ে এসে একটি বিষয় সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, উপরে مَصْدَر -এর مُضَاف হওয়ার পাঁচটি অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এগুলো কেবলমাত্র مَصْدَر مُتَعَدِّي -এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; مَصْدَر لَازِم -এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। কেননা مَصْدَر لَازِم -এর তো কোনো مَفْعُوْل -ই হয় না।

এর পর তিনি বলেছেন যে, مَصْدَر لَازِم -এর ক্ষেত্রে মাত্র একটি অবস্থাই প্রযোজ্য। তা হলো যে, مَصْدَر টা তার فَاعِل -এর দিকে مُضَاف হবে। যেমন- أَعْجَبَنِيْ قُعُوْدُ زَيْدٍ ; এখানে قُعُوْدُ হলো مَصْدَر لَازِم যা তার فَاعِل (زَيْدٍ)-এর দিকে مُضَاف হয়েছে।

আরো একটি বিষয় সম্পর্কে সতর্ক করেছেন যে, এই مَصْدَر -এর فَاعِل টা কখনোই উহ্য থাকবে না এবং مَصْدَر -এর مَعْمُوْل -টা তার উপর مُقَدَّم -ও হবে না।

ইবারতের তারকীবসমূহ

তারকীব : ١. قَوْلُهٗ: اِعْلَمْ أَنَّ هٰذِهِ الصُّوَرَ جَارِيَةٌ فِيْ مَصْدَرِ الْفِعْلِ الْمُتَعَدِّي

اِعْلَمْ হলো فِعْل , তার মাঝে ضَمِيْر أنت হলো فَاعِل আর أَنَّ হলো حرف مشبه بالفِعْل আর هٰذِهِ হলো اِسم إشَارة আর الصُّوَرَ হলো صفت موصوف এবং جارية হলো شِبْه فِعْل আর اِسْم أَنَّ মিলে مُشَار إِلَيْه ও اِسْم إشَارة ; مُشَار إِلَيْه صفت موصوف এবং তার মাঝে هي ضَمِيْر হলো فَاعِل ; فِيْ হলো حَرْف جَار আর مصدر হলো مضاف এবং اَلْفِعْلِ হলো مُضَاف إِلَيْه ও مُضَاف মিলে اَلْمُتَعَدِّي আর صِفَة ও مَوْصُوْف , صِفَة মিলে مُضَاف إِلَيْه হয়েছে مصدر -এর, مَجْرُور ও جَارْ মিলে مُتَعَلِّق হয়েছে جارية -এর সাথে, شِبْه فِعْل তার مَفْعُول হয়ে جُمْلَة اِسْمية হয়ে أن তার اِسْم ও خَبَر কে নিয়ে خَبَر হলো, أن হয়ে شِبْه جُمْلَة ও مُتَعَلِّق কে নিয়ে فَاعِل হলো اعلم -এর, فِعْل তার مَفْعُول ও فَاعِل কে নিয়ে جُمْلَة فِعْلية انشائية হয়েছে।

وَالثَّالِثُ اِسْمُ الْفَاعِلِ، وَهُوَ كُلُّ اسْمٍ اشْتُقَّ مِنْ فِعْلٍ لِذَاتِ مَنْ قَامَ بِهِ الْفِعْلُ، وَهُوَ يَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِهِ كَالْمَصْدَرِ، فَإِنْ كَانَ مُشْتَقًّا مِنَ الْفِعْلِ اللَّازِمِ فَيَرْفَعُ الْفَاعِلَ فَقَطْ، مِثْلُ زَيْدٌ قَائِمٌ أَبُوْهُ، وَإِنْ كَانَ مُشْتَقًّا مِنَ الْفِعْلِ الْمُتَعَدِّي فَيَرْفَعُ الْفَاعِلَ وَيَنْصِبُ الْمَفْعُوْلَ بِهِ أَيْضًا، مِثْلُ زَيْدٌ ضَارِبٌ غُلَامُهُ عَمْرًا، وشَرْطُ عَمَلِهِ أَنْ يَكُوْنَ بِمَعْنَى الْحَالِ أَوِ الْاِسْتِقْبَالِ، وَإِنَّمَا اشْتُرِطَ بِأَحَدِهِمَا لِيَكْمُلَ مُشَابَهَتُهُ بِالْفِعْلِ الْمُضَارِعِ، لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ مُشَابِهًا بِالْفِعْلِ الْمُضَارِعِ بِحَسَبِ اللَّفْظِ فِي عَدَدِ الْحُرُوْفِ وَالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ، فَكَانَ حِيْنَئِذٍ مُشَابِهًا بِحَسَبِ الْمَعْنٰى أَيْضًا، وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا اِعْتِمَادُهُ عَلَى الْمُبْتَدَإِ، فَيَكُوْنُ خَبَرًا عَنْهُ، مِثْلُ الْمِثَالِ الْمَذْكُوْرِ، أَوْ عَلَى الْمَوْصُوْلِ فَيَكُوْنُ صِلَةً لَهُ، نَحْوُ اَلضَّارِبُ عَمْرًا فِي الدَّارِ أَيِ الَّذِي هُوَ ضَارِبٌ عَمْرًا فِي الدَّارِ، أَوْ عَلَى الْمَوْصُوْفِ، فَيَكُوْنُ صِفَةً لَهُ، مِثْلُ مَرَرْتُ بِرَجُلٍ ضَارِبٍ اِبْنُهُ جَارِيَةً،

অনুবাদ: আর (عوامل قياسية-এর) তৃতীয়টি হলো اِسْم فَاعِل তথা কর্তৃবাচ্য বিশেষ্যপদ। এটা এমন একটি اسم যা فعل হতে নির্গত হয় এমন এক সত্তাকে বুঝানোর জন্য যার দ্বারা উক্ত فعل টি সম্পন্ন হয়। এটাও মাসদারের ন্যায় স্বীয় فعل -এর আমল করে। যদি তা فعل لازم হতে নির্গত হয়, তবে শুধুমাত্র فاعل কে رَفْع দিবে। যেমন- زَيْدٌ قَائِمٌ اَبُوْهُ [যায়েদ, তার পিতা দণ্ডায়মান]। আর যদি এটা فِعْل مُتَعَدِّي হতে নির্গত হয়, তবে فَاعِل কে رَفْع দিবে এবং مَفْعُول بِهِ কে نَصْب দিবে। যেমন- زَيْدٌ ضَارِبٌ غُلَامُهُ عَمْرًا [যায়েদ, তার গোলাম আমরকে প্রহারকারী]। এর আমলের শর্ত হলো যে, তা حَال বা اِسْتِقْبَال -এর অর্থে হতে হবে। নিশ্চয় এ দু'টোর একটিকে শর্ত করা হয়েছে فِعْل مُضَارِع -এর সাথে তার সাদৃশ্য পরিপূর্ণরূপে হওয়ার জন্য। কেননা এটা যখন فِعْل مُضَارِع -এর সাথে لَفْظ -এর হিসেবে সাদৃশ্য হলো حُرُوْف -এর সংখ্যা হিসেবে এবং سَكَنَات ও حَرَكَات হিসেবে, তখন مَعْنٰى -এর হিসেবেও সাদৃশ্য হলো এবং مُبْتَدَأ -এর উপর নির্ভরশীল হওয়ারও শর্ত করা হয়েছে; তাহলে اِسْم فَاعِل টা তার থেকে خَبَر হবে। যেমন- উল্লিখিত দৃষ্টান্ত। অথবা مَوْصُوْل -এর উপর নির্ভরশীল হবে; তাহলে اِسْم فَاعِل টা তার صِلَة হবে। যেমন- اَلضَّارِبُ عَمْرًا فِي الدَّار [যে আমরকে প্রহারকারী সে ঘরে আছে]। অর্থাৎ এর মূল ইবারত হলো اَلَّذِيْ ضَرَبَ عَمْرًا فِي الدَّارِ অথবা مَوْصُوْف -এর উপর নির্ভরশীল হবে; ফলে اِسْم فَاعِل টা তার জন্য صِفَة হবে। যেমন- مَرَرْتُ بِرَجُلٍ ضَارِبٍ اِبْنُهُ جَارِيَةً [আমি এক ব্যক্তির পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করেছি যার পুত্র এক দাসীকে প্রহার কারী]।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اسم فاعل -এর আলোচনা : عَوَامِل قِيَاسِية -এর তৃতীয় প্রকার হলো اِسْم فَاعِل তথা কর্তৃবাচ্য বিশেষ্যপদ। পরিভাষায় اِسْم فَاعِل এমন اِسْم - কে বলা হয় যা فِعْل হতে নির্গত হয় এবং এমন বস্তুর প্রতি নির্দেশ করে, যা তাৎক্ষণিকভাবে সম্পাদিত হয়। যেমন– نَاصِرٌ [সাহায্যকারী একজন পুরুষ]। এটা اِسْم فَاعِل যা نَصَرَ হতে নির্গত। এই فِعْل তাৎক্ষণিকভাবে এক ব্যক্তির সাথে মিলিত। অর্থাৎ ব্যক্তির পক্ষ থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত نَصَرَ فِعْل টি প্রকাশ পাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে نَاصِرٌ হিসেবে বিদ্যমান থাকবে।

اِسْم فَاعِل -এর আমল : এটা তার فِعْل -এর মতোই আমল করবে। অর্থাৎ যদি اِسْم فَاعِل টা فِعْل لَازِم হতে নির্গত হয়, তবে এটা শুধু তার فَاعِل কে رَفْع দিবে। যেমন– زَيْدٌ قَائِمٌ أَبُوْهُ [যায়েদ, তার পিতা দাঁড়ানো]। এখানে قَائِم হলো اِسْم فَاعِل ; এটা فِعْل لَازِم থেকে গঠিত হওয়ায় শুধুমাত্র তার فَاعِل - اَبُوْهُ কে رَفْع প্রদান করেছে।

আর যদি এটা فِعْل مُتَعَدِّي হতে নির্গত হয়, তবে তা তার فَاعِل কে رَفْع দিবে এবং مَفْعُوْل بِهٖ কে نَصْب দিবে। যেমন– زَيْدٌ ضَارِبٌ أَبُوْهُ عَمْرًا [যায়েদ, তার পিতা আমরকে প্রহারকারী]। এখানে ضَارِبٌ হলো اِسْم فَاعِل যা فِعْل مُتَعَدِّي হতে গঠিত হওয়ায় এটা তার فَاعِل (اَبُوْهُ) -কে رَفْع প্রদান করেছে আর (عَمْرًا) مَفْعُوْل بِهٖ কে نَصْب দিয়েছে।

اِسْم فَاعِل -এর عَمَل -এর জন্য শর্ত : উপরে বর্ণিত হয়েছে اِسْم فَاعِل -এর আমল। এর আমল করার জন্য দু'টো শর্ত রয়েছে। ১. اِسْم فَاعِل টা حَال বা مُسْتَقْبِل -এর অর্থে ব্যবহার হতে হবে। ২. اِسْم فَاعِل -এর পূর্বে مُبْتَدَأ বা اِسْم مَوْصُوْل বা مَوْصُوْف বা ذُو الْحَال বা حَرْف نَفْى বা اِسْتِفْهَام হতে হবে। যার উপর নির্ভরশীল হয়ে اِسْم فَاعِل টা আমল করবে।

- যদি اِسْم فَاعِل -এর اِعْتِمَاد টা مُبْتَدَأ -এর উপর হয়, তবে اِسْم فَاعِل টা তার خَبَر হবে। যেমন– زَيْدٌ قَائِمٌ أَبُوْهُ [যায়েদ, তার পিতা দাঁড়ানো]। এখানে قَائِمٌ টি زَيْدٌ مُبْتَدَأ -এর উপর اِعْتِمَاد তথা নির্ভর করে তার فَاعِل তথা أَبُوْهُ -কে رَفْع দিয়েছে। তদ্রূপ زَيْدٌ ضَارِبٌ أَبُوْهُ عَمْرًا অর্থ– যায়েদ, তার পিতা আমরকে প্রহারকারী। এখানে ضَارِبٌ টা مُبْتَدَأ -এর উপর নির্ভর করে তার فَاعِل -কে رَفْع ও مَفْعُوْل -কে نَصْب দিয়েছে। কেননা, এটা مُتَعَدِّي আর مَفْعُوْل -এর জন্য জরুরি।
- যদি اِسْم فَاعِل -এর اِعْتِمَاد টা اِسْم مَوْصُوْل -এর উপর হয়, তবে اِسْم فَاعِل তার صِلَة হবে। যেমন– اَلضَّارِبُ عَمْرًا فِي الدَّارِ [আমরের প্রহারকারী ঘরে আছে]। এখানে اِسْم فَاعِل টা اِسْم مَوْصُوْل -এর উপর اِعْتِمَاد করে তার পরবর্তী اِسْم এর উপর আমল করেছে।
- যদি اِسْم فَاعِل -এর اِعْتِمَاد টা مَوْصُوْف -এর উপর হয়, তবে اِسْم فَاعِل টা তার صِفَة হবে। যেমন– مَرَرْتُ بِرَجُلٍ ضَارِبٍ اِبْنُهُ جَارِيَةً [আমি এমন লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছি যার ছেলে দাসীকে প্রহারকারী]। এখানে اِسْم فاعِل টা مَوْصُوْف -এর উপর নির্ভরশীল হয়ে তার فَاعِل কে رَفْع দিয়েছে ও مَفْعُوْل -কে نَصْب দিয়েছে।

- যদি اِسْم فَاعِل -এর اِعْتِمَاد টা ذُو الْحَال -এর উপর হয়, তবে اِسْم فَاعِل টা তার জন্য حَال হবে। যেমন– مَرَرْتُ بِزَيْدٍ رَاكِبًا أَبُوْهُ [আমি যায়েদের পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করেছি এমতাবস্থায় যে, তার বাবা আরোহী ছিল]। এখানে اِسْم فَاعِل টা ذُو الْحَال -এর উপর নির্ভর করে তার পরবর্তী اِسْم -এর উপর আমল করেছে।
- এবং اِسْم فَاعِل টা حَرْف نَفْى -এর উপর নির্ভর করে তার পরবর্তী اِسْم -এর উপর আমল করবে। যেমন– مَاقَائِمٌ زَيْدٌ [যায়েদ দাঁড়ানো নয়]। এখানে اِسْم فَاعِل টা حَرْف نَفْى -এর উপর اِعْتِمَاد করে زَيْد -কে [যা তার فَاعِل] رَفْع দিয়েছে।
- অথবা اِسْم فَاعِل টা اِسْتِفْهَام -এর উপর নির্ভর করে তার পরবর্তী اِسْم -এর উপর আমল করবে। যেমন– أَقَائِمٌ زَيْدٌ [যায়েদ কি দাঁড়ানো?] এখানে اِسْم فَاعِل টা اِسْتِفْهَام -এর উপর اِعْتِمَاد করে زَيْدٌ [যা তার فَاعِل]-কে رَفْع প্রদান করেছে।

নাহুবিদ আখফাশের মতে اِسْم فَاعِل টা উল্লিখিত বিষয়গুলোর উপর اِعْتِمَاد না করেও আমল করতে পারে, তবে সে ক্ষেত্রে এটা مَاضِي -এর অর্থে ব্যবহার হতে হবে। যেমন– زَيْدٌ ضَارِبُ عَمْرًا أَمْسِ [যায়েদ গতকাল আমরের প্রহারকারী]। এখানে اِسْم فَاعِل টা কোনো কিছুর সাথে নির্ভর না করেও আমল করেছে।

ইবারতের তারকীবসমূহ

তারকীব : ১. قَوْلُهُ : زَيْدٌ ضَارِبُ أَبُوْهُ عَمْرًا

زَيْدٌ হলো مُبْتَدَأ আর ضَارِبُ হলো خَبَر আর أَبُوْهُ হলো مُضَاف إِلَيْه আর ه হলো مُضَاف , ও فِعْل شِبْه আর عَمْرًا হলো مَفْعُول ; فَاعِل তার ضَارِبُ এর, এবং مُرَكَّب إِضَافِي হয়ে فَاعِل হয়েছে مُضَاف إِلَيْه মিলে فَاعِل তার شِبْه فِعْل ও مفعول به কে নিয়ে جُمْلَة اِسْمية خَبَرِيَّة হয়ে خَبَر হলো, مُبْتَدَأ ও خَبَر মিলে جُمْلَة فِعْلية خبرية হয়েছে।

তারকীব : ২. قَوْلُهُ : اَلضَّارِبُ عَمْرًا فِي الدَّارِ

اَلضَّارِبُ -এর الف ولام হলো الذى অর্থে, যা اِسْم موصول আর ضارب হলো فِعْل بمعنى ضرب এবং তার মাঝে উহ্য ضَمِيْر হলো فَاعِل আর عَمْرًا হলো مَفْعُول به এবং فِعْل তার فَاعِل ও مَفْعُول মিলে جُمْلَة صلة হয়ে فعلية خبرية হলো موصول صلة -এর, و صلة موصول মিলে مُبْتَدَأ আর فِي হলো حَرْف جَارْ এবং اَلدَّارِ হলো مَجْرُور , جَارْ ও مَجْرُور মিলে مُتَعَلِّق হয়েছে موجود -এর সাথে যা شِبْه فِعْل উহ্য আছে, তার মাঝে ضَمِيْر হলো فَاعِل نائب , محذوف فِعْل তার شِبْه فَاعِل نائب ও مُتَعَلِّق কে নিয়ে جُمْلَة شِبْه হয়ে خَبَر হয়েছে, مُبْتَدَأ ও خَبَر মিলে جُمْلَة اِسْمية خَبَرِيَّة হয়েছে।

তারকীব : ৩. قَوْلُهُ : مَرَرْتُ بِرَجُلٍ ضَارِبٍ اِبْنُهُ جَارِيَةً

مَرَرْتُ হলো فِعْل , তার শেষে ت ضَمِيْر হলো فَاعِل এবং بِرَجُلٍ -এর باء হলো حَرْف جَارْ আর رجل হলো مَوْصُوْف আর ضَارِبٍ হলো شِبْه فِعْل তার فَاعِل হলো مُرَكَّب إِضَافِي মিলে مُضَاف إِلَيْه ও مضاف , اِبْنُهُ আর جَارِيَةً হলো مَفْعُول به ও فَاعِل তার شِبْه فِعْل , ও ضارب -এর, এবং صِفَة হলো شِبْه جُمْلَة কে নিয়ে مَفْعُول به হয়েছে, مَوْصُوْف ও صِفَة মিলে مَجْرُور হয়েছে, مَجْرُور ও جَارْ মিলে مُتَعَلِّق হয়েছে مررت -এর সাথে, فِعْل তার فَاعِل ও مُتَعَلِّق কে নিয়ে جُمْلَة فِعْلية خَبَرِيَّة হয়েছে।

أَوْ عَلَى ذِي الْحَالِ، فَيَكُوْنُ حَالًا عَنْهُ، مِثْلُ مَرَرْتُ بِزَيْدٍ رَاكِبًا أَبُوْهُ، أَوْ عَلَى حَرْفِ النَّفْيِ أَوِ الْاِسْتِفْهَامِ بِأَنْ يَّكُوْنَ قَبْلَهُ حَرْفُ النَّفْيِ أَوِ الاِسْتِفْهَامِ، مِثْلُ مَاقَائِمٌ أَبُوْهُ وَأَقَائِمٌ أَبُوْهُ.

وَإِنْ فُقِدَ فِيْ اسْمِ الْفَاعِلِ أَحَدُ الشَّرْطَيْنِ الْمَذْكُوْرَيْنِ فَلَا يَعْمَلُ أَصْلًا، بَلْ يَكُوْنُ حِيْنَئِذٍ مُضَافًا إِلَى مَا بَعْدَهُ، مِثْلُ مَرَرْتُ بِزَيْدٍ ضَارِبِ عَمْرٍو أَمْسِ

অনুবাদ: অথবা ذُو الْحَال -এর উপর নির্ভরশীল হবে; অতঃপর اِسْم فَاعِل টা তার থেকে حَال হবে। যেমন- مَرَرْتُ بِزَيْدٍ رَاكِبًا أَبُوْهُ [আমি যায়েদের পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করেছি এমতাবস্থায় যে, তার পিতা আরোহণকারী]। অথবা حَرْف نَفْى বা حَرْف اِسْتِفْهَام -এর উপর নির্ভরশীল হবে; অর্থাৎ, اِسْم فَاعِل -এর পূর্বে حَرْف نَفْى বা حَرْف اِسْتِفْهَام হবে। যেমন- مَاقَائِمٌ أَبُوْهُ [তার পিতা দাঁড়ানো নয়]। أَقَائِمٌ أَبُوْهُ [তার পিতা কি দণ্ডায়মান?]

যদি اِسْم فَاعِل -এর মধ্যে উল্লিখিত দু'টি শর্ত হতে কোনো একটি বিলুপ্ত হয়ে যায়, তবে اِسْم فَاعِل কোনো আমলই করবে না; বরং তখন তা مَا بَعْد -এর দিকে مُضَاف হবে। যেমন- مَرَرْتُ بِزَيْدٍ ضَارِبِ عَمْرٍو أَمْسِ [আমি যায়েদের পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করেছি, যে গতকাল আমরকে প্রহার করেছে]।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ইবারতে বলা হয়েছে যে, اِسْم فَاعِل -এর আমল করার জন্য যে দুটি শর্ত ছিল [অর্থাৎ حَال বা اِسْتِقْبَال -এর অর্থে ব্যবহার হওয়া এবং ৬টি বিষয় হতে যে কোনো একটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল হয়ে আমল করা], এগুলো যদি না পাওয়া যায়, তখন اِسْم فَاعِل টা কোনো আমল করবে না; বরং তখন এটা তার مَابَعْد -এর দিকে مُضَاف হবে। যেমন- مَرَرْتُ بِزَيْدٍ ضَارِبِ عَمْرٍو أَمْسِ এখানে উল্লিখিত শর্ত বিলুপ্ত হওয়ার কারণে اِسْم فَاعِل আমল করেনি; বরং এটা তার পরবর্তী اِسْم -এর দিকে مُضَاف হয়েছে।

হ্যাঁ যদি اِسْم فَاعِل টা مُعَرَّف بِاللَّام হয়, তবে আমল ঠিকই করবে। যদিও তার আমল করার শর্ত দু'টি না পাওয়া যায়। যেমন- اَلضَّارِبُ عَمْرًا اَلْآنَ أَوْ أَمْسِ أَوْ غَدًا هُوَ زَيْدٌ এখানে اِسْم فَاعِل -এর আমল করার শর্ত দু'টি বিলুপ্ত হওয়ার পরও اِسْم فَاعِل টা مُعَرَّف بِاللَّام হওয়ার কারণে পূর্বের ন্যায় আমল করেছে, বিষয়টি সামনে মূল কিতাবেই বিবৃত হয়েছে।

ইবারতের তারকীবসমূহ

তারকীব : ৪. قَوْلُهُ: مَرَرْتُ بِزَيْدٍ رَاكِبًا أَبُوْهُ

مَرَرْتُ হলো فِعْل , তার শেষে ت ضَمِيْر হলো فَاعِل এবং بِزَيْدٍ -এর باء হলো حَرْف جَارْ আর زَيْد হলো ذو الحال এবং رَاكِبًا হলো فَاعِل مُرَكَّب إِضَافِي মিলে مُضَاف إِلَيْه ও مُضَاف হলো أَبُوْهُ আর شِبْه فِعْل তার فَاعِل কে নিয়ে حال হয়েছে, ذو الحال ও حال মিলে مَجْرُور হয়েছে باء -এর, جَارْ ও مجرور মিলে مُتَعَلَّق হলো مررت -এর সাথে, فِعْل তার فَاعِل ও مُتَعَلَّق কে নিয়ে جُمْلَة فِعْلِية خَبَرِيَّة হয়েছে।

وَإِنْ كَانَ اسْمُ الْفَاعِلِ مُعَرَّفًا بِاللَّامِ يَعْمَلُ فِي مَا بَعْدَهُ فِي كُلِّ حَالٍ سَوَاءٌ كَانَ بِمَعْنَى الْمَاضِي أَوِ الْحَالِ أَوِ الِاسْتِقْبَالِ، وَسَوَاءٌ كَانَ مُعْتَمِدًا عَلَى أَحَدِ الْأُمُوْرِ الْمَذْكُوْرَةِ أَوْ غَيْرَ مُعْتَمِدٍ، مِثْلُ اَلضَّارِبُ عَمْرًا الْآنَ أَوْ أَمْسِ أَوْ غَدًا هُوَ زَيْدٌ.

اِعْلَمْ أَنَّ اسْمَ الْفَاعِلِ الْمَوْضُوعَ لِلْمُبَالَغَةِ كَضَرَّابٍ وَضَرُوبٍ وَمِضْرَابٍ بِمَعْنَى كَثِيْرِ الضَّرْبِ وَعَلَّامَةٍ وَعَلِيْمٍ بِمَعْنَى كَثِيْرِ الْعِلْمِ وَحَذِرٍ بِمَعْنَى كَثِيْرِ الْحَذَرِ مِثْلُ اسْمِ الْفَاعِلِ الَّذِي لَيْسَ لِلْمُبَالَغَةِ فِي الْعَمَلِ وَإِنْ زَالَتِ الْمُشَابَهَةُ اللَّفْظِيَّةُ بِالْفِعْلِ، لٰكِنَّهُمْ جَعَلُوْا مَافِيْهَا مِنْ زِيَادَةِ الْمَعْنَى قَائِمًا مَقَامَ مَا زَالَ مِنَ الْمُشَابَهَةِ اللَّفْظِيَّةِ -

وَرَابِعُهَا اسْمُ الْمَفْعُوْلِ، وَهُوَ كُلُّ اسْمٍ اشْتُقَّ لِذَاتٍ مَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ الْفِعْلُ، وَهُوَ يَعْمَلُ عَمَلَ الْفِعْلِ الْمَجْهُوْلِ، فَيَرْفَعُ اسْمًا وَاحِدًا بِأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَ فَاعِلِهِ، وَشَرْطُ عَمَلِهِ كَوْنُهُ بِمَعْنَى الْحَالِ أَوِ الِاسْتِقْبَالِ، وَاعْتِمَادُهُ عَلَى الْمُبْتَدَإِ كَمَا فِي اسْمِ الْفَاعِلِ

অনুবাদ: আর যদি اِسْم فَاعِل টা مُعَرَّف بِاللَّام হয়, তবে সে তার مَابَعْد -এর মধ্যে আমল করবে সর্বাবস্থায়। চাই তা حَال , مَاضِيْ বা مُسْتَقْبِل -এর অর্থে হোক; চাই সে তার পূর্বে উল্লিখিত বিষয়গুলোর উপর নির্ভর করুক বা না করুক। যেমন- اَلضَّارِبُ عَمْرًا اَلْآنَ أَوْ أَمْسِ أَوْ غَدًا هُوَ زَيْدٌ [এখন বা গতকাল বা আগামীকাল যে ব্যক্তি আমরের প্রহারকারী সে যায়েদ]।

তুমি জেনে রাখ যে, اِسْم فَاعِل কে مُبَالَغَة -এর জন্যও বানানো হয়ে থাকে। যেমন- ضَرَّابٌ - ضَرُوْبٌ এবং مِضْرَابٌ অর্থ হলো অধিক প্রহারকারী। এবং عَلَّامَةٌ ও عَلِيْمٌ অর্থ হলো অধিক জ্ঞানী। এবং حَذِرٌ অর্থ- অধিক ভীতু। এটা আমল করার ক্ষেত্রে সেই اِسْم فَاعِل -এর মতোই হবে যা مُبَالَغَة -এর অর্থ প্রদান করে না। যদিও فِعْل -এর সাথে শাব্দিক সাদৃশ্যতা বিদূরীত হয়েছে। কিন্তু তারা এটার অতিরিক্ত অর্থকে শাব্দিক সাদৃশ্য হতে যা দূর হয়ে গেছে তার প্রতিনিধি বা স্থলাভিষিক্ত করেছেন।

(عَوَامِل قِيَاسِية -এর) চতুর্থটি হলো اِسْم مَفْعُوْل [কর্মবাচ্য বিশেষ্যপদ]। এটা প্রত্যেক ঐ اِسْم যাকে নির্গত করা হয়েছে এমন সত্তাকে বুঝানোর জন্য যার উপর فِعْل টা পতিত হয়েছে। এটা فِعْل مَجْهُوْل -এর ন্যায় আমল করে; তাই এটি একটি اِسْم কে رَفْع প্রদান করে। কেননা এটা হলো তার فَاعِل -এর স্থলাভিষিক্ত। এটা আমল করার জন্য শর্ত হলো- তা حَال বা اِسْتِقْبَال -এর অর্থে ব্যবহার হওয়া এবং مُبْتَدَأ -এর উপর নির্ভর করা। যেমনটি اِسْم فَاعِل -এর মধ্যে শর্ত ছিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

এরপর মুসান্নিফ (র.) বলেছেন যে, اِسْم فَاعِل টা অনেক সময় مُبَالَغَة -এর অর্থ প্রকাশ করে। আর مُبَالَغَة -এর অর্থ প্রদান করলেও সে পূর্বের ন্যায় অর্থাৎ اِسْم فَاعِل -এর ন্যায় আমল করবে। যদিও مُبَالَغَة টা শব্দগত দিক থেকে فِعْل -এর সাথে সামঞ্জস্য নয়, তবে مُبَالَغَة -এর অতিরিক্ত অর্থটা শাব্দিক অসামঞ্জস্য হওয়ার ক্ষতিপূরণ করেছে। اَلضَّرَّابُ زَيْدٌ عَمْرًا [যায়েদ আমরকে অধিক প্রহারকারী]। এখানে اَلضَّرَّابُ হলো مُبَالَغَة ; এটা فِعْل -এর সাথে শাব্দিক মিল না থাকা সত্ত্বেও اِسْم فَاعِل -এর আমল অর্থাৎ فَاعِل কে رَفْع ও بِه কে مَفْعُوْل نَصْب প্রদান করেছে। আর مُبَالَغَة -এর অতিরিক্ত অর্থটা তার শাব্দিক অসামঞ্জস্যতার ক্ষতিপূরণ করেছে।

নিম্নে اِسْم فَاعِل -এর ব্যবহারের কয়েকটি নিয়ম উল্লেখ করা হলো–

- اِسْم فَاعِل কখনো তার مَعْمُوْل -এর পরে ব্যবহৃত হয়। যেমন– أَنَا زَيْدًا ضَارِبٌ এখানে ضَارِبٌ হলো اِسْم فَاعِل এটা তার [زَيْدًا] مَعْمُوْل -এর পরে ব্যবহার হয়েছে।
- اِسْم فَاعِل টা কখনো তার مَعْمُوْل -এর পূর্বে ব্যবহার হয়। যেমন– اَ ضَارِبٌ أَنْتَ زَيْدًا এখানে اِسْم فَاعِل টা তার مَعْمُوْل -এর পূর্বে ব্যবহৃত হয়েছে।
- اِسْم فَاعِل টা কখনো مُبَالَغَة -এর জন্য ব্যবহার হয়। যেমন– زَيْدٌ مِشْرَابُ الْعَسَلِ এখানে اِسْم فَاعِل টা مُبَالَغَة -এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে।
- اِسْم فَاعِل টা কখনো مُثَنّٰى হয়। যেমন– اَلزَّيْدَانِ ضَارِبَانِ عَمْرًا এখানে اَلضَّارِبَانِ যা اِسْم فَاعِل ; তা مُثَنّٰى -এর জন্য ব্যবহার হয়েছে।
- اِسْم فَاعِل টা কখনো جَمْع سَالِم হয়। যেমন– اَلزَّيْدُوْنَ الضَّارِبُوْنَ عَمْرًا এখানে اَلضَّارِبُوْنَ হলো اِسْم فَاعِل ; এটা جَمع سالِم হয়েছে।
- কখনো اِسْم فَاعِل -এর تَثْنِيَة ও جَمْع -এর نُوْن কে ফেলে দিয়ে সহজ করার জন্য أَلِف وَلَام مَوْصُوْل তার শুরুতে প্রবেশ করানো জায়েজ আছে। যেমন– هُمَا الضَّارِبَا زَيْدًا বা هُمُ الضَّارِبُوْا زَيْدًا এই উভয় উপমার মধ্যে اِسْم فَاعِل -এর نُوْن -কে ফেলে দিয়ে তার শুরুতে أَلِف وَلَام مَوْصُوْل বৃদ্ধি করা হয়েছে সহজতার জন্য।
- কখনো اِسْم فَاعِل টা جَمْع مُكَسَّر হয়। যেমন– هُمْ قُضَاةُ الْبُلْدَانِ ; এখানে قُضَاةُ হলো اِسْم فَاعِل যা جَمْع مُكَسَّر হয়েছে।
- اِسْم فَاعِل টা ظَرْف -এর মাঝে আমল করার ক্ষেত্রে কোনো শর্ত নেই। কেননা ظَرْف -এর মধ্যে আমল করার জন্য মূল ক্রিয়ার সাথে সামান্য সাদৃশ্যই যথেষ্ট।

اِسْم مَفْعُوْل -এর আলোচনা :

عَوَامِل قِيَاسِيَة -এর চতুর্থ প্রকার হলো اِسْم مَفْعُوْل তথা কর্মবাচ্য বিশেষ্যপদ।

اِسْم مَفْعُوْل -এর সংজ্ঞা : এটা এমন اِسْم যার দ্বারা এমন ব্যক্তি বা বস্তুকে বুঝায় যার উপর فَاعِل এর فِعْل টা পতিত হয়েছে। যেমন– مَضْرُوب [প্রহৃত]।

اِسْم مَفْعُوْل -এর আমল : اِسْم مَفْعُوْل -টা فِعْل مَجْهُول -এর মতো আমল করে। তাই এটা একটি اِسْم مَفْعُوْل -কে نَائِب فَاعِل হিসেবে رَفْع প্রদান করে। তবে শর্ত হলো এটা حَال বা مُسْتَقْبِل -এর অর্থে ব্যবহার হতে হবে এবং حَرْف نَفْى - ذُو الْحَال - مَوْصُوْف - مُبْتَدَأ ও حَرْف اِسْتِفْهَام -এর উপর নির্ভরশীল হতে হবে। যেমনিভাবে اِسْم فَاعِل টি আমল করার ক্ষেত্রে এ দু'টি বিষয়ের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে।

- زَيْدٌ مَضْرُوْبٌ -এর اِسْم مَفْعُوْل -টা اِعْتِمَاد -এর উপর হলে مُبْتَدَأ টা اِسْم مَفْعُوْل -টা তার خَبَر হবে। যেমন- غُلَامُهُ الْأٰن أَوْ غَدًا نَائِب فَاعِل كে - ; এখানে اِسْم مَفْعُوْل টা مُبْتَدَأ -এর উপর নির্ভর করে তার পরের رَفْع দিয়েছে।
- اِسْم مَفْعُوْل -এর اِعْتِمَاد টা اِسْم مَوْصُوْل -এর উপর হলে صِلَة হবে। যেমন- اَلْمَضْرُوْبُ غُلَامُهُ زَيْدٌ ; এখানে اِسْم مَفْعُوْل টা اِسْم مَوْصُوْل -এর উপর নির্ভর করে তার পরবর্তী اِسْم তথা غُلَامُهُ কে رَفْع দিয়েছে এবং اَلْمَضْرُوْب -এর أَلِف لَام টা اَلَّذِىْ অর্থে হয়েছে।
- جَاءَنِيْ رَجُلٌ مَضْرُوْبٌ غُلَامُهُ ; এখানে مَفْعُوْل টা اِسْم مَوْصُوْف -এর উপর হলে صِفَة হবে। যেমন- مَوْصُوْف -এর উপর নির্ভর করে তার পরবর্তী اِسْم -এর উপর আমল করেছে।
- جَاءَنِيْ زَيْدٌ مَضْرُوْبًا غُلَامُهُ ; এখানে مَفْعُوْل টা ذُو الْحَال -এর উপর হলে حَال টা اِسْم مَفْعُوْل -টা তার حَال হবে। যেমন- ذُوْ الْحَال টা اِسْم مَفْعُوْل -এর উপর নির্ভর করে তার পরবর্তী اِسْم -এর উপর আমল করেছে। অর্থাৎ غُلَامُهُ কে رَفْع দিয়েছে।
- اِسْم مَفْعُوْل -এর اعتماد টা حَرْف نَفْى -এর উপরও হতে পারে। যেমন- مَا مَضْرُوْبٌ غُلَامُهُ ; এখানে اِسْم مَفْعُوْل টা حَرْف نَفْى এর উপর নির্ভর করে তার পরবর্তী اِسْم -এর উপর আমল করেছে।
- اِسْم مَفْعُوْل -এর اِعْتِمَاد টা حَرْف اِسْتِفْهَام -এর উপরও হতে পারে। যেমন- أَ مَضْرُوْبٌ غُلَامُهُ ; এখানে اِسْم مَفْعُوْل টা حَرْف اِسْتِفْهَام -এর উপর নির্ভর করে তার পরবর্তী اِسْم -এর উপর আমল করেছে।

আর اِسْم مَفْعُوْل এর আমল করার জন্য শর্ত দু'টি যদি কখনো বিলুপ্ত হয়ে যায়, তখন اِسْم مَفْعُوْل তার আমল হতে বিরত থাকবে, এবং اِسْم مَفْعُوْل টা তার পরবর্তী اِسْم -এর দিকে مُضَاف হবে। যেমন- مَضْرُوْبُ رَجُلٍ

আর যদি এই শর্ত দু'টি বিলুপ্ত হওয়ার পর اِسْم مَفْعُوْل -এর শুরুতে لَام الف আসে, তবে এটা তার আমল করবে। কেননা اِسْم مَفْعُوْل এর শুরুতে أَلِف لَام যুক্ত হলে এটা তখন ঐ দু'টি শর্তের মুখাপেক্ষী হয় না। যেমন- جَاءَنِيْ اَلْمَضْرُوْبُ غُلَامُهُ এখানে اَلْمَضْرُوْب -এর শুরুতে أَلِف لَام যুক্ত হওয়ায় তার পরবর্তী اِسْم -এর মধ্যে আমল করেছে। যদিও তার মধ্যে উল্লিখিত শর্ত দু'টি বিদ্যমান নেই।

ইবারতের তারকীবসমূহ

তারকীব : ১. قَوْلُهُ : وَاعْتِمَادُهُ عَلَى الْمُبْتَدَإِ كَمَا فِيْ اسْمِ الْفَاعِلِ

اِعْتِمَادُهُ - এর اعتماد হলো مصدر আর যমীর ه হলো مُضَاف إِلَيْه এবং عَلٰى হলো حَرْف جَارْ আর اَلْمُبْتَدَإِ হলো مَجْرُور ও جَارْ , مَجْرُور তার مُضَاف إِلَيْه -এর সাথে, اعتماد হলো متعلق মিলে مُتَعَلِّق ও مُبْتَدَأ কে নিয়ে হয়েছে, আর كَمَا -এর كَاف হলো حَرْف جَارْ যা تشبيه -এর জন্য ব্যবহার হয়েছে, এবং مَا হলো مُضَاف এবং اَلْفَاعِل হলো مُضَاف আর اِسْم হলো حَرْف جَارْ আর فِيْ হলো مَجْرُور হয়ে فِيْ এর, جَارْ ও مَجْرُور মিলে مُرَكَّب إِضَافِي হয়ে مُضَاف إِلَيْه ও مُضَاف , إليه হলো مُتَعَلِّق মিলে مجرور এর সাথে ثبت ; তার মাঝে هو ضَمِيْر , فَاعِل ও مُتَعَلِّق কে নিয়ে جُمْلَة فعلية خبرية হয়ে شِبْه فِعْل محذوف -এর, ما صلة ও صلة موصول মিলে مَجْرُور ও جَارْ , مَجْرُور মিলে مُتَعَلِّق হলো مسائل -এর সাথে যা উহ্য شِبْه فِعْل, তার মাঝে هو ضَمِيْر হলো فَاعِل , فِعْل তার شِبْه جُمْلَة হয়ে مُتَعَلِّق ও فَاعِل কে নিয়ে خَبَر ও مُبْتَدَأ মিলে جُمْلَة اِسْمية خبرية হয়েছে, خَبَر হয়েছে।

مِثْلُ زَيْدٌ مَضْرُوْبٌ غُلَامُهُ اَلْاٰنَ أَوْ غَدًا، أَوِ الْمَوْصُوْلِ نَحْوُ اَلْمَضْرُوْبُ غُلَامُهُ زَيْدٌ، أَوِ الْمَوْصُوْفِ مِثْلُ جَاءَنِيْ رَجُلٌ مَضْرُوْبٌ غُلَامُهُ أَوْ ذِي الْحَالِ مِثْلُ جَاءَنِيْ زَيْدٌ مَضْرُوْبًا غُلَامُهُ، أَوْ حَرْفِ النَّفِيْ أَوِ الِاسْتِفْهَامِ مِثْلُ مَا مَضْرُوْبٌ غُلَامُهُ وَأَ مَضْرُوْبٌ غُلَامُهُ، وَإِذَا انْتَفَى فِيْهِ أَحَدُ الشَّرْطَيْنِ الْمَذْكُوْرَيْنِ يَنْتَفِيْ عَمَلُهُ، وَحِيْنَئِذٍ يَلْزَمُ إِضَافَتُهُ إِلَى مَا بَعْدَهُ، وَإِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ الْأَلِفُ وَاللَّامُ يَكُوْنُ مُسْتَغْنِيًا عَنِ الشَّرْوْطِ فِي الْعَمَلِ، مِثْلُ جَاءَنِي الْمَضْرُوْبُ غُلَامُهُ.

وَخَامِسُهَا اَلصِّفَةُ الْمُشَبَّهَةُ، وَهِيَ مُشَابِهَةٌ بِاسْمِ الْفَاعِلِ فِي التَّصْرِيْفِ وَفِيْ كَوْنِ كُلٍّ مِّنْهُمَا صِفَةً، مِثْلُ حَسَنٌ حَسَنَانِ حَسَنُوْنَ حَسَنَةٌ حَسَنَتَانِ حَسَنَاتٌ عَلَى قِيَاسِ ضَارِبٌ ضَارِبَانِ ضَارِبُوْنَ ضَارِبَةٌ ضَارِبَتَانِ ضَارِبَاتٌ، وَهِيَ مُشْتَقَّةٌ مِنَ الْفِعْلِ اللَّازِمِ دَالَّةٌ عَلَى ثُبُوْتِ مَصْدَرِهَا لِفَاعِلِهَا عَلَى سَبِيْلِ الِاسْتِمْرَارِ وَالدَّوَامِ، بِحَسَبِ الْوَضْعِ، وَتَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِهَا مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطِ زَمَانٍ

অনুবাদ: যেমন- زَيْدٌ مَضْرُوْبٌ غُلَامُهُ اَلْاٰنَ أَوْ غَدًا [যায়েদের দাস আজ বা কাল প্রহৃত হচ্ছে]। অথবা اِسْم -এর উপর নির্ভর করবে। যেমন- اَلْمَضْرُوْبُ غُلَامُهُ زَيْدٌ [ঐ ব্যক্তি যার দাস প্রহৃত হচ্ছে সে যায়েদ]। অথবা مَوْصُوْف -এর উপর নির্ভরশীল হবে। যেমন- جَاءَنِيْ رَجُلٌ مَضْرُوْبٌ غُلَامُهُ অর্থ- আমার কাছে এমন এক ব্যক্তি এসেছে যার দাস প্রহৃত হচ্ছে বা হবে]। অথবা ذُو الْحَال -এর উপর নির্ভরশীল হবে। যেমন- جَاءَنِيْ زَيْدٌ مَضْرُوْبًا غُلَامُهُ [আমার কাছে যায়েদ এসেছে এমতাবস্থায় যে, তার দাস প্রহৃত হচ্ছে]। অথবা حَرْف نَفْى বা حَرْف اِسْتِفْهَام -এর উপর নির্ভরশীল হবে। যেমন- مَامَضْرُوْبٌ غُلَامُهُ [তার দাস প্রহৃত হচ্ছে না]। أَ مَضْرُوْبٌ غُلَامُهُ [তার দাস কি প্রহৃত হচ্ছে?] এবং যখন উল্লিখিত কোনো একটি শর্ত রহিত হয়ে যায়, তখন তার عَمَل টাও বাতিল হয়ে যায়। তখন এটা তার পরবর্তী শব্দের দিকে إِضَافَة হওয়া আবশ্যক। যখন এটার শুরুতে أَلِف وَلَام প্রবেশ হবে, তখন আমল করার ক্ষেত্রে কোনো শর্তের মুখাপেক্ষী হবে না। যেমন- جَاءَنِي الْمَضْرُوْبُ غُلَامُهُ [আমার নিকট এমন এক ব্যক্তি এসেছে যার দাস প্রহৃত হচ্ছে]।

এবং (عَوَامِل قِيَاسِية -এর) পঞ্চমটি হলো صِفَة مُشَبَّهَة তথা স্থায়ী গুণবাচক বিশেষ্য। এটা রূপান্তর ও সিফাত হওয়া হিসেবে اِسْم فَاعِل -এর সাদৃশ্য। যেমন- حَسَنٌ - حَسَنَانِ - حَسَنُوْنَ - حَسَنَةٌ - حَسَنَتَانِ - حَسَنَاتٌ টাকে ضَارِبٌ - ضَارِبَانِ - ضَارِبُوْنَ - ضَارِبَةٌ - ضَارِبَتَانِ - ضَارِبَاتٌ -এর উপর কিয়াস করা হয়েছে। এটা فِعْل لَازِم হতে নির্গত এমন একটি اِسْم যা তার فَاعِل -এর জন্য মাসদারের অর্থকে গঠনগত দিক থেকে স্থায়ীভাবে সাব্যস্ত করাকে বুঝায়। এটা তার فِعْل -এর আমল করে কোনো কালের শর্ত ব্যতীত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

صِفَة مُشَبَّهَة -এর আলোচনা : عَوَامِل قِيَاسِية -এর পঞ্চমটি হলো صِفَة مُشَبَّهَة তথা স্থায়ী গুণবাচক বিশেষ্য।

صِفَة مُشَبَّهَة - এর সংজ্ঞা : فِعْل لَازِم হতে গঠিত যে كَلِمَة তথা শব্দ দ্বারা কোনো ব্যক্তি বা বস্তু বা অন্য কিছুর স্থায়ী গুণাগুণ কোনো কালের সাথে মিলিত হওয়া ব্যতীত প্রকাশ করা হয়, তাকেই صِفَة مُشَبَّهَة বলা হয়।

صِفَة مُشَبَّهَة -এর আমল : এটা যেহেতু لازم فعل থেকে গঠিত, তাই তা শুধু তার পরবর্তী اِسْم فَاعِل -কে হিসেবে رَفْع দিবে। তবে কখনো তার পরবর্তী اسم টি مَعْرِفَة হলে مَفْعُوْل হিসেবে نَصْب দিবে। আর যদি نَكِرَة হয় তবে تَمْيِيْز -এর ভিত্তিতে نَصْب দিবে।

কিন্তু কোনো কোনো নাহুবিদ বলেন– صِفَة مُشَبَّهَة তার مَعْمُوْل কে শুধুমাত্র تَمْيِيْز হিসেবেই نَصْب প্রদান করে। কেননা, শুধুমাত্র বিশেষ প্রয়োজনেই مَفْعُوْل بِه কে مَعْرِفَة এর সাথে تَشْبِيْه দেওয়া হয়। তবে যেখানে نَكِرَة কে تَمْيِيْز হিসেবে نَصْب দেওয়া হয়, সেখানে مَعْرِفة কে مَفْعُوْل -এর সাথে تَشْبِيْه দিয়ে نَصْب দেওয়া যাবে।

উল্লেখ্য যে صِفَة مُشَبَّهَة ও اِسْم فَاعِل উভয়টি গুণবাচক। صِفَة مُشَبَّهَة -এর সীগাহগুলো قِيَاسِي اِسْم فَاعِل -এর মতো নয়; বরং এগুলো আরবি ভাষা–ভাষী মানুষের নিকট থেকে শুনে প্রণয়ন করা হয়েছে। যেমন– حَسَنٌ অর্থ– সুন্দর, صَعْب অর্থ– কঠিন এবং شَدِيْدٌ অর্থ– শক্ত, কঠিন ইত্যাদি। নিম্নে صِفَة مُشَبَّهَة -এর কতিপয় ওজন প্রদত্ত হলো।

صِفَة مُشَبَّهَة -এর কয়েকটি ওজন

فَعْلٌ যেমন– صَعْبٌ (কঠিন)
فِعْلٌ যেমন– صِفْرٌ (খালি, শূন্য)
فُعْلٌ যেমন– صُلْبٌ (কঠিন)
فَعَلٌ যেমন– حَسَنٌ (সুন্দর)
فَعِلٌ যেমন– خَشِنٌ (শক্ত)
فَعُلٌ যেমন– نَدُسٌ (চতুর, চালাক)
فِعَلٌ যেমন– زِيَمٌ (এলোমেলো)
فِعِلٌ যেমন– بِلِزٌّ (মোটা)
فُعَلٌ যেমন– حُطَمٌ (চতুষ্পদ জন্তুকে রুক্ষভাবে চালানো)
فُعُلٌ যেমন– جُنُبٌ (অপবিত্র)
اَفْعَلُ যেমন– اَحْمَرُ (লাল)

فَعِيْلٌ যেমন– كَرِيْمٌ (দাতা)
فَاعِلٌ যেমন– كَابِرٌ (বড়)
فَعُوْلٌ যেমন– غَفُوْرٌ (ক্ষমাশীল)
فَيْعِلٌ যেমন– جَيِّدٌ (ভালো)
فَعَالٌ যেমন– جَبَانٌ (কাপুরুষ)
فِعَالٌ যেমন– هِجَانٌ (সাদা উট)
فُعَالٌ যেমন– شُجَاعٌ (বাহাদুর)
فَعْلَانُ যেমন– عَطْشَانُ (তৃষ্ণার্ত)
فَعْلَى যেমন– عَطْشَى (তৃষ্ণার্ত মহিলা)
فُعْلَى যেমন– حُبْلَى (গর্ভবতী মহিলা)
فَعْلَاءُ যেমন– حَمْرَاءُ (লাল মহিলা)
فُعَلَاءُ যেমন– عُشَرَاءُ (দশ মাসের গর্ভবতী উষ্ট্রী)

ইবারতের তারকীবসমূহ

তারকীব : ২. قَوْلُهُ : زَيْدٌ مَضْرُوْبٌ غُلَامُهُ

زَيْدٌ হলো مُبْتَدَأ আর مَضْرُوْبٌ হলো فِعْل شِبْه এবং غُلَامُهُ -এর غُلَام হলো مُضَاف আর ه হলো مُضَاف إِلَيْه, شبه فِعْل তার نَائِب فَاعِل কে নিয়ে مُضَاف إِلَيْه ও مُضَاف মিলে مركب إِضَافِي হয়ে نَائِب فَاعِل হয়েছে, مُبْتَدَأ ও خَبَر মিলে جُمْلَة اِسْمية خبرية হয়েছে, خَبَر হয়ে جملة হয়েছে।

لِكَوْنِهَا بِمَعْنَى الثُّبُوْتِ، وَأَمَّا اشْتِرَاطُ الِاعْتِمَادِ فَمُعْتَبَرٌ فِيْهَا إِلَّا أَنَّ الاعْتِمَادَ عَلَى الْمَوْصُوْلِ لَا يَتَأَتَّى فِيْهَا، لِأَنَّ اللَّامَ الدَّاخِلَةَ عَلَيْهَا لَيْسَتْ بِمَوْصُوْلٍ بِالِاتِّفَاقِ، وَقَدْ يَكُوْنُ مَعْمُوْلُهَا مَنْصُوْبًا عَلَى التَّشْبِيْهِ بِالْمَفْعُوْلِ فِي الْمَعْرِفَةِ، وَعَلَى التَّمْيِيْزِ فِي النَّكِرَةِ وَمَجْرُوْرًا عَلَى الْإِضَافَةِ، وَتَكُوْنُ صِيْغَةُ اسْمِ الْفَاعِلِ قِيَاسِيَّةً وَصِيَغُهَا سَمَاعِيَّةٌ مِثْلُ حَسَنٌ وَصَعْبٌ وَشَدِيْدٌ.

অনুবাদ: কেননা এটা স্থায়ী গুণের অর্থে হয়। তবে اِعْتِمَاد -এর শর্ত এর মধ্যেও গ্রহণীয়। কিন্তু اِسْم مَوْصُوْل -এর উপর নির্ভর তাতে আসবে না। কেননা এর মাঝে যে أَلِف لَام প্রবেশ করে সেটা সর্ব সম্মতিক্রমে اِسْم مَوْصُوْل -এর জন্য নয় এবং কখনো কখনো এর مَعْمُوْل টা مَنْصُوْب হবে مَفْعُوْل -এর সাদৃশ্য হওয়ার কারণে اِسْم مَعْرِفَة -এর ক্ষেত্রে। আর اِسْم نَكِرَة -এর ক্ষেত্রে تَمْيِيْز -এর উপর ভিত্তি করে مَنْصُوْب হবে। আর إضافة-এর উপর ভিত্তি করে مجرور হবে। اِسْم فَاعِل -এর সীগাহগুলো قِيَاسِي হয়, আর صِفَة مُشَبَّهَة -এর সীগাহগুলো سَمَاعِي হয়। যেমন- حَسَنٌ - صَعْبٌ - شَدِيْدٌ [সুন্দর, কঠিন ও শক্ত]।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

صِفَة مُشَبَّهَة এবং اِسْم فَاعِل -এর মধ্যকার পার্থক্যসমূহ :

- صِفَة مُشَبَّهَة -এর কোনো নির্দিষ্ট একক ওজন নেই। কিন্তু اِسْم فَاعِل -এর তা রয়েছে।
- صِفَة مُشَبَّهَة -এর সীগাহগুলো হলো سَمَاعِي আর اِسْم فَاعِل -এর সীগাহগুলো হলো قِيَاسِي
- اِسْم فَاعِل টা فِعْل لَازِم ও فِعْل مُتَعَدِّي উভয় থেকেই হতে পারে। কিন্তু صِفَة مُشَبَّهَة টা শুধুমাত্র فِعْل لَازِم থেকে গঠিত হয়।
- اِسْم فَاعِل টা عَامِل হওয়ার জন্য দু'টি শর্ত حَال বা مُسْتَقْبِل -এর অর্থে হওয়া ও উল্লিখিত ৬টি বিষয়ের উপর اِعْتِمَاد করা। আর صِفَة مُشَبَّهَة টা عَامِل হবে পাঁচটি জিনিসের উপর اِعْتِمَاد করে অর্থাৎ مُبْتَدَأ - مَوْصُوْف - حَرْف اِسْتِفْهَام - حَرْف نَفْي - ذُو الْحَال
- صِفَة مُشَبَّهَة টা শুধুমাত্র কর্তার গুণকে বুঝাবে। আর اِسْم فَاعِل কর্তার ক্রিয়াকে বুঝাবে।
- صِفَة مُشَبَّهَة -এর শুরুতে أَلِف لَام আসলে তা اِسْم مَوْصُوْل -এর জন্য হয় না। কিন্তু اِسْم فَاعِل -এর শুরুতে أَلِف لَام হলে তা اِسْم مَوْصُوْل -এর জন্য হয়।

অনুশীলনী

১. اِسْم مَفْعُوْل -এর সংজ্ঞা দাও এবং তার আমল বিস্তারিত লিখ।
২. اِسْم مَفْعُوْل টা কখন তার আমল করা হতে বিরত থাকে, বিস্তারিত লিখ।
৩. তারকীব কর : مِثْلُ زَيْدٌ مَضْرُوْبٌ غُلَامُهُ وَاعْتِمَادُهُ عَلَى الْمُبْتَدَإِ كَمَا فِيْ اِسْمِ الْفَاعِلِ এবং
৪. صِفَة مُشَبَّهَة -এর সংজ্ঞা দাও এবং তার আমল বর্ণনা কর।
৫. صِفَة مُشَبَّهَة -এর ওজনসমূহ উদাহরণসহ লিখ।
৬. اِسْم فَاعِل ও صِفَة مُشَبَّهَة -এর মধ্যকার পার্থক্যগুলো বর্ণনা কর।

وَسَادِسُهَا الْمُضَافُ، وَهُوَ كُلُّ اسْمٍ أُضِيْفَ إِلَى اسْمٍ آخَرَ، فَيَجُرُّ الْأَوَّلُ الثَّانِيَ مُجَرَّدًا عَنِ اللَّامِ وَالتَّنْوِيْنِ وَمَا يَقُوْمُ مَقَامَهُ مِنْ نُوْنَيِ التَّثْنِيَةِ وَالْجَمْعِ لِأَجْلِ الْإِضَافَةِ، وَالْإِضَافَةُ إِمَّا بِمَعْنَى اللَّامِ الْمُقَدَّرَةِ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْمُضَافُ إِلَيْهِ مِنْ جِنْسِ الْمُضَافِ وَلَا يَكُوْنُ ظَرْفًا لَهُ، مِثْلُ غُلَامُ زَيْدٍ، وَإِمَّا بِمَعْنَى مِنْ إِنْ كَانَ مِنْ جِنْسِهِ مِثْلُ خَاتَمُ فِضَّةٍ أَيْ خَاتَمٌ مِنْ فِضَّةٍ، وَإِمَّا بِمَعْنَى فِيْ إِنْ كَانَ ظَرْفًا لَهُ، نَحْوُ ضَرْبُ الْيَوْمِ.

وَسَابِعُهَا الِاسْمُ التَّامُّ، وَهُوَ كُلُّ اسْمٍ تَمَّ فَاسْتَغْنَى عَنِ الْإِضَافَةِ، بِأَنْ يَّكُوْنَ فِيْ آخِرِهِ تَنْوِيْنٌ أَوْ مَا يَقُوْمُ مَقَامَهُ مِنْ نُوْنَيِ التَّثْنِيَةِ وَالْجَمْعِ، أَوْيَكُوْنَ فِيْ آخِرِهِ مُضَافٌ إِلَيْهِ، وَهُوَ يَنْصِبُ النَّكِرَةَ عَلَى أَنَّهَا تَمْيِيْزٌ لَهُ فَيَرْفَعُ مِنْهُ الْإِبْهَامَ، مِثْلُ عِنْدِيْ رِطْلٌ زَيْتًا وَمَنَوَانِ سَمَنًا وَعِشْرُوْنَ دِرْهَمًا وَلِيْ مِلْؤُهُ عَسَلًا.

অনুবাদ: (عَوَامِلِ قِيَاسِيَة -এর) ষষ্ঠটি হলো مُضَاف [সম্বন্ধ পদ]। مُضَاف প্রত্যেক ঐ اِسْم কে বলা হয়, যাকে অপর একটি اِسْم -এর দিকে إِضَافَة [সম্বন্ধ] করা হয়েছে। **অতঃপর প্রথমটি দ্বিতীয়টিকে যের দিবে এবং এটা إِضَافَة -এর কারণে تَنْوِيْن এবং তার مقام قَائِم [স্থলাভিষিক্ত] যেমন- نُوْن تَثْنِيَة ও نُوْن جَمْع হতে খালি হবে।** এবং إِضَافَة টা হয়তো لَام مُقَدَّرَة তথা গোপন لَام -এর অর্থে হবে। **যদি مُضَاف إِلَيْه টা مُضَاف -এর جِنْس থেকে না হয় এবং তার জন্য ظَرْف -ও না হয়।** যেমন- غُلَام زَيْدٍ [যায়েদের গোলাম]। অথবা- مِنْ -এর অর্থে হবে **যদি مُضَاف إِلَيْه টা مُضَاف -এর جِنْس থেকে হয়।** যেমন- خَاتَمُ فِضَّةٍ [রূপার আংটি]। অথবা فِيْ -এর অর্থে হবে **যদি مُضَاف إِلَيْه টা مُضَاف -এর জন্য ظَرْف হয়।** যেমন- ضَرْبُ الْيَوْمِ [দিনের প্রহার]।

(عَوَامِلِ قِيَاسِيَة -এর) সপ্তমটি হলো اِسْم تَام তথা পূর্ণাঙ্গ বিশেষ্য। এটি প্রত্যেক ঐ اِسْم কে বলা হয় যা পরিপূর্ণ এবং তা إِضَافَة হতে অমুখাপেক্ষী হয়েছে এ কারণে যে, তার শেষে تَنْوِيْن হওয়ায় অথবা যা তার স্থলাভিষিক্ত হয় تَثْنِيَة ও جَمْع -এর نُوْن হতে অথবা তার শেষে مُضَاف إِلَيْه হওয়ায় এবং এটা اِسْم نَكِرَة কে تَمْيِيْز -এর ভিত্তিতে نَصْب প্রদান করবে, যদ্বারা তার থেকে সন্দেহ দূরীভূত হয়। যেমন- عِنْدِيْ رِطْلٌ زَيْتًا [আমার কাছে এক রিতিল তেল আছে]। مَنَوَانِ سَمَنًا [দু'সের ঘি আছে]। এবং عِشْرُوْنَ دِرْهَمًا [বিশটি টাকা আছে]। এবং لِيْ مِلْؤُهُ عَسَلًا [আমার কাছে পাত্র ভর্তি মধু আছে]।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

مُضَاف -এর আলোচনা : عَوَامِلِ قِيَاسِيَة -এর ষষ্ঠ প্রকার হলো اَلْمُضَافُ তথা সম্বন্ধ পদ।

مُضَاف এর সংজ্ঞা : مُضَاف শব্দটি بَاب اِفْعَال হতে اِسْم مَفْعُوْل -এর সীগাহ। যার অর্থ হলো- যাকে সম্পর্কিত করা হয়েছে।

নাহুর পরিভাষায় : مُضَاف প্রত্যেক ঐ اِسْم কে বলা হয় যাকে অপর একটি اِسْم -এর দিকে إِضَافَة করা হয়েছে এবং ঐ اِسْم টি তার পরবর্তী اِسْم কে جَر দিয়েছে। চাই جَرْ টা لَفْظًا হোক বা مَحَلًّا হোক। যেমন– غُلَامُ زَيْدٍ এখানে غُلَامُ শব্দটি مُضَاف হয়েছে। কেননা তাকে তার পরবর্তী اِسْم -এর দিকে إِضَافَة করা হয়েছে এবং غُلَامُ টা তার পরের اِسْم টিকে جَرْ لَفْظًا দিয়েছে।

তদ্রূপ ضَرْبُ عُمَرَ [ওমরের প্রহার]। এখানে ضَرْب হলো مُضَاف এবং এটা পরবর্তী اِسْم তথা عُمَر কে - مَحَلًا جَر দিয়েছে। কেননা عُمَر হলো غَيْر مُنْصَرِف আর غَيْر مُنْصَرِف এর মধ্যে جَرْ - لَفْظًا হয় না। مُضَاف টি সর্বদা تَنْوِيْن ও أَلِف لَام এবং تَثْنِيَة ও جَمْع -এর نُوْن হতে খালি থাকবে। যেমন– غُلَامَا زَيْدٍ [যায়েদের উভয় দাস]। مُسْلِمُوْ بَنْغَلَادِيْش [বাংলাদেশের মুসলমানগণ]। এ দু'টি উপমার মাঝে جَمْع ও تَثْنِيَة -এর نُوْن টি إِضَافَة -এর কারণে পড়ে গেছে।

إِضَافَة -এর প্রকারভেদ : إِضَافَة টা তিন প্রকার। ১. إِضَافَة لَامِيَة ২. إِضَافَة مِنِّيَّة ৩. إِضَافَة فِيَّة

إِضَافَة لَامِيَة -এর সংজ্ঞা : لَام مُقَدَّر তথা لَام গোপন থেকে যে إِضَافَة হয় তাকে إِضَافَة لَامِيَة বলা হয়। এটা ঐ সময় হবে যখন مُضَاف টা مُضَاف إِلَيْه -এর جِنْس হতে হবে না এবং مُضَاف টা مُضَاف إِلَيْه -এর জন্য ظَرْف ও হবে না। যেমন– غُلَامُ زَيْدٍ -এর অর্থ হলো غُلَامٌ لِزَيْدٍ [যায়েদের গোলাম]। এখানে غلام টি زيد -এর جِنْس-ও নয় এবং غُلَام -এর জন্য ظَرْف-ও নয়; কাজেই এটা إِضَافَة لَامِيَة হয়েছে।

إِضَافَة مِنِّيَة -এর সংজ্ঞা : مِنْ গোপন থেকে যে إِضَافَة টা হয়, তাকেই إِضَافَة مِنِّيَة বলা হয়। আর এটা ঐ সময় হবে যখন مُضَاف টা مُضَاف إِلَيْه -এর جِنْس হবে। যেমন– خَاتَمُ فِضَّةٍ -এর মূল ইবারত হলো خَاتَمٌ مِنْ فِضَّةٍ অর্থ– রৌপ্যের আংটি। এখানে خَاتَم টা فِضَّة -এর جِنْس হওয়ার কারণে এটা إِضَافَة مِنِّيَة হয়েছে।

إِضَافَة فِيَّة -এর সংজ্ঞা : فِيْ গোপন থেকে যে إِضَافَة টা হয়, তাকেই إِضَافَة فِيَّة বলা হয়। আর এটা ঐ সময় সম্ভব যখন مُضَاف টা مُضَاف إِلَيْه -এর জন্য ظَرْف হবে। যেমন– ضَرْبُ الْيَوْمِ -এর মূল ইবারত ছিল ضَرْبٌ فِي الْيَوْمِ [দিনের প্রহার]। এখানে اَلْيَوْم হলো مُضَاف إِلَيْه যা তার مُضَاف তথা ضَرْب -এর জন্য ظَرْف হয়েছে। আর তাই এটা إِضَافَة فِيَّة হয়েছে।

اِسْم تَامّ -এর আলোচনা : عَوَامِل قِيَاسِية -এর সপ্তম প্রকার হলো اِسْم تَام ; যা نُوْن جَمْع , نُوْن تَثْنِيَة , تَنْوِيْن অথবা مُضَاف إِلَيْه -এর দ্বারা পরিপূর্ণ হওয়ায় إِضَافَة -এর প্রতি মুখাপেক্ষী হয় না। অতএব যখন কোনো একটি اِسْم উল্লিখিত চারটি বিষয় হতে কোনো একটি দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে যায়, তখন সেটা فِعْل -এর সদৃশ হয়ে যায়। যেমনিভাবে فِعْل তার فَاعِل কে নিয়ে পরিপূর্ণ হয়ে যায়, তদ্রূপ এই اِسْم টিও উক্ত চারটি বিষয় হতে কোনো একটি দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে যায়। কাজেই একথা বলা যেতে পারে যে, اِسْم -এর জন্য এই চারটি বস্তু فَاعِل -এর সমতুল্য এবং تَمْيِيْز হচ্ছে مَفْعُوْل -এর সমতুল্য। যেরূপভাবে فِعْل ও فَاعِل -এর পরের مَفْعُوْل টি اِسْم হিসেবে منصوب হয়েছে। ফলে تَمْيِيْز টা উক্ত اِسْم হতে অস্পষ্টতাকে দূর করবে যেমন– عِنْدِيْ رِطْلٌ زَيْتًا [আমার কাছে এক রিতিল তেল আছে]। এখানে رِطْلٌ হচ্ছে اِسْم تَام যা تنوين দ্বারা اِسْم تَام হয়েছে। আর زَيْتًا হচ্ছে تَمْيِيْز এবং এই اِسْم تَام টি تَمْيِيْز কে نَصْب দিয়েছে। আর زَيْتًا যা تَمْيِيْز এটা رِطْلٌ -এর মাঝে যে সন্দেহের অবকাশ ছিল তাকে দূর করেছে। তদ্রূপ عِنْدِيْ مَنَوَانِ سَمْنًا [আমার কাছে দু'সের ঘি আছে]। এ উপমাতে مَنَوَانِ হলো اِسْم تَام যা نون تثنية দ্বারা اِسْم تَام হয়েছে আর سَمْنًا হলো تَمْيِيْز ; এখন اِسْم تَام টি تَمْيِيْز কে نَصْب প্রদান করেছে। আর اِسْم تَام -এর মাঝে যে সন্দেহের অবকাশ ছিল تَمْيِيْز টা তাকে বিদূরিত করেছে। তদ্রূপ عِنْدِيْ عِشْرُوْنَ دِرْهَمًا [আমার কাছে বিশ টাকা আছে]। এখানে عِشْرُوْن হলো اِسْم تَام যা نُوْن

جَمْع -এর দ্বারা اِسْم تَام হয়েছে আর دِرْهَمًا হলো تَمْيِيْز এবং এই اِسْم تَام টি تَمْيِيْز কে نَصْب প্রদান করেছে। আর اِسْم تَام টা تَمْيِيْز -এর মাঝে যে সন্দেহের অবকাশ ছিল তাকে দূর করেছে।

তদ্রূপ لِيْ مِلْؤُهُ عَسَلًا [আমার কাছে পাত্র ভর্তি মধু আছে]। এখানে مِلْؤُهُ হলো اِسْم تَام যা اِسْم مُضَاف إِلَيْه দ্বারা تَام হয়েছে এবং عَسَلًا হলো تَمْيِيْز আর اِسْم تَام টা তার تَمْيِيْز কে نَصْب প্রদান করেছে। আর اِسْم تَام টা تَمْيِيْز -এর মধ্যে যে সন্দেহের অবকাশ ছিল তাকে দূর করেছে।

ইবারতের তারকীবসমূহ

তারকীব : ১. قَوْلُهُ : عِنْدِيْ رِطْلٌ زَيْتًا

عِنْدِ হলো مُضَاف এবং مُضَاف إِلَيْه টি ياء متكلم আর مُضَاف ও مُضَاف إِلَيْه মিলে ظرف হয়েছে উহ্য شِبْه خَبَر مقدم হয়ে جُمْلَة ظرف ও فاعل তার شِبْه فِعْل -এর সাথে موجود فعل, رِطْلٌ হলো اِسْم مُؤَخَّر ও خَبَر مُقَدَّم মিলে مُبْتَدَأ مُؤَخَّر হয়েছে অতঃপর تَمْيِيْز ، مُمَيَّز ও تَمْيِيْز মিলে مُبْتَدَأ مُؤَخَّر হয়েছে زَيْتًا আর تَام مُمَيَّز মিলে جُمْلَة اِسْمِية হয়েছে।

অনুশীলনী

১. عَوَامِل قِيَاسِيَّة কাকে বলে? এগুলো কত প্রকার ও কী কী লিখ।

২. فِعْل -এর সংজ্ঞা দাও। فِعْل কত প্রকার ও কী কী আমলসহ বর্ণনা কর।

৩. فَاعِل ও مَفْعُوْل কে কয় স্থানে বিলুপ্ত করতে হয় লিখ।

৪. فاعل ও مفعول কে কখন فعل -এর উপর مقدم করা واجب লিখ।

৫. مَصْدَر -এর সংজ্ঞা দাও ও তার আমল বর্ণনা কর।

৬. مَصْدَر আসল না فِعْل আসল মতভেদসহ লিখ এবং তোমার পছন্দ অনুযায়ী দলিল প্রমাণ দ্বারা কোনো একটিকে প্রাধান্য দাও।

৭. مَصْدَر কত প্রকার ও কী কী বিস্তারিত লিখ।

৮. مَصْدَر -এর إِضَافَة টা কত প্রকার ও কী কী লিখ।

৯. اِسْم فَاعِل -এর সংজ্ঞা দাও এবং তা কী আমল করে উদাহরণসহ সাজিয়ে লিখ।

১০. اِسْم فَاعِل -এর আমল করার জন্য কয়টি শর্ত মতভেদসহ বিস্তারিত বিবরণ দাও।

১১. তারকীব কর :- سَوَاءٌ كَانَ لَازِمًا أَوْ مُتَعَدِّيًا مَاضِيًا كَانَ أَوْمُضَارِعًا أَمْرًا كَانَ أَوْ نَهْيًا

১২. তারকীব কর :- مَرَرْتُ بِزَيْدٍ رَاكِبًا أَبُوْه - مَرَرْتُ بِرَجُلٍ ضَارِبٍ ابْنُهُ جَارِيَةً - اَلضَّارِبُ عَمْرًا فِي الدَّارِ - زَيْدٌ ضَارِبٌ أَبُوْهُ عَمْرًا

১৩. اِسْم فَاعِل -এর عَمَل টা কখন বিলুপ্ত হয়ে যায় বুঝিয়ে লিখ।

১৪. اِسْم فَاعِل -এর আমল করার শর্ত দু'টি পাওয়া না গেলেও কখন সেটা আমল করে লিখ।

১৫. اِسْم فَاعِل টা যদি مُبَالَغَة -এর অর্থ প্রকাশ করে তখন তার হুকুম কী বিস্তারিত লিখ।

১৬. مُضَاف -এর সংজ্ঞা দাও এবং مُضَاف টা সর্বদা কয়টি জিনিস থেকে খালি হবে তা লিখ।

১৭. مُضَاف -এর প্রকারভেদ বিস্তারিত আলোচনা কর।

১৮. اِسْم تَام কাকে বলে? اِسْم টা কিভাবে تَام হয় সুন্দর করে সাজিয়ে লিখ।

১৯. اِسْم تَام -এর আমল বিস্তারিত বর্ণনা কর।

اَلْمَرْحَلَةُ الرَّابِعَةُ فِي الْعَوَامِلِ الْمَعْنَوِيَّةِ
[চতুর্থ পর্ব, معنوى আমিলসমূহের বর্ণনা]

اَلْعَوَامِلُ الْمَعْنَوِيَّةُ [معنوى আমিলসমূহ]

وَأَمَّا الْمَعْنَوِيَّةُ فَمِنْهَا عَدَدَانِ، وَالْمُرَادُ مِنَ الْعَامِلِ الْمَعْنَوِيِّ مَا يُعْرَفُ بِالْقَلْبِ وَلَيْسَ لِلِّسَانِ حَظٌّ فِيْهِ، أَحَدُهُمَا الْعَامِلُ فِي الْمُبْتَدَإِ وَالْخَبَرِ، وَهُوَ الاِبْتِدَاء أَيْ خُلُوُّ الاِسْمِ عَنِ الْعَوَامِلِ اللَّفْظِيَّةِ، نَحْوُ زَيْدٌ مُنْطَلِقٌ، وَثَانِيْهِمَا الْعَامِلُ فِي الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ، وَهُوَ صِحَّةُ وُقُوْعِ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ مَوْقِعَ الاِسْمِ، مِثْلُ زَيْدٌ يَعْلَمُ، فَيَعْلَمُ مَرْفُوْعٌ لِصِحَّةِ وُقُوْعِهِ مَوْقِعَ الاِسْمِ، إِذْ يَصِحُّ أَنْ يُّقَالَ فِي مَوْقِعِ يَعْلَمُ عَالِمٌ، فَعَامِلُهُ مَعْنَوِيٌّ، وَعِنْدَ الْكُوْفِيِّيْنَ أَنَّ عَامِلَ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ تَجَرُّدُهُ عَنِ الْعَامِلِ النَّاصِبِ وَالْجَازِمِ وَهُوَ مُخْتَارُ ابْنِ مَالِكٍ (رح) -

---

অনুবাদ: একশত আমিল হতে عَامِل مَعْنَوِى হলো দু'টি। عَامِل مَعْنَوِى দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যা হৃদয় দ্বারা জানা যায়। এতে জবানের কোনো অংশ নেই। প্রথমটি হলো, خَبَر ও مُبْتَدَأ এর মাঝে বিদ্যমান عَامِل তা হলো اِبْتِدَاء অর্থাৎ اِسْم টা শাব্দিক আমিল হতে মুক্ত হওয়া। যেমন- زَيْدٌ مُنْطَلِقٌ [যায়েদ চলমান] এবং দ্বিতীয়টি হলো فِعْل مُضَارِع -এর মাঝে বিদ্যমান আমিল। তা হলো فِعْل مُضَارِع টা اِسْم -এর স্থানে ব্যবহার হওয়া বিশুদ্ধ হওয়া। যেমন- زَيْدٌ يَعْلَمُ [যায়েদ জানে]। সুতরাং يَعْلَمُ টা পেশ বিশিষ্ট হয়েছে এটা اِسْم -এর স্থানে ব্যবহার হওয়া বিশুদ্ধ হয় বলে। কেননা, يَعْلَمُ -এর স্থানে عَالِمٌ বলাটা বিশুদ্ধ। অতএব এর আমিল হলো عَامِل مَعْنَوِى [কল্পিত আমিল]

কূফী নাহুবিদদের মতে فِعْل مُضَارِع -এর আমিল হচ্ছে যে, তা نَصْب ও جَزْم প্রদানকারী عَامِل থেকে মুক্ত হওয়া। আর এটাই হলো ইবনে মালেক (র.)-এর পছন্দনীয় অভিমত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

عوامل معنوية -এর আলোচনা : আমিল সর্বমোট ১০০টি। এর মধ্যে عَوَامِلِ سَمَاعِية ৯১ টি যাকে ১৩ ভাগে বিভক্ত করে বর্ণনা করা হয়েছে এবং عَوَامِلِ قِيَاسِية ৭টি যাকে ইতঃপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। আর عَامِل مَعْنَوِى হলো দু'টি।

عَامِل مَعْنَوِى -এর প্রথম প্রকার : عَامِل مَعْنَوِى -এর প্রথমটি হলো, اِبْتِدَاء যা مُبْتَدَأ ও خَبَر -এর মধ্যে আমল করে অর্থাৎ عَامِل مَعْنَوِى ও عَامِل لَفْظِى টা اِسْم হতে মুক্ত হওয়া। এটা مُبْتَدَأ ও خَبَر কে رَفْع দেয়। যেমন- زَيْدٌ قَائِمٌ অর্থ- যায়েদ দাঁড়ানো। এখানে زَيْدٌ হলো مُبْتَدَأ এবং قَائِمٌ হলো خَبَر এরা اِبْتِدَاء -এর কারণে مرفوع হয়েছে।

عَامِل مَعْنَوِى -এর দ্বিতীয় প্রকার : عَامِل مَعْنَوِى -এর দ্বিতীয়টি হলো, فِعْل مُضَارِع টা اِسْم -এর স্থানে ব্যবহার হওয়া। তাহলে তা مَرْفُوْع হবে। যেমন- زَيْدٌ يَعْلَمُ অর্থ- যায়েদ জানে। এখানে يَعْلَمُ টা مَرْفُوْع হয়েছে। কেননা, এটা اِسْم -এর স্থানে ব্যবহার হওয়া বিশুদ্ধ হয়েছে। অর্থাৎ এখানে زَيْدٌ عَالِمٌ বললেও বাক্য শুদ্ধ হবে।

কূফার নাহুবিদগণ বলেন যে, فِعْل مُضَارِع -এর عَامِل হচ্ছে সেটা عَوَامِلِ نَاصِبَة ও عَوَامِلِ جَازِمَة থেকে খালি হওয়া। যেমন- زَيْدٌ يَعْلَمُ এখানে يَعْلَمُ টা عَوَامِلِ نَاصِبَة ও عَوَامِلِ جَازِمَة হতে খালি হওয়ার কারণে مَرْفُوْع হয়েছে।

اَلْمَرْحَلَةُ الْخَامِسَةُ فِيْ تَعْرِيْفِ الْجُمَلِ

[পঞ্চম পর্ব, বাক্যসমূহের পরিচিতির বর্ণনা]

اَلْجُمَلُ [জুমাল অংশ]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ، نَحْمَدُهٗ مُصَلِّيًا وَمُسَلِّمًا بِافْتِتَاحٍ هُوَ الْمُسْتَغَاثُ، اِعْلَمْ أَنَّ أَصْلَ الْجُمْلَةِ عَلٰى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ : اِسْمِيَّةٌ وَفِعْلِيَّةٌ وَظَرْفِيَّةٌ وَشَرْطِيَّةٌ، فَالاِسْمِيَّةُ مَا يَتَرَكَّبُ مِنَ الْمُبْتَدَإِ وَالْخَبَرِ، مِثْلُ زَيْدٌ قَائِمٌ، وَالْفِعْلِيَّةُ مَا يَتَرَكَّبُ مِنَ الْفِعْلِ وَفَاعِلِهٖ، مِثْلُ جَاءَ خَالِدٌ، وَالظَّرْفِيَّةُ مَا يَتَرَكَّبُ مِنَ الظَّرْفِ وَفَاعِلِهٖ، مِثْلُ عِنْدِيْ مَالٌ، وَالشَّرْطِيَّةُ مَا يَتَرَكَّبُ مِنَ الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ، نَحْوُ إِنْ تُكْرِمْنِي أُكْرِمْكَ، وَصِفَةُ الْجُمْلَةِ تِسْعَةٌ، اَلْمُبَيِّنَةُ مَا يُبَيِّنُ الْكَلَامَ السَّابِقَ الْمُجْمَلَ، مِثْلُ اَلْكَلِمَةُ عَلٰى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ اِسْمٌ وَفِعْلٌ وَحَرْفٌ، اَلْمُعَلِّلَةُ مَا هِيَ عِلَّةٌ لِمَا قَبْلَهَا، مِثْلُ قَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تَصُوْمُوْا فِيْ هٰذِهِ الْأَيَّامِ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ،

অনুবাদ: আরম্ভ করছি পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে। শুরুতে আমরা তাঁরই গুণকীর্তন করছি দরূদ ও সালাম প্রেরণের সাথে সাথে। তিনিই সাহায্য প্রার্থনার স্থান। তুমি জেনে রাখ যে, নিশ্চয় মৌলিক বাক্য তথা আসল জুমলা চার প্রকার। ১. اِسْمِيَّة [বিশেষ্য প্রধান বাক্য], ২. فِعْلِيَّة [ক্রিয়া প্রধান বাক্য], ৩. ظَرْفِيَّة [স্থান বা কালবাচক বাক্য], ৪. شَرْطِيَّة [শর্তবাচক বাক্য]। সুতরাং اِسْمِيَّة হলো যা مُبْتَدَأ ও خَبَر দ্বারা গঠিত। যেমন زَيْدٌ قَائِمٌ [যায়েদ দাঁড়ানো]। এবং فِعْلِيَّة হলো যা فِعْل ও فَاعِل দ্বারা গঠিত। যেমন جَاءَ خَالِدٌ [খালেদ এসেছে]। এবং ظَرْفِيَّة হলো যা ظَرْف ও فَاعِل দ্বারা গঠিত। যেমন عِنْدِيْ مَالٌ [আমার নিকট মাল আছে]। এবং شَرْطِيَّة হলো যা شَرْط ও جَزَاء মিলে গঠিত হয়। যেমন إِنْ تُكْرِمْنِيْ أُكْرِمْكَ [তুমি যদি আমায় সম্মান কর আমিও তোমায় সম্মান করব]।

صِفَةُ الْجُمْلَةِ [প্রাসঙ্গিক বাক্য] নয়টি।

১. مُبَيِّنَة [বর্ণনামূলক বাক্য]। যা পূর্বের مُجْمَل বাক্যকে বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করে। যেমন- كَلِمَة তিন প্রকার– اِسْم - فِعْل - حَرْف

২. مُعَلِّلَة [কারণ প্রকাশ বাক্য]। যা তার পূর্ববর্তী বাক্যের কারণ বর্ণনা করে। যেমন- নবী করীম ﷺ -এর কথা– لَا تَصُوْمُوْ فِيْ هٰذِهِ الْأَيَّامِ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ [তোমরা ঐ দিনগুলোতে রোজা রেখো না। কেননা তা পানাহার ও স্ত্রী সম্ভোগের দিন]।

ইবারতের তারকীবসমূহ

তারকীব : ১. قَوْلُهُ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلرَّحِيْم আর صِفَة اول হলো اَلرَّحْمٰن আর مَوْصُوْف হলো اَللهِ এবং مُضَاف হলো اِسْم আর حَرْف جَارْ হলো باء , مُضَاف ও مُضَاف إِلَيْه হয়ে مُرَكَّب تَوْصِيْفِي মিলে صِفَة ثانى হলো اِسْم -এর, مَوْصُوْف; তার উভয় صِفَة মিলে مُضَاف إِلَيْه হয়েছে مَجْرُور ও جَارْ, مَجْرُور হয়ে مُرَكَّب إِضَافِي মিলে مُتَعَلِّق হয়েছে أَبْدَأُ -এর সাথে, তার فَاعِل হলো ضَمِيْر ; فِعْل তার فَاعِل ও متعلق কে নিয়ে جُمْلَة فِعْلية خَبَرِيَّة হয়েছে।

তারকীব : ২. قَوْلُهُ : نَحْمَدُهُ مُصَلِّيًا وَمُسَلِّمًا بِافْتِتَاحِ

مَعْطُوف عَلَيه হলো مُصَلِّيًا আর তার ضَمِيْر হলো ذو الحال এবং যমীর ه হলো مفعول به আর فِعْل نَحْمَدُ ذو ও حال ; حال مَعْطُوف ও مَعْطُوف عَلَيه ; مَعْطُوف হলো مُسَلِّمًا এবং حَرْف عَطْف হলো وَاو মিলে হলো مُتَعَلِّق مَجْرُور ও جَارْ ; مَجْرُور হলো اِفْتِتَاح আর حَرْف جَارْ হলো باء মিলে فاعل الحال হয়েছে এবং حال হয়েছে نحمده -এর সাথে, তার فِعْل হলো جُمْلَة فِعْلية خَبَرِيَّة -কে নিয়ে مُتَعَلِّق ও مَفْعُول - فَاعِل।

তারকীব : ৩. قَوْلُهُ : هُوَ الْمُسْتَغَاثُ

مُبْتَدَأ আর اَلْمُسْتَغَاثُ হলো خَبَر ও مُبْتَدَأ، خَبَر মিলে جُمْلَة اِسْمية হয়েছে। هُوَ

তারকীব : ৪. قَوْلُهُ : اِعْلَمْ أَنَّ أَصْلَ الْجُمْلَةِ عَلٰى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ اِسْمِيَّةٌ وفِعْلِيَّةٌ وَظَرْفِيَّةٌ وَشَرْطِيَّةٌ

এই বাক্যের দুটি তারকীব করা যায় :

১ম তারকীব : فِعْل হলো اِعْلَمْ ; তার ضَمِيْر হলো فَاعِل আর أَنَّ হলো حرف مشبه بالفِعْل এবং اصل হলো عَلٰى আর اِسْم أَنَّ مُرَكَّب إِضَافِي হয়ে مُضَاف إِلَيْه ও مُضَاف , مُضَاف إِلَيْه হলো اَلْجُمْلَةِ আর مضاف مبدل منه মিলে مضاف إليه ও مضاف , مضاف إليه হলো أَوْجُهٍ এবং مُضاف হলো أَرْبَعَةِ আর حَرْف جَارْ হলো حَرْف আর وَاو হলো وَاو আর مَعْطُوف اول হলো فِعْلِيَّةٌ আর حَرْف عَطْف হলো وَاو আর مَعْطُوف عليه হলো اِسْمِيَّةٌ مَعْطُوف , مَعْطُوف ثَالِث হলো شَرْطِيَّةٌ এবং حَرْف عَطْف হলো وَاو আর مَعْطُوف ثَانِى হলো ظرفية আর عَطْف مُتَعَلِّق তার সকল مَعْطُوف কে নিয়ে بدل হয়েছে, مبدل منه ও بدل মিলে مَجْرُور , جَارْ ও مَجْرُور عَلَيه হয়েছে مُنْقَسِمٌ -এর সাথে যা উহ্য فِعْل , তার ضَمِيْر হলো فَاعِل , شِبْه فِعْل তার فَاعِل ও مُتَعَلِّق কে নিয়ে مَفْعُول ও فَاعِل তার فِعْل, اعلم -এর, جُمْلَة اِسْمية হয়ে مَفْعُول হয়েছে خَبَر ও اِسْم ان তার , خَبَر أن কে নিয়ে جُمْلَة فِعْلية انشائية হয়েছে।

২য় তারকীব : مُرَكَّب হলো اَصْلَ الْجُمْلَةِ আর حرف مشبه بالفِعْل ও فِعْل হলো اِعْلَم , أَنَّ হলো فَاعِل আর خَبَر ان তার اِسْم ও خبر কে নিয়ে جُمْلَة اِسْمية হয়ে إِضَافِي এবং اِسْم ان হলো على أَرْبَعَة أَوْجه তার فِعْل , مَفْعُول ضَمِيْر হলো فِعْل محذوف তার فَاعِل ও مَفْعُول কে নিয়ে جُمْلَة فِعْلية হয়েছে, اعنى হলো مَعْطُوف عَلَيه , مَعْطُوف তার তিন فِعْلِيَّةٌ وَظَرْفِيَّةٌ وَشَرْطِيَّةٌ হলো তিন مَعْطُوف عَلَيه আর فَاعِل اِسْمِيَّةٌ হলো مَعْطُوف কে নিয়ে مَفْعُول হয়েছে, এবং فِعْل তার فَاعِل ও مَفْعُول কে নিয়ে جُمْلَة فِعْلية হয়েছে।

তারকীব : ৩. قَوْلُهُ : فَالْاِسْمِيَّةُ مَا يَتَرَكَّبُ مِنَ الْمُبْتَدَاُ وَالْخَبَر

ضَمِيْر , فِعْل হলো يتركَّبُ আর اِسْم موصول হলো ما এবং مُبْتَدَأ হলো اَلْاِسْمِيَّةُ আর تفصيلية হলো فاء اَلْخَبَر হলো حَرْف عَطْف এবং واو হলো , مَعْطُوف عَلَيه হলো اَلْمُبْتَدَأ আর حَرْف جَارْ হলো مِنْ এবং فَاعِل হলো مَعْطُوف ; مَعْطُوف عَلَيه ও مَعْطُوف মিলে مَجْرُور ও جَارْ , مَجْرُور মিলে متعلق হলো يتركب এর, فِعْل তার خَبَر ও مُبْتَدَأ , خَبَر ও موصول ,صلة ও موصول মিলে صلة হয়ে جُمْلَة فِعْلية হয়েছে, مُتَعَلِّق কে নিয়ে فَاعِل মিলে جُمْلَة اِسْمية خَبَرِيَّة হয়েছে।

তারকীব : ৪. قَوْلُهُ : مِثْلُ زَيْدٌ قَائِمٌ

مُبْتَدَأ আর مِثْلُ হলো مُبْتَدَأ محذوف হয়ে مُرَكَّب إِضَافِي আর زَيْدٌ হলো مُبْتَدَأ আর قَائِمٌ হলো نظيرها مُرَكَّب إِضَافِي মিলে مُضَاف إِلَيْه ও مُضَاف আর مُضَاف إِلَيْه ও مُضَاف আর جملة اِسْمية হয়ে خَبَر ও مُبْتَدَأ , خَبَر مُبْتَدَأ এর, مُبْتَدَأ ও خَبَر মিলে اِسْمية خَبَرِيَّة হয়েছে।

তারকীব : ৫. قَوْلُهُ : وَالْفِعْلِيَّةُ مَا يَتَرَكَّبُ مِنَ الْفِعْلِ وَفَاعِلِهِ

ضَمِيْر হলো يَتَرَكَّبُ এবং اِسْم موصول হলো مَا আর مُبْتَدَأ হলো اَلْفِعْلِيَّةُ আর عاطفة হলো واو এর- فَاعِله আর حَرْف عَطْف হলো وَاو এবং مَعْطُوف عَلَيه হলো اَلْفِعْلِ আর حَرْف جَارْ হলো مِنْ এবং فَاعِل , مَعْطُوف مُرَكَّب إِضَافِي মিলে مُضَاف إِلَيْه ও مُضَاف , مُضَاف إِلَيْه হলো مضاف আর ه হলো فَاعِل এর- يتركب হলো مُتَعَلِّق মিলে مَجْرُور ও جَارْ ,এর- من হলো مجرور মিলে مَعْطُوف عليه ও مَعْطُوف فِعْل, তার خَبَر ও مُبْتَدَأ, خَبَر ও موصول ,صلة ও موصول মিলে خَبَر হলো, مُتَعَلِّق কে নিয়ে فَاعِل মিলে جُمْلَة اِسْمية হয়েছে।

তারকীব : ৬. قَوْلُهُ : مِثْلُ جَاءَ خَالِدٌ

فِعْل , فَاعِل خَالِدٌ হলো এবং فِعْل হলো جَاءَ আর مُضَاف হলো مِثْلُ এবং مُبْتَدَأ محذوف হলো نظيرها এখানে مُرَكَّب إِضَافِي মিলে مُضَاف إِلَيْه ও مُضَاف ,এর- مثل হলো مُضَاف إِلَيْه হয়ে جُمْلَة فِعْلية তার فَاعِل কে নিয়ে مُبْتَدَأ ,এর- مُبْتَدَأ محذوف হলো خَبَر হয়ে خَبَر ও مُبْتَدَأ মিলে جُمْلَة اِسْمية خَبَرِيَّة হয়েছে।

তারকীব : ৭. قَوْلُهُ : وَالظَّرْفِيَّةُ مَا يَتَرَكَّبُ مِنَ الظَّرْفِ وَفَاعِلِهِ

ضَمِيْر হলো يَتَرَكَّبُ আর اسم موصول হলো مَا এবং مُبْتَدَأ হলো اَلظَّرْفِيَّةُ আর عاطفة হলো واو এবং فَاعِل হলো وَاو এবং مَعْطُوف عَلَيه হলো اَلظَّرْفِ আর حَرْف جَارْ হলো مِنْ এবং فَاعِل এর- فَاعِلِه আর حرف عطف হলো وَاو , مَعْطُوف مُرَكَّب إِضَافِي মিলে مُضَاف إِلَيْه ও مُضَاف ; مُضَاف إِلَيْه হয়ে ه হলো فَاعِل আর ضمير আর مُضَاف إِلَيْه ও مُضَاف মিলে مَجْرُور ও جَارْ ,এর- مِنْ হলো مَجْرُور মিলে مَعْطُوف ও مَعْطُوف عَلَيه এর- يتركب হলো مُتَعَلِّق মিলে متعلق হলো فِعْل, তার خَبَر ও مُبْتَدَأ , خَبَر ও موصول ,صلة ও موصول মিলে صلة হয়ে جُمْلَة فِعْلية হয়েছে, مُتَعَلِّق কে নিয়ে فَاعِل মিলে جُمْلَة اِسْمية خَبَرِيَّة হয়েছে, مُبْتَدَأ ও خَبَر মিলে خَبَر হলো।

তারকীব: ৮. قَوْلُهُ : مِثْلُ عِنْدِيْ مَالٌ

مُضَاف হলো عِنْد এর عِنْدِيْ আর مُضَاف হলো مِثْلُ আর مُبْتَدَأ محذوف হয়ে مُرَكَّب إِضَافِي মিলে مُضَاف إِلَيْه ও مُضَاف অতঃপর مُضَاف إِلَيْه হয়ে ظرف হলো, আর مُرَكَّب إِضَافِي এবং ى হলো مَالٌ হলো, مُرَكَّب إِضَافِي মিলে مُضَاف إِلَيْه ও مُضَاف ,এর- مثل হলো مُضَاف إِلَيْه মিলে فَاعِل ظرف ও ظرف , فَاعِل ظرف হয়ে خَبَر হলো, مُبْتَدَأ ও خَبَر মিলে جُمْلَة اِسْمية হয়েছে।

তারকীব: ٩. قَوْلُهُ : وَالشَّرْطِيَّةُ مَا يَتَرَكَّبُ مِنَ الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ

اَلشَّرْطِيَّةُ হলো مُبْتَدَأ আর مَا হলো موصول اِسْم আর يَتَرَكَّبُ হলো فِعْل তার ضمر হলো واو عَاطفة আর اَلْجَزَاءِ হলো حَرْف عَطْف এবং واو - مَعْطُوف عَلَيه হলো الشرط - حَرْف جَارْ হলো من , فَاعِل , مَعْطُوف عليه ও مَعْطُوف مِلে مَجْرُور হলো, جَارْ ও مجرور মিলে مُتَعَلِّق হলো يَتَرَكَّبُ-এর সাথে, فِعْل তার خَبَر ও مُبْتَدَأ, خَبَر মিলে صلة ও موصول মিলে صلة হয়েছে, جُمْلَة فِعْلية হয়ে صلة হয়েছে, مُتَعَلِّق ও فَاعِل মিলে جُمْلَة اِسْمية خَبَرِيَّة হয়েছে।

তারকীব : ١٠. قَوْلُهُ : نَحْوُ إِنْ تُكْرِمْنِيْ أُكْرِمْكَ

এখানে নظيرها হলো حرف شرط আর إِنْ হলো مُضَاف আর نحو হলো مُبْتَدَأ محذوف আর فِعْل تُكْرِمْ হলো فَاعِل ও مَفْعُول কে নিয়ে فِعْلية جُمْلَة হয়ে شرط আর ضَمِيْر হলো فَاعِل আর ني হলো مَفْعُول; مَفْعُول তার فِعْل, فَاعِل ও مَفْعُول কে নিয়ে جُمْلَة হয়ে جزاء ; شرط ও جزا মিলে مُضَاف إِلَيْه হয়ে جُمْلَة شرطيه আর كاف হলো فَاعِل আর ضمير হলো فِعْل তার أُكْرِمْ হলো مُضَاف إِلَيْه ও مُضَاف, نحو-এর, فِعْلية মিলে مُرَكَّب إِضَافِي হয়ে خَبَر হলো, مُبْتَدَأ ও خَبَر মিলে جُمْلَة اِسْمية خَبَرِيَّة হলো।

তারকীব : ١١. قَوْلُهُ : صِفَةُ الْجُمْلَةِ تِسْعَةٌ

مُبْتَدَأ হলো مُضَاف إِلَيْه ও مُضَاف , مُضَاف إِلَيْه হলো اَلْجُمْلَة আর مُضَاف হলো صِفَةُ আর تِسْعَةٌ হলো خَبَر, جُمْلَة اِسْمية خَبَرِيَّة হলো خَبَر ও مُبْتَدَأ মিলে।

তারকীব : ١٢. قَوْلُهُ : اَلْمُبَيِّنَةُ مَا يُبَيِّنُ الْكَلَامَ السَّابِقَ الْمُجْمَلَ

اَلْمُبَيِّنَةُ হলো مُبْتَدَأ আর مَا হলো موصول اِسْم আর يُبَيِّنُ হলো فِعْل এবং তার ضَمِيْر হলো فَاعِل আর اَلْكَلَام হলো مَوْصُوْف আর اَلسَّابِقَ হলো صِفَة اول এবং اَلْمُجْمَلَ হলো صِفَة ثانى, مَوْصُوْف তার উভয় صِفَة কে নিয়ে تَوْصِيْفِي مُرَكَّب হয়ে مَفْعُول হয়েছে, আর فِعْل তার فَاعِل ও مَفْعُول কে নিয়ে جُمْلَة فِعْلية হয়ে صلة হলো, مَا-এর, موصول ও صلة মিলে خَبَر হলো, مُبْتَدَأ-এর, مُبْتَدَأ ও خَبَر মিলে جُمْلَة اِسْمية خبرية হলো।

তারকীব : ١٣. قَوْلُهُ : مِثْلُ اَلْكَلِمَةُ عَلٰى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ اِسْمٍ وَفِعْلٍ وَحَرْفٍ

اَلْكَلِمَةُ হলো مُبْتَدَأ আর عَلٰى হলো حَرْف جَارْ আর مِثْل হলো مُضَاف আর مُبْتَدَأ محذوف হলো نظيرها আর ثَلَاثَةِ হলো مُضَاف এবং أَقْسَامٍ হলো مُضَاف إِلَيْه ও مُضَاف , مُضَاف إِلَيْه মিলে مبدل منه আর اِسْم مبدل ও مبدل منه মিলে بدل হলো, مَعْطُوف عَلَيه তার উভয় مَعْطُوف কে নিয়ে بدل হলো, مَعْطُوف عَلَيه , حَرْف হলো مَعْطُوف এবং واو হলো حَرْف عَطْف আর فِعْل হলো مَعْطُوف আর واو হলো حَرْف عَطْف আর حَرْفٌ মিলে مَعْطُوف, مَجْرُور ও جَارْ, على-এর সাথে منقسمة হলো مُتَعَلِّق মিলে مَجْرُور হলো, على- এর সাথে যা محذوف فِعْل এবং شِبْه তার ضَمِيْر হলো, فَاعِل , فِعْل شِبْه তার فَاعِل ও مُتَعَلِّق কে নিয়ে جُمْلَة شِبْه হয়ে خَبَر হলো, مُبْتَدَأ ও خَبَر মিলে جُمْلَة اِسْمية হয়ে مُرَكَّب إِضَافِي মিলে مُضَاف إِلَيْه ও مُضَاف, مثل-এর, مُضَاف إِلَيْه হয়ে جُمْلَة اِسْمية خَبَرِيَّة হয়েছে। خَبَر ও مُبْتَدَأ মিলে

قَوْلُهُ : اَلْمُعَلَّلَةُ مَا هِيَ عِلَّةٌ لِمَا قَبْلَهَا .১৪ তারকীব :

এখানে اَلْمُعَلَّلَةُ হলো مُبْتَدَأ এবং مَا হলো موصول اِسْم আর هِيَ হলো مُبْتَدَأ আর علة হলো موصوف এবং لِمَا - এর مُضَاف হলো قبل এর- قَبْلَهَا আর مَا হলো موصول আর حَرْف جَارْ হলো لَام আর ها হলো مُضَاف إِلَيْه ও مُضَاف , إِلَيْه শِبْه مُتَعَلِّق হয়ে مُرَكَّب إِضَافِي মিলে مُضَاف ظرف مُتَعَلِّق তার فِعْل ও جَارْ؛ مَجْرُور মিলে مُتَعَلِّق কে নিয়ে ظرف হলো ما এর, موصول ও صلة মিলে ما হলো صلة এর, موصول ও صلة মিলে ثَابِتَةٌ محذوف হলো صفة موصوف এর- তার ثَابِتَةٌ, এর সাথে- فِعْل শِبْه مُتَعَلِّق ও فاعل কে নিয়ে صفت হলো عِلّت এর- مُبْتَدَأ ও خَبَر মিলে جُمْلَة اِسْمية হয়ে صلة হলো ما এর- موصول, এর- هِيَ হলো خَبَر এর- مُبْتَدَأ, خَبَر ও مُبْتَدَأ মিলে جُمْلَة اِسْمية خَبَرِيَّة হয়েছে।

قَوْلُهُ : مِثْلُ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تَصُوْمُوْا فِيْ هٰذِهِ الْأَيَّامِ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ .১৫ তারকীব :

এখানে مِثْلُ হলো مُبْتَدَأ এবং قَوْلِهِ আর مُضَاف হলো قَوْل এর- قَوْلُهُ আর مَصْدَر হলো ه আর যমীর محذوف হলো نظيرها مُضَاف إِلَيْه ও مُضَاف إِلَيْه মিলে مُرَكَّب إِضَافِي হয়ে قول আর عَلَيْه এর حَرْف جَارْ হলো على আর مَجْرُور ও جَارْ , مَجْرُور হলো ه আর ضَمِيْر আছে, আর তার شِبْه فِعْل উহ্য আছে, نازل হলো مُتَعَلِّق মিলে مَجْرُور ও جَارْ , مَجْرُور এর সাথে যা উহ্য হলো مُبْتَدَأ مؤخر , مُبْتَدَأ مؤخر হলো اَلسَّلَامُ আর خَبَر مقدم কে নিয়ে مُتَعَلِّق ও فَاعِل তার شِبْه فِعْل , فَاعِل তার ضَمِيْر হলো لَاتَصُوْمُوْا এবং جملة معترضة হলো, আর جُمْلَة اِسْمية হয়ে أَوْ دعائية خَبَر مقدم কে নিয়ে فِعْل তার فَاعِل হলো فِيْ আর حَرْف جَارْ হলো هذه আর إِشَارة হলো اِسْم إِشَارة ; مُشَار إِلَيْه হলো اَلْأَيَّام এবং مُشَار ও اِسْم إِشَارة , مَجْرُور ও جَارْ , مَجْرُور মিলে مُتَعَلِّق কে নিয়ে فَاعِل ও مُتَعَلِّق তার فِعْل, এর সাথে- لا تصوموا হলো حرف العطف এর- তার অর্থ প্রকাশক تعليل হলো এখানে فاء আর معطوف عليه হয়ে جُمْلَة فِعْلية হলো إِنَّ আর حرف আর واو হলো مَعْطُوف عَلَيه হলো أَكْلٍ আর مُضَاف হলো أيَّام এবং اِسْم ان হলো ها আর مشبه بالفِعْل আর يمير হলো مَعْطُوف , مَعْطُوف ثَانِي হলো بِعَالٍ আর حَرْف عَطْف হলো واو আর مَعْطُوف اول হলো شُرْبٍ আর حَرْف عَطْف তার উভয় مُرَكَّب إِضَافِي মিলে مُضَاف إِلَيْه ও مُضَاف, এর- أيَّام হলো مُضَاف إِلَيْه কে নিয়ে مَعْطُوف عَلَيه তার উভয় معطوف عليه ও معطوف, হলো جُمْلَة اِسْمية হয়ে معطوف হলো, خَبَر ও اِسْم তার ان , خَبَر ان مُضَاف ও مضاف , مضاف إليه এর- مِثل মিলে مفعول به ও مضاف إليه তার مَاسدار قول , مفعول به مُضَاف إِلَيْه মিলে مُرَكَّب إِضَافِي হয়ে خَبَر ও مُبْتَدَأ , خَبَر মিলে جُمْلَة اِسْمية خبرية হয়েছে।

قَوْلُهُ : اَلْمُعْتَرِضَةُ مَا وَقَعَتْ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ بِلَا تَعَلُّقٍ بَيْنَهُمَا .১৬ তারকীব :

এখানে اَلْمُعْتَرِضَةُ হলো مُبْتَدَأ আর مَا হলো موصول আর وَقَعَتْ হলো فِعْل তার ضَمِيْر হলো فَاعِل আর بَيْنَ হলো حَرْف এর- وقعت হলো ظرف আর اَلْكَلَامَيْنِ হলো مُضَاف إِلَيْه ও مُضَاف ; مُضَاف إِلَيْه আর مُضَاف مُضَاف إِلَيْه ও مُضَاف، مُضَاف إِلَيْه হলো هُمَا এবং يمير হলো مُضَاف আর بَيْن হলো شِبْه فِعْل হলো لَاتَعَلُّقٍ আর جَارْ মিলে مَجْرُور ও جَارْ؛ مَجْرُور এর সাথে- لاتعلق হলো ظرف مُتَعَلِّق তার شِبْه فِعْل, এর সাথে- ظرف مُتَعَلِّق কে নিয়ে مُتَعَلِّق ও فَاعِل তার فِعْل, এর সাথে- وقعت হলো مُتَعَلِّق এবং ظرف কে নিয়ে - ما হলো صلة জُمْلَة فِعْلية হয়ে صلة হলো ما এর, موصول ও صلة মিলে خَبَر হলো المعترضة এর- এখন خَبَر ও مُبْتَدَأ মিলে جُمْلَة اِسْمية خَبَرِيَّة হয়েছে।

اَلْمُعْتَرِضَةُ مَا وَقَعَتْ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ بِلَا تَعَلُّقٍ بَيْنَهُمَا، مِثْلُ قَالَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ: اَلنِّيَّةُ فِي الْوُضُوْءِ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ، اَلْمُسْتَأْنِفَةُ مَا يُبَيِّنُ سُؤَالَ السَّائِلِ، مِثْلُ لِمَ رَفَعْتَ زَيْدًا؛ لِأَنَّهُ فَاعِلٌ، اَلتَّتِيْجِيَّةُ هِيَ مَا يَتَوَلَّدُ مِنَ الْكَلَامِ السَّابِقِ، نَحْوُ اَلْجَزْمُ مُخْتَصٌّ بِالْأَفْعَالِ وَالْخَفْضُ مُخْتَصٌّ بِالْأَسْمَاءِ فَلَيْسَ فِي الْأَفْعَالِ خَفْضٌ وَلَا فِي الْأَسْمَاءِ جَزْمٌ ، اَلِابْتِدَائِيَّةُ مَا وَقَعَتْ فِي أَوَّلِ الْكَلَامِ، مِثْلُ اَلْكَلِمَةُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ، اَلْمَقْطُوْعَةُ مَا وَقَعَتْ بِلَا ارْتِبَاطِ شَيْءٍ بِالتَّعْدَادِ، مِثْلُ اَلْبَابُ الثَّانِي فِي الْعَوَامِلِ اللَّفْظِيَّةِ الْقِيَاسِيَّةِ ، اَلْحَالِيَّةُ مَا وَقَعَتْ حَالًا، مِثْلُ جَاءَنِي زَيْدٌ وَأَبُوْهُ رَاكِبٌ، اَلْمَعْطُوْفَةُ مَا عُطِفَ عَلَى سَابِقِهِ، وَنَظَائِرُهُ كَثِيْرَةٌ فِي الْعِبَارَاتِ الْعَرَبِيَّةِ ، تَمَّتِ الجُمَلُ -

---

অনুবাদ:

৩. مُعْتَرِضَة [পূর্বাপরের সম্পর্কহীন বাক্য]। যা দু'টি বাক্যের মাঝে সম্পর্কহীনভাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন- قال أبو حنيفة رحمه الله اَلنِّيَّةُ فِي الوُضُوْءِ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেছেন– অজুর মধ্যে নিয়ত শর্ত নয়]। [এখানে رَحِمَهُ اللّٰهُ হলো جُمْلَة مُعْتَرِضَة]

৪. مُسْتَأْنِفَة [সূচনামূলক বাক্য]। যা প্রশ্ন কর্তাকে প্রশ্নের উত্তরে করা হয়। যেমন তুমি কেন زَيْد শব্দকে رَفْع দিলে? কেননা তা فَاعِل-

৫. تَتِيْجِيَّة [ফল প্রকাশ বাক্য] যা পূর্বের বাক্যের ফল হিসেবে উল্লেখ করা হয়। যেমন-- جَزْم টা فِعْل -এর জন্য خَاص আর যের اِسْم -এর জন্য خَاص। সুতরাং فِعْل -এর জন্য যের নেই এবং اِسْم -এর জন্য جَزْم নেই।

৬. اِبْتِدَائِيَّة [সূচনামূলক বাক্য]। যদ্বারা বাক্য আরম্ভ করা হয়। যেমন কালিমা তিন প্রকার।

৭. مَقْطُوْعَة [সম্পর্কহীন বাক্য]। যা কোনো বিষয়ের গণনার সম্পর্ক ছাড়াই হয়ে থাকে। যেমন দ্বিতীয় বাব عَوَامِل لَفْظِيَّة ও قِيَاسِيَة -এর বর্ণনায়।

৮. اَلْحَالِيَّة [অবস্থাবোধক বাক্য]। যা কোনো কিছুর অবস্থাকে বুঝায়। যেমন جَاءَنِيْ زَيْدٌ أَبُوْهُ رَاكِبٌ [আমার কাছে যায়েদ আসছে; এমতাবস্থায় যে, তার বাবা আরোহী।]

৯. مَعْطُوْفَة [সংযুক্তিমূলক বাক্য]। যে বাক্যকে পূর্ববর্তী বাক্যের সাথে সংযুক্ত করা হয়। এবং তার উপমা আরবী ভাষায় অগণিত। جُمَل-এর আলোচনা শেষ হলো।

ইবারতের তারকীবসমূহ

তারকীব : ১৭. قَوْلُهُ مِثْلُ قَالَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ اَلنِّيَّةُ فِي الْوُضُوْءِ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ

এখানে مِثْلُ হলো مُبْتَدَأ আর قال হলো فِعْل আর ابُوْ হলো مُضَاف আর حَنِيْفَةَ হলো مُضَاف إِلَيْه এবং رحم হলো فِعْل আর رَحِمَهُ- এর সাথে, আর مُضَاف إِلَيْه ও مُضَاف , مُرَكَّب إِضَافِي মিলে فَاعِل , مَفْعُول আর فَاعِل ও فِعْل তার جُمْلَة فِعْلية হয়ে مَفْعُول কে নিয়ে فَاعِل , فِعْل তার الله হলো فَاعِل আর يمير ه হলো معترضة এবং جملة - النية হলো اَلنِّيَّةُ আর فِي الْوُضُوْءِ হলো مَجْرُور ও جَارْ , مَجْرُور আর حَرْف جَارْ হলো فِي আর شِبْه فِعْل এর সাথে, اِسْم نَاقِص হলো ضَمِيْر তার فِعْل نَاقِص হলো لَيْسَتْ আর مُبْتَدَأ কে নিয়ে مُتَعَلِّق তার شِبْه فِعْل আর باء হলো حَرْف جَارْ আর شرط হলো مَجْرُور ও جَارْ , مَجْرُور মিলে مُتَعَلِّق হলো كائنة উহ্য এর شبه فعل -এর بِشَرْطٍ সাথে। তার ضمير হলো فاعل ; এখন فعل তার شبه ও اِسْم তার فِعْل نَاقِص , خَبَر نَاقِص কে নিয়ে متعلق ও فاعل তার جُمْلَة اِسْمية হয়ে خَبَر হয়েছে, مُبْتَدَأ ও خَبَر মিলে جُمْلَة اِسْمية হয়ে به مفعول হয়েছে, قَالَ ফেয়েল, ফায়েল ও به مفعول মিলে جملة فعلية হয়ে إِلَيْه مُضَاف হয়েছে, এর- مثل مُضَاف ও إِلَيْه مُضَاف মিলে إِضَافِي مُرَكَّب হয়ে خَبَر হলো محذوف مُبْتَدَأ -এর, جُمْلَة اِسْمية خَبَرِيَّة হয়েছে।

তারকীব : ১৮. قَوْلُهُ اَلْمُسْتَأْنِفَةُ مَا يُبَيِّنُ سُؤَالَ السَّائِلِ

এখানে اَلْمُسْتَأْنِفَة হলো مبتدأ আর مَا হলো موصول اِسْم আর يُبَيِّنُ হলো فِعْل এবং তার ضَمِيْر হলো فَاعِل আর سُؤَالَ হলো مُضَاف এবং اَلسَّائِل হলো مُضَاف إِلَيْه ; مُضَاف إِلَيْه ও مُضَاف مُرَكَّب إِضَافِي মিলে فَاعِل কে নিয়ে مَفْعُول , ফেয়েল তার فِعْل ও فَاعِل কে নিয়ে جُمْلَة فِعْلية হয়ে صلة হয়েছে, موصول ও صلة মিলে خبر হয়েছে مَفْعُول , اَلْمُسْتَأْنِفَة -এর, جُمْلَة اِسْمية خَبَرِيَّة হয়েছে।

তারকীব : ১৯. قَوْلُهُ مِثْلُ لِمَا رَفَعْتَ زَيْدًا لِأَنَّهُ فَاعِلٌ

ضَمِيْر তার فِعْل হলো رَفَعْتَ আর حرف استفهام হলো لِمَا, مضاف হলো مِثْلُ আর مُبْتَدَأ হলো محذوف নযিরها لِأَنَّهُ হলো سؤال হয়েছে, আর زَيْدًا হলো فَاعِل আর فِعْل তার جُمْلَة فِعْلية হয়ে مَفْعُول কে নিয়ে فَاعِل ও مَفْعُول , ان , خَبَر ان হলো فَاعِلٌ এবং اِسْم ان হলো مشبه بالفِعْل আর حرف ان আর يمير ه হলো حَرْف جَارْ হলো لام -এর তার اِسْم ও خَبَر কে নিয়ে جُمْلَة اِسْمية হয়ে جواب হয়েছে, سؤال ও جواب মিলে إِلَيْه مُضَاف হয়েছে, এর- مثل مُضَاف ও إِلَيْه مُضَاف মিলে إِضَافِي مُرَكَّب হয়ে خَبَر হয়েছে, مُبْتَدَأ ও خَبَر মিলে جُمْلَة اِسْمية خَبَرِيَّة হয়েছে।

তারকীব : ২০. قَوْلُهُ النَّتِيْجِيَّةُ هِيَ مَا يَتَوَلَّدُ مِنَ الْكَلَامِ السَّابِقِ

ضَمِيْر তার فِعْل হলো يَتَوَلَّدُ আর اِسْم موصول হলো مَا আর مُبْتَدَأ হলো هِيَ আর مُبْتَدَأ হলো اَلنَّتِيْجِيَّةُ আর صِفَة হলো اَلسَّابِق আর مَوْصُوْف হলো اَلْكَلَام এবং حَرْف جَارْ হলো مِنْ এবং فَاعِل মিলে مَوْصُوْف؛ صِفَة ও متعلق কে নিয়ে فَاعِل ও فِعْل তার يتولد হলো متعلق মিলে مجرور ও جَارْ ; مجرور مركب تَوْصِيْفِي -এর সাথে, خَبَر ও مُبْتَدَأ মিলে جُمْلَة اِسْمية হয়ে صلة হয়ে جملة فعلية হলো, موصول ও صلة মিলে خَبَر হলো هِيَ -এর, مُبْتَدَأ -এর, خَبَر হলো مُبْتَدَأ ও خَبَر মিলে جُمْلَة اِسْمية হয়েছে।

তারকীব : ২১. قَوْلُهُ : نَحْوُ اَلْجَزْمُ مُخْتَصٌّ بِالْأَفْعَالِ وَالْخَفْضُ مُخْتَصٌّ بِالْأَسْمَاءِ

شِبْه فِعْل হলো مُخْتَصٌّ আর مُبْتَدَأ হলো اَلْجَزْمُ আর مُضَاف হলো نَحْوُ আর مُبْتَدَأ হলো محذوف নযিরها -এর مختص হলো مُتَعَلِّق মিলে مَجْرُور ও جَارْ , مَجْرُور হলো أَفْعَال আর حَرْف جَارْ হলো باء -এর بِالْأَفْعَالِ সাথে, তার خَبَر ও مُبْتَدَأ, الجزم -এর خَبَر হলো مُتَعَلِّق ও فَاعِل তার شِبْه فِعْل , فَاعِل হলো ضَمِيْر

মিলে جُمْلَة اِسْمية হয়ে عَلَيه مَعْطُوف হয়েছে, واو হলো حَرْف عَطْف আর اَلْخَفْضُ হলো مُبْتَدَأ আর مُخْتَصٌّ জَارْ, مَجْرُور হলো الأسماء আর حَرْف جَارْ হলো باء -এর সাথে بِالْأَسْمَاءِ, فَاعِل এবং ضَمِيْر তার شِبْه فِعْل ও مُتَعَلِّق কে নিয়ে خَبَر হলো مختص -এর সাথে, فَاعِل তার شِبْه فِعْل ও مَجْرُور মিলে مُتَعَلِّق হলো الخفض -এর, جُمْلَة معطوفة মিলে مَعْطُوف ও مَعْطُوف عَلَيه, جُمْلَة اِسْمية হয়ে مَعْطُوف হলো, مُبْتَدَأ ও خَبَر মিলে مُضَاف إِلَيْه হয়ে خَبَر হলো مُرَكَّب إِضَافِي মিলে مُضَاف ও مُضَاف إِلَيْه -এর, نحو -এর, مُبْتَدَأ محذوف -এর, جُمْلَة اِسْمية ও خَبَر মিলে مُبْتَدَأ হলো।

তারকীব : ২২. قَوْلُهُ: فَلَيْسَ فِي الْأَفْعَالِ خَفْضٌ وَلَا فِي الْأَسْمَاءِ جَزْمٌ

مَجْرُور ও جَارْ , مَجْرُور হলো اَلْأَفْعَال এবং حَرْف جَارْ হলো فِي আর فِعْل نَاقِص হলো لَيْس আর نتيجية হলো فاء মিলে مُتَعَلِّق হলো ثابتا, فَاعِل তার شِبْه فِعْل , فَاعِل হলো ضَمِيْر তার شِبْه فِعْل -এর সাথে যা উহ্য مَعْطُوف عَلَيه হয়ে جُمْلَة اسمية خَبَرِيَّة কে নিয়ে خَبَر ও اِسْم তার فِعْل نَاقِص, خَبَر نَاقِص হলো خَفْضٌ আর نَاقِص এবং لا হলো لا بمعنى ليس আর حَرْف جَارْ হলো فِي এবং اَلْاِسْماء, مَجْرُور ও جَارْ , مَجْرُور হলো متعلق ও فاعل তার شبه فعل, فاعل ضمير হলো , خَبَر مقدم -এর لا – ثابتا হলো شبه فعل এর সাথে, তার خَبَر ও اِسْم তার لا , اسم مؤخر হলো جَزْمٌ হয়েছে, আর مَعْطُوف হয়ে جُمْلَة اِسْمية خَبَرِيَّة কে নিয়ে خَبَر ও اِسْم তার لا , اسم مؤخر হলো।

তারকীব : ২৩. قَوْلُهُ: اَلْاِبْتِدَائِيَّةُ مَا وَقَعَتْ فِيْ أَوَّلِ الْكَلَامِ

এখানে الابتدائية হলো اَلْاِبْتِدَائِيَّةُ আর مَا হলো موصول اِسْم আর وَقَعَتْ হলো فِعْل এবং فِيْ হলো حَرْف جَارْ আর مَجْرُور হয়ে مُرَكَّب إِضَافِي মিলে مُضَاف إِلَيْه ও مُضَاف , مُضَاف إِلَيْه হলো اَلْكَلَام এবং مُضَاف হলো أَوَّلِ হয়েছে, جَارْ ও مَجْرُور মিলে مُتَعَلِّق হয়েছে وقعت -এর সাথে, তার ضَمِيْر হলো فَاعِل , فَاعِل তার فِعْل ও فَاعِل কে নিয়ে مُتَعَلِّق হয়ে صلة হলো موصول اِسْم এর, موصول ও صلة মিলে خَبَر হলো مُبْتَدَأ এর, مُتَعَلِّق কে নিয়ে جُمْلَة فِعْلية হয়ে صلة হলো موصول اِسْم এর, موصول ও صلة মিলে خَبَر হলো مُبْتَدَأ এর, جُمْلَة اِسْمية خبرية হয়েছে।

তারকীব : ২৪. قَوْلُهُ: مِثْلُ اَلْكَلِمَةُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ

এখানে উহ্য نظيرها হলো مُبْتَدَأ محذوف আর مِثْل হলো مُضَاف এবং اَلْكَلِمَةُ হলো مُبْتَدَأ আর عَلَى হলো مُرَكَّب মিলে مُضَاف إِلَيْه ও مُضَاف , مُضَاف إِلَيْه হলো اَضْرُبٍ আর مُضَاف হলো ثَلَاثَةِ এবং حَرْف جَارْ হয়ে إِضَافِي مَجْرُور হলো على, مَجْرُور ও جَارْ -এর, منقسمة হলো مُتَعَلِّق মিলে شِبْه فِعْل -এর সাথে যা উহ্য فَاعِل তার ضَمِيْر হলো , فَاعِل তার شِبْه فِعْل ও مُتَعَلِّق কে নিয়ে خَبَر হলো الكلمة -এর, مُبْتَدَأ ও خَبَر মিলে مُضَاف إِلَيْه ও مُضَاف মিলে مُرَكَّب إِضَافِي হয়ে خَبَر হলো مثل -এর, مُضَاف إِلَيْه হয়ে جُمْلَة اِسْمية خَبَرِيَّة হয়েছে, مُبْتَدَأ ও خَبَر মিলে مُبْتَدَأ محذوف -এর, جُمْلَة اِسْمية হয়েছে।

তারকীব : ২৫. قَوْلُهُ: اَلْمَقْطُوْعَةُ مَا وَقَعَتْ بِلَا اِرْتِبَاطٍ شَيْءٍ بِالتَّعْدَادِ

এখানে اَلْمَقْطُوْعَةُ হলো فَاعِل ضَمِيْر তার فِعْل হলো وَقَعَتْ এবং مَا হলো موصول اِسْم আর مُبْتَدَأ হলো, مُضَاف إِلَيْه হলো شَيء আর مصدر مُضَاف হলো لا ارتباط আর حَرْف جَارْ হলো باء এর بِلَا اِرْتِبَاطِ, আর اِرتباط مصدر হলো مُتَعَلِّق মিলে مَجْرُور ও جَارْ , مَجْرُور হলো التعداد আর جرف جَارْ হলো باء -এর بِالتَّعْدَادِ -এর, مُتَعَلِّق মিলে مَجْرُور ও جَارْ, مَجْرُور হয়ে مُرَكَّب إِضَافِي মিলে متعلق ও مُضَاف إِلَيْه ও مُضَاف -এর, হয়েছে وقعت -এর সাথে, তার فِعْل হলো فَاعِل ও مُتَعَلِّق কে নিয়ে جُمْلَة فِعْلية হয়ে صلة হলো ما -এর, موصول ও مُبْتَدَأ -এর, خَبَر ও مُبْتَدَأ মিলে خَبَر হলো المقطوعة -এর, جُمْلَة اِسْمية خَبَرِيَّة হয়েছে।

তারকীব : ২৬. قَوْلُهُ : مِثْلُ اَلْبَابُ الثَّانِي فِي الْعَوَامِلِ اللَّفْظِيَّةِ وَالْقِيَاسِيَّةِ

এখানে হলো نظيرها আর হলো مُبْتَدَأ محذوف এবং مِثْلُ হলো مُضَاف এবং اَلْبَابُ হলো مَوْصُوف আর اَلثَّانِيْ হলো صِفَة , اَللَّفْظِيَّةِ ও مَوْصُوف মিলে مُبْتَدَأ আর فِيْ হলো حَرْف جَارْ আর اَلْعَوَامِلِ হলো مَوْصُوف এবং اَلْقِيَاسِيَّةِ হলো حَرْف عَطْف আর واو হলো مَعْطُوف عَلَيه , مَعْطُوف ও مَعْطُوف عَلَيه মিলে معطوف مَجْرُور ও جَارْ মিলে مَجْرُور হয়ে تَوْصِيْفِي مُرَكَّب হয়েছে, صِفَة ও مَوْصُوف মিলে صِفَة হয়েছে, مُتَعَلِّق কে নিয়ে ও فَاعِل তার شِبْه فِعْل , فَاعِل আর তার ضَمِيْر হলো ثابت -এর সাথে যা محذوف فِعْل مُضَاف إِلَيْه ও مُضَاف মিলে خَبَر হলো, مُبْتَدَأ ও خَبَر মিলে جُمْلَة اِسْمية হয়ে مُضَاف إِلَيْه হলো مثل -এর, جُمْلَة اِسْمية خَبَرِيَّة হয়েছে। مُبْتَدَأ محذوف خَبَر ও مُبْتَدَأ মিলে خَبَر হলো مُرَكَّب إِضَافِي হয়ে -এর,

তারকীব : ২৭. قَوْلُهُ : اَلْحَالِيَّةُ مَا وَقَعَتْ حَالًا

مُبْتَدَأ হলো اَلْحَالِيَّةُ আর مَا হলো اِسْم موصول আর وَقَعَت হলো فِعْل তার ضَمِيْر হলো আর حَالًا হলো ذو الحال , حال তার ذو الحال -এর সাথে মিলে فاعل হলো وقعت - ফে'লের فِعْل তার فَاعِل কে নিয়ে فِعْلية جُمْلَة হয়ে صلة হলো مَا এর, موصول ও صلة মিলে خَبَر হলো مُبْتَدَأ এর, مُبْتَدَأ ও خَبَر মিলে جُمْلَة اِسْمية خَبَرِيَّة হয়েছে।

তারকীব : ২৮. قَوْلُهُ : مِثْلُ جَاءَ نِيْ زَيْدٌ وَأَبُوْهُ رَاكِبٌ

এখানে نظيرها হলো محذوف مُبْتَدَأ আর مِثْلُ হলো مُضَاف আর جَاءَ হলো فِعْل এবং نِيْ -এর نون হলো متكلم ياء আর وقاية আর يمير ه হলো إِلَيْه مُضَاف , مُضَاف ও إِلَيْه مُضَاف মিলে مُبْتَدَأ আর رَاكِبٌ হলো خَبَر ও مُبْتَدَأ মিলে جُمْلَة اِسْمية হয়ে حال , ذوالحال ও حال মিলে হলো حال , فَاعِل তার فِعْل , فَاعِل ও خَبَر مُرَكَّب إِضَافِي হয়ে مَفْعُول কে নিয়ে فِعْلية جُمْلَة হয়ে مُضَاف إِلَيْه হয়েছে, مُضَاف ও إِلَيْه مُضَاف মিলে خَبَر হলো مُبْتَدَأ محذوف -এর, مُبْتَدَأ ও خَبَر মিলে جُمْلَة اِسْمية خَبَرِيَّة হয়েছে। ابو হলো -এর أَبُوْهُ এবং زَيْدٌ হলো ذو الحال হলো واو , حالية হলো

তারকীব : ২৯. قَوْلُهُ : اَلْمَعْطُوْفَةُ مَا عُطِفَ عَلٰى سَابِقِهٖ

مُبْتَدَأ হলো اَلْمَعْطُوْفَةُ এখানে نائب فَاعِل হলো ضَمِيْر তার فِعْل হলো عُطِفَ আর مَا হলো اِسْم موصول আর يمير ه হলো إِلَيْه مُضَاف , مُضَاف ও এবং عَلٰى হলো حَرْف جَارْ আর سَابِقِهٖ -এর سابق হলো مُضَاف আর مُتَعَلِّق হলো عطف -এর সাথে, فِعْل তার فَاعِل ও نائب কে নিয়ে فِعْلية جُمْلَة হয়ে صلة হলো ما -এর, موصول ও صلة মিলে مَجْرُور ও جَارْ মিলে مَجْرُور হয়ে مُرَكَّب إِضَافِي হয়ে على হলো مُبْتَدَأ -এর, خَبَر হলো مُبْتَدَأ -এর, جُمْلَة اِسْمية خَبَرِيَّة হয়েছে। مُبْتَدَأ ও خَبَر মিলে

তারকীব : ৩০. قَوْلُهُ : وَنَظَائِرُهُ كَثِيْرَةٌ فِي الْعِبَارَاتِ الْعَرَبِيَّةِ

مُضَاف إِلَيْه ও مُضَاف মিলে يمير ه হলো إِلَيْه مُضَاف , مُضَاف আর نَظَائِرُ হলো مُضَاف আর حَرْف عَطْف হলো واو حَرْف جَارْ হলো فِيْ আর فَاعِل হলো ضَمِيْر তার فِعْل হলো شِبْه আর তার كَثِيْرَةٌ আর مُبْتَدَأ হয়ে مُرَكَّب إِضَافِي আর مَجْرُور হয়ে مُرَكَّب تَوْصِيْفِي আর اَلْعِبَارَاتِ হলো مَوْصُوف আর اَلْعَرَبِيَّةِ হলো صِفَة , مَوْصُوف ও صِفَة মিলে مُتَعَلِّق হলো كثيرة -এর সাথে, فِعْل তার شِبْه فَاعِل ও مُتَعَلِّق কে নিয়ে فِيْ -এর, مَجْرُور ও جَارْ মিলে مُتَعَلِّق হলো, এখন خَبَر ও مُبْتَدَأ মিলে جُمْلَة اِسْمية خَبَرِيَّة হয়েছে।

তারকীব : ৩১. قَوْلُهُ : تَمَّتِ الْجُمَلُ

فِعْل হলো تَمَّتْ এবং اَلْجُمَلُ হলো فَاعِل; فَاعِل তার فِعْل কে নিয়ে جُمْلَة فِعْلية خَبَرِيَّة হয়েছে।

اَلْمَرْحَلَةُ السَّادِسَةُ فِي الْعَوَامِلِ نَظْمًا

[ষষ্ঠ পর্ব, পদ্যে আমিলসমূহের বর্ণনা]

مِائَةُ عَامِلٍ نَظْمًا

[পদ্যে একশত আমিল]

بَيَانُ الْحَمْدِ وَالنَّعْتِ

[হামদ ও না'তের বর্ণনা]

١. بعد توحید خداوند و درود مصطفے * نعت آل پاک پیغمبر رسول مجتبے

٢. ہست مدح خسرو غازی معین الدین حسین * حامی دین آفتاب معدلت ظل خدا

٣. بر خلائق واجب و بر بندہ باشد فرض عین * چوں دعائے شاہزادہ سال و مہ صبح و مسا

٤. نصرت و فتح و ظفر اقبال و جاہ و سلطنت * باد باقی ہر دو را تا ہست امکان بقا

অনুবাদ:

১. আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের স্বীকৃতি প্রদান করে এবং হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ -এর উপর দরূদ প্রেরণ করে; নির্বাচিত রাসূলের ﷺ পবিত্র পরিবারের উপর প্রশংসা-গীতি রইল।

২. সম্মানিত নৃপতি গাজী মুঈনুদ্দীন হুসাইন, যিনি দীনের সাহায্যকারী, ইনসাফের সূর্য্য, আল্লাহর ছায়া তাঁর জন্য প্রশংসা রইল।

৩. সৃষ্ট জীবের উপর ওয়াজিব, আর আমার উপর ফরজ। মাস, বছর, সকাল-সন্ধ্যা যুবরাজের প্রতি নেক দোয়া রইলো।

৪. যতদিন থাকবে বিশ্ব পরিমণ্ডল বিরাজমান, ততদিন তাঁদের উভয়ের জন্য সাহায্য, বিজয়, ভাগ্য, সম্মান-মর্যাদা ও রাজত্ব স্থায়ী থাকুক।

بَيَانُ عَوَامِلِ النَّحْوِ وَأَنْوَاعِهَا

[নাহুর আমিলসমূহ ও তার প্রকারভেদ]

٥. عامل اندر نحو صد باشد چنیں فرمودہ اند * شیخ عبد القاہر جرجانی پیر ہدی

٦. معنوی از وے دو باشد جملہ دیگر لفظیند * باز لفظی شد سماعی و قیاسی اے فتا

٧. زاں نودیک داں سماعی ہفت دیگر بر قیاس * آں سماعی سیزدہ نوع ست بے روئے وریا

৫. শাইখ আব্দুল কাহের জুরজানীর ভাষ্য মতে নাহুতে আমিল হলো একশতটি।

৬. তা হতে দু'টি হলো مَعْنَوِی আর বাকি সবগুলো হলো لَفْظِی, হে যুবক لَفْظِی আবার سَمَاعِی ও হয় এবং قِيَاسِی ও হয়।

৭. জেনে রাখ যে, ৭টি হলো قِيَاسِی আর ৯১টি হলো سَمَاعِی যা ১৩ ভাগে বিভক্ত।

اَلنَّوْعُ الْاَوَّلُ

[عَامِلِ سَمَاعِي -এর প্রথম প্রকার]

٨. نوع اول ہفدہ حرف جر بود میداں یقین * کاندریں یک بیت آمد جملہ بے چوں وچرا

٩. بَا وتَا وكَافْ ولَامْ وَاوْ مُنْذ ومُذْ خَلَا * رُبَّ حَاشَا مِنْ عَدَا فِيْ عَنْ عَلٰى حَتّٰى اِلٰى

৮. প্রথম প্রকার হলো ১৭টি حرْف جر দেয় ; এগুলো (اسم)-কে নিশ্চিতভাবে جر দেয় । যেগুলোকে আগত কবিতায় নিঃসংশয়ে একত্রিত করা হয়েছে ।

৯. عَلٰى , عَنْ , فِيْ , عَدَا , مِنْ , حَاشَا , رُبَّ , خلا , مذ , منذ , واو , لام , كاف , تاء , باء , إلٰى , حَتّٰى ।

اَلنَّوْعُ الثَّانِيْ وَالثَّالِثُ

[عَامِلِ سَمَاعِي -এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকার]

١٠. إِنَّ با أَنَّ كَأَنَّ لَيْتَ لٰكِنَّ لَعَلَّ * ناصب اسم اند و رافع در خبر ضد مَا ولَا

১০. 'مَا' ও 'لَا' -এর বিপরীত । إِنَّ , أَنَّ , كَأَنَّ , لَكِنَّ , لَيْتَ ও لَعَلَّ এগুলো اِسْم -কে نَصْب দেয় আর خَبَر কে رَفْع দেয় । যা

اَلنَّوْعُ الرَّابِعُ

[عَامِلِ سَمَاعِي -এর চতুর্থ প্রকার]

١١. وَاوْ يَا وهَمْزَه و اِلَّا اَيَا وَ اي هَيَا * ناصب اسمند پس ایں ہفت حرف اے مقتدا

১১. হে আমীর! وَ , يَا , أَ , إِلَّا , أَيَا , أَيْ , هَيَا ও এ সাতটি অব্যয় اِسْم কে نَصْب দিয়ে থাকে ।

اَلنَّوْعُ الْخَامِسُ

[عَامِلِ سَمَاعِي - এর পঞ্চম প্রকার]

١٢. اَنْ و لَنْ پس كَيْ إِذَنْ ایں چار حرف معتبر * نصب مستقبل کنند ایں جملہ دائم اقتضا

১২. إِذَنْ ও كَيْ , لَنْ , أَنْ এ চারটি বিবেচ্য অব্যয়ের সব কয়টি নিশ্চিতভাবে فِعْل مُضَارِع কে نَصْب প্রদান করে থাকে ।

اَلنَّوْعُ السَّادِسُ

[عَامِلِ سَمَاعِي -এর ষষ্ঠ প্রকার]

١٣. اِنْ وَ لَمْ لَمَّا و لَامِ اَمْر وَلَائے نَہی نیز * پنج حرف جازم فعلند ہر یک بے دغا

১৩. إِنْ , لَمْ , لَمَّا , لَامِ أَمْر ও لَائے نَہی এ পাঁচটির প্রত্যেকটি فِعْل مُضَارِع কে جَزْم প্রদান করে থাকে ।

اَلنَّوْعُ السَّابِعُ

[عَامِل سَمَاعِى -এর সপ্তম প্রকার]

۱۴. مَنْ و مَا مَهْمَا و ایُّ حَیْثُمَا اِذْمَا مَتٰی * اَیْنَمَا اَنّٰی نہ اِسْم جازم آمد فعل را

১৪. مَنْ , مَا , مَهْمَا , حَيْثُمَا , إِذْمَا , مَتٰى , أَيْنَمَا و أَنّٰى এই নয়টি বিশেষ্য فِعْل مُضَارِع কে جزم দিয়ে থাকে।

اَلنَّوْعُ الثَّامِنُ

[عَامِل سَمَاعِى -এর অষ্টম প্রকার]

۱۵. ناصب اسم منکر نوع ہشتم چار اسم * ہست چوں تمیز باشد آں منکر ہر کجا

۱۶. اولیں لفظ عَشَرَ باشد مرکب با اَحَدْ * ہمچنیں تا تِسْع وَتِسْعِیْن بر شمر ایں حکم را

۱۷. باز ثانی کَمْ چوں استفہام باشد نے خبر * ثالث ایشاں کَاَیِّنْ رابع ایشاں کَذَا

১৫. অষ্টম প্রকারের চারটি বিশেষ্য اِسْم نَكِرَة কে نَصْب দেয়। যদি ঐ নাকেরা تَمْيِيْز হয়।

১৬. ঐ চারটির প্রথমটি হলো عَشَرَ এটা যখন أَحَد (ও অন্যান্য একক) শব্দের সাথে যুক্ত হবে। এভাবে تِسْع وَتِسْعِيْنَ তথা ৯৯ পর্যন্ত সংখ্যার হুকুম একই রকম মনে রাখবে।

১৭. এর দ্বিতীয়টি হলো كَمْ যখন এটি প্রশ্নবোধক হবে, خَبَرِيَّة হবে না। এদের তৃতীয়টি হলো كَاَيِّنْ আর চতুর্থটি হলো كَذَا-

اَلنَّوْعُ التَّاسِعُ

[عَامِل سَمَاعِى -এর নবম প্রকার]

۱۸. نہ بود اسمائے افعالی کزاں شش ناصبند * دُوْنَكَ بَلْهَ عَلَيْكَ حَيَّهَلْ باشد و ھَا

۱۹. پس رُوَيْدَ باز رافع اسم را هَيْهَاتَ داں * باز شَتَّانَ ست و سَرْعَانَ یاد گیر ایں بیتا

১৮. أَسْمَاء أَفْعَال হলো ৯টি। এর ৬টি হলো, যা اِسْم কে نَصْب দেয়। আর তা হলো دُوْنَكَ , بَلْهَ , عَلَيْكَ, حَيَّهَلْ আর আছে 'هَا'।

১৯. এর পর رُوَيْدَ। এরপর اِسْم কে رَفْع প্রদানকারী জেনে রাখ, তাদের একটি هَيْهَاتَ তারপর شَتَّانَ এবং سَرْعَان। এ কবিতাগুলো মুখস্ত করে নাও।

اَلنَّوْعُ الْعَاشِرُ

[عَامِل سِمَاعِي -এর দশম প্রকার]

۲۰. نوع عاشر سیزدہ فعلند کایشاں ناقصند * رافع اسمند و ناصب در خبر چوں مَا و لَا

۲۱. كَانَ صَارَ اَصْبَحَ اَمْسٰى واَضْحٰى ظَلَّ بَاتَ * مَافَتِئَ مَادَامَ مَا انْفَكَّ لَيْسَ باشد از قفا

۲۲. مَابَرِحَ مَازَالَ وافعالے کزینہا مشتق اند * ہر کجا بینی ہمیں حکم ست در جملہ روا

২০. দশ প্রকারে তেরটি فِعْل বর্ণিত আছে। এরা সব نَاقِص [অসমাপিকা ক্রিয়া]। এরা 'مَا' এবং 'لَا' -এর মতো اِسْم কে رَفْع দেয় আর خَبَر কে نَصْب দেয়।

২১. مَا انْفَكَّ , مَا دَامَ , مَا فتئ , بات , ظل , أَضْحٰى , أَمْسٰى , أَصْبَحَ , صَارَ , كَانَ -فِعْل -গুলো হলো- لَيْسَ এর সর্বশেষ।

২২. مَا بَرِحَ , مَا زَالَ , মা-যালা। আর এসব فِعْل হতে যা কিছুই গঠিত হবে, সবগুলোরই একই বিধান হবে।

اَلنَّوْعُ الْحَادِيْ عَشَرَ

[عَامِل سَمَاعِي -এর একাদশ প্রকার]

۲۳. دیگر افعال مقارب در عمل چوں ناقصند * ہست آں كَادَ كَرَبَ اَوْشَكَ دیگر عَسٰى

২৩. অন্য দিকে أَفْعَال نَاقِصَة ঠিক أَفْعَال مُقَارَب -এর মতোই আমল করে। ঐ فِعْل গুলো হলো كَادَ, كَرُبَ, أَوْشَكَ, অন্যটি হচ্ছে عَسٰى।

اَلنَّوْعُ الثَّانِيْ عَشَرَ

[عَامِل سَمَاعِي -এর দ্বাদশ প্রকার]

۲۴. دیگر افعال یقین وشک بودکاں بر دو اسم * چوں در آید ہر یکے منصوب سازد ہر دورا

۲۵. خِلْتُ باشد با عَلِمْتُ پس حَسِبْتُ با زَعَمْتُ * پس ظَنَنْتُ با رَأَيْتُ پس وَجَدْتُ بے خطا

২৪. অন্যগুলো হলো أَفْعَال يَقِيْن ও شَكّ এরা দু'টি اِسْم -এর পূর্বে এসে উভয়টিকেই نَصْب প্রদান করে থাকে।

২৫. خِلْتُ তার সাথে আছে عَلِمْتُ অতঃপর زَعَمْتُ অতঃপর ظَنَنْتُ ; এর সাথে رَأَيْتُ সর্বশেষ নির্ভুলভাবে وَجَدْتُ,

اَلنَّوْعُ الثَّالِثُ عَشَرَ

[عَامِل سَمَاعِی -এর ত্রয়োদশ প্রকার]

۲۶. رافع اسمائے جنس افعال مدح وذم بود * چار باشد نِعْمَ بِئْسَ سَاءَ آنکہ حَبَّذَا

২৬. سَاءَ - بِئْسَ - نِعْمَ দানকারী رَفْع -কে اِسْم جِنْس -এরপর أَفْعَال مَدْح وَذَم হচ্ছে চারটি। সেগুলো হলো حَبَّذَا -

عَوَامِل قِيَاسِی

[কিয়াসী আমিলসমূহ]

۲۷. بعد ازاں ہفت قیاسی اسم فاعل مصدر ست * اِسْم مَفْعُول ومُضَاف وفِعْل باشد مطلقا

۲۸. پس صِفَت باشد کہ آں مانند اِسْم فَاعِل ست * ہفتم اِسْم تَامّ باشد ناصب تَمْیِیْز را

২৭. উক্ত আমিলগুলোর পর সাতটি আমিল আছে কিয়াসী। এগুলো হলো اسم فَاعِل - مَصْدَر - اِسْم, فِعْل مُضَاف - مَفْعُوْل এবং

২৮. এরপর صِفَة مُشَبَّهَة এটি ঠিক اِسْم فَاعِل -এর মতো। সপ্তমটি হচ্ছে اِسْم تَامّ যা تَمْیِیْز -কে নসব দিয়ে থাকে।

عَوَامِل مَعْنَوِیَّة

[কল্পিত আমিলসমূহ]

۲۹. عامل فِعْل مُضَارِع معنوی باشد بداں * ہم چنیں معنی بود عامل یقین در مُبْتَدَا

۳۰. دولت واقبال وجاہ شاہزادہ بر کمال * در تضاعف باد دائم ختم کردم بر دعا

২৯. فِعْل مُضَارِع -এর আমিল مَعْنَوِی হয় একথা তুমি জেনে রাখ। তদ্রূপ مُبْتَدَأ -এর ক্ষেত্রেও আমিলটা নিশ্চিতভাবে مَعْنَوِی হয়ে থাকে।

৩০. মাননীয় যুবরাজের রাষ্ট্র, সৌভাগ্য ও সম্মান পরিপূর্ণভাবে অনেক বেড়ে যাক। এ দোয়ার মাধ্যমেই অত্র বাক্য রচনা সমাপ্ত করলাম।

কওমী মাদরাসার শিক্ষাবোর্ডের আলোকে প্রশ্নাবলি

নমুনা প্রশ্ন-০১

কিতাব : শরহে মিআতে আমেল

পূর্ণমান : ১০০ সময় : ৩ ঘন্টা ৩০ মিনিট

(সুন্দর উপস্থাপনা ও লেখার জন্যে ৪ নম্বর নির্ধারিত ।)

(যে কোনো ৩টি প্রশ্নের উত্তর দাও)

প্রশ্ন নং ১. ক. হারাকাত লাগাও এবং অনুবাদ কর । ১৬

الحمد لله على نعمائه الشاملة وآلائه الكاملة والصلوة على سيد الأنبياء محمد المصطفى وآله المجتبى. اعلم أن العوامل في النحو على ما ألفه الشيخ الإمام أفضل علماء الأنام عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني سقى الله ثراه وجعل الجنة مثواه.

খ. তারকীব কর । ১৬

(١) النوع الْأَوَّل حروف تجر الاسم فقط (٢) الواو للقسم وهي تدخل إلا على الاسم الظاهر لا على المضمر (٣) جاءني القوم عدا زيدا.

প্রশ্ন নং ২. ক. جواب القسم এর শুরুতে কখন কী হওয়া আবশ্যক? উদাহরণসহ লিখ । ৮

খ. حاشا وخلا وعدا কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়? এগুলোর ব্যবহার নাহবীদের মতভেদ ও উদাহরণসহ বর্ণনা কর । ১৬

গ. ترجي ও تمني এর মধ্যে পার্থক্য কী? উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও । ৮

প্রশ্ন নং ৩. ক. তোমাদের কিতাবের النوع الرابع -তে عامل কয়টি ও কী কী এবং সেগুলো কী عمل করে লিখ । ১০

খ. কাকে বলে উদাহরণসহ লিখ । (যে কোনো ২টি) ৬

(١) مضمون الجملة (٢) ما الكافة (٣) اسم الفاعل

গ. তারকীব কর : ১৬

النوع الثاني الحروف المشبهة بالفعل وهي تدخل على المبتدأ والخبر تنصب المبتدأ وترفع الخبر وهي ستة حروف إن وأن وهما لتحقيق مضمون الجملة الاسمية.

প্রশ্ন নং ৪. ক. নিচের বাক্যগুলোতে عامل معمول ও নির্ণয় কর । (যে কোনো ২টি বাক্যের) ১০

(١) أَمَّا القياسية فسبعة عوامل (٢) وأَمَّا إذا كان متعديا فينصب المفعول به أَيْضًا (٣) ولا يجوز تقديم الفاعل على الفعل بخلاف المفعول.

খ. হারাকাত লাগাও ও অর্থ লিখ । ১০

ولن لتَأْكِيْد نفي المستقبل مثل لن تراني وأصلها لا أن عند الخليل فحذفت الهمزة تخفيفا فصارت لان ثم حذف الألف لالتقاء الساكنين فبقيت لن.

গ. তারকীব কর । ১২

النوع السادس حروف تجزم الفعل المضارع وهي خمسة أحرف لم ولما ولام الأمر ولا النهي وإن للشرط والجزاء فلم تجعل المضارع ماضيا منفيا.

প্রশ্ন নং ৫. (যে কোনো ৮টি প্রশ্নের উত্তর দাও ।) ৮×৪=৩২

১. زيد عالم والله কিসের মিছাল লিখ ।

২. عدا القوم زيد কিসের মিছাল লিখ ।

৩. أَفْعَال غير متصرفة কাকে বলে ২টি উদাহরণসহ লিখ ।

৪. "النوع الثالث: ماولا المشبهتان بليس في النفي والدخول على المبتدأ والخبر" في النفي والدخول বাক্যের মধ্যে المبتدأ والخبر দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে?

৫. পার্থক্য লিখ: (ক) (المشبهتان بليس) ما ولا (খ) لم - لما

৬. الصفة المشبهة কাকে বলে মিছাল দিয়ে বুঝিয়ে দাও ।

৭. ما زال কী কী অর্থে ব্যবহার হয় উদাহরণসহ লিখ ।

৮. أعلمت زيدا عمروا فاضلا কিসের মিছাল অর্থসহ লিখ ।

৯. كَأَيِّنَ আসলে কী ছিল এবং এর দ্বারা উদ্দেশ্য কী?

১০. আরবী কর: (ক) ৭৫টি গাভী (খ) ৯১টি বই ।

১১. কয়টি فعل ماضي -اسم فعل এর অর্থ দেয় ও কী কী?

নমুনা প্রশ্ন-০৪

কিতাব : শরহে মিআতে আমেল

পূর্ণমান : ১০০ সময় : ৩ ঘন্টা ৩০ মিনিট

(সুন্দর উপস্থাপনা ও লেখার জন্যে ৪ নম্বর নির্ধারিত।)

(যে কোনো ৩টি প্রশ্নের উত্তর দাও)

প্রশ্ন নং ১. ক. হারাকাত সংযোজন করে অনুবাদ কর। ১৬

اعلم أن تقديم أَخْبَار هذه الأَفْعَال على أسماءها جائز بإبقاء عملها مثل كان قائما زيد وعلى هذا القياس في البواقي وأَيْضًا تقديم أَخْبَارها على نفسها جائز سوى ليس والأَفْعَال التي في أوائلها ما.

খ. তারকীব কর। ১৬

النوع الثالث: ماولا المشبهتان بليس في النفي والدخول على المبتدأ والخبر ترفعان الاسم وتنصبان الخبر وتدخل ما على المعرفة والنكرة مثل ما زيد قائما ولا تدخل لا إلا على النكرة نحو لا رجل ظريفا.

প্রশ্ন নং ২. ক. على ও إلى، من কোন কোন অর্থের জন্য ব্যবহার হয়? উদাহরণসহ লিখ। ২০

খ. الأَفْعَال الناقصة এর কোন কোনটির خبر- কে اسم এর পূর্বে এবং কোন কোনটির خبر- কে সরাসরি فعل এর পূর্বে আনা যায়? উদাহরণসহ লিখ। ১২

প্রশ্ন নং ৩. ক. হারাকাত সংযোজন করে অর্থ লিখ। এ সমস্ত فعل- কে أَفْعَال غير متصرفة বলা হয় কেন? ১৮

والرابع حب بفتح الباء أو ضمها أصله حبب بضم العين فأسكنت الباء الأولى وأدغمت في الثانية على اللغة الأولى ونقلت ضمتها إلى الحاء وأدغمت الباء في الباء على اللغة الثانية وحب لا ينفصل عن ذا في الاستعمال ولهذا يقال في تقرير الأَفْعَال حبذا وهو مرادف لنعم وفاعله ذا والمخصوص بالمدح مذكور بعده.

খ. مصدر কাকে বলে? এর عمل কী? এবং عمل করার শর্তাবলি উদাহরণসহ লিখ। ৮

গ. নিচের কোনটি কিসের مثال লিখ। (যে কোনো ৩টি) ৬

(١) اشتريت العبد بالفرس، (٢) عليه دين، (٣) إنما إلهكم إله واحد، (٤) أَسْلَمْت أن أَدْخُل الجنة.

প্রশ্ন নং ৪. ক. أَفْعَال القلوب কাকে বলে? কয়টি ও কী কী? কোনটি কোন অর্থে ব্যবহার হয়? এগুলোর عمل কখন বাতিল করা জায়েজ? মতভেদসহ উদাহরণ দাও। ২

খ. جواب القسم এর শুরুতে কখন কী হওয়া আবশ্যক? উদাহরণসহ লিখ। ৬

গ. নিচের ইবারতের ব্যাখ্যা কর। ৬

وخامسها الصفة المشبهة وهي مشتقة من الفعل اللازم دالة على ثبوت مصدرها لفاعلها على سبيل الاستمرار والدوام.

প্রশ্ন নং ৫. ক. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। (যে কোনো ৫টি) ৪×৫=২০

(১) الكافة ما কাকে বলে? উদাহরণের মাধ্যমে বুঝিয়ে দাও।

(২) ما زال কী কী অর্থে ব্যবহার হয়? উদাহরণসহ লিখ।

(৩) كان الناقصة কয় অর্থে ব্যবহার হয়? উদাহরণসহ লিখ।

(৪) أَفْعَال المقاربة কাকে বলে? তা কয়টি ও কী কী?

(৫) صفة مشبهة- এর معمول কখন منصوب ও কখন مجرور হয়? উদাহরণসহ লিখ।

(৬) اسم فاعل- এর عمل করার শর্তগুলো লিখ।

খ. حاشا وخلا وعدا কী কী অর্থে ব্যবহৃত হয়? কী কী عمل করে? এগুলো কখন فعل হওয়া আবশ্যক? মতভেদসহ উদাহরণ দাও। ১২

নমুনা প্রশ্ন-০৩

কিতাব : শরহে মিআতে আমেল

পূর্ণমান : ১০০ সময় : ৩ ঘন্টা ৩০ মিনিট

(সুন্দর উপস্থাপনা ও লেখার জন্যে ৪ নম্বর নির্ধারিত।)

(যে কোনো ৩টি প্রশ্নের উত্তর দাও)

প্রশ্ন নং ১. ক. على ও عن কী কী অর্থে ব্যবহৃত হয়? উদাহরণসহ লিখ। ১০

খ. হারাকাত লাগাও এবং অনুবাদ কর। ১০

اعلم أنه لابد للقسم من الجواب فإن كان جوابه جملة اسمية فإن كانت مثبتة وجب أن تكون مصدرة بإن أو لام الابتداء نحو والله إن زيدا قائم ووالله لزيد قائم وإن كانت منفية كانت مصدرة بما ولا وإن.

গ. তারকীব কর। (যে কোনো ২টি) ১২

(١) وهي مختصة بالاسم الظاهر بخلاف إلى (٢) ابتداء رؤيتي إياه كان يوم الجمعة إلى الآن (٣) فأن للاستقبال وإن دخلت على الماضي.

প্রশ্ন নং ২. ক. أيا ও يا এবং لم ও لا এর পার্থক্য মিছালসহ বুঝিয়ে দাও। ৮

খ. الأَفْعَال الناقصة-এর কোনটির خبر-কে اسم-এর পূর্বে এবং কোনটির خبر-কে সরাসরি فعل-এর পূর্বে আনা যায়? উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও। ১৬

গ. عسى শব্দটি غير متصرف কেন? এটি কী عمل করে? মিছাল দিয়ে বুঝিয়ে দাও। ৮

প্রশ্ন নং ৩. ক. فعل مضارع কে جزم প্রদানকারী اسم কয়টি ও কী কী? ১০

খ. কাকে বলে? উদাহরণসহ লিখ। (যে কোনো ২টি) ৮

(١) العوامل القياسية (٢) الشرط (٣) المفعول به (٤) أَفْعَال المدح والذم

গ. أَفْعَال القلوب-এর عمل কখন বাতিল করা জায়েজ? মতভেদসহ লিখ এবং মিছাল দ্বারা বুঝিয়ে দাও। ১৪

প্রশ্ন নং ৪. ক. নীচের মিছালগুলোতে عامل ও معمول নির্ণয় করে عامل-এর عمل বর্ণনা কর। (যে কোনো ২টি) ১২

(١) خلا البيت زيدا، (٢) كأن زيدا أسد، (٣) أعبد الله

খ. হারাকাত লাগাও ও অর্থ লিখ। ১২

فالناقصة تجيء على معنيين: أَحَدهما أن يثبت خبرها لاسمها في الزمان الماضي سواء كان ممكن الانقطاع مثل كان زيد قائما أو ممتنع الانقطاع مثل كان الله عليما حكيما.

গ. فعل متعدي-এর مصدر এর عمل কয় প্রকার ও কী কী? মিছালসহ বর্ণনা কর। ৮

প্রশ্ন নং ৫. (যে কোনো ৮টি প্রশ্নের উত্তর দাও।) ৮×৪=৩২

১. استدراك কাকে বলে? মিছাল দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

২. النوع الرابع حروف تنصب الاسم فقط বাক্যটির তারকীব লিখ।

৩. إِذْمَا تفعل أفعل বাক্যটিতে হারাকাত লাগিয়ে অর্থ লিখ।

৪. ها (اسم فعل) শব্দটি কী কী রূপে পড়া যায়?

৫. كان কয় অর্থে ব্যবহৃত হয়? মিছালসহ লিখ।

৬. আরবী কর: ৫২ জন মহিলা ও ৬৪ জন পুরুষ।

৭. الأَفْعَال المقاربة সর্ব সম্মতিক্রমে মোট কয়টি ও কী কী?

৮. حبذا رجلا زيد কিসের মিছাল? বুঝিয়ে লিখ।

৯. أزعمت زيدا عمروا فاضلا বাক্যটি কার মতে শুদ্ধ?

১০. إنما زيد منطلق কিসের মিছাল? বুঝিয়ে লিখ।

নমুনা প্রশ্ন-০৪

কিতাব : শরহে মিআতে আমেল

পূর্ণমান : ১০০ সময় : ৩ ঘন্টা ৩০ মিনিট

(সুন্দর উপস্থাপনা ও লেখার জন্যে ৪ নম্বর নির্ধারিত।)

(যে কোনো ৩টি প্রশ্নের উত্তর দাও)

প্রশ্ন নং ১. ক. باء হরফে জার কয়টি অর্থে ব্যবহার হয়? প্রথম ৫টির অর্থ উদাহরণসহ বুঝিয়ে লিখ। ১৬

খ. حرف جر -এর মধ্যে কোন কোন হরফ قسم এর অর্থ দেয় এবং কোন কোন হরফ ظرفية এর অর্থ দেয়? উদাহরণসহ লিখ। ১০

গ. কোন কোন অবস্থায় قسم جواب উহ্য থাকে? ৬

প্রশ্ন নং ২. ক. পার্থক্য লিখ। (যে কোনো ২টি) ১২

(১) ما ও من (২) حتى ও إلى (৩) أيا ও يا (৪) لا ও ما (৫) لما ও لم (৬) لعل ও ليت।

খ. নিচের উদাহরণগুলোতে عامل ও معمول নির্ণয় কর এবং عامل এর عمل বর্ণনা কর। ২০

(১) رب رجل كريم لقيته ، (২) استوى الماء والخشبة ، (৩) أقوم ما دمت قائما ، (৪) قرأت وردي حتى الدعاء .

প্রশ্ন নং ৩. ক. হারাকাত লাগাও এবং ইবারতের মর্মার্থ বুঝিয়ে লিখ। ১৪

اعلم أنه لا يجوز حذف المفعول الْأَوَّل من المفاعيل الثلاثة لكن يجوز حذف المفعولين الآخرين معا ولا يجوز حذف أَحَدهما بدون الآخر كما مر.

খ. তারকীব কর এবং এটা কিসের উদাহরণ বুঝিয়ে দাও। ১৮

مثل: نعم الرجل زيد فالرجل مرفوع بأنه فاعل نعم وزيد مخصوص بالمدح مرفوع بأنه مبتدأ ونعم الرجل خبره مقدم عليه أو مرفوع بأنه مبتدأ محذوف وهو الضمير.

প্রশ্ন নং ৪. ক. فعل ও مصدر এর মধ্যে কোনটি أصل? এ সম্পর্কে নাহুবিদদের মতভেদ দলিলসহ উপস্থাপন কর। ১৪

খ. أسماء الأَفْعَال কাকে বলে? কয় প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ বুঝিয়ে দাও। ৬

গ. কাকে বলে مثال সহ লিখ। (যে কোনো ৪টি) ১২

(১) العوامل المعنوية (২) المخصوص بالمدح (৩) أَفْعَال المقاربة (৪) حال (৫) الضمير المبهم (৬) الاستدراك .

প্রশ্ন নং ৫. ক. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও: (যে কোনো ৪টি) ১২

(১) وقال بعضهم تقديم الأَخْبَار على هذه الأَفْعَال أَيْضًا جائز سوى مَا دَامَ বাক্যটি বুঝিয়ে লিখ।

(২) اسم تام কাকে বলে? এর আমল কী? উদাহরণসহ লিখ।

(৩) الصفة المشبهة কাকে বলে? উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

(৪) إنما زيد منطلق কীসের উদাহরণ বুঝিয়ে লিখ।

(৫) عسى শব্দটি فعل না اسم? দলিলসহ লিখ।

খ. مصدر -এর عمل কয় প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ বর্ণনা কর। ১২

গ. ভুল শুদ্ধ কর ও অর্থ লিখ। (যে কোনো ২টি) ৮

(১) أَسْلَمْت كي أَدْخُل الجنة (২) رأيت زيد في الباب (৩) عندي أَحَد وعشر كتاب

সমাপ্ত

ইসলামিয়া কুতুবখানা

থেকে প্রকাশিত....



ইসলামিয়া কুতুবখানা
৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
www.islamiakutubkhana.com.bd
978-984-96985-2-4